''দেবগণ-বাঞ্ছিত আর্য্যঋষি অধ্যুষিত সুপবিত্র এই ভারতভূমিতে আমাদের জন্ম; এস্থলেই শ্রীভগবানের বিভিন্ন অবতারবৃন্দ নরলীলা প্রকটপূর্ব্বক জীবকে কতই না শিক্ষা দিয়াছেন! তাঁহাদের 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত' বাণীতে আমাদের কী মোহনিদ্রা কাটিবে না?

'বিশ্বং গৌররসে মগ্নং স্পর্শো অপি মম নাভবৎ'ঈক্ষ্যএত সুযোগ সুবিধা সত্ত্বেও যদি আমরা গুরু-বৈষ্ণব-সেবা হইতে বঞ্চিত হই তবে আমাদের গতি কি হইবে?''

—শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগুরু-মুখপদ্ম-বাক্য

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের উপদেশামৃত

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের

নিত্যশুদ্ধ-ধারাবস্থিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায় দশমাধস্তনান্বয়বর
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজানুকম্পিত

শ্রীসমিতির প্রাক্তন সভাপতি-আচার্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের

শ্রীচরণাশ্রিত ত্রিদণ্ডিস্বামী

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ-সঙ্কলিত ও

শ্রীসমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক গোস্বামী মহারাজ

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত বুক-ট্রাষ্টের পক্ষে

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ-কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা প্রেস, শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে মুদ্রিত।

আদি-সংস্করণ—

শ্রীশ্রীগৌর জয়ন্তী
২৯ গোবিন্দ, ৫২৩ শ্রীগৌরাব্দ;
১৫ই ফাল্গুন, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ;
(ইং ২৮।২। ২০১০) রবিবার

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত
গ্রন্থাবলীর প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) পঃ বঙ্গ।
২। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ
কংসটীলা, পোঃ ও জেলা—মথুরা (উঃ প্রঃ)
৩। শ্রীবিনোদ বিহারী গৌড়ীয় মঠ
২৮, হালদার বাগান লেন, (কলিকাতা-৪)।
৪। শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ
মিলনপল্লী, পোঃ-শিলিগুড়ি (দার্জিলিং)।
৫। শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ
পোঃ-তুরা (ওয়েষ্ট গারোহিল্‌স), মেঘালয়।
৬। শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠ
পশ্চিম খাগড়াবাড়ী, পোঃ ও জেলা—কোচবিহার।

ভূমিকা

পরমারাধ্যতম পরমকরুণাময় শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের অপার করুণায় সমিতির প্রাক্তন সভাপতি-আচার্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের উপদেশ সমূহ যথাক্রমে 'প্রবন্ধাবলী', 'পত্রামৃত' ও 'পত্রাবলী' গ্রন্থের মধ্যে যেসমস্ত উপদেশ তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাই তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়া "শ্রীগুরু-মুখপদ্ম-বাক্য"-গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইলেন।

উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিলে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হইবে। শাস্ত্রের প্রায় সকল উপদেশই এই গ্রন্থটিতে আছে। সাধক-সাধিকাগণ এই গ্রন্থ পাঠ ও শ্রবণ করিলে সাধন পথে বিশেষ উপকৃত হইবেন। কর্ম্ম-জ্ঞান-তপস্যার হেয়ত্ব উপলব্ধি হইবে এবং ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারিবেন। মনুষ্যদেহ কেবল ধর্ম্মাচরণের কারণে শ্রীভগবান্ সৃষ্টি করিয়াছেন অর্থাৎ শ্রীহরি আরাধনার জন্য যদি মানুষ ধর্ম্মাচরণ না করে শাস্ত্র তাঁহাকে পশুতুল্য বলিয়াছেন। শাস্ত্রীয় প্রমাণ যথা—

আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাঞ্চ
সামন্যমেতদ্ পশুভির্নরানাম্।
ধর্ম্ম হি তেষাং অধিক বিশেষো
ধর্ম্মেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

অর্থাৎ—আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুন ব্যাপারে পশু ও মানুষ সমান। কারণ উক্ত চারটি ক্রিয়া উভয়েই করিয়া থাকে। কিন্তু মানুষকে শ্রেষ্ঠ প্রাণী বলা হইয়াছে। কারণ সে ধর্ম্মাচরণ করিতে পারে। সে যদি ধর্ম্মাচরণ অর্থাৎ শ্রীহরির আরাধনা না করে তাহাকে পশু তুল্য বলা হইয়াছে। ধর্ম্মাচরণ করা মানুষের একমাত্র কর্ত্তব্য।

যাঁহারা শ্রীহরিভজন করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা যদি এই গ্রন্থটি পাঠ করেন তাহা হইলে বিশেষ উপকৃত হইবেন। শ্রীমান্ ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ বহু কায়ক্লেশ স্বীকার করিয়া এই গ্রন্থটি সংকলন করিয়াছেন। গ্রন্থপ্রকাশ বিভাগের অন্যান্য সেবকগণের নিরলস প্রচেষ্টায় গ্রন্থখানি প্রকাশ করা সম্ভব হইয়াছে। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর চরণপদ্মে তাঁহাদের পারমার্থিক কল্যাণ প্রার্থনা করিয়া ক্ষুদ্র ভূমিকা সমাপ্ত করিলাম।

—শ্রীগুরুবৈষ্ণব দাসানুদাস
শ্রীভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক

নিবেদন

মদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম পরমারাধ্যতম পরমকারুণিক শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি-আচার্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ তাহার পত্রাবলী, প্রবন্ধাবলী প্রভৃতি মধ্যে পরমার্থ-পথের পথিকগণের নিমিত্ত যে অমূল্য উপদেশ-রত্নরাজিসমূহ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া '**শ্রীগুরু-মুখপদ্ম-বাক্য**' তথা '**শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের উপদেশামৃত**' গ্রন্থখানি প্রকাশ করা হইল। শ্রীল গুরুপাদপদ্মের লিখিত প্রবন্ধাবলী ''শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের প্রবন্ধাবলী''—নামক গ্রন্থ মাধ্যমে সর্ব্বসাধারণ-গোচর হইয়াছে। তাঁহার লিখিত পত্রাবলী ''শ্রীবামন-গোস্বামী-পত্রামৃত'' এবং ''শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের পত্রাবলী''—এই দুই গ্রন্থে উপলব্ধ হইতেছে। এই তিনটি গ্রন্থ হইতে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক যাবতীয় উপদেশাবলী—গুরুতত্ত্ব, বৈষ্ণবতত্ত্ব, ভগবৎতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব প্রভৃতি বিভাগ-ভেদে সংগৃহীত হইয়াছে। সাধনভজনের জন্য এইসব উপদেশাবলীর গুরুত্ব অপরিসীম—এককথায় তুলনাতীত।

'উপদেশ'-শব্দটি উপ-দিশ্ প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'উপদেশ' বলিতে সাধারণতঃ আমরা আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উক্তি বা অনুশাসনকে বুঝিয়া থাকি। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়ের ব্যাপারে আমরা যখন সম্পূর্ণরূপে দিশাহারা হইয়া পড়ি, তখনই উন্নত ব্যক্তি তাঁহার উপদেশের মাধ্যমে সঠিক পথ নির্ণয়ের আলোক প্রদান করেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন শ্রীগুরুদেবই তাঁহার উপদেশরূপ অনুগ্রহের মাধ্যমে সংসাররূপ মৃত্যুর হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়া নিত্যজীবন দান করিয়া থাকেন। সকলপ্রকার শ্রেয়ঃর আকর গুরুদেবের বীর্য্যবতী উপদেশসমূহ শ্রবণ করিলেই হৃদয়ের দৌর্ব্বল্যাদি অনর্থগুলি অনায়াসে দূরীভূত হইয়া যাইবে, দ্বিতীয় অভিনিবেশরূপ অকালমৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া আত্মার সহজধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে উদিত হইবে। জড়জগতের সমস্ত অভিজ্ঞতা, কুতর্ক, জাগতিক অভিমান, অহঙ্কার, অবিচার, কুবিচার প্রভৃতি গুরুবর্গের উপদেশপ্রভাবেই সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হইয়া যায়। ''**সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।**'' (ভাঃ ১১/২৬/২৬)—জীবের মনোগত যাবতীয় অনর্থ, দুরাসক্তি প্রভৃতি ছিন্ন করিতে সমর্থ কেবলমাত্র ভগবানের হৃদয়-স্বরূপ সাধুগণ; তাঁহারা উপদেশ-দ্বারা সেই ছেদন-কার্য্য করিয়া থাকেন। সুতরাং গুণজাত জগতের যে বস্তুসমূহ আমাদিগকে বিভিন্নপ্রকার অসুবিধার মধ্যে অহর্নিশ পতিত করিতেছে, তাহার হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত মদীয় গুরুপাদপদ্ম উপদেশের মাধ্যমে ভগবদ্বিমুখতার মর্ম্মে আঘাত প্রদান করিয়া আমাদের হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিবার সুবর্ণসুযোগ প্রদান করিয়াছেন। কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের দোহাই দিয়া নিজেন্দ্রিয়তর্পণ বৃদ্ধি করিবার শিক্ষা তিনি তাঁহার উপদেশের মধ্যে কোথাও দেন নাই। শ্রবণের সহিত অনুধ্যানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বেদ-পুরাণাদি

শাস্ত্রে আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত যে সমস্ত অমূল্য উপদেশ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহাই তিনি আমাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন।

পঞ্চতন্ত্রের হিতোপদেশ বা চানক্যের হিতোপদেশ প্রভৃতি এবং মদীয় গুরুপাদপদ্মের হিতোপদেশ- সমূহ কখনই সমপর্য্যায়ভুক্ত নহে। এ-সম্বন্ধে শ্রীগুরুবাণীই প্রমাণ—''**বর্ণাশ্রমাদি-ধর্ম্ম শ্রীমন্ত্রাদি-দ্বারা বর্ণিত ও প্রচারিত হয়, কিন্তু পরমধর্ম্মের বক্তা ও প্রচারক শ্রীভগবান্ ও তদীয় পার্ষদ ভিন্ন অন্য কেহ হইতে পারে না।**'' জাগতিক হিতোপদেশের মধ্যে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগে যে দুঃখনিবৃত্তি বা সুখ, তাহার কথাই উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা শ্রেয়ঃর কথা নহে; আর অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে সুখের অনুভূতি, যাহাকে শাশ্বত শান্ত জীবন বলা হয়, তাহা গুরুদেবের উপদেশের মাধ্যমেই অবগত হইতে পারি। ইহ-জগতে উপদেষ্টার অভাব নাই। তাহাদের প্রদত্ত উপদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল প্রদান করে মাত্র, তাহাতে বাস্তব কোন মঙ্গলবিধান নাই। ইহজগতে যে সকল বস্তুর প্রয়োজন পড়িয়াছে, তাহাদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়াটাই জগতের প্রেয়ঃকামী লোকের একমাত্র পরামর্শ বা উপদেশ। ফলস্বরূপে সাময়িক প্রয়োজন মিটাইতে গিয়া আরও অনেক অভাব ও অসুবিধার মধ্যে ডুবিয়া যাইতে হয়। তথাকথিত ধার্ম্মিক সজ্জায় সজ্জিত হইয়া যেসকল প্রতারক ব্যক্তি ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ লাভের নিমিত্ত জীবকে প্ররোচিত করেন, তাহাদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে গুরুদেবের মহামূল্য উপদেশ গ্রহণই হইতেছে মোক্ষোপায়।

যাঁহারা এই ভগবন্নিজজনকে শিক্ষাগুরু-রূপে জানিয়াছেন, বা যাঁহারা তাঁহার নামমাত্র শুনিয়াছেন, বা ভবিষ্যতে যাঁহারা শ্রীসারস্বত-ধারা অবলম্বন করিয়া সাধনভজনে নিযুক্ত হইবেন, সকলের জন্যই এই গ্রন্থ পরমবান্ধব, পরমোপদেশক-স্বরূপ—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ যে অকৈতব গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-বিচারধারা এ-জগতে প্রকাশ করিয়াছেন, যাঁহার প্রতি দুর্ভাগ্যক্রমে সারস্বত-বৈষ্ণবগোষ্ঠীর নিষ্ঠা ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, সেই অকৈতব সারস্বত-বিচারাবলী এক একনিষ্ঠ সারস্বত-জনের সহজ-সরল উপদেশ-অবলম্বনে একত্রে সংক্ষেপে সংগ্রহ করিয়া রাখা হইল। ইহাও এই গ্রন্থ-প্রকাশের এক অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য।

এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে যে-সকল সমর্পিত-প্রাণ প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গের অকৃত্রিম স্নেহধারা তাঁহাদের প্রতি, এই গ্রন্থের আশ্রয়গ্রহণকারিগণের প্রতি, এমনকি অনুমোদনকারিগণের প্রতি বর্ষিত হইবে—ইহাতে সংশয় নাই।

শ্রীশ্রীগৌর জয়ন্তী
২৯ গোবিন্দ, ৫২৩ শ্রীগৌরাব্দ;
১৫ই ফাল্গুন, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-দাসানুদাস
—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু
শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
অন্তরবেদন	১
অভয়বাণী ও আশীর্ব্বাদ	৯
সম্বন্ধ	
গুরুতত্ত্ব	১৫
সাধু-বৈষ্ণব-তত্ত্ব	৩২
ভগবৎতত্ত্ব	৩৪
দেবদেবী-তত্ত্ব	৪৪
জীবতত্ত্ব	৪৭
বদ্ধজীব	৪৯
শুদ্ধজীব (বা সেবকতত্ত্ব)	৫৯
কুসিদ্ধান্ত ও তৎখণ্ডন	৬৮
সম্প্রদায়-বিচার	৮৯
ঐতিহ্য	৯৪
বর্ণাশ্রম-বিচার	৯৮
গৃহস্থ ভক্তগণের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য	১০২
শ্রীমঠ ও মঠবাসী	১১৭
অভিধেয়	
সাধনভক্তি-বিচার	১৩১
শ্রীনামভজন	১৬৭
অর্চ্চন ও শ্রীবিগ্রহসেবা	১৭৯
মহাপ্রসাদ-তত্ত্ব	১৮৫
গ্রন্থভাগবত ও তদনুশীলন	১৮৬
ধামবাস ও ধামপরিক্রমা	১৯৩
বাণী-প্রচার	২০০
সদাচার	২০৩
প্রয়োজন	
রসতত্ত্ব	২১১
সাধ্যতত্ত্ব	২১৬

গ্রন্থে সাংকেতিক চিহ্নের পরিচয়

প্রবন্ধাবলী—'শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের প্রবন্ধাবলী'
পত্রামৃত—'শ্রীবামন-গোস্বামি-পত্রামৃত'
পত্রাবলী—'শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের পত্রাবলী'

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগুরু-মুখপদ্ম-বাক্য

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের উপদেশামৃত

অন্তর-বেদন

[জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের লিখিত পত্রাবলী-মধ্যে তাঁহার যে-সব হৃদয়ানুভূতি ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাই এস্থলে গুম্ফিত ও গচ্ছিত করিয়া রাখা হইল। তাঁহার উপদেশামৃত আলোচনার পূর্ব্বে, তিনি স্বরূপতঃ কি বস্তু, সে-সম্বন্ধে সুষ্ঠু ধারণা লাভ হওয়া অতীব প্রয়োজন। তাহা হইলেই তাঁহার উপদেশাবলীর অমৃতত্ব অনুধাবন হওয়া সম্ভব। শ্রীঅর্জ্জুন ভগবানের নিকট জানিতে চাহিয়াছিলেন—**"স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব। স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥"** (গীতা ২।৫৪)—'হে কেশব, স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ কি, তিনি কিরূপ বলেন, বহির্বিষয়ে কিপ্রকার আচরণ করেন এবং অন্তর্বিষয়ে তাঁহাদের চেষ্টাই বা কিরকম, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।' এস্থলে 'অন্তর-বেদন' মধ্যেই ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে—**"স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্।"** এইসকল আলোচনা করিলে স্পষ্ট উপলব্ধি হয়—উপদেষ্টা প্রপঞ্চে আগত হইলেও প্রাপঞ্চিক কেহ নহেন ; শ্রীভগবান্ জীবের প্রতি অত্যন্ত করুণাবশতঃই এই ধরাধামে তাঁহাকে প্রেরন করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিটী বাক্যে হৃদয় আলোড়িত হয়, বুদ্ধি ভগবৎচেতনায় স্থিত হয়, চিত্ত তাঁহার প্রতি গদ্‌গদ হইয়া যায়, বুঝা যায়—ভগবদ্ধামে অভিযানের জন্য ভগবৎপ্রেরিত জনই একমাত্র সহায় ও আশ্রয়—তিনি তাঁহার আশ্রিতগণের জন্য সর্ব্বদা অপেক্ষারত এবং সকল ব্যবস্থা গ্রহণে সমর্থ।]

জীবনে নিঃস্বার্থভাবে লোকের উপকার করিতে আমার ইচ্ছা; এই প্রবৃত্তি পরমোদার শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতেই লাভ করিয়াছি। তাঁহার ত্যাগ ও উদারনীতি আমাকে স্তম্ভিত করিয়াছে ও তাঁহার চরণে আশ্রয় প্রদান করিয়াছে। তাঁহার সতীর্থ ও শিষ্য-বাৎসল্য আমাকে অবাক্ করিয়াছে। অকাতরে অভাবগ্রস্ত প্রার্থীকে তিনি হাজার হাজার টাকা দিয়াছেন; ধার বলিয়া উহা লইলেও তিনি খরচের মধ্যেই লিখিবার জন্য অধমকে নির্দ্দেশ দিতেন। বলিতেন—ডানহাতে লোককে যাহা দিবে, বামহাত যেন তাহা জানিতে না পারে। আমি এমন মুক্তপুরুষের—নিত্যসিদ্ধ মহাত্মার সান্নিধ্যলাভের সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করিয়াও কর্ম্মফলে সেই 'কৃতিরত্ন'কে হারাইয়াছি। (পত্রামৃত; পত্র—১৯)

আমি ইং ১৯৩১ সালের মার্চ্চ মাসে জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের ভজনস্থলী শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আসিবার সুযোগ-সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম। তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত পরবিদ্যাপীঠে থাকিয়া ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীমৎ ভক্তিকেবল ঔডুলোমী মহারাজের আনুগত্যে একই পারমার্থিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলাম। মদীয় শিক্ষাগুরুদ্বয় একই বিদ্যালয়ের রেক্টর ও প্রধানশিক্ষক ছিলেন। একই গৌড়ীয় হাসপাতালে আমার ন্যায় বহু অকিঞ্চন ব্যক্তি ভবব্যাধির চিকিৎসার সুযোগ পাইয়াছিলেন, কিন্তু কদাপি পৃথক্ প্রতিষ্ঠানের চিন্তার কোন অবসর তাঁহাদের ছিল না। (পত্রামৃত; পত্র—৩৪)

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর অত্যধিক লবণ ও অতিমাত্রায় মিষ্ট সেবা করিতেন। লবণের জন্য তাঁহার প্রসাদ পাওয়া আমাদের পক্ষে মুস্কিল ছিল। (পত্রামৃত; পত্র—৩৩)

জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের অনুকম্পিত ও তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যগণকে তদীয় জানিয়া 'গৌড়ীয়'-জ্ঞানেই প্রণতি জ্ঞাপন করি। আমি শ্রীগৌর-বাণী-বিনোদ-ধারায় স্নাত বৈষ্ণবমাত্রকেই আমার হিতাকাঙ্ক্ষী পরমবান্ধব পরমাত্মীয় জ্ঞান করি। কিন্তু কোনক্রমেই পৃথক্ প্রতিষ্ঠানের কল্পনা করিতে পারি না। (পত্রামৃত; পত্র—৩৪)

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে আজ গৌড়ীয় মঠের যত প্রচারকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে, আমি সকলগুলিকে একটি অখণ্ড Unit বলিয়াই মনে করি। (ঐ)

Mission-এ আমার Personal ব্যাপার একটাই—তাহা হইল নিজ ভজন-সাধন। (পত্রামৃত; পত্র—১৯)

আমি সকল সময়ে বৈকুণ্ঠে বাস করি। বৈকুণ্ঠের বিভিন্ন প্রদেশও 'বৈকুণ্ঠ' নামে অভিহিত। কোনদিন গোলোক-বৃন্দাবনে স্থান পাইব, এই আকাঙ্ক্ষায় দিনযাপন করিতেছি। জানি না দ্বিভুজ মুরলীধর শ্রীশ্যামসুন্দর শ্রীরাধাসহ কোনদিন অনাথিনী সেবিকাকে আত্মসাৎ করিবেন কিনা? (পত্রামৃত; পত্র—৩৩)

'শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি' অর্থে আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মকেই লক্ষ্য করে। তাঁহাকে ছাড়িয়া আমি কিরূপে চলিব? (পত্রামৃত; পত্র—৮০)

আমি স্বতন্ত্র নহি, পরতন্ত্র-স্বতন্ত্রতাই আমার বিশেষ পরিচয়। (পত্রাবলী ; পত্র—২৫)

আমার একটা স্বতন্ত্র স্বাধীনতা ও বিচার আছে, যাহা আমার মঠ-মিশনের লোকও জানে না, আমি কাহাকেও জানিতে দেই না। (পত্রাবলী; পত্র—৩০)

আমি শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব ব্যতীত অন্য কোন পার্থিব বস্তু বা ব্যক্তিবিশেষের প্রদত্ত শক্তি-অধিকার-ক্ষমতার বড়াই করিতে চাহি না। ভগবৎপ্রদত্ত শক্তিই আমাদিগকে সাধন-ভজনের যাবতীয় বল প্রদান করিয়া থাকেন। আমি ঐ তত্ত্বেই বিশ্বাসী ও আশাবাদী। (পত্রাবলী; পত্র—৪৩)

আমি ভালরূপে জানি—জীবনে জ্ঞানতঃ আমি কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করি নাই, তথাপি লোকের যদি ভুল বুঝাবুঝি হয়, তাহার জন্য আমি গুরু-ভগবানের নিকট দায়ী হইব না, বা আমাকে তাঁহাদের নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে না। আমি কাহারও সততায় সন্দেহ করি না, আমাকেও কেহ ভুল না বুঝে—ইহাও আমি দেখিতে চাই। (পত্রাবলী; পত্র—২)

শ্রীভগবান্ কর্ম্মফল ভোগের জন্য—লোকের সমালোচনা শ্রবণ করিবার উদ্দেশ্যেই আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন; আবার কাহাকেও তিনি সমালোচনা করিবার জন্য এ-জগতে পাঠাইয়াছেন। জীবের এই উভয়প্রকার অবস্থাই এ-জগতে

পরিলক্ষিত হয়। কেহ ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর পদাঙ্কানুসরণপূর্ব্বক "**এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠাং**", "**স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্**" বিচারাবলম্বনে সকলই সহ্য করেন, আবার কেহ "**ঈশ্বরোঽহং অহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী**" বিচারে অহঙ্কারী হইয়া বিমূঢ় হইতেছেন। (পত্রাবলী; পত্র—২)

আমার শারীরিক অসুস্থতার সংবাদে বিচলিত হইবে না; কারণ প্রয়োজন হইলে অসুস্থ শরীর লইয়াই প্রচারে যাইতে হয়, তাহাতে উদ্বিগ্ন হইবার কারণ নাই। সেবাবিহীন বিশ্রামের দ্বারা দেহারামী গেহারামী হইয়া যাইতে হয়। সর্ব্বাবস্থায় সেবাচিন্তা থাকিলেই মঙ্গল। সেবাই প্রকৃত বিশ্রাম বলিয়া জানিবে। আমি বিরক্ত না হইলে আমাকে কেহই অসুবিধায় ফেলিতে পারে না। যেখানে সাধন-ভজন হয়, শ্রীহরিনাম-গ্রহণের সুযোগ মিলে, হরিকথা ও শাস্ত্রাদি শ্রবণ-কীর্ত্তনের সৌভাগ্য লাভ করা যায়, তাহাই আমার পছন্দমত নিরিবিলি পরিবেশ বা স্থান। সাধুসঙ্গে শ্রীনাম ও ভগবৎকথানুশীলনই নির্জ্জনতা, তাহাই আমার কাম্য। সেবকের সেবানীতির মধ্যে বিশ্রাম বা অবসর গ্রহণের কোন ক্ষেত্র নাই, কারণ সেবাবিমুখ অবস্থা বাস্তব-সেবকের কল্পনার বহির্ভূত ব্যাপার। (পত্রাবলী; পত্র—২৩)

আমার নবদ্বীপে অবস্থান বা প্রচারে বহির্গমন—দুইটী অবস্থাকেই আমি এক করিয়া মানিয়া লইয়াছি। শ্রীনবদ্বীপ মঠ, মঠের সেবক, আমার শিক্ষাগুরুবর্গ এবং শ্রীমঠে অধিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহগণের সেবানুকূল্য সংগ্রহের জন্য এবং শ্রীগুরু-ভগবানের বাণী ও শ্রীনাম-প্রচারের উদ্দেশ্যেই আমার বাহিরে যাত্রা। সুতরাং উভয়ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য যদি এক ও অভিন্ন হয়, তাহা হইলে যে-কোন সময়ে *(আমার)* যে-কোন দর্শনার্থী শ্রীমঠে আগমন করিলে তাঁহাদের অদর্শন-যোগের কথা নাই বা তাঁহারা দর্শনে বঞ্চিত হইবেন না, ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এক্ষেত্রে **প্রত্যক্ষ-দর্শনাপেক্ষা পরোক্ষ-দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব ও বাস্তবত্ব বিশেষ অনুভব ও উপলব্ধির ব্যাপার।** ইহা কোনদিন তোমার বোধগম্য হইবে। (ঐ)

আমি লবণে পোড়া বা আলোনা—দুইই লইতে অভ্যস্ত। আমি প্রসাদ পাইয়া থাকি, সুতরাং তাঁহার দোষ-গুণ বিচার করিলে অপরাধ হয় জানি। (পত্রামৃত; পত্র—৩৩)

আমি ত' বরাবরই তোমাদের সঙ্গে বনপরিক্রমা ও দর্শনাদিতে হাজির ছিলাম। তোমরা আমার উপস্থিতি কেন লক্ষ্য করিতে পারিলে না, বুঝিলাম না। চেষ্টা করিলে তোমাদের সঙ্গেই আমাকে দেখিতে পাইতে। আমি কলিকাতায় বসিয়াই মানসে বৃন্দাবনাদি পরিক্রমা ও দর্শন করিয়াছি। আমার সঙ্গে শ্রীগৌর-গোপালের বিজয়-বিগ্রহ ছিলেন এবং বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীও অনুগমন করিয়াছিলেন। (পত্রামৃত; পত্র—৩০)

আমি লক্ষ যোজন দূর হইতেও তোমাদের অবস্থা অনুধাবন করিতে পারি, এ-চিন্তা তোমাদের হয়ত নাই। কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি বা দূরদর্শন-শক্তি তোমাদের অপেক্ষা অনেক বেশী জানিবে। ইহা আমি অহঙ্কার করিয়া বলিতেছি না। শ্রীভগবান্ যদি তোমাদের কোনদিন সুকৃতি দেন, তখন বুঝিতে পারিবে। (পত্রাবলী; পত্র—৩)

তোমাদের নিকট আমার কোন প্রাপ্য নাই। পার্থিব লেন-দেন সম্পর্ক আমার সঙ্গে না রাখিলেই আমি খুশী হই। (পত্রামৃত; পত্র—১৯)

আমি নিজে স্নেহবঞ্চিত হইতে চাহি না, আবার কাহাকেও স্নেহবঞ্চিত করিতেও আমার ইচ্ছা নাই। অন্যায় করিলে স্নেহার্থী সাজা লইতে প্রস্তুত থাকিবে। আমি অভিভাবক হইলেও, অন্যায়ভাবে কাহাকেও শাস্তি দেই না, সেরূপ অবিবেচক সন্তান হইতে আমি ইচ্ছা করি না। কিন্তু অবাধ্য সন্তান নিশ্চয়ই শাস্তি পাইবার যোগ্য, এ বিষয়ে কোনরূপ অবিবেচনা নাই, জানিবে। (পত্রামৃত; পত্র—৭৮)

[শ্রীগুরু ও ভগবান্ এইপ্রকারে জীবের প্রতি একই সাথে বজ্র হইতেও কঠোর এবং কুসুম অপেক্ষাও কোমল। ইহাই অপ্রাকৃত বাৎসল্যের স্বরূপ। বস্তুতঃ জীবের মঙ্গলের জন্যই তাঁহাদের ঐ কঠোর মনোভাব।]

আমি অবিবেচক নহি, নির্দ্দয় নহি, অশিষ্টাচরণকারী নহি। কিন্তু ধোঁকামী বা অনুচানমানীর নিকট নতি স্বীকার করিতে অপারক; ইহাকে শাস্ত্র 'নিরপেক্ষতা'-শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। আমার এই আচরণ কঠোর হইলেও ইহারই মধ্যে স্নেহ-মমতা লুক্কায়িত আছে, তাহা গভীরভাবে চিন্তা করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। (পত্রাবলী; পত্র—৩)

আমিও বর্ত্তমানে এই বিশ্বরূপ শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যার্থী, শিক্ষার্থী, স্নেহার্থী। কোনদিন ধৈর্য্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষক হইবার অধিকার লাভ করিব, এ বিশ্বাস আমার আছে। তবে আমি যাঁহাদিগকে স্নেহ-মমতাশীল অভিভাবক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তাঁহাদিগকে চিরদিনই গৌরবের দৃষ্টিতে দেখিব। তাঁহারা আমাকে ভুল বুঝিতে পারেন, আমার প্রতি নির্দ্দয় হইতে পারেন, কিন্তু আমি স্নেহার্থীরূপে তাঁহাদের করুণা-দয়ার প্রতীক্ষা করিব। ইহাই আমার ধর্ম্ম। আমি কাহারও উপর দোষারোপ না করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে অপার্থিব স্নেহ-মমতার আশায় বসিয়া থাকিব। আমি শ্রীরূপ-গোস্বামীর 'উপদেশামৃতে'র **"উৎসাহান্নিশ্চয়াৎ ধৈর্য্যাৎ"** শ্লোকের তাৎপর্য্য উপলব্ধির চেষ্টা করিব। (পত্রাবলী; পত্র—৩৫)

[*এস্থলে 'অভিজ্ঞাবক' বলিতে তাঁহার গুরুবর্গকে বুঝাইতেছে না ; আশ্রিতবর্গকেই তিনি 'অভিভাবক' বলিয়া বিচার করিতেন।*]

সত্য কথা বলিতে কি, বর্ত্তমান পরিস্থিতি দেখিয়া আমার আর কোথাও যাইতে ইচ্ছা করে না। মানুষের চিত্ত অত্যন্ত কলুষিত, কেহ কাহারও ভাল দেখিতে অভ্যস্ত নয়। ঈর্ষা, হিংসা, মাৎসর্য্য, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা মানুষের জনজীবনকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছে। বর্ত্তমানে মানুষের মধ্যে স্নেহ-মমতা-সৌজন্যের অভাব। আত্মম্ভরিতা ও বাহাদুরীই এখন সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। মানুষের মধ্যে ধৈর্য্য, সহনশীলতা, সরলতা না থাকিলে কিসের সাধন-ভজন? এ-সকল দেখিয়া আমি নিজে খুবই Reserved হইয়া গিয়াছি। নিজের ভালমানুষীটুকু লইয়াই চলিবার চেষ্টা করিতেছি। আমি অতিকষ্টে গুরু-বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদে মানুষ হইয়াছি। সুতরাং বিজাতীয়গণের সঙ্গে সময় নষ্ট করিতে চাহি না। তাই নিরিবিলি জীবনযাপনই আমার একান্ত আকাঙ্ক্ষা। **বহুব্যক্তির মধ্যে থাকিয়াও আমি নিঃসঙ্গ জীবনযাপনে অভ্যস্ত।** (পত্রামৃত; পত্র—৪৮)

[*ইহাতে তাঁহার নির্লিপ্ত থাকিবার অসীম সামর্থ্য প্রমানিত হইতেছে। তিনি বলিতেন—'আমি সকল কিছুর মধ্যে আছি, আবার কোন কিছুর মধ্যে নাই—এরূপ বিচার অবলম্বন না করিলে হরিভজন সম্ভব নয়।' তিনি ছিলেন এই বাক্যের প্রতিমূর্ত্তি।*]

এখনও জানা, শিখা ও বুঝা হয় নাই। উহা সমাপ্ত হইলে তখন তোমাদের সহিত আর বাক্যালাপের কোন প্রয়োজন থাকিবে না। তখন চুপ করিয়া চক্ষু মুদ্রিতাবস্থায় শ্রীরাধাগোবিন্দের ধ্যানেই বিভোর থাকিব। (পত্রামৃত; পত্র—২৮)

[*তিনি প্রপঞ্চ-লীলা পরিহার করিবার পূর্ব্বে অসুস্থ হইবার ছলে বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া এইপ্রকার ধ্যানমুদ্রাই অবলম্বন করিয়াছিলেন।*]

কেহই মঠ-মিশন পরিচালনের দায়িত্ব লইতে রাজী নহেন, কিন্তু মোড়লী করিতে ছাড়িবেন না। এইজন্যই আমি পুরী মঠের ব্যাপারে ৪ বৎসর চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম। দেখিলাম—কাহার কত বাহাদুরী ও দায়িত্ববোধ। এই মঠ আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে, আমি এখানে Permanent settlementও চাই না। তবু প্রকাশ যে, শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ বামন মহারাজের নিজস্ব। এখানকার কাজ শেষ হইলে ও শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়া মঠ চালু হইলে আমার দায়িত্ব শেষ। আমি এখানে মৌরসী পাট্টা লইয়া বঙ্গোপসাগরের তীরে হাওয়া খাইতে বা সমুদ্রের লহরী গণনা করিতে আসিব না। প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানে সমিতির একটা প্রচারকেন্দ্র হওয়া উচিত, তাহারই প্রচেষ্টা করিয়াছি মাত্র। ইহাতে আমার কোন ব্যক্তিগত লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার আশা নাই বা কোনরূপ বাহাদুরী খ্যাপনও উদ্দেশ্য নহে। (পত্রাবলী; পত্র—২২)

[*জগৎ সর্ব্বদাই অপবাদ-মুখর। কিন্তু তন্মধ্যেও গুরুসেবার লালসায় অপবাদ-সহনের অতুলনীয় সামর্থ্যই তাঁহার অসীম বৈশিষ্ট্য। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—শ্রীবার্ষভানবী অপবাদ-ভয়ে কখনই কৃষ্ণসেবা হইতে পিছাইয়া যান নাই। তাঁহার অনুগতাগণও এইপ্রকার স্বভাবসম্পন্না।*]

আমি সকলকে লইয়া মঠ-মিশনে চলিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু তাহা সম্ভব হইতেছে না। আমার কর্ম্ম-খারাপ থাকায় হিতের বিপরীত হইতেছে। যাঁহারা ব্যতিরেকভাবে চলিতেছেন, তাঁহারাই আবার চোখ রাঙ্গাইতেছেন। এমতাবস্থায় আমি কিরূপভাবে চলিব, তাহাই চিন্তার বিষয়। 'পান্তাভাতে ফুঁ দিয়া খাইলেও' আজকাল রেহাই নাই। "বোবার শত্রু নাই"—এ কথার যাথার্থ্য বর্ত্তমানে লক্ষ্য করা যায় না। "যাকে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা"—ইহাই বর্ত্তমানে ধর্ম্মজগতের রাজনীতি। (পত্রাবলী; পত্র—৪০)

সব ভাবিয়া চিন্তিয়া চুপ করিয়া থাকাই সমীচিন মনে করিয়াছি। তোমাদের বিচার বুদ্ধির সহিত আমি সব সময়ে খাপ খাওয়াইতে পারিব না—ইহাই দুঃখ। তোমরা তোমাদের ভাল লইয়া সুখে-শান্তিতে থাক। (পত্রাবলী; পত্র—৪৩)

[আমরা ভগবদ্বিমুখ জীবগণ ভগবৎ-ইচ্ছায় আবির্ভূতা পতিতপাবনী গঙ্গা, তুলসী প্রভৃতিকে অবিদ্যা-হেতু সামান্য নদী, বৃক্ষ-জ্ঞানে যেরূপ অবজ্ঞা বা অপব্যবহার করি, তদ্রূপ ভগবৎপ্রেরিত জনকেও। তাহাতে আমাদের মঙ্গলের পরিবর্ত্তে ভীষনাদপি ভীষন অপরাধ আবাহন হইতে থাকে। গুরুতত্ত্বের লঙ্ঘনে জীবের মহা সর্ব্বনাশ আবাহন হয়—এই আশঙ্কায় তিনি মৌনাবলম্বন করেন। আমাদের অমঙ্গল বরণেরই যোগ্যতা দেখিয়া নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সেই ভগবজ্জনের হৃদয় বিদীর্ণ হয়—'আমি এই জীবগণের মঙ্গলের কারন না হইয়া তাহাদের কাল-স্বরূপ হইয়াছি। আমি সরিয়া পড়িলে অন্ততঃ তাহারা অপরাধ করা হইতে রেহাই পাইবে। আমার অনুপস্থিতিতে তাহারা ঘোর অসুবিধায় পতিত হইয়া তখন হয়ত নিজেদের দোষ বুঝিতে পারিবে এবং 'আমি কে' তাহা বুঝিতে পারিয়া তত্ত্ববিচারের আশ্রয় লইবে। তখন আমি অলক্ষ্যে থাকিয়াই তাঁহাদের মঙ্গল বিধান করিতে পারিব।'—এই চিন্তায় নিজেকে সংগোপন করেন।]

অভয়বাণী ও আশীর্ব্বাদ

ইহা তুমি বিশ্বাস রাখিবে, শ্রীগুরু-ভগবান—বাঞ্ছাকল্পতরু, ভক্তবৎসল। তাঁহাদের অদেয় কিছু নাই। (পত্রামৃত; পত্র—৬)

পুত্র ও কন্যাস্থানীয় অনুগত জনগণের কোন দোষই গৃহীত হয় না, তাহাদের সাত খুন মাফ জানিবে। (পত্রামৃত; পত্র—৯)

মঠে গিয়া আমাকে দেখিতে না পাইয়া তোমার মন খারাপ হইয়াছিল। আমি ত' ওখানে বরাবরই আছি। তুমি কেন দেখিতে পাইলে না? ভালভাবে দেখিবার চেষ্টা করিলে তুমি সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইতে। (পত্রামৃত; পত্র—১০)

তোমার নিকট থাকিয়া আমি প্রত্যহ আহারাদি করি, তুমি কেন দেখিতে পাও না? ভালরূপ বিচার করিলেই অন্তরে উপলব্ধি করিবে ও দর্শন পাইবে। (পত্রামৃত; পত্র—১১)

তোমার ইহ ও পরকালের দায়িত্বগ্রহণ বা ভারবহন করিতে আমি কাতর নহি, কিন্তু আমার স্নেহপূর্ণ উপদেশ-নির্দ্দেশ পালন করিবার জন্য যদি তুমি সচেষ্ট হও, তবেই আমি বিশেষ খুশী হইব। (ঐ)

তোমাদের ভুলিয়া গেলে আমার রক্ষা নাই, তাহা হইলে শ্রীভগবানের নিকট আমাকে জবাবদিহি করিতে হইবে। এ দায়িত্ব যখন আমাতে বর্ত্তিয়াছে, তখন সাধ্যানুসারে আমি উহা পালনের চেষ্টা করিয়া যাইব। (ঐ)

তোমার শ্রীভগবান্ আছেন, তোমার শ্রীগুরু-বৈষ্ণব আছেন, তুমি নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করিতেছ কেন? (ঐ)

তোমার সকল দায়িত্ব আমার, নিশ্চিন্তে হরিভজন কর, সবই সম্ভব হইবে। (পত্রামৃত; পত্র—১৩)

তুমি কখনই একাকী নহ, তোমার সঙ্গে সকল সময়ের জন্য শ্রীগুরু-ভগবান্ সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে রহিয়াছেন। (ঐ)

সন্তানবাৎসল্য যে ভয়ঙ্কর বন্ধন, তাহা তোমাদের অপেক্ষা আমি অধিকভাবে অনুভব ও উপলব্ধি করিতেছি। তোমাদের প্রতি আমার যে দায়িত্ব রহিয়াছে, তাহা আমি কিরূপে পরিত্যাগ করিতে পারি? তোমরা না বলিলেও দায়িত্ব থাকিয়াই যাইবে। (পত্রামৃত; পত্র—১৮)

আমি চিরদিন সবসময় তোমাদের নিকট বসিয়া থাকিতে পারি না। আবার আলেখ্যরূপে সর্ব্বদা তোমাদের সম্মুখে অবস্থিত। তাহার নিকটেই তোমার জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া লইবে। সেই অর্চ্চালেখ্যের নিকটই সকল বিষয় নিবেদন করিলে মনে শান্তি পাইবে। (পত্রামৃত; পত্র—২৪)

শ্রীভগবানের অহৈতুকী করুণার কাঙ্গালিনী হইয়া যে আশাবন্ধ ও উৎকণ্ঠা, তাহা কল্যাণের নিমিত্ত জানিবে। ''কৃষ্ণ কৃষ্ণ'' বলিয়া তুমি হৃদয় হইতে ক্রন্দন করিতে পারিবে এবং স্বপ্নেও শ্রীরাধাবিনোদবিহারীর অপার লীলা দর্শনের নিশ্চয়ই সৌভাগ্য পাইবে। (পত্রামৃত; পত্র—২৫)

ইচ্ছা করিলে তোমরা সকল সময়েই গুরু-বৈষ্ণবের হাসিমুখ দর্শন করিতে পার। শ্রীভগবানের শ্রীনাম, রূপ, গুণ, লীলাকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণের দ্বারাই তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শনলাভ হয়। সার্ব্বকালীন দর্শনের ইহাই একমাত্র উপায়। (পত্রামৃত; পত্র—২৬)

তোমার সকল দুঃখের কথা আমাকে সরলভাবে দ্বিধা না করিয়া জানাইবে ও বলিয়া ফেলিবে। তাহা হইলে তোমার ভারাক্রান্ত হৃদয় হাল্কা হইবে। তুমি নিশ্চিন্তে শ্রীনাম করিতে পারিবে। (পত্রামৃত; পত্র—২৫)

আমি যখন তোমাদের সর্ব্বস্ব, তখন তোমাদের মনোবাঞ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হওয়া উচিত ও হইবে। (পত্রামৃত; পত্র—৩০)

তোমরা ভজনপথে অগ্রসর হও, শ্রীরাধা-গোপীনাথ তোমাদিগকে অবশ্যই নিজত্বে গ্রহণ করিবেন। ধৈর্য্য, উৎসাহ, আশাবন্ধ লইয়া চলিলে কোনরূপ অসুবিধা হইবে না। (পত্রামৃত; পত্র—৩৩)

তোমাকে ফেলিয়া দেওয়া বা তোমার পারমার্থিক দায়িত্ব পরিত্যাগ করার কোন প্রশ্নই আসে না। গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক যদি নিত্য, তবে এরূপ চিন্তার কোন ভিত্তি নাই। (পত্রামৃত; পত্র—৩৯)

আমি বলি—তোমাদের সকলের দায়িত্বই আমি গ্রহণ করিয়াছি। সুতরাং তোমাদের কোন চিন্তা নাই। ''আমি তোমাদের কে''—ইহা এখনও চিনিতে না পারায় তোমাদের উপর আমার খুব রাগ ও মান-অভিমান হয়। (পত্রামৃত; পত্র—৪৪)

তোমার ও তোমাদের জন্য একটু চিন্তা কেন, প্রচুর চিন্তা ও দায়িত্ব আছে ও থাকিবে। (পত্রামৃত; পত্র—৪৮)

সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের দর্শনলাভ ভাগ্যের দরকার, ইহা সত্য কথা। কিন্তু তোমার গুরু-বৈষ্ণবের দর্শন সুদুর্ল্লভ হইলেও সুলভ জানিবে। (ঐ)

আমি তোমাদের আহ্বান-বিসর্জ্জনের ঊর্দ্ধে আছি জানিবে। স্নেহার্থীর প্রতি গুরু-বৈষ্ণবগণের অপ্রাকৃত স্নেহধারা সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। অপার্থিব স্নেহ-মমতার উহাই রীতি। (পত্রামৃত; পত্র—৫২)

তুমি সবসময় চিন্তা-ভাবনা রাখিবে যে, তুমি আশ্রিত এবং নিরাশ্রয় নহ। তোমার রক্ষাকর্ত্তা Guardian সবসময় রক্ষা করিতেছেন এবং তুমি পরিচালিত হইতেছ—এই বিশ্বাস রাখিবে। তাহা হইলে মনে বল পাইবে। (ঐ)

শ্রীগুরু-ভগবান্ ভক্তকে কখনই বিস্মৃত হন না, কাহাকেও ফাঁকি দেন না। (পত্রামৃত; পত্র—৫৩)

আমি তোমাদের নিকট হইতে দূরে নাই, নিকটেই অবস্থান করি জানিবে। (পত্রামৃত; পত্র—৫৫)

বহু সন্তান থাকিলেও Spiritual Guardian তোমাকে কোনদিনই জলে ভাসাইয়া দিবেন না, তোমার ঐরূপ অহৈতুকী ভীতির কোন কারণ নাই। (পত্রামৃত; পত্র—৫৯)

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ অপ্রকট হইলে তাঁহাদের উপদেশ-নির্দ্দেশসকল অনুশীলন ও আলোচনা করিলে তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। এইভাবেই তাঁহাদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয়। (পত্রামৃত; পত্র—৫৭)

শ্রীগুরুবৈষ্ণবের স্নেহবাৎসল্য আশ্রিত-জনের প্রতি চিরদিনই আছে ও থাকিবে। তাঁহারা অনুগৃহীতজনকে সেবাসুযোগ দান করিয়া তাঁহাদের উদারতা-বদান্যতার পরিচয় দিয়া থাকেন। (পত্রামৃত; পত্র—৬৭)

শ্রীগুরুবৈষ্ণব কখনই কোন অবস্থায়ই অসহায়রূপে সেবক-সেবিকাগণকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না—এ-সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পার। (ঐ)

আমার বিশেষ উপদেশ-নির্দ্দেশ—মামুলী বিষয় ও চিন্তা লইয়া সময় কাটাইও না। সকল সময়ে সাধন-ভজনের উন্নততম বৈশিষ্ট্য ও তত্ত্বসিদ্ধান্ত লইয়া আলোচনা ও অনুশীলন করিবে। (পত্রামৃত; পত্র—৭৩)

সদ্‌গুরু কখনই তাঁহার পদাশ্রিত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করেন না, ইহা স্মরণ রাখিবে। (পত্রামৃত; পত্র—৭৪)

গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ যদি তোমাকে নিজত্বে গ্রহণ করিয়াছেন, তবে তোমার চিন্তা কিসের? (ঐ)

তুমি নিজেকে অনাশ্রিত বলিয়া ভাবিবে না। তুমি নিশ্চয়ই সাধনে সিদ্ধিলাভ করিবে। ইহাতে অটুট ধৈর্য্য আবশ্যক। (পত্রামৃত; পত্র—৮০)

শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ কাহারও অকল্যাণকামী নহেন। এই বিশ্বাস লইয়া তুমি সর্ব্বদা চিত্ত স্থির করিবে। তাঁহাদের বাক্য কখনই মিথ্যা বা অসত্য নহে। তাঁহারা ভূত-ভবিষ্যদ্দর্শী। (ঐ)

তোমার প্রতি পারমার্থিক দায়িত্ব আমার সবসময়ই রহিয়াছে ও থাকিবে। তোমার সাধন-ভজনোচিত দেহ ও মন যাহাতে সুস্থ থাকে, সে-বিষয়েও কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব আমার আছে। (পত্রাবলী; পত্র—১১)

একবার নির্ম্মৎসর গুরুবৈষ্ণবগণের স্নেহধন্য হইতে পারিলে তথায় বঞ্চিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। (পত্রাবলী; পত্র—৪৭)

যে চিন্তা আমার করা প্রয়োজন, তাহা তুমি তোমার মস্তিষ্কে লইয়া বৃথা কষ্ট পাইবে কেন? (ঐ)

এই জগতে মাতা-পিতা, ভাই-বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন সকলেই কম-বেশী স্বার্থান্বেষী ও সুবিধাবাদী। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণই কোন না কোনভাবে আমার সাহায্য-সহানুভূতি ও সহযোগিতার বিনিময়ে আমাকে কিছু স্নেহ-মমতা প্রদর্শন করেন। কিন্তু গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ কখনই ঐরূপ প্রাকৃত স্বার্থ ও সুবিধাবাদের আশ্রয় লইয়া কোন উপদেশ-নির্দ্দেশ দান করেন না। আত্মকল্যাণই তাঁহাদের সার্ব্বকালিক

উপদেশ-নির্দ্দেশের একমাত্র মুখ্য বিষয়। তুমি গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্‌কে একমাত্র আশা-ভরসা ও তোমার বাস্তব পথ-প্রদর্শক-রূপে মানিয়া লইলেই মানসিক শান্তি পাইবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। (পত্রাবলী; পত্র—৪৭)

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদে যাবতীয় অমঙ্গল বিদূরিত হয়। তোমরা কোনদিন জাগতিক বিপদাপদে নিক্ষিপ্ত হইবে না। শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীনৃসিংহদেব তোমাদের ভজন-পথের যাবতীয় বাধা-বিঘ্ন বিদূরিত করুন, তোমরা নিশ্চিন্তে হরিভজন কর—ইহাই আমার শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ জানিবে। (পত্রামৃত; পত্র—৭৩)

আমার অভয়বাণী ও আশ্বাসবাণী তোমাদিগকে অবশ্যই নিশ্চিন্ত করিবে। (পত্রামৃত; পত্র—৪৪)

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের শুভেচ্ছা ও আশীর্ব্বাদই তোমার জীবনের পাথেয় হউক্। ইহাই বর্ত্তমানে শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য ও সান্ত্বনা বলিয়া আমি মনে করি। (পত্রামৃত; পত্র—৩২)

সম্বন্ধ

গুরু জীব নহেন, গুরু শ্রীভগবানের প্রকাশ-বিগ্রহ। তিনি ভগবৎপ্রেষ্ঠ। (পত্রামৃত; পত্র—৫০)

শ্রীভগবানই গুরুশক্তির মূল আশ্রয়। তজ্জন্য তাঁহাকে সমষ্টি গুরু বলা হয়। (পত্রামৃত; পত্র—৪১)

শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রিয়ভক্তে গুরুশক্তি অর্পণ করিয়া ভজনপিপাসু ব্যক্তিকে দীক্ষাদানাদি কৃপা করেন। শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাদ্ভাবে কাহাকেও দীক্ষাদি দান করেন না। (ঐ)

শ্রীভগবান ভক্ত-পরাধীন এবং ভগবৎকৃপাও ভক্তকৃপায় সম্ভব। তাই তিনি তাঁহার প্রিয়তম ভক্তের মাধ্যমেই জীবকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন। (ঐ)

শ্রীহরি গুরুরূপেই জীবকে আশ্রয় দান করেন, কৃপা করেন, উদ্ধার করেন। ভগবৎ-কৃপাপ্রাপ্ত ভাগ্যবান সজ্জনগণই সদ্‌গুরুলাভে ধন্য ও কৃতার্থ হন। (পত্রামৃত; পত্র—৫০)

(ভগবানের) গুরুশক্তির কৃপা না হইলে মায়াবদ্ধ জীবের অন্য কোনভাবে কল্যাণের সম্ভাবনা নাই। শ্রীগুরুদেব শিষ্যের পক্ষে ভগবানের অমূর্ত্ত করুণার মূর্ত্ত বিগ্রহ। (পত্রামৃত; পত্র—৪১)

শিষ্যের পক্ষে শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষ। তিনি শ্রীভগবানের অনুগ্রহ শক্তি। গুরুদেবের মাধ্যমেই ভগবানের গুরুশক্তি আবির্ভূত হইয়া শিষ্যকে কৃতার্থ করেন। (ঐ)

এই হরিবিমুখ জগতে সাধুর বড় অভাব। তাই করুণাময় ভগবান্ তাঁহার প্রিয়তম কোন নিজজনকে এ-জগতে সাধুশ্রেষ্ঠ মহান্তগুরুরূপে প্রেরণ করেন। এই শ্রীগুরুদেব কৃপাপূর্ব্বক আজ অপ্রাকৃত নরোত্তম-রূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। (শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা, ৪৪বর্ষ, ''নববর্ষ'')

শ্রীগুরু ভগবান্ হইলেও ভগবৎ-প্রিয়তম। শ্রীকৃষ্ণ—ভোক্তা ভগবান্; আর শ্রীগুরুদেব—সেবক ভগবান। শ্রীকৃষ্ণ—বিষয়-বিগ্রহ; শ্রীগুরুদেব—আশ্রয়বিগ্রহ; শ্রীকৃষ্ণ—সর্ব্বশক্তিমান; শ্রীগুরু—পূর্ণশক্তি। (পত্রামৃত; পত্র—৫০)

তিনি ''সাক্ষাৎ হরি'' বলিয়া কথিত হইলেও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ভক্ত; প্রিয়তমত্বে ও পূজ্যত্বে গুরুদেবকে কৃষ্ণতুল্যই বলা হইয়াছে। শ্রীশিব ও গুরুদেব ভগবানের প্রিয়তম বলিয়া শুদ্ধভক্তগণ শ্রীভগবানের সহিত তাঁহাদের অভেদ জ্ঞান করেন। (পত্রামৃত; পত্র—৪১)

শিষ্যমাত্রই শ্রীগুরুদেবকে ভগবদ্‌বুদ্ধি ও প্রিয়বুদ্ধি করিবেন, ইহাই মঙ্গলের আকর। যিনি তাঁহাকে প্রীতির সহিত কায়-মনোবাক্যে সেবা করেন, তিনিই প্রকৃত সেবক, প্রকৃত বৈষ্ণব ও শাস্ত্রজ্ঞ। (পত্রামৃত; পত্র—৫০)

শ্রীগুরুদেবকে কৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্ত বলিয়া মনে করিলেও শিষ্যের পক্ষে অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে; কারণ ইহাতেও মনুষ্যবুদ্ধি আসিবার আশঙ্কা থাকে এবং ইহা বিশেষ অপরাধজনক। (ঐ)

ইহলোকে যাঁহাদের নিকট হইতে মনুষ্য জন্মগ্রহণ করে, সেই জনক-জননী প্রাথমিক লৌকিক গুরু, অনন্তর যিনি ঐ ব্যক্তিকে উপনীত করিয়া বেদশাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করেন, তিনি দ্বিতীয় গুরু এবং যিনি সমস্ত আশ্রমিগণকে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষারূপ দিব্য জ্ঞানপ্রদান করেন, তিনি সর্ব্বোত্তম গুরু—তিনি ভগবৎস্বরূপ বলিয়া কথিত। (পত্রামৃত; পত্র—৪)

শ্রীগুরুদেব—নিত্যানন্দ-তত্ত্ব, গদাধর-তত্ত্ব ও মঞ্জরী-তত্ত্ব

শ্রীগুরুদেব মর্য্যাদামার্গে সাক্ষাৎ শ্রীনিত্যানন্দ এবং রাগমার্গে সাক্ষাৎ শ্রীগদাধর। শ্রীগুরু-নিত্যানন্দ সর্ব্বতোভাবে অনুক্ষণ শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবায় মগ্ন। তাঁহার পরমপূত ভুবনমঙ্গল চরিতকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর জীবের প্রতি পরমপ্রীত ও পরমসহায় হন। (শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা, ৪৪শ বর্ষ, ''নববর্ষ'')

শ্রীভগবান্ মূল বিষয়-বিগ্রহ, তাঁহার স্বরূপশক্তি শ্রীমতী রাধারাণী মূল আশ্রয়বিগ্রহ। শ্রীগুরুপাদপদ্ম মঞ্জরীরূপে মূল আশ্রয়বিগ্রহের অনুগামিনী আশ্রয়স্বরূপা।

বিশ্রম্ভ সেবক-সেবিকাগণের নিকট উক্ত তিন বিগ্রহই—স্নেহবিগ্রহ ও স্নেহের দুলাল ও দুলালী। (পত্রামৃত; পত্র—৬৪)

এই তিন মূর্ত্তির প্রত্যেকেরই বাহাদুরি আছে, কিন্তু প্রত্যেকেই পরস্পরের আনুগত্য স্বীকারপূর্ব্বক দৈন্য প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং নিজে মালিক নহেন বলিয়া নিশ্চিন্ত হন। এই তিনজনই স্নেহের কাঙ্গাল জানিবে। (ঐ)

একান্তভাবে আশ্রিতজনের সবকিছুই—এই তিন তত্ত্ববস্তু। সমর্পিতাত্ম ভক্ত এই তত্ত্বত্রয়ীর নিকট (*শ্রীচরণ-*)ধূলিকণা-রূপে অবস্থানের প্রার্থনা জানাইয়া সর্ব্বক্ষণ পরীক্ষা প্রদানপূর্ব্বক নির্ব্ব্যলীক ও অকিঞ্চন হইতে চাহেন। (ঐ)

বৃষভানুনন্দিনীই মূল আশ্রয়-বিগ্রহ এবং তদাশ্রিত শ্রীবার্ষভানবী-দয়িতদাস ও তদনুগামী একান্তীগণই জগৎউদ্ধারণ-লীলায় শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে প্রকাশমান। তাঁহাদের অহৈতুকী করুণা ব্যতীত জীবের বদ্ধাবস্থা হইতে মোচন ও তুরীয় বস্তুর সেবায় আত্মনিয়োগ করা সম্ভবপর নহে। (শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা, ''গৌড়ীয়ের ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ'')

গুরুদেব আশ্রয়-বিগ্রহ—শ্রীভগবান্ প্রেষ্ঠা সেবিকা। শ্রীগুরুতত্ত্ব—শক্তি বা প্রকৃতি; শ্রীভগবানের সেবাশিক্ষাই তাঁহার স্বরূপের ধর্ম্ম। শ্রীগুরুদেব গোপিকা—সখীর অনুগতা সেবাধিকারিণী। বিষয়-বিগ্রহ ভোক্তা-ভগবানের সেবা-বিলাসে তিনি সুদক্ষা বল্লভা। বাহ্যে পুরুষ-বেষ থাকিলেও গোপীভাবপ্রাপ্ত সখী বা দাসী। অপ্রাকৃত নবীনমদনের লীলাবিলাসে সাহায্য করাই তাঁহার একমাত্র সেবা। (পত্রাবলী, পত্র-৯)

শ্রীগুরুপাদপদ্ম ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকমল্লিকা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবী—এই প্রধানা অষ্টসখী এবং মণিকুন্তলা (প্রিয়সখী), কাদম্বরী, মণিমঞ্জরী (প্রাণসখী) ও নিত্যসখীগণের আনুগত্যাভিমানী শ্রীরূপমঞ্জরী, রাগমঞ্জরী, রতিমঞ্জরী, লবঙ্গমঞ্জরী, গুণমঞ্জরীর অধীনস্থা হইয়া শ্রীরাধামাধবের বিবিধ সেবায় নিযুক্তা। তাঁহারা শ্যামা, পদ্মা, শৈব্যা প্রভৃতি চন্দ্রাবলীর সখীগণের আনুগত্য না করিয়া শ্রীরাধারাণীর পক্ষপাতিত্ব করিয়া থাকেন। ইহাই তাঁহাদের ভজননিষ্ঠা। (পত্রাবলী, পত্র-৪২)

শ্রীগুরুদেব যে-সে ভক্ত নহেন। তিনি নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী। মধুররসে তিনি ব্রজগোপী বা ব্রজাঙ্গনা। তিনি আশ্রয়বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রেমবাধ্য। তাঁহার ইচ্ছাই কৃষ্ণের ইচ্ছা, তাঁহার কৃপাই কৃষ্ণের কৃপা। গুরুদর্শনই কৃষ্ণদর্শন, গুরুপ্রীতিই কৃষ্ণপ্রীতি। (শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা, ৪৪শ বর্ষ, ''নববর্ষ'')

শ্রীগুরুদেব—নিত্যানন্দ-শক্তি, অভিন্ন বলদেব-তত্ত্ব। গুরুতত্ত্ব অখণ্ড, নিত্য। ''নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য''—ইহাই প্রভু-ভৃত্যের বিশেষ সদ্‌গুণ ও পরস্পর সম্বন্ধ বা সম্পর্ক। (পত্রাবলী; পত্র—২১)

গুরুতত্ত্বের নিত্যত্ব

শ্রীগুরুদেব ভগবৎশিক্ষা দান করেন। তিনি নিত্য, তাঁহার সেবকও নিত্য ও তাঁহার সেবাও নিত্যা। (পত্রামৃত; পত্র—৫০)

শ্রীগুরুর গুরুত্ব নিত্যকাল সুপ্রতিষ্ঠিত, শিষ্যত্বও তদ্রূপ। গুরু-শিষ্য সম্পর্ক নিত্য—**''নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য''**। (পত্রামৃত; পত্র—৩৪)

শ্রীগুরুদেবের তদাশ্রিত জনগণের প্রতি দায়িত্ব ইহজন্মের জন্য নহে, পরন্তু জন্মে জন্মেই ঐরূপ সম্বন্ধ থাকিয়া যায়। (পত্রামৃত; পত্র—৯)

শ্রীগুরুদেব মর্ত্যমানব-চক্ষের অন্তরালে থাকিলে তাঁহার অনস্তিত্ব বা অকৃপা প্রমাণিত হয় না। যাঁহারা ঐরূপ বিরোধী-চিন্তা ও ভাবধারায় অনুপ্রাণিত, তাঁহারা ন্যূনাধিক নাস্তিক-পর্য্যায়ভুক্ত। গুরুতত্ত্বে অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধাই ইহার মূল কারণ। (প্রবন্ধাবলী, ''গৌড়ীয়ের দ্বাবিংশ বর্ষ'')

গুরু-ভগবান্ আশ্রিতজনের জীবনের যে দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তাহা তাৎকালিক নহে, ঐ সম্পর্ক নিত্য ও শাশ্বত; তাঁহারা আমার নিত্যকালের বান্ধব—**''চক্ষুদান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই।''** (পত্রাবলী; পত্র—১২)

গুরু ও শিষ্যের সম্পর্ক নিত্য হওয়ায় তাঁহাদের আদান-প্রদানের মধ্যেও Material time ও Space-এর কোন ব্যবধান নাই। (পত্রাবলী; পত্র—১৩)

শ্রীগুরুত্বে অধিকার

যাঁহার চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বে একান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত, তিনিই দীক্ষাগুরুর যোগ্য; শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল-হৃদয়েই ভগবদাবির্ভাব সম্ভব এবং তাহা-দ্বারাই অনুভূতি বা অভিজ্ঞান লাভ হয়। (পত্রামৃত; পত্র—৪১)

সদ্‌গুরু শিষ্যের সন্দেহ নিরসনের নিমিত্ত শাস্ত্রজ্ঞ ও ভগবৎ-অনুভূতিসম্পন্ন —**''যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।''** (ঐ)

শ্রীভগবান্ যাঁহাকে তাঁহার নিজজন বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন, তিনিই তাঁহার অন্তরঙ্গ প্রেষ্ঠজন। তাঁহার (*সেই*) কৃপাসিক্ত ভক্তই সদ্‌গুরুরূপে জগতে পরিচিত। (পত্রামৃত; পত্র—১৩)

শ্রীরাধারাণী তাঁহার নিজজন বলিয়া মানিয়া লইলেই গুরুবৈষ্ণবগণের গুরুত্ব ও বৈষ্ণবত্ব প্রাপ্তি। শ্রীগুরুপাদপদ্ম—শ্রীকৃষ্ণকৃপামূর্ত্তি, সুতরাং তিনিও কৃপাময়ী—দয়াময়ী। সাধক-সাধিকার সিদ্ধাবস্থায় এসকল বাস্তব অনুভূতি লাভ সম্ভব। (পত্রামৃত; পত্র—৫৬)

শ্রীগুরুতত্ত্বে ব্যতিরেক বিচার

হরিভক্তিবিলাস বলেন,—কেহ যদি শাস্ত্রের আদেশ না জানিয়া কৌলিক বা লৌকিক প্রথানুসারে কোন অ-গুরুকেই 'গুরু' বলিয়া বরণ করিয়া থাকেন, তবে তিনি ঐরূপ গুরূপদিষ্ট মন্ত্রদ্বারা নরকলাভ হয় জানিয়া পুনরায় যথাশাস্ত্র বৈষ্ণবগুরুর নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণ করিবেন। (প্রবন্ধাবলী, ''আদৌগুরু-পদাশ্রয়'')

যাঁহাদের সত্যানুসন্ধিৎসা (*সত্য অনুসন্ধানের ইচ্ছা*) অত্যন্ত কম, তাঁহারা অনেক সময় মনে করেন, অসদ্‌গুরু ত্যাগ করিয়া সদ্‌গুরু গ্রহণ করিলে গুরুত্যাগরূপ অপরাধে পতিত হইতে হইবে। কিন্তু নিখিল সাত্বত স্মৃতিশাস্ত্র বলেন, এরূপ অসদ্‌গুরু পরিত্যাগই বিধি। (ঐ)

অনেকে আবার বলিয়া থাকেন—দুগ্ধ যেরূপই হউক না কেন, বা গুরু যাহাই থাকুক না কেন, দূষিত দুগ্ধবিক্রেতা বা গুরুব্রুব হইতে দুগ্ধ বা লব্ধমন্ত্র ত' আর কিছু খারাপ হয় নাই? আর শিষ্যের যদি ভক্তি থাকে, তাহা হইলে শিষ্যের গুণে অসদ্‌গুরুও শিষ্যের নিকট 'সৎ' বলিয়া প্রতিভাত হইবে। এইসকল কথার সমর্থনে বাজারে বহু মনঃকল্পিত সহজিয়া-গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু শ্রুতি-স্মৃতিশাস্ত্র এইসকল স্বার্থপর মনোধর্ম্মীর কথা সমর্থন করেন না। (ঐ)

যিনি শাস্ত্রানুযায়ী আচরণ করিয়া শিষ্যবৃন্দকে আচারে স্থাপন করেন, তিনিই প্রকৃত আচার্য্য; উৎপথগামী বৈষ্ণববিদ্বেষী কখনও আচার্য্য পদবাচ্য নহেন। (ঐ)

শিষ্যের পরমভক্তিবলে গুরুর দোষও গুণে পরিণত হয়—এরূপ কথা নিতান্ত অপসিদ্ধান্তপর। যাঁহার দোষ আছে, তিনি লঘু; তিনি গুরুপদবাচ্যই নহেন। সদ্‌গুরুর কোনই দোষ থাকিতে পারে না। (ঐ)

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, 'অবৈষ্ণব কখনও গুরু হইতে পারেন না—হরিভক্তিবিলাস এইরূপ বলিয়া সাম্প্রদায়িকতার পরিচয় দিয়াছেন।' একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলেই ইহার যাথার্থ্য বোধগম্য হইবে। একমাত্র শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায় ব্যতীত অপর কেহই ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। (ঐ)

যে গুরু আমার মন যোগাইয়া চলিতে পারেন, প্রচলিত জনমত যাহাকে 'ধর্ম্ম-কর্ম্ম' বলে, সেইরূপ ব্যাপারে যিনি ইন্ধন প্রদান করেন, তাহাকে 'গুরু' বলিয়া মনে করিলে জীবন বৃথাই বিপথে পরিচালিত হইবে। (ঐ)

ভগবৎসেবার পরিবর্ত্তে প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়তর্পণ খুঁজিতে গিয়া কোন বৈষ্ণব-বিদ্বেষী প্রাকৃত-সহজিয়ার কৃত্রিম হাব-ভাব, প্রাকৃত পাণ্ডিত্য প্রভৃতি লোক-বঞ্চনাকর বাহ্যবিষয় দেখিয়াই তাহাকে মহাভাগবত পরমবৈষ্ণব মনে করিয়া ঐরূপ প্রচ্ছন্ন অবৈষ্ণবকে গুরুপদে বরণ করিলে শুদ্ধভক্তিপথ হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইতে হইবে। (ঐ)

বহু বাক্যবাগীশ সমালোচক বলেন,—জগদ্‌গুরু একজন, বহু নন। কিন্তু ভগবৎপ্রেরিত নিজজন বা তাঁহার প্রকাশবিগ্রহই—শ্রীগুরুপাদপদ্ম, তিনিই জগদ্‌গুরু। এককালে ষড়্‌গোস্বামী ও তদনুগত আচার্য্যগণ গুরুর কার্য্য করিলেও বহুগুরুবাদ স্বীকৃত হয় নাই। (প্রবন্ধাবলী ''গৌড়ীয়ের পঞ্চবিংশতি বর্ষ'')

কল্পনার দ্বারা কোন লঘুবস্তুকে বড় করিয়া দেখিলে তাহা গুরুর গুরুত্ব প্রমাণিত হয় না। (ঐ)

অসদ্‌-গুরুকরণ অপেক্ষা অনাশ্রিত-জীবনযাপনও শ্রেয়ঃ। গুরুত্বে প্রাকৃত সাধনা, জন্ম, জাতি, পুং-স্ত্রীত্ব, বর্ণাশ্রমান্তর্গত ব্রাহ্মণ-শূদ্রাদি ও গৃহী অথবা সন্ন্যাসীত্ব আরোপ করা উচিত নহে। (ঐ)

মানুষ ভগবান্ নহে, আবার ভগবান্ বা গুরু সাধক বা শিষ্যের মনোধর্ম্মে সৃষ্ট বস্তু নহেন। (ঐ)

জগতের লোকের নির্ব্বাচিত ব্যক্তি সদ্‌গুরু, আচার্য্য বা মহাপুরুষ নহেন। নিত্যমুক্ত মহাপুরুষগণের 'জগদ্‌গুরুত্ব' স্বতঃসিদ্ধ। (ঐ)

যিনি সেবককে শাসনের যোগ্য মনে করেন, তিনি দাম্ভিক—কখনও গুরুপদবাচ্য নহেন। যাঁহার 'অমানী-মানদ-ধর্ম্ম' ও 'তৃণাদপি সুনীচ' ভাবের মধ্যেও ''বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি'' ভাব লুক্কায়িত আছে, তিনিই প্রকৃত বৈষ্ণব ও জগদ্‌গুরু। ঐরূপ মহতের কৃপালাভ হইলে ভক্তিহীন, পামর, পাষণ্ডমতিরও আত্যন্তিক কল্যাণ লাভ হয়। (পত্রাবলী, পত্র—৫)

শ্রীগুরুদেব 'কুণপ' বা হাড়-মাংসের থলিবিশেষ পাঞ্চভৌতিক দেহধারী নহেন, প্রাকৃত কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগির ন্যায় জড়চেষ্টাবিশিষ্ট নহেন। (পত্রাবলী, পত্র—৭)

শ্রীগুরুতত্ত্বে প্রকার-ভেদ

গুরু দুইপ্রকার—দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু। যাঁহার নিকট হইতে উপাস্যদেবের মূলমন্ত্র ও গায়ত্রী লাভ হয়, তিনি দীক্ষাগুরু। যাঁহার নিকট ভজনশিক্ষা লাভ হয়, তিনি শিক্ষাগুরু। (পত্রামৃত, পত্র—৪৪)

শিক্ষাগুরুর দুইটী স্বরূপ—চৈত্ত্যগুরু ও মহান্তগুরু; তাঁহারা অন্তর্যামী ও ভক্তশ্রেষ্ঠরূপে প্রকাশ। স্বয়ং ভগবান্ অন্তর্যামী চৈত্তগুরুরূপে এবং মহান্তভক্ত-স্বরূপে জীবকে শিক্ষাদান করেন। (পত্রামৃত, পত্র—১৮)

শিক্ষাগুর্ব্বাদির বহুত্ব প্রমাণিত। তথাপি দীক্ষাগুরুই একাধারে শিক্ষাগুরু, ভজনগুরু, বর্ত্মপ্রদর্শকগুরু, শ্রীনামগুরু, মহান্তগুরু প্রভৃতির অধিকার প্রাপ্ত। ভজনে দৃঢ়তা সম্পাদনের নিমিত্ত কৃষ্ণদীক্ষাদি-শিক্ষার নিমিত্ত শিক্ষাগুরু অপরিহার্য্য। সাধন-ভজন বিষয়ে সর্ব্বাধিকার-প্রাপ্ত এক দীক্ষাগুরুর উপর নির্ভরশীল হইলে জীবন বিফল হয় না। সে-ক্ষেত্রেও সিদ্ধিলাভ-বিষয়ে সুনির্দ্দিষ্ট আশ্বাসনের অভাব পরিলক্ষিত হয় না। (পত্রামৃত, পত্র—৬৯)

যিনি দীক্ষাগুরু-সেবা বাদ দিয়া বৈষ্ণবসেবা বা শিক্ষাগুরু, নামগুরুর অধিক মহিমা-মাহাত্ম্য প্রচার করেন, তাঁহাকে দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে পরিত্যাগ করিতে হইবে। (পত্রামৃত, পত্র—৬৩)

শ্রীগুরুতত্ত্ব এক অখণ্ড তাত্ত্বিক দর্শন। সেই ''গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি না কর কখন''—ইহা Anthropomorphism বা অপ্রাকৃতে প্রাকৃতবুদ্ধির নিষেধীকরণ। (পত্রামৃত, পত্র—৭)

শ্রীভগবান্ চৈত্ত্যগুরুরূপে আমাদিগকে সবসময় সাবধান ও পরিচালিত করেন। জ্ঞানে-অজ্ঞানে কৃত দোষ-ত্রুটী ক্ষমা করিয়া তিনি বিবেকরূপে পথ নির্দ্দেশ করেন। (পত্রামৃত, পত্র—৩২)

শ্রীগুরুর অপ্রাকৃত গুণাবলী ও মহিমা

শ্রীভগবান্ যেরূপ পরাৎপর তত্ত্ব, তাঁহার প্রেষ্ঠ-অন্তরঙ্গ নিজজনও তদ্রূপ, তাঁহার সহিত কাহারও তুলনা হয় না। (পত্রামৃত, পত্র—১৮)

সপ্তসমুদ্র যদি মসিরূপে কল্পিত হয়, হিমালয়ের গৌরীশৃঙ্গ যদি লেখনী হয় এবং ধরিত্রী যদি কাগজ হয়, তথাপি গুরু-ভগবানের মহিমা সম্যক্‌রূপে বর্ণনা অসম্ভব। তাঁহারা স্বীয় মহিমায় মহিমান্বিত; তাহা প্রকাশের নিমিত্ত অপর কোন মাধ্যমের অপেক্ষা রাখে না। চন্দ্র-সূর্য্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যেরূপ তাঁহাদের গৌরব প্রকাশিত, ইহাও তদ্রূপ। (পত্রাবলী, পত্র—৭)

সদ্‌গুরু ও তাঁহার বাণী অভিন্ন; বাণী ও জীবনী একতাৎপর্য্যপর, ঐক্যতানবিশিষ্ট। সুতরাং তাঁহাকে Analysis করিলে যাবতীয় তত্ত্বদর্শনের পরিচয় লাভের সুযোগ হয়। (পত্রামৃত, পত্র—১৮)

শ্রীগুরুদেব অনুক্ষণ কৃষ্ণকীর্ত্তন ব্যতীত আর কিছু করেন না। তিনি হরিকথা- কীর্ত্তন-বিগ্রহ ও শ্রীহরির পরমপ্রিয়। তাঁহার বাণীই 'শ্রুতি'—যাঁহার কৃপাতে আমরা ভগবানের স্বরূপ, নাম, রূপ, গুণ ও লীলা সবই জানিতে পারি। তাঁহার শ্রীমুখে শ্রীহরির যশোরত্ন-ভাণ্ডার। এই অমূল্যনিধি শ্রীহরি একমাত্র তাঁহার প্রিয়তম-সন্নিধানেই গচ্ছিত রাখিয়াছেন। (শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা, ৪৪বর্ষ, ''নববর্ষ'')

এক গুরুদেবের চরিত্র শ্রবণ-কীর্ত্তনে যুগপৎ গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্—তিনেরই স্মরণ হয়; শ্রীগুরুপাদপদ্মের এত মাহাত্ম্য! শ্রীগুরু-বৈষ্ণব ও ভগবান্—এই তিনটী পরস্পর অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব। (ঐ)

ভগবৎশক্তিই Absolute truth এবং তাহাই সদ্‌গুরুর মধ্যে দিয়া

প্রবাহিত। ভগবৎকৃপার Sole Agent হইতেছেন সদ্‌গুরু এবং তিনিই ভগবানের Special Manager। (পত্রামৃত, পত্র—১৮)

শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গ প্রেষ্ঠজন নিজেকে সবসময় লুকাইয়া রাখিতে চাহেন; তিনি বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত ২৬টী গুণে সর্ব্বদা সমলঙ্কৃত—অমানী মানদ-ধর্ম্মে দীক্ষিত। (পত্রামৃত, পত্র—১৮)

জাগতিক কোনরূপ মায়া-মমতা অপ্রাকৃত অবস্থার তুল্য মূল্য হইতে পারে না। পিতামাতা হইতেও অধিক স্নেহশীল বলিয়া শ্রীগুরু ও ভগবান্ সেবকবৎসল ও আশ্রিতজন-পালক। তুমি এ সকল বিষয় কোনদিন অনুভব ও উপলব্ধির অবসর পাইবে। (পত্রামৃত, পত্র—৪০)

সাধু-গুরুজন কনিষ্ঠের কোনরূপ ত্রুটী-বিচুতি গ্রহণ করেন না—ইহাই তাঁহাদের মহানুভবতা ও উদারতা। (পত্রামৃত, পত্র—৫)

গুরুবৈষ্ণবগণ—অদোষদরশী, তাঁহারা Optimist। Passimistic view তাঁহাদের নাই বলিয়াই তাঁহারা পরমোদার ও সমদর্শী। (ঐ)

আশ্রিত ও অনুগতজনের জন্য, বিশ্বকল্যাণের নিমিত্ত পরদুঃখদুঃখী, সংসার কারাগারের পরম বান্ধব শ্রীসদ্‌গুরু সকলপ্রকার কষ্ট সহ্য করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন। (পত্রামৃত, পত্র—১৩)

''কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলি সঞ্চারে''—বাক্যানুসারে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ ভক্তেরও ভগবানের ন্যায় আচার-ব্যবহার, ভাব-ভাষা, প্রতিভা সব কিছু লাভ হইয়া থাকে। (ঐ)

পরমশ্রদ্ধেয় সদ্‌গুরু কখনও কাহারও নিকট শ্রদ্ধা-মান-প্রতিষ্ঠার জন্য লালায়িত নহেন। সেইরূপ Strong personality কাহারও সমতুল্য হইতে পারেন না বা সমজ্ঞান করাও উচিত নহে। ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য চিরদিনই চিন্তাশীল মনুষ্যকে ঊর্দ্ধে স্থাপন করে। উহা ঈশ্বর-প্রদত্ত শক্তির স্ফূরণ মাত্র। (পত্রামৃত; পত্র—১৮)

শ্রীগুরুপাদপদ্ম অদোষদরশী, তজ্জন্য তিনি আশ্রিতজনের সর্ব্বপ্রকার অযোগ্যতা, দোষ-ত্রুটী-ক্ষমা করিতে সমর্থ। আশ্রয় ও বিষয়-বিগ্রহের সেবা করিতে

গেলে দোষ-ত্রুটী হইতেই পারে। ঐ বিষয়ে আশ্রিতজনের প্রতি ক্ষমাগুণ থাকায় সেবক-সেবিকা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। তথাপি "**বন্দো মুঞি সাবধান মতে**"—পদ গাহিয়া সাবধান করা হইয়াছে। (পত্রামৃত; পত্র—৬৭)

শিষ্যবৎসল, সন্তানবৎসল শ্রীগুরুদেবের অপার মহিমা বর্ণনে দেববৃন্দও সমর্থ নহেন। আশ্রিত মানবগণও গুরু-বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য বর্ণনে অযোগ্যতা প্রদর্শন করেন। (পত্রামৃত; পত্র—৬৯)

শ্রীগুরু-ভগবান্ অন্তর্যামী বলিয়াই সাধক-সাধিকার সকল দৈন্য ও প্রার্থনা তাঁহারা অবগত হন এবং সাক্ষাদ্ভাবে ও পরোক্ষে তাহা পূরণ করেন। (পত্রামৃত; পত্র—৫৩)

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ ক্ষমাশীল ও অন্তর্যামী, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অপরের সুখ-দুঃখ অনুভব ও উপলব্ধি করিবার বিশেষ অধিকারকে 'অন্তর্যামিত্ব' বলে। সুতরাং স্নেহার্থী প্রিয়জনের ভালমন্দ চিন্তা গুরু-বৈষ্ণবগণের সর্ব্বদা অনুভবের বিষয় হইয়া থাকে। (পত্রামৃত; পত্র—৩৪)

সদ্‌গুরু ও শ্রীভগবান্—অন্তর্যামী, তাঁহারা জীবের ভাল-মন্দ সব জানিয়া শুনিয়াও চুপ করিয়া থাকেন। ইহা তাঁহাদের সাধারণ সাম্যভাব; কিন্তু "**যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্**"—ইহা বিশেষ ক্ষেত্র। এস্থলে পরদুঃখদুঃখীত্ব, আশ্রিতবাৎসল্য, বাঞ্ছাকল্পতরুত্ব, জনপালকত্বের দায়িত্বও আসিয়া যায়। (পত্রামৃত; পত্র—১৮)

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ নিঃস্বার্থ। জীব-উদ্ধারের জন্য তাঁহাদের বহু ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়; অবিশ্রান্তভাবে সেবা করিয়া যাইতে হয়। ঐরূপ সেবা না করিলে শ্রীভগবান্ বশীভূত হন না। (পত্রামৃত; পত্র—৫৩)

গুরু-বৈষ্ণবগণ অন্তর্যামী ও অদোষদরশী, তাই সকলের একটা আশা-ভরসা আছে—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। (পত্রামৃত; পত্র—৬২)

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ যথার্থই অন্তরদর্শী। তাঁহারা কাহারও মন যোগাইয়া কোন কথা বলেন না, কিন্তু ধৈর্য্য ও উৎসাহদানের জন্য সান্ত্বনা বা প্রবোধ দিয়া থাকেন। ইহা তাঁহাদের সদ্‌গুণরাশির মধ্যে অন্যতম সদ্‌গুণ। ইহার মধ্যে তাঁহাদের

স্বভাবসিদ্ধ উদারতা, মহত্ত্ব, বদান্যতা, ভক্তবাৎসল্যাদি প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। (পত্রামৃত; পত্র—৭৮)

অভিভাবকের নিকট সন্তানের সকল দোষত্রুটী ক্ষমা পাইয়া থাকে। তথাপি "**বজ্রাদপি কঠোরানি মৃদূনি কুসুমাদপি**"—এই বাক্যও শ্রীগুরুপাদপদ্ম বা অভিভাবকের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ বজ্রের ন্যায় কঠোর, আবার কুসুমের ন্যায় কোমল হৃদয়বৃত্তির কথা বর্ণিত হইল। (পত্রামৃত; পত্র—৭২)

যিনি তোষামোদকারী নহেন, পরমুখাপেক্ষী নহেন, তিনিই সদ্‌গুরু। যিনি বাস্তব কল্যাণ-বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত, যাঁহার কোন লোকাপেক্ষা নাই, যিনি সেবা-পরিচালন বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ অর্থাৎ বাস্তবদর্শী, তাঁহাকেই 'সদ্‌গুরু' বলে। (পত্রামৃত; পত্র—৭৯)

যিনি নিজে ভগবানের করুণার উপর পূর্ণ নির্ভরশীল, যিনি ষড়ঙ্গ শরণাগতির মূর্ত্ত প্রতীক, তিনিই জগৎকে ভগবৎ-ভাগবত-সেবাধর্ম্ম শিক্ষা দিতে পারেন, তাঁহাকেই গোস্বামী বলা হইয়াছে। এইরূপ সদ্‌গুরু জগদ্বাসীকে ভগবানের সেবকরূপে দর্শন করিয়া থাকেন—তাঁহার একান্ত অনুকম্পিত আশ্রিতগণকেও ভগবৎসেবা-বৈভব জ্ঞান করেন। তিনি কাহাকেও শিষ্য করেন না, শিষ্য হইবার আকাঙ্ক্ষাই তাঁহার হৃদয়কে পূর্ণ করে। (পত্রাবলী; পত্র—৫)

গুরু-বৈষ্ণবগণ লৌকিক জগতের প্রাপ্য সম্মান-মর্য্যাদা-প্রাপ্তির কোনরূপ আশা অন্তরে পোষণ করেন না, পরন্তু "**প্রতিষ্ঠার স্বভাব এ জগতে বিদিত। যে না বাঞ্ছে তার হয় বিধাতানির্ম্মিত॥**"—ইহার মূর্ত্তিমান বিগ্রহ। ব্যবহারিক জগতের অর্ব্বাচীন উক্তি বা মন্তব্যে কোনদিনই তাঁহারা ক্ষুব্ধ বা কাতর হন না। তাঁহারা অদোষদরশী, ইহাই তাঁহাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্রের আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য। (পত্রাবলী; পত্র—২৩)

সমদর্শী সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণ সকল জীবের আত্মদর্শনে অভ্যস্ত; তাঁহারা শ্রীভগবানের নিকট উদারনৈতিক মনোভাবের জন্য 'মহাত্মা' বলিয়া আখ্যাপ্রাপ্ত হন। তাঁহারা উচ্চাবচ সকল অধিকারীকেই সম্মানপ্রদানে অভ্যস্ত; নিখিল জীবের মধ্যে আত্ম-পরমাত্মা দর্শন লাভ করায় আশ্ব-গোখর-চণ্ডাল, স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে

সকলকেই প্রণাম করিয়া থাকেন। "**জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান**"—ইহাই তাঁহাদের মহানুভবতা—মহাবদান্যতা। (পত্রাবলী; পত্র—৩৫)

অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তনকারী, দিব্যজ্ঞানপ্রদাতা, সর্ব্বত্র গুরুদর্শনকারীই প্রকৃত গুরু। বৈষ্ণবগণের মধ্যে ভগবৎপ্রেষ্ঠ অপ্রাকৃত নিজজনই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। (প্রবন্ধাবলী, গৌড়ীয়ের পঞ্চবিংশ বর্ষ)

গুরু-বৈষ্ণবগণ সাধারণের জন্য যেরূপ কৃপাময়, পারমার্থিক কল্যাণকামী সাধক-সাধিকার জন্য তদপেক্ষা অধিক করুণাময় ও স্নেহশীল। (পত্রাবলী; পত্র—৪৭)

গুরুতত্ত্বের পাঞ্চভৌতিক দেহ না থাকায়, তাঁহার অসুস্থতাকে 'অভিনয়' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। (পত্রাবলী; পত্র—১২)

সদ্‌গুরুর সদাই কুশল বর্ত্তমান, তত্ত্ববিজ্ঞান কখনই জড়ের অনুমেয় নয়, তজ্জন্য ভক্ত ও ভগবানের "অপ্রমেয়" বিশেষণ। (পত্রাবলী; পত্র—২১)

সদ্‌গুরু সকল তীর্থেরও আশ্রয়স্বরূপ। তজ্জন্য তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলে সকল তীর্থ প্রদক্ষিণের ফল পাওয়া যায়। (পত্রামৃত; পত্র—৫০)

শ্রীগুরুর ভূমিকা

ভগবানই আমাদের নিত্যপতি। গুরুদেব আমাদিগকে সেই পতির সহিত সম্বন্ধ করিয়া দেন। এইজন্য শ্রীগুরুদেবকে 'সম্বন্ধ জ্ঞানদাতা' বলে। সম্বন্ধজ্ঞানের নামই 'দীক্ষা' বা দিব্যজ্ঞান। (প্রবন্ধাবলী, "আদৌ গুরুপদাশ্রয়")

শ্রীগুরুপাদপদ্মই শ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীকে চিনাইতে ও জানাইতে পারেন। তাঁহার অহৈতুকী করুণায় জীবের স্বরূপের পরিচয় লাভ হয়—সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয়। (পত্রামৃত; পত্র—৫০)

তাঁহার অযাচিত মঙ্গলকর করস্পর্শে দিব্যরত্ন স্পর্শমণি-স্বরূপ দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সাক্ষাৎদর্শন লাভ হয়। (পত্রামৃত; পত্র—১৩)

মহাজনবর্গই অসৎতৃষ্ণা, হৃদয়দৌর্ব্বল্য, কুটিনাটী, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা রূপ অপরাধপঙ্ক হইতে জীবকে উদ্ধার করিতে সমর্থ। (পত্রামৃত; পত্র—১)

শ্রীগুরুবৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপাব্যতীত শাস্ত্রগ্রন্থাদি হইতে সারসংগ্রহ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। (ঐ)

অসৎসঙ্গের কবল হইতে বা ভোক্তাভিমানের হস্ত হইতে শ্রীগুরুপাদপদ্মই আমাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ। (শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ৪৪শ বর্ষ, "নববর্ষ")

"**আচার প্রচার নামে করহ দুই কার্য্য**"—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ। পরম মুক্তগণও লোকশিক্ষার নিমিত্ত সাধকের ভূমিকা গ্রহণপূর্ব্বক বিধি-নিষেধাদি জীবনে পালন করিয়া চলেন এবং তাঁহারা ভজনের উপযোগিতা প্রদর্শন করেন—"**মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।**" (পত্রামৃত; পত্র—১৮)

যিনি নিখিল শাস্ত্রার্থ চয়নপূর্ব্বক স্বয়ং আচরণ করেন এবং উহাই সকলের নিকট প্রচারে ব্রতী হন, সেই আচারপরায়ণ প্রচারকবরই 'আচার্য্য' নামে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার শ্রীচরণে স্থানলাভ করিয়া তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষায় জীবনোৎসর্গ করিতে পারিলে আমাদের আত্মকল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। (পত্রামৃত; পত্র—২৪)

শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিজে শ্রীনামভজনে নিষ্ঠা রক্ষাপূর্ব্বক 'শ্রীনামব্রহ্মই—শব্দব্রহ্মই জীবের একমাত্র উপাস্য ও আরাধ্যবস্তু'—এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাসে অচৈতন্য বিশ্বের বদ্ধভাব মোচনকল্পে শ্রীনাম-মহিমা প্রচার করেন ও তাহাতে রুচিপ্রদানে 'পতিতপাবন' নাম সার্থক করেন। (পত্রামৃত; পত্র—৬৯)

শ্রীগুরুপাদপদ্ম সদাচার গ্রহণপূর্ব্বক শাস্ত্রীয় তত্ত্বসিদ্ধান্ত বিশ্বের দ্বারে দ্বারে প্রচার করিবেন, ইহাই শাস্ত্রীয় নির্দ্দেশ। তিনি চলৎশক্তিরহিত হইলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে শ্রীধামে স্থায়িভাবে ভজনকুটীরে বসতি স্থাপন করেন। (ঐ)

গুরুবৈষ্ণবগণ ইচ্ছা করিলে মূর্খ-পতিতকেও সেই সুদুর্ল্লভ কৃষ্ণভক্তি দান করিতে পারেন। কিন্তু এক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহীতার অধিকার বিচার হইয়াছে। (পত্রামৃত; পত্র—৫৭)

মহান্তগুরু কখনই কাহাকেও শিষ্য করেন না, তিনি তাঁহার অনুগত জনগণকে তাঁহার প্রভুর সেবোপকরণ জ্ঞান করিয়া সেবায় নিযুক্ত করেন। কোন নিত্যসিদ্ধ মহাত্মা তাঁহার আশ্রিত জনগণকে 'বিপদুদ্ধারণ বান্ধবগণ' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। ইহাই নিত্যমুক্ত মহাপুরুষগণের অনুভূতি ও বাস্তবদর্শন। (পত্রামৃত; পত্র—২৪)

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের গুর্ব্বাষ্টক-এর "**চতুর্ব্বিধ-শ্রীভগবৎপ্রসাদ-স্বাদ্বন্ন-তৃপ্তান্ হরিভক্তসঙ্ঘান্**" শ্লোকের বিশেষ ব্যাখ্যায় জানিতে পারি, অনর্থনির্ম্মুক্ত

হরিভক্তসঙ্ঘকে তাঁহাদের স্বরূপসিদ্ধ সেবা-ভাবানুযায়ী দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চতুর্ব্বিধ ভগবদ্‌রস আস্বাদন করাইয়া যে শ্রীগুরুদেব পরমানন্দ লাভ করেন, তাঁহার চরণারবিন্দ আমার বন্দনার বিষয় হউক। (প্রবন্ধাবলী, ''গৌড়ীয়ের ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ'')

গুর্ব্বাশ্রয় ও তাহার আবশ্যকতা

'ভগবদনুগ্রহ-শক্তি'র কৃপার নিমিত্তই গুরুকরণ প্রয়োজন এবং তাহাতেই সাধক-সাধিকার বিশেষ কল্যাণ নিহিত। (পত্রামৃত; পত্র—৪১)

শ্রীভগবানই গুরুরূপে বাস্তবপথ নির্দ্দেশ করেন। তিনিই অন্তর্যামি-সূত্রে সাধক-সাধিকার হৃদয়ে প্রেরণা দান করেন। এইভাবে সদ্‌গুরু লাভ হয় ও তাঁহার আশ্রয়ে বাস্তব গন্তব্যস্থানের সন্ধান পাওয়া যায়। (পত্রামৃত; পত্র—১৩)

যিনি নিষ্কপটে হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা চাহেন, শ্রীভগবান্ তাঁহার নিকট মহান্তগুরু-রূপে আবির্ভূত হন। কৃষ্ণৈকনিষ্ঠাই মহান্তগুরুর স্বরূপ-লক্ষণ। এইরূপ সদ্‌গুরু-পদাশ্রয়েই ভক্তিসাধকের অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। (প্রবন্ধাবলী, ''আদৌ গুরুপদাশ্রয়'')

ভক্তিসাধক আমরা সর্ব্বপ্রথমে সদ্‌গুরুপদাশ্রয়ের জন্য ভগবৎসমীপে ব্যাকুলভাবে কাতর প্রার্থনা জানাইব। ভগবান্ আমার প্রবল আর্ত্তি দেখিয়া আমাকে শুদ্ধপথে চালিত করিবার জন্য মহান্তগুরু প্রেরণ করিবেন। নতুবা আমরা নিজেদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির দ্বারা কখনও অপ্রাকৃত সদ্‌গুরুর দর্শন লাভ করিতে পারিব না। (ঐ)

শ্রীগুরুদেব নিত্য প্রভু, আর আমার প্রভুর প্রভু—শ্রীমন্মহাপ্রভু। প্রভু দয়া করিলে প্রভুর প্রভু আমাদিগকে নিশ্চয়ই আত্মসাৎ করিবেন। প্রভুর সঙ্গীই প্রভুর কৃপা পাইবে। আমরা অযোগ্য হইলেও প্রভুর নিত্যকিঙ্কর। তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-ধূলিই আমাদের নিত্যকাম্য। (শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ৪৪শ বর্ষ, ''নববর্ষ'')

সদ্‌গুরুই সাধক বা সেবকের যথাসর্ব্বস্ব। তাঁহার অপ্রাকৃত স্নেহদৃষ্টি ও সাহায্য ছাড়া সাধনভজন-পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। এজন্য **''আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ''** বাক্যের অবতারণা। (প্রবন্ধাবলী ''গৌড়ীয়ের ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ'')

সাধক-সাধিকার যথাসর্ব্বস্ব ও একমাত্র অবলম্বন সেই শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত সদ্‌গুরুদেব, যাঁহাকে বাদ দিলে সাধনভজন বিফলতায় পর্য্যবসিত হয়। (পত্রামৃত; পত্র—১৩)

এককথায় গুরুতত্ত্বই সাধক-সাধিকার ভজন-সাধন, পূজার্চ্চন ও জীবন-সর্ব্বস্ব, বাস্তবপথ-নির্দ্দেশক, রক্ষাকর্ত্তা ও পরম-বান্ধব। (ঐ)

সাধনমার্গের সিঁড়ি বা অবলম্বন—পরম সত্যস্বরূপ সদ্‌গুরু, যাঁহার সাহায্য ব্যতীত ভজনপিপাসু জনগণের একপদও চলিবার উপায় নাই। (ঐ)

শ্রীগুরুপাদপদ্ম সত্যই স্নেহের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ, অজ্ঞানান্ধের যষ্ঠিস্বরূপ ও কৃপাভক্তি-লাভেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে পরমাশ্রয়। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় মূকও বাচালত্ব প্রাপ্ত হয়, পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘনের সামর্থ্য লাভ করে। (পত্রামৃত; পত্র-৬৪)

ভগবদ্ভজনে গুরুকৃপাই মূল; ভগবৎকৃপার মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব শিষ্যের জীবন ও প্রাণাপেক্ষা প্রীতির পাত্র। শ্রীগুরুই এ সংসারে সাধক-সাধিকার সর্ব্বস্ব, তিনি জীবের নিঃস্বার্থ বন্ধু, তিনি ভজনপিপাসু ব্যক্তির একমাত্র সাহস, বল ও ভরসা। (পত্রামৃত; পত্র—৫০)

শ্রীগুরুই রক্ষক, পালক, পোষক। গুরুদেবতাত্ম ভক্তই সাহসী, নির্ভীক, নিশ্চিন্ত, সুখী ও শান্ত। (ঐ)

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণই এ-জগতে প্রকৃত বান্ধব, আত্মীয় ও নিজজন। তাঁহাদের অপ্রাকৃত স্নেহ-মমতা বদ্ধজীব ও সাধক-সাধিকার ভজন-পাথেয় বলিয়া জানিবে। তাঁহাদের সম্বন্ধও নিত্য। যতটুকু সময় তাঁহাদের সান্নিধ্য লাভ হয়, তাহাই মঙ্গলের বিষয়। (পত্রামৃত; পত্র—৫৭)

গুরুপাদাশ্রয়ে ভাগবত-ধর্ম্মশিক্ষা এবং গুরুশুশ্রূষা-দ্বারা ভবব্যাধি-নাশ, শ্রীহরির সন্তোষ-বিধান ও ভগবৎপ্রাপ্তি হয়। (পত্রামৃত; পত্র—১৮)

গুর্ব্বাশ্রয়ে সতর্কতা

শ্রীহরি রুষ্ট হইলে শ্রীগুরুই রক্ষক, আর গুরুদেব রুষ্ট হইলে অন্য কেহ রক্ষাকর্ত্তা নাই; তজ্জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের সর্ব্বতোভাবে তুষ্টিবিধান করা তদাশ্রিত ব্যক্তিগণের বিশেষ কর্ত্তব্য। (পত্রামৃত; পত্র—৩২)

প্রত্যক্ষ ভগবান্ শ্রীগুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধি হইলে হরিকথা শ্রবণ, স্মরণ, মন্ত্রজপ, শাস্ত্রালোচনা, নামকীর্ত্তন সবই ব্যর্থ হয়। (পত্রামৃত; পত্র—৫০)

মন্ত্র, গুরু, হরি—একই বস্তু। মন্ত্র সাক্ষাৎ গুরু এবং গুরু সাক্ষাৎ হরি; এজন্য গুরু যাঁহার প্রতি প্রসন্ন, ভগবান্ তাঁহার প্রতি স্বতঃই প্রসন্ন। (পত্রামৃত; পত্র-৫০)

জ্ঞানালোকেই গুরুরূপী ভগবানের দর্শন সম্ভব, অজ্ঞানান্ধকার হইতে তিনি কোটী যোজন দূরে অবস্থিত। কিন্তু জিজ্ঞাসু ব্যক্তিকে প্রেরণাদান তাঁহার ভক্তবাৎসল্যের পরিচায়ক। সকল নিষ্কপট ব্যক্তির নিকট তিনি চিরপ্রকাশিত, কাপট্যের দ্বারা তাঁহার প্রাপ্তি সুদূর পরাহত। (পত্রামৃত; পত্র—৩২)

যাহারা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের অতিমর্ত্ত্য শক্তিতে অনাস্থা-প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের প্রাপ্য লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা নিজেরাই আত্মসাৎ করিতে চাহে, গুরু-বৈষ্ণবগণ তাহাদের কার্য্যদক্ষতা হরণ করিয়া থাকেন। (প্রবন্ধাবলী, ''সর্ব্বশক্তিমান পরব্রহ্ম এবং অগ্নি, পবন ও ইন্দ্র'')

গুরুবৈষ্ণব-বিদ্বেষিগণের সঙ্গ যতই প্রীতিপ্রদ হউক না কেন, উহা পরিত্যাগ করাই গুরুসেবৈকনিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার লক্ষণ। দুঃসঙ্গবর্জ্জন নীতিতেই অমন্দোদয়-দয়া অনুস্যূত এবং তাহাই মহাবদান্যতার ধারক ও বাহক। (প্রবন্ধাবলী, ''গৌড়ীয়ের ত্রয়োবিংশ বর্ষ'')

স্বভাব বা বপুগত কোন দোষ বা বাহ্যিক আচার-ব্যবহার দেখিয়া সদ্‌গুরু নির্ণয় করা অনেক সময় দুঃসাধ্য হইয়া থাকে। স্বানুভবানন্দী শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু কুণ্ডরসা-ব্যাধি প্রকাশের লীলা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে কর্ম্মফলবাধ্য জীব-বিশেষ মনে করিলে অপরাধ হইবে।(''জানশ্রুতি রাজা ও রৈক্কমুনি'')

শ্রীগুরুর সহিত সম্বন্ধ

গুরু-শিষ্য-সম্পর্কে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ভাব আছে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি ঐ তিনটি ভাব অবস্থাবিশেষে প্রযুক্ত হইতে পারে, যদিও উন্নততম বিচারে গুরু—সখী, সখীর অনুগত সখী—মঞ্জরী প্রভৃতি। (পত্রামৃত; পত্র—৪১)

উপযুক্ত বা বিশ্রম্ভ শিষ্য বিষয়-বিগ্রহের ক্ষেত্রে সকল রসই আরোপ করিতে পারেন, কিন্তু আশ্রয়বিগ্রহের সহিত বাৎসল্য-ভাব পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারেন। এই ভাব কোনরূপ প্রাকৃত চিন্তায় আবদ্ধ নয়। (পত্রামৃত; পত্র—৭২)

আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম দীক্ষাস্বামী এবং বিষয়বিগ্রহ ভোক্তা ভগবানই জগৎস্বামী নামে অভিহিত। (পত্রামৃত; পত্র—১৮)

''**গুরু মাতা, গুরু পিতা, গুরু হন পতি**''—এই মহাজন-বাক্যে সিদ্ধান্তবিরোধ বা রসাভাষ-দোষ নাই। গুরু—এক অখণ্ড তত্ত্ব, কিন্তু সেই

তত্ত্ববিচারে বৈশিষ্ট্য বা চমৎকারিতা আছে। গুরুতত্ত্বের বিভিন্ন দিক বিচার করিয়াই বৈষ্ণব-মহাজন ঐ পদ রচনা করিয়াছেন। অখণ্ড পূর্ণ গুরুতত্ত্বের ক্ষেত্রে 'পতি'-শব্দ যুক্ত হইলে বুঝিতে হইবে, উহা বিষয়বিগ্রহের উদ্দেশ্যে উক্ত। (পত্রাবলী;পত্র-৯)

শ্রীগুরুতত্ত্বে বিবিধ উপদেশ

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব সর্ব্বদা জয়যুক্ত হউন। তাঁহাদের শুভেচ্ছা ও শুভাশীর্ব্বাদে আমাদের বাস্তব কল্যাণ লাভ হয়। তাঁহাদের সেবার জন্য আমরা যে-কোন প্রকার ত্যাগ-স্বীকারে প্রস্তুত থাকিব—ইহাই বাস্তবধর্ম্মীর আন্তর অভিলাষ। (পত্রামৃত; পত্র—৭৩)

শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্মরণ নিষ্কপটে হইলে আমাদের বিঘ্নবিনাশ, অভীষ্টপূরণ নিশ্চয়ই হইবে। প্রীতিছাড়া স্মৃতি হয় না। যেখানে প্রীতি, সেখানে স্মৃতি; যেখানে স্মৃতি, সেখানে প্রীতি। (শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা, ৪৪শ বর্ষ, ''নববর্ষ'')

শ্রীগুরুবৈষ্ণবের ঋণ কখনই মিটানো সম্ভব নহে। অপার্থিব স্নেহের ঋণ সত্যই কোনদিন পরিশোধ করা যায় না। স্নেহের দ্বারাই স্নেহের ঋণ পরিশোধ করিতে হয়। (পত্রামৃত; পত্র—৬২)

অন্তর্যামী—দর্শন বা অদর্শনের দ্বারা কৃপা ও দণ্ডপ্রদানের অধিকারী। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপা ও দণ্ড একই তাৎপর্য্যপর। তজ্জন্য স্নেহ-শাসন বা কৃপাদণ্ড-শব্দ শাস্ত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে। জীবকল্যাণের নিমিত্ত যাঁহাদের জীবন, পরদুঃখ-দুঃখিতা যাঁহাদের চিরন্তন স্বভাব, তাঁহাদের স্নেহ, শাসন বা অভিসম্পাত একই উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত। (পত্রাবলী; পত্র—১৩)

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবকে কোন সেবকের বিদায় সম্ভাষণ জানাইবার প্রয়োজন হয় না। তাঁহাদিগকে আবাহন করা যায়, স্বাগত সম্ভাষণ জানানো যায়, কিন্তু বিদায় বা বিসর্জ্জন দেওয়া যায় না। (পত্রামৃত; পত্র—৫৪)

সর্ব্বভূতান্তর্যামী শ্রীভগবান্ গুরুশুশ্রূষাদ্বারা যেরূপ সন্তুষ্ট হন, গার্হস্থ্য-ব্রহ্মচর্য্যদ্বারাও তাদৃশ সন্তোষ লাভ করেন না। (পত্রামৃত; পত্র—৪)

জিতেন্দ্রিয় ও অমরগণের পক্ষেও দুর্দ্দমনীয় মনরূপ তুরঙ্গকে (ঘোড়াকে) যাহারা গুরুচরণাশ্রয় ব্যতীত সংযত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা স্বীয় সাধনোপায়-বিষয়ে অজ্ঞ। (ঐ)

সাধু-বৈষ্ণব-তত্ত্ব

‘বৈষ্ণব’ বলিতে কেহ যেন বৈষ্ণবের বাহ্যবেশকেই বৈষ্ণব মনে না করেন। অমানি-মানদ-ধর্ম্মে দীক্ষিত বাস্তব হরিকীর্ত্তনকারীই নিষ্কপট শুদ্ধভক্ত এবং তিনিই যথার্থ বৈষ্ণব। (প্রবন্ধাবলী, ‘‘আদৌ গুরপদাশ্রয়’’)

যাঁহার সত্যদর্শন হইয়াছে, তিনি ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ-চতুষ্টয় বিবর্জ্জিত শুদ্ধ জীবাত্মা—আত্মোপলব্ধ সাধক, এককথায় সিদ্ধ—নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ—সমদর্শী সাধু। তাঁহাদের করুণা লাভ করিলেই বদ্ধজীব ধন্য হয়—তাঁহার জীবন কৃতকৃত্য হয়। (পত্রামৃত; পত্র—২)

যাঁহারা শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণহেতু সর্ব্বপাপবিনাশন (বলিয়া খ্যাত), তাদৃশ নিরহঙ্কার সাধুগণও পৃথিবীতে বহু পুণ্যতীর্থ ও শ্রীধামের সেবা করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিত্য সুখময় শ্রীভগবানের প্রতি চিত্ত মনোনিবেশ করায় বিবেক, স্থৈর্য্য, ক্ষমা, শান্তি প্রভৃতি সদ্‌বৃত্তিহরণকারী গৃহান্ধকূপের সেবা করেন না। (পত্রামৃত; পত্র—৪)

শ্রীভগবানে মগ্নচিত্ত সাধুগণ তাঁহার সৃষ্ট পাপ-পুণ্যকর্ম্মের গুণ-দোষ অনুসন্ধান করেন না, তাঁহাদের দেহাভিমান ও অহংভাব বিগত হওয়ায় তাঁহারা সকল বিধি-নিষেধেরও অতীত। (ঐ)

মহদ্‌ব্যক্তিগণ সমদর্শী ও ভগবন্নিষ্ঠা-বুদ্ধিযুক্ত। যাঁহারা সৎ, তাঁহারা কখনও অপরের দোষ গ্রহণ করেন না। ভগবৎপ্রীতিকেই তাঁহারা পরমপুরুষার্থ বলিয়া জানেন। ভোজন-পানাদি বা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-বিত্ত-গৃহাদিতে আসক্ত জীবের সঙ্গে তাঁহারা প্রীতিলাভ করেন না। (পত্রামৃত; পত্র—৪১)

মহাভাগবত পরমহংসের প্রেমের স্বভাব এই, তাঁহারা স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু দেখেন, তাহাতে প্রাকৃতবুদ্ধি-বিরহিত হইয়া সর্ব্বদা ইষ্টদেবের শ্রীমূর্ত্তির স্ফূর্ত্তি

হয় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণভাবই দর্শন করেন। ভাগবতোত্তম সর্ব্বভূতে আত্মারও আত্মা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে এবং শ্রীকৃষ্ণে নিখিল আত্মাকে দেখিতে পান। তাই তাঁহারা সমদর্শী। (পত্রামৃত; পত্র—৪৩)

সদ্‌গুরু বা সজ্জনের অবশ্য সদ্‌গুণরাশি, যাহা ভাগবতে বিবৃত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে ঈর্ষা-হিংসা-মাৎসর্য্যাদি প্রশমিত হইয়া থাকে। (পত্রামৃত; পত্র—৪৫)

‘‘যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি’’—এই বাক্য উচ্চারণের একমাত্র অধিকারীমহাভাগবত, অনুভবানন্দী ও আত্মোপলব্ধ ভগবজ্জন।(পত্রামৃত; পত্র-৬৯)

সাধু-সন্তগণকে কেহ টাকাপয়সা দিয়া সন্তুষ্ট করিতে পারে না। যাঁহারা ‘শ্রীভগবানই সার’ এবং এইরূপে তাঁহার নামকীর্ত্তনে কালাতিপাত করিয়া জীবনধারণের সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা ধনমদান্ধ ব্যক্তিগণের তাবেদারী করেন না। (পত্রামৃত; পত্র—৩৩)

সাধুসন্তগণের নিঃস্পৃহভাব সাধারণের বোধগম্য নয়, উহা বুঝিতে গেলে সরল বৃত্তির প্রয়োজন। (ঐ)

সাধুসজ্জনগণের মধ্যে ব্যবহার-বৈষম্য নাই। তাহারা সমদর্শী। বহুভাগ্যের ফলে ইহা হৃদয়ঙ্গম হয়। (ঐ)

বৈষ্ণবগণ বাস্তবদর্শী, তাঁহারা শ্রেয়োপন্থী, আপাত মনোরম বিষয়ে তাঁহারা শান্তি-স্বস্তি লাভ করেন না। (ঐ)

ভগবৎস্মরণই প্রেমিক ভক্তের আচার ও শ্রীনাম-কীর্ত্তনই তাঁহার প্রচার। (প্রবন্ধাবলী, ‘‘গৌড়ীয়ের চতুর্ব্বিংশ বর্ষ’’)

যাঁহারা ভজনপরায়ণ, তাঁহারা কখনই কাহাকেও উদ্বেগ প্রদান করেন না এবং নিজেরাও উদ্বিগ্ন হন না। (পত্রামৃত; পত্র—৭৯)

সাধু কে?—তাহা নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। সাধু বলিয়া অসৎসঙ্গ হইলে মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অমঙ্গল লাভ হয়। সাধু, গুরু, বৈষ্ণব, ভক্ত—এক তাৎপর্য্যপর শব্দ। বাহ্যলক্ষণের দ্বারা সাধুর সাধুত্ব সকল সময়ে প্রকাশিত হয় না, তাঁহার আন্তর লক্ষণই বৈষ্ণবের বিশেষ পরিচয়। তজ্জন্য ২৬টী লক্ষণের মধ্যে ‘কৃষ্ণৈকশরণতাই’ সাধুগুরুর মুখ্যলক্ষণ। (পত্রাবলী; পত্র—১০)

সাধুগণ ভগবানের হৃদয় এবং ভগবানই সাধুগণের হৃদয়; এজন্য বৈষ্ণবগণ যাবতীয় ভগবদুপদেশের আকরমর্ম্মী এবং Encyclopedia। (পত্রাবলী ; পত্র—১৬)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণ পরমোদার—তাঁহারা মহামহাবদান্য। সে দানের তুলনা হয় না। পার্থিব জগতের কোন দানই তাহার তুল্যমূল্য হইতে পারে না। অন্নহীনকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, ঔষধ-পথ্য দান, বিদ্যাদানাদি কোনটীই তাহার সমকক্ষ হইতে পারে না। (পত্রামৃত; পত্র—১০)

ভগবৎতত্ত্ব

তত্ত্ববস্তুকে অবিশ্বাস করিলে কাহারও আত্মমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। আবার বাস্তব বিশ্বাস—"**কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়**"। (পত্রামৃত; পত্র-৮০)

কেবল জ্যোতির কথা আলোচনা নিরর্থক। কারণ ইহা তত্ত্ববস্তুর অসম্যক্ প্রতীতি, Incomplete aspect মাত্র। তত্ত্ববস্তুর অসম্যক্ দর্শনকে 'ব্রহ্ম' বলে, আংশিক দর্শনকে 'পরমাত্মা' বলে এবং পূর্ণ প্রকাশকে 'ভগবান্' শব্দে অভিহিত করা হয়। ইহা ক্রমান্বয়ে Positive, Comparative ও Superlative Degreeর পরিচায়ক। (পত্রামৃত; পত্র—১৩)

জ্যোতিকে যখনই স্বীকার করা হইল, তখনই কাঁহার জ্যোতি অর্থাৎ পূর্ণতত্ত্বের জিজ্ঞাসাই উদিত হয়। বেদে-উপনিষদে তাহাই বিবৃত হইয়াছে—"**জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপমতুলং শ্যামসুন্দরম্**, দ্বিভুজং শ্যামসুন্দরম্", "**পরব্রহ্ম নরাকৃতিঃ**"—সেই শ্রীভগবানই সর্ব্বশক্তিমান্ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী অখিলরসামৃত পরমভজনীয় পরতত্ত্ব বস্তু। (ঐ)

শ্রীভগবান্ "**একমেবাদ্বিতীয়ম্**"—অসমোর্দ্ধ্ব-তত্ত্ব; তজ্জন্য বেদ পরতত্ত্ব নির্ণয় করিতে গিয়া জানাইয়াছেন,—"**ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে**", He is second to none, তাঁহার সমানও কেহ নাই, তাঁহার ঊর্দ্ধেও কেহ নহেন। (পত্রামৃত; পত্র—১৮)

তিনি ঈশ্বরেরও ঈশ্বর—পরমেশ্বর, নিখিল আধিকারিক দেবদেবীরও পরমোপাস্য দেবতা, পতিরও পতি—পরমপতি; জগতের মায়িক সকল শ্রেষ্ঠ বস্তুরও শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ মায়িকবস্তু—ত্রিগুণযুক্ত, ক্ষয়িষ্ণু, ধ্বংসশীল; কিন্তু তিনি—মায়াতীত, গুণাতীত। পরব্রহ্ম—Superlative Degree-রও Superlative অর্থাৎ পরাৎপর তত্ত্ব তিনি। (পত্রামৃত; পত্র—১৩)

পরতত্ত্ব এক, অদ্বিতীয় ও অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন। তিনি যুগপৎ সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ হইলেও, সবিশেষ প্রতীতিই বলবতী। সেই পরতত্ত্ব অচিন্ত্যশক্তি-বলে 'স্বরূপ', 'তদ্রূপবৈভব', 'জীব' ও প্রধান'রূপে প্রকাশিত। (প্রবন্ধাবলী, "গৌড়ীয়ের চত্বারিংশ বর্ষ")

পরতত্ত্বের ত্রিবিধ-শক্তি—অন্তরঙ্গা বা চিৎশক্তি, তটস্থা বা জীবশক্তি এবং বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তি। শক্তিমান-তত্ত্ব স্বরূপতঃ এক হইয়াও যুগপৎ ভেদ ও অভেদাত্মক। (ঐ)

'ঐশ্বর্য্য', 'মাধুর্য্য' ও 'ঔদার্য্য' ভাব-ভেদে ভগবৎ-স্বরূপ ত্রিবিধ অর্থাৎ শ্রীনারায়ণ-স্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-স্বরূপ। পরব্যোম, গোলোক-বৃন্দাবন ও নবদ্বীপ-ধামই 'তদ্রূপবৈভব'। (ঐ)

শ্রীভগবান্ জড়মায়াশ্রিত নহেন, তিনি যোগমায়া-সমাবৃত, হ্লাদিনী-অন্তরঙ্গা-পরাশক্তি সমন্বিত অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব। (পত্রামৃত; পত্র—৫)

শ্রীভগবান্—অসীম, অনন্ত, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, প্রেমঘন-মূর্ত্তি। তাঁহার উপাসনাও অসীম ও অনন্ত। তাঁহার সেবকগণও আনন্ত্য-ধর্ম্মেই প্রতিষ্ঠিত। কারণ সেব্য, সেবক, সেবা—একই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। (পত্রামৃত; পত্র—১৪)

ঈশ্বর ও জীব জাতীয়ত্বে এক বলিয়া অভেদ বলা যাইতে পারে, কিন্তু বৃহচ্চৈতন্য-অনুচৈতন্য হওয়ায় পরিমাণগত ব্যবধান সর্ব্বদাই রহিয়াছে ও থাকিবে। (পত্রামৃত; পত্র—১৭)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ

চিন্ময়-ভাস্কর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই তৎসৃষ্ট অনন্তকোটী জীবনিচয় ও বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অজ্ঞান-তমোনিহন্তা। অমৃতত্ব, নিত্যধর্ম্মরূপ প্রেম ও ব্রজরস সেই অখিল-রসামৃত-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান। (প্রবন্ধাবলী, ''গৌড়ীয়ের সপ্তবিংশ বর্ষ'')

তিনিই অবতারগণের মূল পুরুষ ও সর্ব্বকারণকারণ। সেই পরমেশ্বর পরাৎপর-তত্ত্ব ও অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত। তিনিই সর্ব্ববেদ-বেদ্য ভগবান্ এবং বেদান্তকর্ত্তা ও বেদবিৎ। (ঐ)

যাঁহার চরণ-প্রক্ষালন-সলিল হইতে সমুৎপন্না সরিৎশ্রেষ্ঠা গঙ্গার উৎপত্তি, ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক যাঁহা অর্ঘ্যরূপে প্রদত্ত হইয়াছে এবং যাঁহাকে মস্তকে ধারণপূর্ব্বক শিবও শিবত্ব লাভ করিয়া ত্রিজগৎ পবিত্র করিতেছেন, সেই হরি ভিন্ন কে 'ভগবৎ'-শব্দবাচ্য হইতে পারেন ও জীবের বাসনারূপ হৃদয়গ্রন্থি নাশপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রেমানন্দের অধিকারী করিতে পারেন। (প্রবন্ধাবলী, ''গৌড়ীয়ের সপ্তবিংশ বর্ষ'')

শ্রীকৃষ্ণ মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহাবতার গ্রহণ করিয়াছেন; তবে সেই সেই কুলে অবতীর্ণ হইয়াও তিনি তাঁহার নিজত্ব, অপ্রাকৃত স্ব-স্বরূপ রক্ষা করিয়াছেন, ইহাই অতীন্দ্রিয় ভগবানের বৈশিষ্ট্য। (পত্রামৃত; পত্র—২২)

Universal good qualities ৬০টী গুণ সহ শ্রীরামচন্দ্র মর্য্যাদা-পুরুষোত্তম—আড়াই-রসের অধিদেবতা; ৬৪টী গুণসহ পূর্ণ দ্বাদশরসের অধিদেবতা—লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। (পত্রামৃত; পত্র—৫৪)

সেই অপ্রাকৃত নবীনমদন তাঁহার স্মিতহাস্যে ও বংশীর দ্বারা চেতন জীবাত্মাগণকে সর্ব্বদা নিকটে আকর্ষণ করেন। অনন্ত বিশ্বের প্রতি শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত করুণা প্রতিফলিত হইয়া তাঁহার লীলা-মাধুর্য্য, বেণু-মাধুর্য্য, রূপ-মাধুর্য্য ও প্রেম-মাধুর্য্য প্রকাশ করেন। তখন জীব ধন্যাতিধন্য ও কৃতকৃত্য হয়। সেই ভক্তবৎসল ভগবানের কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়—ইহাই তাঁহার অসমোর্দ্ধ করুণা বা অহৈতুকী দয়া। (পত্রামৃত; পত্র—৫৭)

''**রসো বৈ সঃ**''—পরব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ—রসস্বরূপ। তিনি অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি —রস-স্বরূপত্বের পূর্ণতম অভিব্যক্তি। পরমানন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় রস-মাধুর্য্যের দ্বারা নিখিল জীবাত্মাকে আকর্ষণ করেন বলিয়া তাঁহার নাম 'শ্রীকৃষ্ণ'। তিনি ''**মধুরৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-কৃপাদি-ভাণ্ডার**''। তিনি সমস্ত ভগবৎস্বরূপেরও চিত্ত আকর্ষণে সক্ষম। তজ্জন্য তাঁহাকে মাধুর্য্য-রসময় বিগ্রহ বলা হইয়াছে। (পত্রাবলী; পত্র—৩৩)

আমরা পূর্ণ পঞ্চ মুখ্যরস ও সপ্ত গৌণরসের অধিদেবতা 'অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি' রাধাপ্রিয় 'অনাদিরাদি', 'সর্ব্বকারণকারণ' ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকেই 'অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব' বলিয়া স্বীকার করি। (পত্রামৃত; পত্র—৭২)

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পূর্ণ পঞ্চরসের অধিদেবতা, তাহাই ''**শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা। বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ॥**''—শ্লোকে সুপ্রকাশিত। (প্রবন্ধাবলী, ''গৌড়ীয়ের একোনত্রিংশ বর্ষ'')

সুদুর্ল্লভা প্রেমভক্তির প্রয়াসে সমগ্র সাধক ও সিদ্ধগণ যাঁহার নিকট চিরঋণী, সেই কৃতজ্ঞ, সমর্থ ও বদান্য এবং ভক্তবৎসল শ্রীভগবানও তাঁহার একান্ত সেবক-সেবিকাগণের নিকট চিরঋণী, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। (পত্রামৃত; পত্র—৪৯)

বাহ্যদৃষ্টিতে শ্রীজগন্নাথদেবের পূর্ণাবয়ব পরিলক্ষিত না হইলেও তিনি অসম্পূর্ণ বা অপূর্ণাঙ্গ, এরূপ বিচার বিশেষ-দোষাবহ ও অপরাধজনক। তিনি সনাতন পরংব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ-তনু। (প্রবন্ধাবলী, ''গৌড়ীয়ের দ্বিচত্বারিংশ বর্ষ'')

ভক্তগণ হাতকাটা জগন্নাথকে দর্শন না করিয়া তাঁহার পূর্ণস্বরূপের দর্শন ও উপলব্ধি করিয়া থাকেন। খণ্ডিত জ্ঞানদ্বারা শ্রীভগবানের বাস্তব স্বরূপোপলব্ধি হয় না। (পত্রামৃত; পত্র—৩২)

শ্রীভগবানের ভৌম-লীলাসঙ্গোপন উদ্দেশ্যে শ্রীবলদেবের প্রভাসে সমুদ্রবেলায় যোগবলে নির্য্যাণ, জরা-ব্যাধকর্ত্তৃক বাণবিদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের তিরোধান-লীলা—তাঁহার মায়া-কল্পিত বলিয়া জানিতে হইবে। তজ্জন্যই ''**জগতো মোহনার্থায় ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ। দর্শয়েন্মানুষীং চেষ্টাং তথা মৃতকবদ্বিভুঃ॥**'' শ্লোকের অবতারণা। (প্রবন্ধাবলী, ''গৌড়ীয়ের একোনত্রিংশ বর্ষ'')

যিনি যমলোক হইতে গুরুপুত্রকে সশরীরে পিতৃ-মাতৃসমীপে আনয়ন করিয়াছিলেন, যিনি সুতলপুরী হইতে দেবকীপুত্রগণকে মাতাকে প্রদান করেন, যিনি মহাকালপুর হইতে মৃত ব্রাহ্মণ-পুত্রগণকে আনয়নপূর্ব্বক প্রত্যার্পণ করিয়াছিলেন, যিনি শরণাগত-রক্ষকরূপে ব্রহ্মাস্ত্র-দগ্ধ 'বিষ্ণুরাত' পরীক্ষিতকে মাতৃগর্ভে রক্ষা করেন, যিনি সংগ্রামে মৃত্যুঞ্জয় শঙ্করকে পরাজিত করিয়াছিলেন, যিনি জরাব্যাধকে সশরীরে বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ আত্মরক্ষণে নিশ্চয়ই অসমর্থ নহেন। (ঐ)

"প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর। বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর।" শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-অপ্রকটাদি লীলাসমূহ মাটিয়া-বুদ্ধিতে মাপিতে গেলে নরকগতি অবশ্যম্ভাবী। কৃষ্ণচরিত্রে রাজনীতি-দর্শন ও চরিত্রহীনতার আরোপ করিলে নিরয়গামী হইতে হয়। শ্রীভগবানের চিন্ময়-স্বরূপ ধ্বংস করিবার বাসনাই জীবকে নির্ব্বিশেষ-বাদী—মায়াবাদী করিয়া ফেলে। ভগবানের শ্রীবিগ্রহ—সচ্চিদানন্দ, তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলা নিত্য ও অপ্রাকৃত—এইরূপ বিচারেই জীবের আত্মকল্যাণ লাভ হয়। (ঐ)

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ও তৎপরিকর

সর্ব্বশক্তিমান্ দামোদর-শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্বরূপশক্তি বা হ্লাদিনীশক্তি ব্যতীত পূজা গ্রহণ করেন না। আবার অন্তরঙ্গা বা পরাশক্তি শ্রীরাধাদেবী তাঁহার প্রাণনাথ ব্যতীত সবকিছুই প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকেন। তজ্জন্যই স্বরূপ-রূপানুগ গৌড়ীয়-বৈষ্ণববৃন্দ 'রাধালিঙ্গিত' বিগ্রহযুগলের আরাধনা স্বীকার করিয়াছেন। ('দামোদরাষ্টকম্'-গ্রন্থে "নিবেদন")

"সেব্য-সেবক-সম্ভোগে দয়োর্ভেদঃ কুতো ভবেৎ। বিপ্রলম্ভে তু সর্ব্বস্য ভেদঃ সদা বিবর্দ্ধতে॥" তজ্জন্যই শ্রীরাধা-আলিঙ্গিত-বিগ্রহে শ্রীরাধারাণীর পদে তুলসী প্রদত্ত হইতেছে। কিন্তু দুই মূর্ত্তি পৃথক্ থাকিলে শ্রীরাধা তাঁহার পদে তুলসী গ্রহণে অসমর্থা। (পত্রাবলী; পত্র—৯)

শুক-সারির দ্বন্দ্বে শ্রীরাধাকৃষ্ণ উভয়ের মহিমা-মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইয়াছে; তন্মধ্যে 'শ্রীমদনমোহন' শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীমতী রাধিকার মহিমাধিক্য প্রচারিত হইয়াছে। (পত্রাবলী; পত্র—৫৬)

শ্রীরাধা কৃষ্ণকে এবং শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে আরাধনা করেন, উভয়েই সমান—সাধুগণ এইকথা বলেন। (প্রবন্ধাবলী, "শ্রীরাধার আবির্ভাব বৃত্তান্ত ও শ্রীরাধাতত্ত্ব")

শ্রীরাধার লোমকূপ হইতে গোপীগণ এবং তাঁহার বামাঙ্গ হইতে মহালক্ষ্মী উদ্ভূতা হইয়াছেন। স্বয়ং শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে নিরন্তর বাস করেন এবং তিনি কৃষ্ণের প্রাণসকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। (ঐ)

শ্রীরাধারাণী কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি, তিনিই কৃষ্ণপ্রেমের ঘনীভূত অবস্থা। হ্লাদিনীর সার প্রেম এবং প্রেমের সার মহাভাব; শ্রীরাধা—মহাভাব-স্বরূপিণী। শ্রীরাধা প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী; কৃষ্ণসেবাসুখ-তাৎপর্য্যই তাঁহার জীবনস্বরূপ। (পত্রাবলী, পত্র—৩৩)

শ্রীরাধা—পূর্ণশক্তি, শ্রীকৃষ্ণ—পূর্ণশক্তিমান। শ্রীরাধা কৃষ্ণগতপ্রাণা। সর্ব্বেন্দ্রিয়ে তাঁহার কৃষ্ণানুভূতি; তিনি—কৃষ্ণময়ী। মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধা ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মাধুর্য্য বিকশিত বা প্রকাশিত হয় না—**"রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।"** (ঐ)

শ্রীরাধা বৃষভানু-সুতায় নিজছায়া সংস্থাপন করত স্ব-স্বরূপে অন্তর্হিতা হন; সেই ছায়ার সহিত আয়ানের বিবাহ হয়। ("শ্রীরাধার আবির্ভাব বৃত্তান্ত ও শ্রীরাধাতত্ত্ব")

শ্রীরাধারাণী—সেবারাণী, যুগলপ্রেমের গুরু। তাঁহার অনুগতা সখি-মঞ্জরীগণের আনুগত্যেই শ্রীকৃষ্ণসেবা-লাভের যোগ্যতা ও অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। (পত্রামৃত, পত্র—৫৬)

মূল আশ্রয়বিগ্রহ—শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী রাধারাণী, তাঁহার অনুগতা নর্ম্মসখী, প্রিয়নর্ম্মসখী, মঞ্জরী প্রভৃতি সকলেই স্বরূপশক্তি বা হ্লাদিনীশক্তির অধীনা। এক্ষেত্রে জড়ীয় পুরুষাভিমান বা স্ত্রী-অভিমান নাই। (পত্রামৃত, পত্র-৭২)

ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর

সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দই শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপে সর্ব্বশক্তিমান পরতত্ত্ব-স্বরূপ। প্রাকৃত মায়ার ক্ষেত্রে গৌরের অবস্থিতি নাই; সুতরাং "মায়া মিশাইয়া এস ভগবান্" বাক্য চিজ্জড়-সমন্বয়বাদের পরিপোষক। ('শ্রীগৌরাঙ্গ'-গ্রন্থে ভূমিকা)

শ্রীগৌরের নাম—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, তাঁহার রূপ—শ্রীগৌরাঙ্গ এবং তাঁহার গুণ—মহাবদান্য। শ্রীরূপানুগ হইতে পারিলেই শ্রীগৌরসুন্দরের মহিমা জীবের শুদ্ধহৃদয়ে প্রকাশিত হয়। **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামই—সম্বন্ধ, গৌরকৃপারূপ কৃষ্ণভক্তি—অভিধেয় ও গৌরদেয় কৃষ্ণপ্রেম—প্রয়োজন।** (ঐ)

বিপ্রলম্ভ-রসবিগ্রহ ব্রজপ্রেমপ্রদাতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুই কলিযুগের একমাত্র আরাধ্য দেবতা। (প্রবন্ধাবলী—''পিপ্পলাদ ঋষি ও শ্রীচতুর্ম্মুখ'')

অবতারী শ্রীগৌরসুন্দরে সকল অবতারই অন্তর্ভুক্ত আছেন। সুতরাং তাঁহাকে যে-কোন বিষ্ণুর নামে অভিহিত করা দোষাবহ নহে। (প্রবন্ধাবলী—''গৌড়ীয়ের অষ্টত্রিংশ বর্ষ'')

শ্রীগৌরসুন্দর মনুষ্য, ধর্ম্মসংস্কারক, পণ্ডিত বা কোন কল্পিত মূর্ত্তি নহেন। তিনি প্রেমধর্ম্ম প্রচার করেন, এবং তাঁহার একমাত্র আস্পদ্ স্বরাট্-লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণই প্রেম। বহির্ম্মুখ জনসাধারণের দেহ-মনের চর্য্যাকে তিনি 'প্রেম' বলেন নাই। তথাকথিত সমন্বয়বাদের মূলবীজ নির্ব্বিশেষ-বাদকে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমের অত্যন্ত বিরোধী বলিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। দক্ষিণ দেশ হইতে তাঁহার আনীত 'শ্রীব্রহ্মসংহিতা' পঞ্চোপাসনাদি নিরস্ত করিয়াছেন। তিনি শাস্ত্রের কোন একদেশিক বিচার উপদেশ করেন নাই। তিনি বাস্তবসত্যের কথাই ঘোষণা করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্করের নির্ব্বিশেষ মতবাদকে তিনি কোনদিনই প্রশ্রয় দেন নাই। তিনি পঞ্চদর্শনের অকিঞ্চিৎকরতা প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রীব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শনের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন। তিনি বৌদ্ধ-জৈনমত, কর্ম্মজড় স্মার্ত্তমত খণ্ডনপূর্ব্বক বিশুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত উপদেশ করেন। জনমত ও বাস্তবসত্য এক নহে, ইহা তারস্বরে ঘোষণা করেন। (ঐ)

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম—সার্ব্বজনীন। বিশ্বের দরবারে, কুটীরে, গৃহে-বনে সর্ব্বত্র অচৈতন্য জীবের চৈতন্য সম্পাদনের জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব। সকল ধর্ম্মের বাস্তব মিলন তখনই সম্ভব হইবে, যখন আমরা (১) পরমেশ্বর এক ও চিন্ময়স্বরূপ, (২) তিনি সর্ব্বগুণাকর, (৩) জীবসকল অণুচৈতন্য, (৪) ঈশ্বরানুশীলনই জীবের নিত্যধর্ম্ম ও (৫) পরমেশ্বরের গুণকীর্ত্তন এবং তৎপ্রেমে বিশ্বভ্রাতৃত্ব স্থাপনই বিশুদ্ধ-ধর্ম্মরূপে মানিয়া লইব। (ঐ)

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচার ও প্রচারে তিনি একমাত্র কীর্ত্তনপ্রধানা শুদ্ধভক্তিকেই ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় ও উপেয় বলিয়াছেন, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি পথকে হিংস্রজন্তু-সংকুল কুপথ ও বিপথ বলিয়া জানাইয়াছেন, উহাদের বিষভাণ্ড বা নরক হইতেও অপকৃষ্ট বলিয়াছেন। (ঐ)

শ্রীচৈতন্যদেবের আচরণ দুইপ্রকার। এক—জগজ্জীবের নিমিত্ত শিক্ষা, আর—তাঁহার নিজস্ব লীলা। লোকশিক্ষকরূপে আচরণ বা শিক্ষা আমাদের অনুসরণযোগ্য ও পালনীয় ; তাঁহার নিজস্ব লীলা অনুকরণ করিতে গেলে ধ্বংস ও নরকগতি অনিবার্য্য। (প্রবন্ধাবলী—''গৌড়ীয়ের একোনচত্বারিংশ বর্ষ'')

শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার শ্রীনাম-প্রেম-প্রচারকালে পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য কাহাকেও 'পরমোপাস্য' বলিয়া উপদেশ করেন নাই। নিখিল দেবদেবী-মনুষ্যগোষ্ঠী ও প্রতিটী জীবাত্মাকে পরমেশ্বরের সেবক-সেবিকা বলিয়া জানাইয়াছেন। তিনি নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মে লীন হইবার আকাঙ্ক্ষাও পোষণ করেন নাই, পরন্তু শ্রীহরিদাস নির্যাণ-প্রসঙ্গে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত কলেবর স্বীকার করিয়াছেন। (ঐ)

শ্রীগৌরসুন্দর চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী ছিলেন না। তিনি ঐতিহাসিক নায়কমাত্র নহেন। স্বয়ং ভগবানকে 'ভগবান্' বলিয়া প্রচার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। শ্রীভগবান্ স্বতঃপ্রকাশিত সূর্য্যের ন্যায় নিত্য প্রকাশমান্। তাঁহাকে জনতা-জনার্দ্দনের (?) ভোটের উপর নির্ভর করিতে হয় না। তিনি দলীয় ভোটের সংখ্যাধিক্যের উপর নির্ব্বাচিত নহেন। (ঐ)

শ্রীগৌরহরি কেবল ধর্ম্মপ্রচারক ও ধর্ম্মসংস্কারক ছিলেন না। তিনি প্রাকৃত জাতিভেদ-প্রথা মানিতেন না সত্য, কিন্তু পারমার্থিক জাতি বা আত্মবিচারে সাম্যবাদ প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ''গোঁড়া হিন্দু ছিলেন না'', ইহা তাঁহার **''নাহং বিপ্রঃ---দাস-দাসানুদাসঃ''** শ্লোকেই পরিস্ফুট। তাই বলিয়া তিনি ''Hindu plus something more'' বা 'হিন্দু হইতে অধিক কিছু' বলিয়া সম্পত্তিরক্ষার লোভে খ্রীষ্টান-মুসলমানেরও অধম হইয়া গীর্জ্জা ও মসজিদে প্রার্থনা করিতে ও নমাজ পড়িতে যান নাই। শ্রীচৈতন্যদেব মানুষকে 'অবতার' বানাইয়া 'অসাম্প্রদায়িক' বলিয়া নিজকে কখনও প্রচার করেন নাই। (ঐ)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমস্ত উপদেশই শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনমূলক। সেই নাম শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীহরি প্রভৃতি মুখ্যনাম-সূচক। (প্রবন্ধাবলী, ''গৌড়ীয়ের চত্বারিংশ বর্ষ'')

শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য বা তাঁহার দানের তুলনা নাই। জগতে যে-সকল দানের উল্লেখ আছে, উহা অসম্পূর্ণ ও অল্পকালস্থায়ী। শ্রীগৌরসুন্দর মানবজাতিকে যে-কথা বলিবার বা দানের জন্য প্রস্তুত ছিলেন, জগদ্বাসী তাহার আলোচনা ও অনুশীলনদ্বারা ''**প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্রজীবন**'' বাক্যের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন। ('শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য'-গ্রন্থে 'নিবেদন')

শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার ভক্তগণের ন্যায় শ্রেষ্ঠ পরোপকারী হন নাই আর হইবেনও না। দেশের-দশের তাৎকালিক উপকার, ক্ষণিক উপকার—অপকারেরই নামান্তর মাত্র। যেস্থলে একের উপকার অপরের ক্ষতির কারণ হয়, তাহা কখনও 'উপকার'-পদবাচ্য হইতে পারে না। শ্রীগৌরহরি ও তদ্ভক্তগণ কখনও ঐপ্রকার লোক-প্রবঞ্চনামূলক উপকার বা অপকার করেন নাই। তাঁহাদের উপকার—তাঁহাদের দান সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায় আত্যন্তিক কল্যাণবিধান করিয়া থাকে। ধীরস্থির ভাবে চিন্তা করিলে তাঁহার অসমোর্দ্ধ করুণার কথা উপলব্ধির বিষয় হইয়া থাকে—''**চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥**'' (প্রবন্ধাবলী, ''গৌড়ীয়ের চতুস্ত্রিংশ বর্ষ'')

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেহে লীন হইয়া গেলেও তাঁহার স্ব-স্বরূপ অবিকৃতই থাকে। তাঁহার শ্রীনাম, রূপ, গুণ, লীলা পরিকরাদি নিত্য ও অপ্রাকৃত। তাঁহার শক্তি তাঁহা হইতে অভিন্ন; 'শ্রী' 'ভূ', 'লীলা'—শক্তিকে অস্বীকার করিলে তাঁহাকে যথাযথভাবে স্বীকার করা হয় না। তিনি অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন। (পত্রাবলী, পত্র—৩২)

শ্রীচৈতন্যলীলা অনুধাবন ও অনুশীলন করিতে হইলে একনিষ্ঠভাবে ষড়্গোস্বামী- বর্গের পদাঙ্কানুসরণ প্রয়োজন। ('শ্রীউপদেশামৃত'-গ্রন্থে 'নিবেদন')

শ্রীগৌরনাম, শ্রীগৌরধাম, গৌরকামই আমাদের একমাত্র আশ্রয়ণীয় বিষয় হউক। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কীর্ত্তি-ঘোষণায় আত্মাহূতিই শ্রীগৌর-নামসঙ্কীর্ত্তন, তদ্ধামসেবা ও তাঁহার ইচ্ছাপূর্ত্তি। (প্রবন্ধাবলী, ''গৌড়ীয়ের অষ্টত্রিংশ বর্ষ'')

ভগবৎতত্ত্বে বিবিধ উপদেশ

অজ্ঞ সকাম ভক্তগণ ভগবানের নিকট কিছু প্রার্থনা করিলে ভগবান্ তাঁহাদের প্রার্থিত বিষয় প্রদান করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু কামনা উদয়কারী অর্থ তাঁহাদিগকে কখনও দেন না। ইতর কামনাবিলাসী যাঁহারা তাঁহার পাদপদ্ম পাইবার ইচ্ছা না করিয়াও তাঁহার ভজনা করেন, তাঁহাদিগকে তিনি স্বয়ং পাদপল্লব দিয়া থাকেন। (প্রবন্ধাবলী, ''নরতনু ভজনের মূল'')

শ্রীভগবানই তোমার প্রভু, সখা, পুত্র ও পতি। তাঁহাকে তোমার অভীষ্ট আরাধ্যরূপে সেবা করিবে। তোমার জাগতিক দুঃখকষ্ট থাকিবে না—সংসারের বিষয়ভোগ-সুখ ভুলিয়া গিয়া প্রেমময় সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিবে। (পত্রামৃত; পত্র—৫৩)

শ্রীভগবানের প্রিয়, সুহৃৎ, কিম্বা দ্বেষযোগ্য, অপ্রিয় বা উপেক্ষণীয় কেহ নাই, তথাপি কল্পবৃক্ষের নিকট যে যেরূপ প্রার্থনা করে, তদ্রূপ ফলই লাভ হইয়া থাকে। (পত্রামৃত; পত্র—৪)

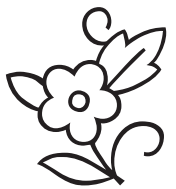

দেবদেবী-তত্ত্ব

ঐকান্তিক শুদ্ধভক্তগণ কখনই স্বতন্ত্রভাবে আধিকারিক দেবদেবীর পূজা বা দেবতান্তর উপাসনা করেন না। (শ্রীগৌ পত্রিকা, ৪৭বর্ষ, ''শ্রীপত্রিকার নববর্ষ'')

ভগবদ্বহির্ম্মুখ জীব বদ্ধাবস্থায় নানারূপ অভাবগ্রস্ত হইয়া বিবিধ কামনা-বাসনার আবাহন করেন। ব্যবহারিক ও লৌকিক কামনা-বাসনাদ্বারা দেবদেবীর নিকট হইতে যে কর্ম্মফল লাভ হয়, বদ্ধাবস্থায় তাহাই স্থূল-সূক্ষ্মভাবে ভোগ করিতে হয়। (ঐ)

বিষ্ণুপূজাদ্বারা জীব বৈষ্ণবতা লাভ করেন, কিন্তু মায়িক দেবতান্তরের পূজার দ্বারা অনিত্য দেবলোক, পিতৃলোক প্রভৃতি প্রাপ্র হন। (ঐ)

কামনার বশবর্ত্তী হইয়া জীব কামনাপূরণকারী দেবতাগণের আনুগত্য স্বীকার করায় তাহাদের ত্রিতাপজ্বালায় জর্জ্জরিত হইতে হয় এবং তাহা হইতেই হিংসা, মাৎসর্য্যাদির উদয় হয়। (পত্রাবলী; পত্র—১৪)

যিনি মা-কালীকে ভক্তি করিতে ভালবাসেন, তিনি ত' আধিকারিক দেবদেবীকেই ভজনা করিতেছেন বা প্রাধান্য দিতেছেন। উপযুক্ত স্থানে তাহার শ্রদ্ধাসমর্পিত হয় নাই, সুতরাংএক্ষেত্রে শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধার ক্ষেত্র নাই।(পত্রামৃত; পত্র-৩)

শ্রীভগবান্—প্রেমাস্পদ ও রাজরাজেশ্বর। তাঁহার সেবাই জীবের একমাত্র কাম্য এবং ইহাই নির্গুণা শ্রদ্ধা। গীতায় শ্রদ্ধা, দান, আহার ইত্যাদি বিষয়কে সাত্ত্বিক-রাজসিক-তামসিক-ভেদে বিভক্ত করিয়াছেন। ''**যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্, যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ। প্রেত-ভূতগণাশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ**''—বাক্যে শ্রদ্ধার পাত্র নির্ণীত হইয়াছেন। সুতরাং প্রত্যেকের ইচ্ছানুযায়ী শ্রদ্ধাকেই 'উত্তম' বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে, ইহা নিরপেক্ষ বিচার নহে। (ঐ)

''**যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তাঃ**''শ্লোকে ''**তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্তি অবিধিপূর্ব্বকম্**'' —মোক্ষপ্রাপক বিধি ছাড়িয়া যাহারা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছেন,

অর্থাৎ 'বিষ্ণুই মুক্তিদাতা' ইহা জানিয়াও যাহারা অন্য দেব-দেবীর শরণাপন্ন হইতেছেন, তাহাদের ইহা ভ্রান্ত বিচার। (ঐ)

কোন দেবদেবীকে অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা করিবার কথা শাস্ত্রে লিখিত হয় নাই, কিন্তু পরমোপাস্য একজনই। ''**হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ। ইতরে ব্রহ্ম-রুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়া কদাচন॥**''—শ্লোকটী স্মরণ রাখিবে। (ঐ)

যাঁহার যে ক্ষমতা নাই, তাঁহাকে যতই মনে-প্রাণে ডাক না কেন, প্রভুর ন্যায় ক্ষমতাতিরিক্ত কোন সিদ্ধিদান বা মনোবাসনা পূর্ণ করিবার অধিকার কোন কর্ম্মচারীর কিরূপে থাকিতে পারে? (ঐ)

বিষ্ণুর শক্তি ব্যতীত কাহারও কার্য্য করিবার সামর্থ্য নাই; বিষ্ণুর শক্তিতেই অপরাপর দেবতাবৃন্দ সকলেই শক্তিমান। (প্রবন্ধাবলী, ''সর্ব্বশক্তিমান্ পরব্রহ্ম, এবং অগ্নি, পবন ও ইন্দ্র'')

শক্তি বলিলেই অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা—এই তিন প্রধানা শক্তিকেই লক্ষ্য করে। অন্তরঙ্গা—স্বরূপশক্তি, বহিরঙ্গা—মায়াশক্তি এবং তটস্থা—জীবশক্তি। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণমনোমোহিনী রাধাকে স্বীকার করেন এবং মহাভাব-স্বরূপা হ্লাদিনীশক্তির অনুগত, তাঁহারাই প্রকৃত স্বরূপশক্তির আশ্রিত, অতএব বাস্তব শাক্ত; আর যাহারা জড়জগতে পূজিতা দেবীধামের অধিষ্ঠাত্রী দুর্গাদেবীকে মায়াশক্তি না জানিয়া মূলা প্রকৃতি বলিয়া শ্রদ্ধার্পণ করেন, তাহারা বিদ্ধশাক্ত অর্থাৎ নামে শাক্ত। একজন সম্রাজ্ঞীর অধীন, অপরজন দাসীর শাসনযোগ্য। (পত্রামৃত; পত্র—৩)

জগতের লোক মায়াদেবীকে 'দুর্গা', 'কালী', নামে পূজা করেন। চিৎশক্তি কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি। মায়া তাঁহারই-ছায়া। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীব এই জড়মায়ার নিকট জাগতিক বিষয়াদি কামনা করিয়া বঞ্চিত হয়। সুতরাং বিশুদ্ধশাক্ত ও বৈষ্ণবে কোন ভেদ নাই। চিৎশক্তিকে আশ্রয় না করিয়া কেবল মায়াশক্তিতেই যাঁহাদের শ্রদ্ধা, তাঁহারা শাক্ত হইয়াও বৈষ্ণব নহেন অর্থাৎ কেবল বিষয়-মদান্ধ। (ঐ)

'মায়া' বলিতে সাধারণতঃ লোকে জড়মায়া—মহামায়া দুর্গাকেই লক্ষ্য করে। কিন্তু যদি 'মায়া'-অর্থে যোগমায়াকে উদ্দেশ করে, তখন উহা ত অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তির আশ্রিতা—শ্রীভগবানের লীলাবিস্তারিণী শক্তি-নামে প্রসিদ্ধা। এই

যোগমায়া গোকুলেশ্বরী শ্রীরাধিকার অনুগতা, আর ইহার আবরণাত্মিকা শক্তিই 'অখিলেশ্বরী মায়াশক্তি'-নামে পরিচিতা। (পত্রামৃত; পত্র—১৭)

গৃহে বহু শক্তি থাকিলেও মাতা, স্ত্রী, কন্যা, ভগ্নী, কাকী, খুড়ি, জ্যেঠী, পিসী, মাসী, ঝি-চাকরাণী—সব এক নহে এবং তাঁহাদের সহিত ব্যবহারও পৃথক্ পৃথক্। তদ্রূপ 'মায়া' বলিলেই হইবে না—'মহামায়া', 'যোগমায়া' প্রভৃতি তত্ত্বের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য আছে। (ঐ)

মা গৌরী—বৈষ্ণবী সনাতনী; আবার ভগবদ্ অন্তরঙ্গা শক্তিরূপে স্বয়ং স্বরূপশক্তি—রাধারাণী। প্রেমময়ী সেবারাণী শ্রীরাধিকার অপর নামই গৌরী—'রতন সিংহাসনে বৈঠল গৌরী।" (পত্রামৃত; পত্র—৫)

গৃহস্থের পাঠা-বলি না দিয়া মূল্য ধরিয়া দিলেও চলিবে। যদি ইহাতে মা সন্তুষ্ট না হন, তবে জানিব, মা—রাক্ষসী; তিনি ঠিক্ ঠিক্ জগজ্জননী নহেন। (পত্রামৃত; পত্র—২৪)

শ্রীনারায়ণ ও মহাদেব—পূর্ণ ও অংশ। তত্ত্ববিচারে পূর্ণ কখনই অংশ নহে, আবার অংশ কখনই পূর্ণ হইতে পারে না। রাজা ও প্রজা, মালিক ও কর্ম্মচারী, সেব্য ও সেবক—এক নহে। বিধি বা মর্য্যাদামার্গে সর্ব্বদা অধিকার-পার্থক্য থাকিবে। আধার ও আধেয় এক হইতে পারে না। প্রত্যেকেরই পৃথক্ পৃথক্ বৈশিষ্ট্য থাকিবেই। (পত্রামৃত; পত্র—১০)

শ্রীভগবান্ ভক্তকে ভালবাসেন, আবার ভক্তও ভগবান্‌কে ভক্তি করেন। তজ্জন্য ভক্ত সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্ত্তা ভগবান্ হইয়া যান না, আবার ভগবানেরও ভক্তবাৎসল্য-হেতু সর্ব্বশক্তিমত্তা ক্ষুণ্ণ হয় না। (ঐ)

সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীভগবানের সহিত আধিকারিক দেব-দেবীকে অর্থাৎ কর্ম্মচারী- কর্ম্মচারিণীকে একাকার করিয়া ফেলিলে শ্রীভগবচ্চরণে অপরাধ হয়। দার্শনিক বিচারে ইহা মারাত্মক দোষ-ত্রুটী। (ঐ)

বৈষ্ণব-বিচারে ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতাকে স্বীকার করা একপ্রকার, আর তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র পরমেশ্বর কল্পনা অন্যরূপ। জীবের সৌভাগ্যের উদয় হইলে এসকল তত্ত্ব হৃদয়ে প্রতিভাত হয় এবং সে বাস্তব সত্যের সন্ধান পায়। (ঐ)

জীব-তত্ত্ব

সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য বলেন,—জীব সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণের অণু-অংশ। তাঁহার স্বতন্ত্রতা শ্রীভগবানের সহিত সম্পর্কযুক্ত। সেই স্বতন্ত্রতা যখন যোগযুক্ত হয়, তখন অনন্তসুখ, অনন্তশান্তি। (প্রবন্ধাবলী—''গৌড়ীয়ের ষড়বিংশ বর্ষ")

স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারই সর্ব্বস্ববাদে পরিণত হইয়া পরিশেষে জীবকে সুবিধাবাদী চার্ব্বাকপন্থী করিয়া ফেলে। তখন পরমেশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকারপূর্ব্বক সে কখনও জীবকে মোক্ষকামী, শূন্যবাদী, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মায়াবাদী সাজাইয়া পরমেশ্বরকে ক্লীব-ব্রহ্মে পরিণত করিবার দুরাশা পোষণ করে! (ঐ)

অলক্ষ্যবেগযুক্ত কালপ্রভাবে যেরূপ চন্দ্রের কলাসমূহের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে, কিন্তু মূল চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না; সেইরূপ জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত জড়দেহেরই যাবতীয় বিকার ঘটিয়া থাকে; শুদ্ধ আত্মার কোনরূপ বিকৃতি হয় না। রবির কিরণ হইতেই উদ্দীপ্ত চন্দ্রের কলার হ্রাস ও বৃদ্ধি; তদ্রূপ ভগবৎউন্মুখ ও ভগবৎবিমুখ হইবার যোগ্যতা জীবে বর্ত্তমান। (''গৌড়ীয়ের সপ্তবিংশ বর্ষ")

শ্রী-গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্রে 'পুমান্'-শব্দে জীবাত্মাকে লক্ষ্য করিয়াছেন। সেই জীবাত্মা প্রাকৃত ভোগী পুরুষ বা স্ত্রী নহেন, তিনি শ্রীভগবানের সেবা-সান্নিধ্য-লাভে অধিকার প্রাপ্তা 'জীবশক্তি'-রূপে অভিহিত। (পত্রামৃত, পত্র—৪০)

প্রতিটি জীবাত্মা শ্রীভগবানের পাদপদ্মে সমর্পণযোগ্য প্রস্ফুটিত কুসুম—ইহাই সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের কিছু না কিছু আশা-ভরসা আছে। (পত্রামৃত, পত্র—৪৭)

আমরা ভোগ-ত্যাগী, ও ত্যাগ-ত্যাগী—কোনটাই নহি। আমরা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের বিঘশাসী ভৃত্য; ইহাই আমাদের বিশেষ পরিচয়। (পত্রামৃত, পত্র—৪৯)

বৈষ্ণব-ধর্ম্মই জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম—ইহাই সনাতন ধর্ম্মশিক্ষার মূলসূত্র। আমাদের তথাকথিত খ্রীষ্টান, মুসলমান, হিঁদু, হইয়া লাভ নাই, বৃক্ষ-তৃণ-গুল্ম-লতা, পশু-পক্ষী, দেবতা-দৈত্য-দানব হইয়া কাজ নাই, স্বরূপের নিত্যধর্ম্ম গ্রহণ করাই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য। (প্রবন্ধাবলী—''গৌড়ীয়ের চতুস্ত্রিংশ বর্ষ'')

''যেই ভজে সেই বড়, অভক্তহীন ছার। কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার॥''—সকল ভাষাভাষী, সকল জাতি ও ধর্ম্মাবলম্বীর বৈষ্ণব বা ভক্ত হইবার অধিকার আছে—ইহা সনাতন-শাস্ত্রে সর্ব্বতোভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং প্রাকৃত ভাষা, প্রাদেশিকতা, জাতি-কুলাদি-বিচারে বৈষ্ণবত্ব বা ভক্তত্বের পার্থক্য বা হানি হয় না। (''জৈবধর্ম্ম''-গ্রন্থে 'নিবেদন')

কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষিগণ 'অহং ব্রহ্মাস্মির' মুখ্যার্থ না বুঝিতে পারায় 'মায়াবাদী' হইয়া পড়েন। 'আমি কৃষ্ণের, কৃষ্ণ আমার'—এইরূপ একনিষ্ঠ বিচারই উক্ত মন্ত্রের মুখ্যার্থ। (''শ্রীপত্রিকার নববর্ষে প্রবেশ''—'শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা, ৪৬বর্ষ)

যাহাদের কৃষ্ণপ্রীতি সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা নাই, তাহারা জাগতিক নানাবিধ কার্য্য —দেশসেবা, মনুষ্যসেবা, পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদি জীবসেবার আবাহন করিয়া থাকেন। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুপাদপদ্ম ও গৌরকৃষ্ণের সেবা ব্যতীত আমার অন্য কোন কৃত্য নাই—ইহাই ভজনচতুর বুদ্ধিমানের বিচার। (ঐ)

আমরা যখন ভোগের অনিত্যতা, মায়াবাদীর ঈশবিমুখতা এবং দেহ ও মনের পরিবর্ত্তনশীলতা উপলব্ধি করিয়া শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে সদ্ধর্ম্মাশ্রয়ের জন্য ব্যাকুল হই, তখনই ইহা বুঝিবার অবসর হয় যে, আমরা চিদ্বস্তু এবং বৃন্দাবনেই আমাদের নিত্যবাস। (প্রবন্ধাবলী, ''আত্মধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য'')

বদ্ধজীব

বদ্ধজীব ও তাহার দশা

শ্রীভগবান্—তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, লীলাকথা বিস্মৃত হইয়াই শুদ্ধ চেতন জীবাত্মা অধোগতি বরণ করে। ভগবান্ ব্যতীত মায়িক দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশ হইলেই জন্ম-মৃত্যু-ভয়াদি উপস্থিত হয়। ভগবদ্বিস্মৃতির ইহাই কুফল। (পত্রামৃত, পত্র—১৪)

শ্রীভগবানই নিখিল বিশ্বের ভোক্তা, গোপ্তা, পালয়িতা। তাঁহার শুভেচ্ছায় অনন্ত বিশ্বসংসার সুবিন্যস্ত উপায়ে পালিত ও পোষিত হইতেছে। তিনিই জগন্নাথ—জগৎপতি। বদ্ধজীব তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াই মায়িক সংসার-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছে। (পত্রামৃত, পত্র—৩৭)

ভগবৎকথায় রতি-মতি না হওয়া পর্য্যন্ত বদ্ধজীব প্রাকৃত ভোগময় ভূমিকায় বিচরণ করিয়া থাকে। ততদিন সে কুকর্ম্মী, কুজ্ঞানী, কুযোগী হইয়া লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশার বহুমানন করে; ভালকে মন্দ জ্ঞান করে, আর অন্যায়কে ন্যায়ভাবে আকড়াইয়া ধরে। (পত্রামৃত, পত্র—১৪)

সদ্‌গুরুপদাশ্রয় না হইলে তত্ত্ববিচার ও সিদ্ধান্তবিষয়ে জ্ঞানলাভ হয় না। সুতরাং সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাষ-দোষ আসিয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিবেই এবং তাহারা বিপথে পরিচালিত হইবেই। (পত্রামৃত, পত্র—১৫)

জানিয়া শুনিয়া জীব অন্যায় করে, বিষপান করে—ইহা বদ্ধজীবের লক্ষণ। (পত্রামৃত, পত্র—২)

দুঃখের ক্ষণিক নিবৃত্তিকেই জড়জগতে আমরা সুখ বলিয়া ধরিয়া লইতে চেষ্টা করি। ইহা বাস্তব সুখ-শান্তি নহে। (পত্রামৃত, পত্র—৭)

মানুষ সংসারে দুঃখনাশ ও সুখশান্তি লাভের আশায় কর্ম্মাচরণ করিলেও অবশেষে দুঃখই অধিক পরিমাণে লাভ হয়। (ঐ)

দুঃখ না চাহিলেও যেরূপ দুঃখ আসে, তদ্রূপ সুখও আপনা হইতে আসে, যাহা জীবের পূর্ব্ব জমার ঘর। (ঐ)

দুঃখ দিয়াই মহামায়ার কারাগার এ জগৎদুর্গ গড়া। এখানে অবিমিশ্র আনন্দ ও নিত্য শান্তি কখনই সম্ভব নহে। (ঐ)

মায়িক সংসারে এমন কোন সুখ নাই, যাহার পশ্চাতে দুঃখ লুক্কায়িত নাই। (*তজ্জন্য*) জড়সংসারে মায়িক সুখভোগে বাস্তব শান্তি নাই। (*আবার*) ভোগকালে কামনা-বাসনা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। কামনার অতৃপ্তিতে দুঃখভোগ অবশ্যম্ভাবী। তাই নিরবচ্ছিন্ন সুখ-শান্তি মায়িক সংসারে কখনও সম্ভব নহে। (''শ্রীপত্রিকার নববর্ষে প্রবেশ'', শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ৪৮বর্ষ)

মূল Power house হইতে disconnected হইলে গৃহে কিরূপে আলো জ্বলিতে পারে? অতএব বদ্ধজীবের সেবাদ্বারা কেহই কখনও আত্মকল্যাণ লাভ করিতে পারে না; বরং তাহাতে অধোগতি লাভ হয়। (পত্রামৃত, পত্র-৮)

প্রাকৃত ছেলে বা মেয়ে-অভিমান জড়জগতেরই মায়িক ব্যাপার বিশেষ। (পত্রামৃত, পত্র—১০)

দুনিয়ায় নিরিবিলি জীবনযাপন করা অসম্ভব; বোবারও শত্রু আছে, প্রমাণিত হইয়াছে। (পত্রামৃত, পত্র—১২)

বদ্ধজীব 'শ্রেয়ঃ' ও 'প্রেয়ঃ' কি বস্তু তাহা বুঝিতে পারে না বলিয়াই ভালকে মন্দ ও মন্দকে ভাল বলিয়া আকড়াইয়া ধরে। (পত্রামৃত, পত্র—২)

আত্মোপলব্ধি-রূপ সুবর্ণ ত্যাগ করিয়া যাহারা অনাত্মবস্তুতে আসক্ত—তুচ্ছ লোষ্ট্রে অনুরাগবিশিষ্ট, তাহারাই দুর্ভাগা বলিয়া সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য জানাইয়াছেন। (পত্রামৃত, পত্র—১৮)

এ-জগতে কাহারও চিরদিন স্থিতিশীলতা নাই। **''আজি বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ, নিশ্চিন্ত না থাক ভাই''**—ইহাই জগতের রূঢ় বাস্তব এবং চরমশিক্ষা। মানুষ ইহা বুঝিয়াও বুঝে না—দেখিয়াও দেখে না। (পত্রামৃত, পত্র—২৭)

যাহারা সাধন-ভজনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না, তাহারাই শোচ্য, নির্ব্বোধ, নরাধম, দুরাচার ও পাষণ্ডী-মধ্যে পরিগণিত। তাহাদের ইহ-পরকাল দুইই বিনষ্ট। (পত্রামৃত, পত্র—৬২)

ভগবৎচিন্তাবিহীন মনুষ্যকে শাস্ত্র 'পশু'-নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রাকৃতে অপ্রাকৃত বুদ্ধি ও অপ্রাকৃতে প্রাকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট মানবকে ভাগবত 'পশুঘ্ন' (পশুঘাতী ব্যাধ) ও 'গোখর' (গরুর মধ্যে গাধা) বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। (পত্রামৃত, পত্র—৬৪)

সাধনভজনহীন গৃহ—গৃহান্ধকূপ বা গৃহমেধ। উহা জড়-বিষয়িগণের আবাস-স্থান বা ভোগাগার। ভক্ত তজ্জন্যই প্রার্থনা করিয়াছেন, যেস্থানে ভগবৎকথা-সুধাসরিৎ প্রবাহিত না হয়, যেখানে ভাগবতাশ্রয়ী সাধুগণের অবস্থান নাই, যথায় শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাকথা আলোচনা ও মহোৎসবাদির অনুষ্ঠান না হয়, ইন্দ্রপুরী হইলেও আমার তথায় বাসের ইচ্ছা নাই। (পত্রামৃত, পত্র—৭২)

গৃহমেধিগণ তুচ্ছ সংসারসুখে মগ্ন হইয়া তাহাতে কখনই তৃপ্ত হয় না, তথাপি উহাই তাহাদের একমাত্র কাম্য। (প্রবন্ধাবলী,—''নরতনু ভজনের মূল'')

এ দুর্ল্লভ মানবজন্ম বা নরতনু-দ্বারা যদি ভগবদ্ভজন না হইল বা হরিসেবা না হয়, তবে এই শরীর ধারণ বৃথা—ইহাকে ভারবাহী বলীবর্দ্দের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। (ঐ)

বিষ্ণু-বৈষ্ণবদর্শন ও তাঁহাদের সেবা ব্যতীত মানবদেহ শবতুল্য। (ঐ)

ভগবানের দাস-স্বরূপে তাঁহার সেবাই জীবের একমাত্র ধর্ম্ম। সেই সেবাধর্ম্ম ভুলিয়া গেলেই তখন প্রাকৃত স্ত্রী-পুরুষের প্রাধান্য লাভ করে। (পত্রামৃত; পত্র-৩৭)

পুরুষের স্ত্রীর প্রতি জড়াসক্তি এবং স্ত্রীলোকের পুরুষের প্রতি স্বাভাবিক আসক্তিকেই মায়াবন্ধন বলে। তাহাতে উভয়পক্ষই দোষী। (পত্রামৃত; পত্র—৫৫)

কাহারও ভাগ্যে সংসারধর্ম্ম থাকে না। ভোগোন্মুখী জীব ঐরূপ দুর্দ্দশা স্বেচ্ছাচারী হইয়াই বরণ করিয়া লয়—ইহাই শাস্ত্রের অভিমত। (পত্রামৃত; পত্র-৭)

বদ্ধজীবের স্বাভাবিক রুচি পারমার্থিকতায় পরিবর্ত্তিত না হইলে অনর্থ আসিয়া গ্রাস করে। তাহারা ভজনানুকূল পরিবেশ লাভের অজুহাতে অনেক সময়ে জাগতিক ভোগবাদকেই আবাহন করিয়া বসে—ইহাই চরম দুর্গতি। (পত্রামৃত; পত্র—৩৯)

যতদিন পর্য্যন্ত জীব শাস্ত্রীয় তত্ত্বসিদ্ধান্তের সহিত তাহার জীবনকে

তুলনামূলকভাবে গড়িয়া তুলিতে না পারে, ততদিন সে ভুলপথে চলিবেই। (পত্রামৃত; পত্র—১০)

মায়াবদ্ধ জীবের শারীরিক ও মানসিক কুশল থাকিতে পারে না, আত্মিক-কুশল ত' দূরের কথা! মুক্তগণের সর্ব্বকালই আত্মকুশল বর্ত্তমান। অতএব তাঁহাদের শরীর ও মানস-কুশল স্বতঃসিদ্ধ। (পত্রাবলী; পত্র—২)

চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তি পঞ্চ তন্মাত্রে বশীভূত হইয়া শান্তি ও সুখের আশা পোষণ করে, কিন্তু উহাই তাহাকে চরম দুর্ভোগে নিপতিত করে। দেহ-মনোধর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া আত্মদর্শী হইতে চেষ্টা করা উচিত। (পত্রামৃত; ১৪)

জাগতিক সুখ-দুঃখ, উন্নতি-অবনতি-চেষ্টা—নিত্যধর্ম্ম নহে, বরং উহা স্বরূপ-বিরোধী। একমাত্র হরিকথা ও ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্যান্য ইন্দ্রিয়সুখকর যাবতীয় বিষয়চেষ্টা বিষ্ঠায় বিহার মাত্র। (প্রবন্ধাবলী, ''বহুরূপী নাস্তিকতা ব্যাধি ও তদুপশম ব্যবস্থা'')

''জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির যোগানদার''—এইরূপ বৃত্তিদ্বারাই সংসার বা প্রাকৃত বিষয়-বন্ধনদশার উৎপত্তি হয়। কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ডাদিতে স্থূল-সূক্ষ্ম-ভোগবাদ অবস্থিত এবং তাহাই মানবের অন্যাভিলাষ-রূপে বিপর্য্যয় আনয়ন করে। (প্রবন্ধাবলী, ''গৌড়ীয়ের দ্বাত্রিংশ বর্ষ'')

মায়াবদ্ধ জীব স্বভাবতঃ ভোগোন্মত্ত, অন্যাভিলাষী—তাহারা কর্ম্মী-জ্ঞানী যোগিগণের সেবা করিবে, তথাপি বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবায় তাহাদের রুচি হইবে না। গৃহব্রতগণের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাই কাম্য হওয়ায় ইন্ধন-যোগানদারগণকেই তাহারা উপদেষ্টা গুরুরূপে স্বীকারপূর্ব্বক বাসনাময় সংসারকেই আবাহন করে। (প্রবন্ধাবলী, ''গৌড়ীয়ের ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ'')

ভোগিব্যক্তিগণ ভগবান্-ভক্তকে খাটাইয়া লইতে ব্যস্ত। দীক্ষাগ্রহণের ফল—জড়দেহের তাৎকালিক সুস্থতা ও পরিণামে শতগুণ ভোগাকাঙ্ক্ষা নহে। যাহারা ঐরূপ ফলপ্রয়াসী, তাহারা ন্যূনাধিক অপরাধী। (পত্রামৃত, পত্র—১৫)

মায়াবদ্ধ-জীবের চিত্ত স্বভাবতঃ ভোগোন্মুখী; তাহাতে যাহারা ইন্ধন যোগাইতে চাহেন, তাহারা বিমূঢ়, নরাধম, দুষ্কৃতি, মায়াপহৃত-জ্ঞান ও আসুরিক স্বভাব-বিশিষ্ট। এইরূপ দুঃসঙ্গ অবশ্যই ত্যজ্য। (ঐ)

মানুষ নিজে বিরক্ত না হইলে তাহার বিরক্তি উৎপাদন করা কঠিন ব্যাপার। জড়বিষয় হইতে বিরতিকে বিরক্তি বলে। (পত্রামৃত; পত্র—১৭)

প্রতিটি মানুষ সংসারে স্ব-স্ব-ভাগ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহাতে অন্যথা করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। স্বয়ং শ্রীভগবান্‌ও জীবের কর্ম্ম-কর্ম্মফলের উপরে হস্তক্ষেপ করেন না। (পত্রামৃত; পত্র—৩৫)

লৌহ চুম্বকে আকৃষ্ট হয়, কিন্তু লৌহের সময় না হইলে অর্থাৎ কর্ম্মফল ক্ষয়োন্মুখ যদি না হয়—যদি লৌহে rust ধরে, তবে তাহা আকৃষ্ট হইবে কেন? বস্তুশক্তি স্বীকৃত হইলে আধার-আধেয়, আকর্ষণ-আকৃষ্ট ধর্ম্মের অধিকারানুসারে ফল-পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। বীজ ভাল হওয়া চাই, ক্ষেত্র অনুকূল হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু যে চাষা চাষ বুঝে না, তাহার নিকট সবই নিরর্থক। (পত্রামৃত; পত্র-১৮)

আমি অত্যন্ত ভোগী—কৃষ্ণের বিষয়কে আমি নিজের ভোগে নিযুক্ত করিয়াছি। একমাত্র ভোক্তা কৃষ্ণকে দূরে ফেলিয়া দিয়া আমি তাহার স্থল অধিকার করিতে চেষ্টা করিতেছি। স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে আমরা কি চোর নহি? আমরা ভগবানের দ্রব্য অপহরণ করিয়াছি বলিয়া কতই ত্রিতাপ-যন্ত্রণায় দিবানিশি দগ্ধ হইতেছি। (প্রবন্ধাবলী, ''ত্যাগী শুদ্ধভক্তের ভিক্ষাবৃত্তি'')

আমরা পাপভোজনে রত, চৌর্য্য অপরাধে অপরাধী; শুদ্ধবৈষ্ণব আমাদের ন্যায় দুরাচারকে উদ্ধার করিবার জন্য আমাদের দুঃখে কাতর হইয়া কত কটূক্তি সহ্য করিয়াও আমাদের মঙ্গল-সাধনের জন্য আমাদের দ্বারে দণ্ডায়মান। কিন্তু জড়ীয় জ্ঞানে অন্ধ আমি দেখি, শুদ্ধবৈষ্ণব আমার মত একটী মানুষ—আমার মত অভাব তাঁহার আছে—আমার নিকট হইতে তাঁহার কিছু অভাব পূরণ করিয়া নিতে আমার দ্বারে উপস্থিত! কিন্তু বৈষ্ণবের কোনওকালে কোন অভাব নাই, কারণ তিনি সর্ব্বদা স্বভাবে অবস্থিত—তিনি বৈকুণ্ঠবস্তু, তাঁহাতে কুণ্ঠাধর্ম্ম থাকিতে পারে না। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ যাঁহার হৃদয়ে নিত্যকাল বিশ্রাম লাভ করিতেছেন, তাঁহার কি আর সামান্য ক্ষুধাতৃষ্ণার জন্য অভাব থাকিতে পারে? তাঁহার ক্ষুধাতৃষ্ণা স্বীকার ও দ্বারে দ্বারে আগমন কেবল আমার ন্যায় পামরকে উদ্ধার করিবার জন্য। কিন্তু **''বিষয়মদান্ধ সব কিছুই না জানে। জাতি-বিদ্যা-ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে॥''** (ঐ)

অপরের প্রতি সন্দেহপূর্ণ মনোভাব—দুঃখের কারণ। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সখা অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জগদ্বাসীকে উপদেশ করিয়াছেন,—অজ্ঞ, অশ্রদ্ধালু ও সংশয়াত্মা—এই তিনপ্রকার ব্যক্তির জীবনে সুখশান্তি হয় না। তুমি যদি সংশয় ও সন্দেহবাদ পোষণ কর, তবে তোমারও কোনদিন মানসিক শান্তি মিলিবে না। (পত্রামৃত, পত্র—৩৫)

কাকচতুর হইলে বঞ্চিত হইতে হয়। যাহারা সব দলে সমানভাবে মিশিতে পারে, তাহাদের মঙ্গল হয় না; তাহাদিগকে সুবিধাবাদী বলা যায়। তাহারা নিজের স্বার্থেরই প্রাধান্য দিয়া থাকে, তাহাদিগকে কপট, কূটনৈতিক বলা যাইতে পারে। (পত্রামৃত, পত্র—৬৬)

মানুষ বৃথা কেন অহঙ্কারী হয়, বুঝিতে পারি না। নিজের ওজন বুঝিয়া চলিতে না পারিলে অশেষ দুর্গতি হয়। উপকারীর উপকার স্বীকার না করিলে তাহাকে অকৃতজ্ঞ বা কৃতঘ্ন বলে। অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির কোনদিন কল্যাণ হইতে পারে না। (ঐ)

"কস্য ত্বং বা কুতঃ আয়াতঃ, তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ", "ধন-জীবন-যৌবন-রাজ্যসুখং, ন হি নিত্যমনুক্ষণ-নাশপরম্"—এ বিচার যাহাদের নাই, তাহারাই নাস্তিক চার্ব্বাকের অনুগামী, জড়বাদী। (পত্রামৃত, পত্র—১৯)

দুষ্কৃত, মূঢ়, নরাধম ও মায়াচ্ছন্ন মনুষ্যগণ শ্রীভগবানে প্রপত্তি স্বীকার করে না। (১) নিতান্ত অবৈধ জীবনযাপনকারী ব্যক্তিই **'দুষ্কৃত'**, (২) নিরীশ্বর নৈতিক লোকগণই **'মূঢ়'**, (৩) শ্রীভগবানকে নীতির 'অঙ্গ'-রূপে স্বীকার ও নীতির 'অধীশ্বর' রূপে যাহারা অস্বীকার করে, তাহারা **'নরাধম'**, এবং (৪) যাহারা শ্রীভগবান শক্তিমৎ উপাস্য-তত্ত্ব, জীব নিত্য চিৎস্বরূপ, অচিদ্বস্তুর সহিত অনিত্য সম্বন্ধ ও জীব নিত্য ভগবৎদাস বলিয়া জানে না, তাহারা বেদ-বেদান্তাদিপাঠ করিয়াও **'মায়াচ্ছন্ন'**—ইহারা আত্মকল্যাণ লাভে সমর্থ হয় না। (প্রবন্ধাবলী, "গৌড়ীয়ের অষ্টাবিংশতি বর্ষ")

হিতোপদেশ

জগতের অনন্তকোটী হাসপাতাল অপেক্ষা একজনকে আত্মধর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করা লক্ষ্যগুণে শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্যে স্বীকৃত হইয়াছে। (পত্রামৃত, পত্র—১০)

বিষয়ভোগ বা ইন্দ্রিয়তর্পণ জীবের প্রাণধারণের একমাত্র লক্ষ্য নহে; ভগবৎতত্ত্ব-জিজ্ঞাসাই জীবনের মুখ্য প্রয়োজন হওয়া উচিত। (প্রবন্ধাবলী—"নরতনু ভজনের মূল")

প্রাকৃত জগতের সত্য বা মিথ্যা (*ভাল বা মন্দ)* উভয়ই নিরর্থক—যেহেতু তাহা ভগবান্‌কে উদ্দেশ করে না। শ্রীভগবান্ বা ভক্ত যাহা সত্য-মিথ্যা (*বা ভাল-মন্দ)* রূপে নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাই যদি আমরা গ্রহণ করি, তবে আমাদের মঙ্গল। (পত্রামৃত, পত্র—২৫)

প্রাকৃত কামনা-বাসনাকে জয় করিবার নিমিত্তই মানুষ গার্হস্থ্যধর্ম্ম আচরণ করে। জড়বিষয় প্রার্থনারই অপর নাম সংসার। কিন্তু কৃষ্ণভক্তিই আমাদের একমাত্র প্রার্থিত বিষয়। (পত্রামৃত, পত্র—৪৪)

ত্যাগের মধ্যেই বাস্তব সুখশান্তি আছে, ভোগপর জীবনে মানুষের কোনদিন কল্যাণ হইতে পারে না। সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিতে পারিলেই ভগবানে ভক্তিলাভ হয়। (ঐ)

সংসারচক্র ভয়াবহ—একথা ধ্রুব সত্য। কিন্তু কৃষ্ণের সংসার-দ্বারাই আত্মকল্যাণ লাভ হয়। **"কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি অনাচার"**—ইহা অন্বয়মুখী উপদেশ। (পত্রামৃত, পত্র—২)

দেহধারী মনুষ্য প্রাণ-অর্থ-বুদ্ধি-বাক্যদ্বারা দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্মের সফলতা প্রদর্শন করিবেন। উহা ভগবৎসেবায় লাগানই 'যোগ' এবং ইহাই কর্ম্মের কৌশল—**"যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।"**(পত্রামৃত, পত্র—১৮)

বদ্ধাবস্থায় মায়ার সংসারে আমাদের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিতেই হইবে। তাহার মধ্যে **"কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু"**—এই বিচারই আমাদিগকে বাস্তব লক্ষ্যে পৌছাইবে। (পত্রামৃত, পত্র—২৬)

এই মায়ার জগতে বাস্তব সুখ-শান্তি হইতে পারে না, তজ্জন্য জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—"**ভাবিয়া দেখহ ভাই, অমিশ্র আনন্দ নাই, যে আছে সে দুঃখের কারণ। সে সুখের তরে তবে, কেন মায়াদাস হবে, হারাইবে পরমার্থ ধন॥**" (পত্রামৃত, পত্র—৩২)

এ সংসারে কেহ কাহারও বাস্তব দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পালনে সক্ষম হন কি? পিতার অগ্রে পুত্র, মাতার অগ্রে কন্যা জগৎ হইতে বিদায় লইতেছে, তাহাতে দায়িত্ব-পালনের অবসর কোথায়? সুতরাং দায়-দায়িত্ব আমরা ঘাড়ে তুলিয়া লই মাত্র। কিন্তু তাহা পালন করিবার সুযোগ অদৃশ্য শক্তির উপর নির্ভর করে। (পত্রামৃত, পত্র—২৭)

এ-জগতে কেহ কাহাকেও দুঃখকষ্ট বা সুখশান্তি দিতে পারে না; বদ্ধজীব স্বীয় কর্মফলেই শুভাশুভ প্রাপ্ত হয়—ইহাই তত্ত্বদর্শন। প্রাকৃত দেহ-গেহ-সর্ব্বস্ব অবুঝ মানব ইহা অনুধাবন করিতে পারে না; ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। (পত্রামৃত, পত্র—২১)

কষ্ট দেওয়া ও কষ্ট পাওয়া—দুই এক কথা নয়। কে কাহাকে কষ্ট দেয় এবং কেনই বা মানুষ কষ্ট পায়, ইহার মধ্যে গভীর দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত আছে। মানুষের কর্ম্ম-কর্ম্মফল আছে। Cause-effect theory আলোচনা করিলে এ-সম্বন্ধে সুষ্ঠু ধারণা জন্মে। (পত্রামৃত, পত্র—১২)

সংসারে দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা আছে ও থাকিবে। উহার মধ্য হইতেই যত কিছু আত্মকল্যাণ চিন্তা করিতে হইবে। ধৈর্য্য, সহ্যগুণ, সরলতার দ্বারা অসম্ভব সম্ভব হইবে। (পত্রামৃত, পত্র—৩৬)

শ্রীভগবান্ যাহা করেন, তাহা আমাদের মঙ্গলের জন্য। শ্রীভগবান্ আমাদিগকে যখন যে-অবস্থায় রাখেন, তাহাই মানিয়া লইতে হয়। তিনি কাহাকে কিরূপ কৃপা করেন, তাহা বদ্ধজীবের বোধগম্য নহে। তাঁহার অহৈতুকী করুণা আমাদের বুঝিবার শক্তি কোথায়? যাহাদের জড়াহঙ্কার আছে, তাহারা ইহা কোনদিনই অনুভব করিতে পারে না। (পত্রামৃত, পত্র—৩৭)

কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত আমরা এ সংসারে আসিয়াছি। তজ্জন্য এজগতে সকল কর্ম্মাচরণ করিয়াও মূলকর্ত্তব্য হরিভজন অবশ্য প্রয়োজন। (পত্রামৃত, পত্র—৬৪)

পঞ্চপ্রকার ভেদের রঙ্গস্থল এই জগৎ-প্রপঞ্চে শ্রীনাম ও হরি-গুরু-বৈষ্ণবই একমাত্র সারবস্তু। (ঐ)

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব ব্যতীত এ-জগতে শ্রেষ্ঠ বান্ধব আর কে আছেন?—"**তব নিজজন পরম বান্ধব সংসার-কারাগারে**"—ইহা অবশ্যই উপলব্ধি করিতে হইবে। (পত্রামৃত, পত্র—৬৬)

পার্থিব সম্বল, ধন-দৌলত যদি ভাবী জীবনের Gurantee হইত, তবে "**ধনে যদি প্রাণ দিত, ধনী রাজা না মরিত, ধরামর হইত রাবণ**"—বাক্যের অবতারণা কেন? (পত্রামৃত, পত্র—৬৭)

টাকাপয়সা মানুষের যথাসর্ব্বস্ব নয়, তাহার উপর মান-মর্য্যাদা, বদান্যতা, মহানুভবতা, বিচক্ষণতা অনেক কিছু আছে। (পত্রামৃত, পত্র—৭৪)

মানুষের জীবনে চলিতে গেলে ইচ্ছা-অনিচ্ছা-সত্ত্বেও অনেক কিছু ভুল-ভ্রান্তি দোষ-ত্রুটী হইয়া যায়। তজ্জন্য অনুতাপ-অনুশোচনাই তাহার শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত বা বিধি-ব্যবস্থা। (ঐ)

শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষাদি নিবারণের যখন কোন উপায় নাই, তখন অবশ্যই উহা আমাদের সহ্য করিতে হইবে—ইহাই সখা অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ। (পত্রামৃত, পত্র—৭৭)

জাগতিক স্নেহ-মমতার মধ্যে আত্যন্তিক কল্যাণ নাই। বদ্ধজীব যদি তাহার সকল স্নেহ-ভালবাসা শ্রীগুরু-ভগবানে সমর্পণ করে, তবেই তাহার সার্থকতা। স্নেহ-মমতার উদ্দিষ্ট বস্তুর অভাবেই মানুষের কষ্ট হয়। (পত্রাবলী, পত্র—৩৪)

ধন ধনীর নয়, সেই একমাত্র বিশ্বসম্রাটেরই সমস্ত ধন; আমাদের একগাছা তৃণ সৃষ্টি বা বিনাশ করিবার ক্ষমতা নাই। অতএব আমরা ধনের মালিক নহি, ভোক্তাও নহি। (প্রবন্ধাবলী,—"ত্যাগী শুদ্ধভক্তের ভিক্ষাবৃত্তি")

শুদ্ধবৈষ্ণব যদি কৃপা করিয়া আমাদের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করেন, তবে আমরা অনেকসময় মনে করি যে, আমরা তাঁহাকে আমাদের অধিকৃত কোনও বস্তু দিয়া বৈষ্ণবের কিছু উপকার করিয়া দিলাম; বাস্তবিক তাহা নহে। তোমার আমার বৈষ্ণবের উপকার করিয়া দেওয়ার কিছুই ক্ষমতা নাই। তুমি নিজে উপকৃত হইলে মাত্র। তুমি নিজেকে কৃতার্থ মনে কর যে, (*বৈষ্ণবের মাধ্যমে*) যাঁহার জিনিষ তাঁহার ভোগে দিতে পারিলে। (ঐ)

তুমি, আমি বলিতে পারি যে, আমরা কি নিজে নিজে ভগবানের সেবার জিনিষ লাগাইতে পারি না যে, আবার বৈষ্ণবের হাত দিয়া দিতে হইবে? তদুত্তরে শাস্ত্র বলিতেছেন—ভগবান্ শুদ্ধভক্ত ব্যতীত অপরের হস্তে দ্রব্য গ্রহণ করেন না। (ঐ)

শুদ্ধজীব বা সেবক-তত্ত্ব

ঐকান্তিক একনিষ্ঠ সেবকের নিকট শ্রীভগবানই একমাত্র প্রাণধন, হৃদয়-সর্ব্বস্ব; তিনিই জীবনের জীবন। অপ্রাকৃত যুগলভজন বাদ দিয়া আমাদের এজগতে অন্য কোনরূপ কৃত্য ও কর্ত্তব্য নাই—ইহাই ঐকান্তিকতা। (পত্রামৃত, পত্র—৭৫)

যিনি সর্ব্বরূপে, সর্ব্বভাবে সেবার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন, তিনিই বিশ্রম্ভ বা স্নিগ্ধ সেবক। যিনি সেবাদ্বারা সেব্যের প্রীতিবিধানপূর্ব্বক তাঁহার চিত্ত জয় করিতে পারেন, তিনিই বাস্তব সেবকরূপে চিহ্নিত। (পত্রাবলী, পত্র—৩১)

বিশ্রম্ভ সেবকের সঙ্কল্প—"**তোমার ধন, তোমায় দিয়ে, তোমার হয়ে রই।**" তিনি—নিবেদিতাত্মা, নিষ্কিঞ্চন, কৃষ্ণৈকশরণ—অমানী-মানদ-ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। (পত্রামৃত, পত্র—২)

"**আমার বলিতে প্রভু আর কিছু নাই। তুমিই আমার মাত্র পিতা, বন্ধু, ভাই॥**"—ইহাই একান্ত শরণাগত ব্যক্তির সম্বন্ধজ্ঞান ও সম্পর্কবোধ। সাধক-সাধিকার নিজের বলিতে কিছুই থাকে না। তাঁহার মন, হৃদয়, দেহ, গেহ, অর্থাদি সকল বস্তুই গুরু-ভগবান্‌কে সম্প্রদানপূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকেন। অকিঞ্চনভাবে জীবনযাপন করাই তাঁহার স্বরূপগত স্বভাবে পরিণত হয়। নির্ভরতাই তথায় তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ-আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। (পত্রামৃত, পত্র—২৪)

শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পিতাত্ম ভক্ত নিজের কোন কিছু বলিয়া দাবী করেন না, তিনি জানেন—তাঁহার বলিয়া কিছুই নাই, সবই গুরুদেবের। ভগবানের দেওয়া সম্পদ লইয়া তিনি (*শ্রীগুরু ও ভগবান্*) উভয়ের সেবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। (ঐ)

যিনি সদ্‌গুরুপদাশ্রয়ী, তাঁহার সর্ব্বস্ব দান করিয়াই তিনি নিঃস্ব ও নিষ্কিঞ্চন হইয়াছেন। পুনরায় দান ও নিঃস্ব হইবার ক্ষেত্র কোথায়? একটা মন বা আত্মা

২ বার বা ২ জনকে দান করা যায় কি? সর্ব্ববিষয়ে গুরুমুখী হইতে না পারিলে শান্তিলাভ করা বা নির্ব্ব্যলীক (*নিষ্কপট*) হওয়া যায় না। (পত্রামৃত, পত্র—১৮)

সর্ব্বস্ব দান বা আত্মসমর্পণ না করিলে গুরুদেবের নিকট তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না। কোন জাগতিক বস্তুসমূহের বিনিময়ে তাঁহার কৃপালাভ সম্ভবপর নয়। (প্রবন্ধাবলী,—''জানশ্রুতি রাজা ও রৈক্ক-মুনি")

অন্তর হইতে সমর্পণ হইলে—'নিজের' বলিয়া কিছু না রাখিলে গুরুদেব সেইরূপ বিশ্রম্ভ স্নিগ্ধ শিষ্যকে আপন জ্ঞান করেন। (ঐ)

নির্ব্ব্যলীক-নিষ্কিঞ্চন হইতে না পারিলে মনে-প্রাণে সেবক-সেবিকা হইতে পারা যায় না। (পত্রাবলী, পত্র—২০)

যাঁহার যত সেবানিষ্ঠা, তিনি তত পরিমাণে উত্তম। শ্রীগুরু ও ভগবান্ (*সকল আশ্রিতবর্গকে*) সেবার যোগ্যতা ও অধিকার দান করিলেও যাঁহারা সেবায় আগ্রহী, তাঁহাদের নিষ্ঠা ও যত্নাগ্রহ সর্ব্বোপরি প্রতিষ্ঠিত। (পত্রামৃত, পত্র—৩৬)

সেবাকাজ কেহ দান করেন না। উহা নিজে চাহিয়া লইতে হয়। সেবাধর্ম্মী ব্যক্তির অন্তর ও হৃদয় হইতে সেবাপ্রবৃত্তি উদিতা হন। তাহাই প্রকৃত সেবা। **''অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়"**—ইহাই সমর্পিতাত্ম ব্যক্তির বাস্তব সেবাধর্ম্ম। (ঐ)

শ্রীগুরুদেবের নিকট থাকিয়া যে-কোনরূপ সেবাকাজ করিলেই হইল। সেবাকাজের মধ্যে তর-তম নাই। সবই আন্তরিকতা-সরলতার পরীক্ষা। গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ সাধক-সাধিকার নিকট হইতে সেই পরীক্ষা লইতে চাহেন। (ঐ)

যাঁহারা শ্রীভগবানের নিষ্কপট সেবার অধিকারী হইতে চাহেন, তাঁহাদের কোনরূপ প্রাকৃত Demand থাকে না এবং তাঁহারা সম্পূর্ণ নির্ম্মৎসর। (পত্রামৃত, পত্র—২৫)

কেহ সাধু হইলে তাঁহার প্রেস্টিজ্ বলিয়া পৃথক্ কিছু থাকা উচিত নয়। যতদিন আমরা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টভোজী ভৃত্য বলিয়া গৌরববোধ করিব, ততদিন আমাদের মান-সম্মান সবই মূলকেন্দ্রিক। যদি গুরুবৈষ্ণবের সহিত সম্পর্কহীন হই, তখন আমার পৃথক্ আত্মসম্ভ্রম-জ্ঞান উপস্থিত হয়, যাহা আমাকে অনাশ্রিত অবস্থায় অধঃপাতিত করে। (পত্রামৃত, পত্র—৩৮)

সাধন-ভজন-পরায়ণ সাধক-সাধিকা জাগতিক মনুষ্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। তাঁহাদের জীবন ভগবৎসেবায় উৎসর্গীকৃত। তাঁহারা শ্রীগৌরনাম, গৌরকাম, ও গৌরধামেরই ঐকান্তিকভাবে আরাধনা করিয়া থাকেন। শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্যতীত তাঁহারা জগৎকে শূন্যবোধ করেন। (পত্রামৃত, পত্র—৫০)

গুরু-বৈষ্ণব-সেবৈকনিষ্ঠ বিশ্রম্ভ সেবক সাধনকালে সকল সুযোগ-সুবিধা ও যোগ্যতা লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা না করিয়াও তাঁহার এ-সকল বিষয়প্রাপ্তি হয় এবং কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টাবিশিষ্ট বলিয়া তাঁহার সকল লাভই ভক্তির আনুকূল্য বিধান করে। তজ্জন্য তিনি Elevationist কর্ম্মী বা Salvationist জ্ঞানীর ন্যায় স্থূল-সূক্ষ্ম ভোগের আবাহন করেন না। (পত্রামৃত, ২)

শরণাগতিই গুরুসেবকের একমাত্র ভূষণ। কায়-মন-বাক্য যথাসর্ব্বস্ব তিনি গুরুপাদপদ্মে নিবেদন করিয়াই অকিঞ্চন হইয়া থাকেন। সর্ব্বস্ব গুরুদেবের অশোকাভয়ামৃত পদে সমর্পণ করিয়া 'গুরুদেবের আমি' হইয়া তিনি পরম নির্ভীক ও নিশ্চিন্ত হন। তিনি নিজের জন্য বিন্দুমাত্রও চিন্তা করেন না—আখেরের বন্দোবস্ত করিতে প্রধাবিত হন না। (''শিষ্যব্রুবের গুরুসেবা ও হরিভজন")

''গুরুরসেবক হয়মান্য আপনার", এই জ্ঞানে তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ, বয়ঃকনিষ্ঠ সকল সতীর্থগণকেই যথাযোগ্য সম্মান ও স্নেহ প্রদর্শন করেন। তাঁহারা সকলেই গুরুদেবের বৈভব, ইহা সৎশিষ্য প্রকৃতই তাঁহার হৃদয়ে উপলব্ধি করেন। (ঐ)

প্রকৃত গুরুসেবক জানেন—গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ নিত্য ও আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয়াভিনিবেশ বিদূরিত হইলেই তিনি স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারিবেন। তাই তিনি শ্রীভগবানকে যেরূপ বিচার করেন, গুরুদেবকেও তদ্রূপ জানিয়া তাঁহার সেবাপূজায় আত্মনিয়োগ করেন। (ঐ)

স্নিগ্ধশিষ্য জানেন—মন্ত্রসিদ্ধির জন্য পুরশ্চরণাদির প্রয়োজন নাই; ঐকান্তিক গুরুসেবাদ্বারাই উহা লাভ হইয়া থাকে। তাই তিনি গুরুসেবার জন্য প্রাণবিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। (ঐ)

তিনি জানেন—গুরুসেবাই প্রকৃত কৃষ্ণসেবা। নিজে নিজে ভগবৎসেবা হয় না। এজন্য গুরুর আনুগত্যেই তিনি কৃষ্ণসেবা করেন। **কৃষ্ণসুখ-সম্পাদনে**

গুরুপাদপদ্মকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করাই তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া জানেন। (ঐ)

একান্ত শরণাগত ও আশ্রিত জনের নিকট শ্রীল গুরুপাদপদ্ম সত্যই আত্মসদৃশ। তাঁহার দর্শন ও উপদেশাদি-বঞ্চিত হইলে বিশ্রম্ভ সেবকের সত্যই দুঃখদুর্দ্দশার সীমা থাকে না। (পত্রামৃত; পত্র—৬৯)

বিশ্রম্ভ সেবক তাহার সহজ-সরল-অন্তরের আকুলতা-ব্যাকুলতা-দ্বারাই শ্রীগুরু ও ভগবানের সাক্ষাৎসেবা লাভে ধন্য হন। (পত্রামৃত; পত্র—৭৬)

শুদ্ধবৈষ্ণবগণ 'তপোবেশোপজীবি' নহেন। তাঁহাদের গুরু-কৃষ্ণ-সেবা ব্যতীত অন্য কৃত্য নাই। তাঁহাদের জীবন ভোগপর নহে, কেবল সেবাময়; তাঁহারা জগতের লোকের নিত্য মঙ্গল সাধনে সতত ব্যস্ত। ('ত্যাগী শুদ্ধভক্তের ভিক্ষাবৃত্তি')

শুদ্ধবৈষ্ণব—গুরু-কৃষ্ণদাস। তিনি যুক্তবৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া জীবের মঙ্গলার্থে এ-জগতে বিচরণ করেন। তিনি গুরু-কৃষ্ণের অবশেষ মাত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন,—"**তব নিজ জন, প্রসাদ সেবিয়া, উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা। আমার ভোজন, পরম আনন্দে, প্রতিদিন হবে তাহা॥**"—ইহাই শুদ্ধবৈষ্ণবের প্রাণের উক্তি। তাঁহার জিহ্বার লালসা নাই—উদরবেগ নাই। (ঐ)

রূপানুগ-সারস্বত-গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য—যে-কোনরূপ ভক্তিবিরোধী মতবাদ-খণ্ডন, ভক্তিসদাচার-প্রবর্ত্তন, বিগ্রহসেবা-প্রকাশ, ভক্তিগ্রন্থ-প্রচার, লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার ও শ্রীনামহট্টের প্রচার। ইহাই বিনোদ-বাণীর মনোভীষ্ট স্বরূপ-রূপানুগ সেবা বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। (প্রবন্ধাবলী, "গৌড়ীয়ের ত্রয়োবিংশ বর্ষ)

সেবকের পক্ষে 'সেবা-বিশ্রাম' বলিয়া কোন কথা নাই। সেবাক্ষেত্রে কোন Concession বা Commission নাই, সেবাই সেবার ফল। পরম মুক্তপুরুষগণও শ্রীভগবানের উপাসনা করিয়া থাকেন বা সেবায় ব্যাপৃত থাকেন। সুতরাং কোন অবস্থাতেই সেবক-সেবিকা সেবা হইতে ছুটী বা অবসর গ্রহণ করিতে পারেন না। কিন্তু শ্রীভগবানের অশোক-অভয়-অমৃত-আধার শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয়গ্রহণই প্রকৃত বিশ্রাম। (পত্রাবলী; পত্র—৬)

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবার জন্যই এই জরদ্গবতুল্য দেহটীকে নিযুক্ত করিতে পারিলে তাহার সফলতা জানিবে। দেহ-গেহারামী হইয়া পড়িলে সাধন-ভজনে উন্নতি কোথায়? শীত-গ্রীষ্মাদিতে কাতর হইলে অনেক সময়ে সেবানিষ্ঠায় ব্যাঘাত ঘটে। সেবার জন্য কঠোর পরিশ্রম যেরূপ প্রয়োজন, আবার ভজনোপযোগী দেহের তদ্রূপ বিশ্রামও আবশ্যক। এই দুইটী বিষয় একতাৎপর্য্যপর। সেবার জন্যই বিশ্রাম, সেবাকে বাদ দিয়া বিশ্রাম নহে। দুইটী অবস্থাই পরস্পরের পরিপূরক। সেবাসুখ-বাঞ্ছা ব্যতীত যে আরাম, তাহা 'হারাম' নামেই অভিহিত; তাহা প্রাকৃত কামনা-বাসনারই অন্তর্গত। (পত্রাবলী; পত্র—১৯)

গুরু-বৈষ্ণববর্গের মৃদু শাসন বা বাক্যদণ্ড শিষ্য বা সেবকের পক্ষে পরম মঙ্গলদায়ক। শাসন মানিয়া লইতে প্রতিশ্রুত হওয়াই 'শিষ্য' নামের সার্থকতা। (প্রবন্ধাবলী,—"জানশ্রুতি রাজা ও রৈক্ক-মুনি")

শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ৮০-৮১ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ-সুদামা-উপাখ্যানে সৎশিষ্যের কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া গুরু শ্রীসান্দীপনি জানাইয়াছেন,—অবিচারে গুরুর আজ্ঞা পালন করাই শিষ্যের শিষ্যত্ব এবং পূর্ণ শরণাপত্তিই সেই শাসন-স্বীকারের মানদণ্ড। স্নেহশাসন-দ্বারা অবশ্যই চিত্তশুদ্ধি হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আজ্ঞা, নির্দ্দেশ, উপদেশ ও ইচ্ছানুসারে জীবনপথে অগ্রসর হওয়াই প্রত্যেক বাস্তবধর্ম্মী সাধক-সাধিকার একমাত্র কাম্য। (পত্রাবলী, পত্র—৮)

গুরুবৈষ্ণবের সঙ্গে থাকিয়া সেবার দায়িত্ব পালন করা বিশ্রম্ভ সেবকের একমাত্র কর্ত্তব্য ও কৃত্য। তাঁহাদের আজ্ঞা-পালনই প্রকৃত সেবা ও দায়িত্বগ্রহণ। শাস্ত্রে লিখিত আছে—গুরুর অবিচারে আদেশ-নির্দ্দেশ পালন করাই শিষ্যের জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য ও আদর্শ। (পত্রামৃত, পত্র—৮)

গুরুবৈষ্ণবগণের শাসন ও করুণা অনুধাবন করা বিশেষ সৌভাগ্যের পরিচায়ক। বিষয়াসক্ত মানব ভগবৎ-ভাগবত-করুণাকে নির্দ্দয়তা এবং তাঁহাদের শাসনকে ক্রোধ ও অনুদারতা বলিয়া ভ্রম করে। বস্তুতঃ শাসন ও কৃপা একই উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। "**বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি**" বিচার হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। (পত্রামৃত, পত্র—১৯)

ভজন পিপাসুগণের গুরু-ভগবানের স্মৃতিচারণ ব্যতীত আর অন্য স্মরণ কৃত্য নাই। উহাই তাঁহাদের ধ্যান-জ্ঞান, জপ-তপ সব কিছু। গুরুবৈষ্ণবগণের অহৈতুকী করুণার কথা অনুগৃহীত জনগণই সর্ব্বদা স্মৃতিপথে সংরক্ষণ করিয়া থাকেন। (পত্রামৃত, পত্র—৭৭)

সাধক-সাধিকা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত স্নেহ মমতায় জীবন-ধারণ করেন। তাঁহাদের অহৈতুকী করুণার কথা স্মরণপূর্ব্বক সাধনপথে দৃঢ়তা ও আশাবন্ধ পোষণ করেন। (পত্রামৃত, পত্র—৭৯)

গুরুবৈষ্ণবের সেবাসুখ-তাৎপর্য্যই ভক্তের একমাত্র কাম্য এবং তাহাই তাঁহাদের অপ্রাকৃত স্নেহাকর্ষণ-লাভের প্রধান যোগসূত্র। ইহাতে প্রাকৃত বিনিময়ের কোন স্থান নাই। (পত্রামৃত, পত্র—২৩)

গুরুবৈষ্ণবগণের অপ্রাকৃত স্নেহ লাভ করিতে গেলে বিশেষ পারমার্থিক সদ্‌গুণ থাকা প্রয়োজন। যদি কেহ নিজের জীবনে সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত স্নেহ লাভ করেন নাই, তাহাকে উহার জন্য জীবনে নিশ্চয়ই চরম ত্যাগ স্বীকার করা প্রয়োজন। (পত্রাবলী, পত্র—৪৭)

গুরু-বৈষ্ণবগণের সহিত সেবক-সেবিকার কোন পার্থিব জগতের সম্পর্ক নাই। জাগতিক কোন বিনিময়েই তাঁহারা সন্তুষ্ট হন না। "**দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি**"—উপদেশামৃতের শ্লোক ভালভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহাতে কোন প্রাকৃত লেনদেনের কথা নাই। (পত্রামৃত, পত্র—২৪)

যাঁহারা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবকে ভালবাসেন, যাহারা তাঁহাদের সেবাই জীবনের ব্রত বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহাদের কোনরূপ পাপ-অপরাধ থাকিতে পারে না। শ্রীভগবানের অহৈতুকী করুণা তাহাদিগকে সবসময় রক্ষা করেন। (পত্রামৃত, পত্র—২৬)

যাঁহারা বাস্তব ভজনপ্রয়াসী, তাঁহাদের কোনরূপ 'আশঙ্কা' থাকিতে পারে না বা থাকা উচিত নয়। (পত্রামৃত, পত্র—৭৯)

বৈষ্ণবতায় বা ভক্তত্বে স্ত্রী-পুরুষরূপে কোন ভেদ স্বীকৃত হয় নাই; বৈষ্ণবতা অপ্রাকৃত-গুণগত বিচার বলিয়া 'নির্গুণ'-শব্দবাচ্য। (পত্রামৃত, পত্র-৪০)

'যোষিৎ' বা 'যোষা' শব্দে স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর ভোগ্যবুদ্ধি বা ভোগাকাঙ্ক্ষাকেই লক্ষ্য করে। এই জড়াসক্তি পরিত্যক্ত হইলেই চেতন জীবাত্মার শুদ্ধস্বরূপ বাস্তবরূপে প্রকাশিত হয় জানিবে। (ঐ)

আমাদের পূর্ব্বগুরু বৈষ্ণবকবি ও মহাজন শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার অপ্রাকৃত গীতি সাহিত্যে জানাইয়াছেন—"**ছোড়ত পুরুষাভিমান। কিঙ্করী হইলু আজি কান॥ বরজ-বিপিনে সখী সাথ। সেবন করবু রাধানাথ॥**" "**আমি ত' স্বানন্দসুখদ-বাসী। রাধিকা-মাধব-চরণদাসী॥**" প্রভৃতি। তিনি প্রাকৃত পুরুষত্ব ছাড়িয়া অপ্রাকৃত সখীভাব প্রার্থনা করিয়াছেন। (ঐ)

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাধর্ম্মী একজন ত্যক্তগৃহ সেবক ও একজন আদর্শ গৃহস্থের মধ্যে পারমার্থিক দিক হইতে কোন পার্থক্য নাই। ত্যাগী বা গৃহী প্রাকৃত অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া জড় প্রচেষ্টার শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিতে গেলে চরমে ভুল করিবেন, উভয়েই পরমার্থ পথ হইতে দূরে সরিয়া যাইবেন। "**যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত—হীন, ছার**"—এই পরম সত্য আমাদিগকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। (পত্রামৃত, পত্র—৬৮)

সকলেই নিষ্কপটে প্রকৃষ্টরূপে গুরুসেবা করিতেছেন, এইরূপ বিচার ভজনের সহায়ক ও উন্নতিকারক। "**বৈষ্ণব হঞা আপনারে মানে তৃণাধম**"—'আমি সেবার অযোগ্য'—এই চিন্তাই সেবায় যোগ্যতা প্রদান করে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবে অচলা নিষ্ঠা, দৃঢ়ভক্তি এবং নিষ্কাম সেবা প্রবৃত্তির আকাঙ্ক্ষাই প্রকৃত সেবকের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। (পত্রাবলী, পত্র—২৩)

আমরা 'গুরুসেবক' বলিয়া চিহ্নিত হইতে চাহিলে গুরুসেবা হইতে দূরে চলিয়া যাই; কিন্তু 'গুরুদাসানুদাস' হইতে পারিলে কোনকালে শ্রীগুরুদেবের হার্দ্দিক সেবালাভের অধিকার প্রাপ্তির সম্ভাবনা। (প্রবন্ধাবলী, "গৌড়ীয়ের ষট্‌ত্রিংশ বর্ষ")

যিনি কায়-মন-বাক্যে প্রাণিমাত্রকে উদ্বেগ না দিয়া নিখিল জীবের প্রতিই সন্তান-বাৎসল্য প্রযুক্ত স্নেহশীল, সেই বিশুদ্ধচিত্ত একনিষ্ঠ ভক্তের প্রতি শ্রীহৃষীকেশ চিরপ্রসন্ন। (ঐ)

নিজে সেবক হইতে পারিলে অপরের সেবা-সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। নিষ্কপট সেবাবৃত্তির দ্বারাই সেব্য আকৃষ্ট হন সত্য, তথাপি সেব্যের

বিশেষ বিচার বিবেচনার ক্ষেত্র রহিয়াছে। অবশ্য সেবার ভাণ বা প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ—সেবার পর্য্যায়ভুক্ত নহে। (পত্রাবলী, পত্র—২৫)

''পূর্ব্ব ইতিহাস ভুলিনু সকল সেবাসুখ পেয়ে মনে। আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার, কি কাজ অপর ধনে॥''—ইহাতে সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয়। সদ্‌গুরুর কৃপাশক্তিই পূর্ব্ব-ইতিহাস অর্থাৎ জড়-প্রচেষ্টা বা বাহাদুরীকে ভুলাইতে বা তাহার হাত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারে। এ-বিষয়ে তাঁহার অহৈতুকী করুণাই আমাদের একমাত্র সম্বল। ভগবৎপ্রদত্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা হৃষীকেশ শ্রীভগবানেরই সেবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে হইবে। (পত্রাবলী, পত্র—২১)

গুরুসেবক বা গুরুদাস বিনীত, সত্যবাদী, শুদ্ধাচারী, বুদ্ধিমান, কাম-ক্রোধাদি-দম্ভহীন, গুরু-ভগবৎশ্রদ্ধা-ভক্তি-সেবাপর, জিতেন্দ্রিয় ও দয়ালু হইবেন। দম্ভাহঙ্কার-শূন্য, নির্ম্মৎসর, আলস্যরহিত, জড়বস্তুতে মমতাহীন, অচঞ্চল, গুণিজনের দোষের অদ্রষ্টা, অপ্রজল্পী ও তত্ত্বজিজ্ঞাসুই গুরুদাস-পদবাচ্য। (প্রবন্ধাবলী, ''গৌড়ীয়ের ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ'')

আজ্ঞাবাহী, শাসন-স্বীকারকারী, সেবাবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিই সদ্‌গুরু-বৈষ্ণবগণের আদেশ-নির্দ্দেশ-উপদেশ লাভের যোগ্যতম অধিকারী-অধিকারিণী। (পত্রামৃত, পত্র—১৮)

সেবানিষ্ঠা, সরলতা, অমায়িকতা, হৃদয়জয়ী ব্যবহার সকলকেই বিস্মিত করিতে পারে, সেবকের ইহাই বিশেষ সদ্‌গুণাবলী। (পত্রাবলী, পত্র—৩১)

যাঁহারা সর্ব্বদা শ্রীরাধা-গোবিন্দের ভজনানন্দে মগ্ন, তাঁহাদের নিকট নিন্দা-স্তুতি সমপর্য্যায়ভুক্ত। ''**তুল্য-নিন্দাস্তুতির্মৌনীঃ সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ**''—ইহাই তাঁহাদের উদারনৈতিক মনোভাব। স্নেহ, মমতা, ভালবাসা, অনুরাগ—এ-সকল সদ্‌গুণ উন্নতমনা সাধক-সাধিকার শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। জাগতিক কোন সদ্‌গুণই অপ্রাকৃত তত্ত্ববস্তুকে লাভ করিতে সক্ষম নহে। তজ্জন্য ''**দেবং ভূত্বা দেবং যজেৎ**''—বাক্যে দেখিতে পাই—দৈবীভাব লাভ করিয়াই অপ্রাকৃত বস্তুর আরাধনা করিতে হয়। (পত্রামৃত, পত্র—৭৭)

তোমার স্বরূপ সম্বন্ধে তুমি বিশেষভাবে অবগত হইলেও আমার নিকট জানিতে চাহিয়াছ। ইহাতে তোমার সাধনভজন-পথে অগ্রসর হইতে নিশ্চয়ই সুবিধা হইবে। দাস্যরসই প্রাথমিক স্তর, তাহার পর সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররসে

সাধক-সাধিকার আত্মস্বরূপের ভাবানুসারে ভজনের নির্দ্দেশ রহিয়াছে। এ বিষয়ে তুমি নিজেও অন্তরে উপলব্ধি করিবে। (পত্রাবলী, পত্র—৪২)

সেবক-তত্ত্বে ব্যতিরেক-বিচার

ভগবৎকথা-কীর্ত্তনকারী শিক্ষক অত্যন্ত দুর্ল্লভ। ভগবৎকৃপায় সদ্‌গুরু লাভ হইলেও নিষ্কপট অনুগত সৎশিষ্য আরও দুর্ল্লভ। (পত্রামৃত, পত্র—৫০)

আত্মতত্ত্ববিদ সদ্‌গুরু অতীব দুর্ল্লভ, আর উপযুক্ত শিষ্য তদপেক্ষা দুর্ল্লভ। (প্রবন্ধাবলী, ''শ্রীযমরাজ ও নচিকেতা'')

আশ্রয়বিগ্রহ মুকুন্দপ্রেষ্ঠ, ভগবৎপ্রেমদাতা সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয় করিয়াও যদি শিষ্যের ভজনবিষয়ে ক্রমোন্নতি ও অনর্থ-নিবৃত্তি না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, দাম্ভিকতা ও অহঙ্কারই উহার প্রধান কারণ। (প্রবন্ধাবলী, ''শিষ্যব্রুবের গুরুসেবা ও হরিভজন'')

শিষ্যব্রুব গুরূপদিষ্ট শিক্ষার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য অনুধাবনে অসমর্থ হইয়া বিধিমার্গ পরিত্যাগ করত অন্যায়ভাবে সিদ্ধ ও মুক্তাভিমানে রাগমার্গে প্রবেশের চেষ্টা করে এবং অনর্থগ্রস্ত হইয়া নরকের পথ প্রশস্ত করে। হরি-গুরু-বৈষ্ণববিরোধীর সঙ্গের দ্বারা সে অর্চ্চন-বিষয়ে সেবাপরাধ, ভজন-বিষয়ে নামাপরাধ, ধামাপরাধ ও বৈষ্ণবাপরাধের আবাহন করে। (ঐ)

অলস, অহঙ্কারী, কৃপণ, ক্রোধী, বিষয়াসক্ত, লুব্ধ, পরছিদ্রান্বেষী, মৎসর, বঞ্চক, রুক্ষবাক্, ভক্ত-বিদ্বেষী, পণ্ডিতাভিমানী, পরদোষ-সূচনাকারী, পরপীড়ক, গুরুর শাসনগ্রহণে অনিচ্ছুক ব্যক্তি—গুরুকৃপালাভে অসমর্থ ও বঞ্চিত। এতদ্ব্যতীত ছয়প্রকার হেতুবাদীর আশ্রিত ব্যক্তিও গুরুদাস হইবার অনুপযুক্ত। (প্রবন্ধাবলী, ''গৌড়ীয়ের ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ'')

যাহার হৃদয় কাম-ক্রোধ-মাৎসর্য্য-শোকাদিতে পরিপূর্ণ, তিনি নিশ্চয় ভগবান্ শ্রীমুকুন্দের শ্রীনাম-রূপ-গুণ-লীলাদি-শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণে অনধিকারী। (প্রবন্ধাবলী, ''গৌড়ীয়ের ষট্‌ত্রিংশ বর্ষ'')

যিনি লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত গুরু ও হরিসম্বন্ধী বস্তু বা সেবাকে প্রাকৃতজ্ঞানে পরিত্যাগ করেন, তাহার যাবতীয় প্রচেষ্টাই ভক্তির পরিপন্থী। (ঐ)

কুসিদ্ধান্ত ও তৎখণ্ডন

বাস্তব কল্যাণকামী যাঁহারা, তাঁহারা সকল সময়ে সাধন-ভজন-বিষয়ে সাবধানতা, সতর্কতা অবলম্বন করিয়া থাকেন। তত্ত্বসিদ্ধান্ত-জ্ঞান না থাকিলে ভজনোন্নতি সম্ভব নয়। তজ্জন্যই চরিতামৃতে উল্লিখিত হইয়াছে—"**সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না করহ অলস। যাহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥**" (পত্রামৃত, পত্র—২০)

যে-কোন কথা শুনিবে, উহা শাস্ত্রীয় বিচার যুক্তির সহিত মিলাইয়া লইবে। ভজনানুকূল হইলে সেই বাক্য গ্রহণযোগ্য, আর তদ্বিপরীত হইলে দুঃসঙ্গজ্ঞানে সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। (ঐ)

অন্যায়ের প্রতিবাদ করাই গুরুসেবা। যদি কখনও বুঝিতে পার যে, কেহ অন্যায় উপদেশ করিতেছেন, তাহার শিষ্টাচার-সম্মত প্রতিবাদ করিয়া বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত স্থাপন করাই আদর্শ গুরুসেবা-নিষ্ঠা। (ঐ)

সত্য জানিয়া শুনিয়া গোপন করিলে জ্ঞানখলতা প্রকাশ পায় এবং তাহা কর্ত্তব্যের ত্রুটীও বটে। ইহাকে (*প্রতিবাদ করাকে*) কখনও দৈন্য বা অমানী-মানদধর্ম্মের পরিপন্থী বলা যায় না। প্রাকৃত সহজিয়াগণের আকুপাকু-ভাব—অবান্তর উদ্দেশ্যযুক্ত ও ন্যূনাধিক স্বার্থ-বিজৃম্ভিত। (ঐ)

তোমার যতটুকু শাস্ত্রজ্ঞান আছে, তাহা লইয়াই গুরুবৈষ্ণবগণের কৃপাকণা অবলম্বন করিয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ করিবে। "**ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্**"—ইহা স্মরণ রাখিবে। ইহাতে গুরুবৈষ্ণবগণের সাক্ষাৎ করুণা হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিবে। (ঐ)

সৎশাস্ত্র ও অসৎশাস্ত্র, সদ্‌গুরু ও অসদ্‌গুরু, সৎসঙ্গ ও অসৎসঙ্গ, আসল ও নকল—সকলই ধরাধামে বর্ত্তমান রহিয়াছে। একটু অসতর্ক হইলেই অসৎকে

সৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, মনকে 'আমি' বলিয়া ভ্রম হয়, দেহকে দেহী বলিয়া মনে হয়, অব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ বা অভক্তকে ভক্ত বলিয়া বিচার হয়, নশ্বর জগৎকে নিত্য বাসোপযোগী স্থান বলিয়া মহাকর্ম্ম-রাজ্যে জীব আবদ্ধ হইয়া পড়ে—দুর্ল্লভ মানবজন্মটী বৃথাই নষ্ট হইয়া যায়। (প্রবন্ধাবলী, "আত্মধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য")

অধিকাংশ সুবিধাবাদী লোকই যখন অসত্য বা অধর্ম্মের পথ গ্রহণ করে, তখন উহাই ঠিক—ইহা আসুরিক বিচার। অসত্য বা অধর্ম্মের সহিত বাস্তব সত্য বা সৎধর্ম্মের চিরদিনই অসহযোগিতা। একটী—অন্ধতামিশ্র নরক, অপরটী—নির্ম্মল ভাস্কর। তাই বাস্তব সত্য কখনই গণমত বা গণভোটের দ্বারা নির্ণীত হইতে পারে না; গণমত ও বাস্তবসত্য পরস্পর একান্ত বিরুদ্ধ। (প্রবন্ধাবলী, "প্রজাপতি ব্রহ্মা এবং ইন্দ্র ও বিরোচন")

আধ্যক্ষিক অসুরগণ স্থূল-সূক্ষ্মভেদে দ্বিবিধ। (*তন্মধ্যে*) স্থূলবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ অত্যন্ত কর্ম্মজড় ও স্মার্ত্ত শ্রেণীভুক্ত। দ্বিতীয় প্রকার—সূক্ষ্ম বাসনাযুক্ত নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান-তৎপর অদ্বৈতবাদী বা মায়াবাদী। ইহারা সোজাসুজি ভোগ না চাহিয়া স্থূলভোগ অপেক্ষা অধিক ভোগ আদায় বা ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত। (ঐ)

বৌদ্ধধর্ম্ম

বৌদ্ধধর্ম্ম, জৈনধর্ম্ম (আর্হত-মতবাদ) অপধর্ম্মসমূহের প্রতিবাদ ও খণ্ডন শ্রীবেদান্ত-দর্শনে রহিয়াছে। ইহাতে উক্ত মতবাদগুলি বেদান্তদর্শনেরও প্রাচীন বলিয়া মানিয়া লওয়া যাইবে কি? ইহা ভূত-ভবিষ্যৎদর্শী শ্রীব্যাসদেবের Foregone conclusion (*পূর্ব্ব স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত*)। (পত্রামৃত, পত্র—৪২)

শাক্যসিংহ বুদ্ধ একজন অতিজ্ঞানী জীবমাত্র। তাঁহাকে ভগবদবতার শ্রীবুদ্ধের সহিত সমান জ্ঞান করাকখনই সমীচিন নহে। 'সুগত-বুদ্ধ' বলিলে অবতার-বুদ্ধকেই লক্ষ্য করে, তিনি কখনও শুদ্ধোধন-পুত্র গৌতম নহেন। (পত্রামৃত, ৫৮)

বৈষ্ণবগণ শূন্যবাদীর পূজক নহেন; (*কিন্তু*) দৈত্য-দানব-মোহিনী বিষ্ণুর

নবম অবতার বুদ্ধকে নমস্কার করিয়া থাকেন। আধিকারিক দেবদেবী-উপাসকগণ, পঞ্চোপাসকগণ, বহ্বীশ্বর-বাদিগণ যদি শূন্যবাদী গৌতমবুদ্ধের পূজা বা বুদ্ধপূর্ণিমা তিথির সম্মান করেন, তাহাতে সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী সাত্বত-ভাগবতগণের কিছুই আসে যায় না। (ঐ)

মনুষ্যে 'অবতার'-আরোপ

আজকাল অনেক 'ঠাকুর'—অবতার সাজিয়াছেন; কিন্তু হরবোলা ও অসিদ্ধান্ত-কুসিদ্ধান্তের ফুলঝুরি। (পত্রামৃত, পত্র—১৫)

বিষয়-বিগ্রহ শ্রীজগবন্ধু—ভোক্তা ভগবান্—সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্ত্তা। 'প্রভু জগদ্বন্ধু- সুন্দর' সেই আসন কিরূপে দখল করিতে পারেন? আর কিরূপেই বা তাঁহাদের দল তাঁহাকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অবতার বলিতে সাহস করেন? দুনিয়ার লোক নির্ব্বোধ ও তত্ত্বজ্ঞানহীন, তাই আবোল-তাবোল প্রলাপোক্তি করিতে ভালবাসে। তত্ত্বসিদ্ধান্ত ও সদ্‌বিচারের তাঁহারা কোন ধার ধারেন না। সুকৃতি থাকিলে তবে তো ভালমন্দ যাচাই করিবার বৃত্তি আসিবে? যেটা যাহা নয়, তাহাতেই সত্য বলিয়া প্রতীতিই কলির স্বভাব। এ সকল দেখিয়া তত্ত্বদর্শিগণ অবশ্যই সাবধান হইবেন। (পত্রামৃত, পত্র—২২)

এক গৌড়ীয় সম্প্রদায় ব্যতীত আর সকলেই 'মানুষের অবতার হয়' বলিয়া ভুল বিচার করিতেছেন। এরূপ বিচারের ধারক-বাহক বিশেষভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন, ভারত-সেবাশ্রম; তাঁহারাই প্রথমে মানুষকে ভগবান্ সাজাইতে প্রয়াসপাইয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে অবশ্য তাঁহারা শ্রীশঙ্করাচার্য্যকে তাঁহাদের পূর্ব্বসূরি-রূপে লাভ করিয়াছেন। তিনি ভগবৎআজ্ঞায় জীবকলাণের জন্য ভক্তগণের সাধনভজন নির্ব্বিঘ্ন ও নিরুপদ্রব করিবার জন্য নাস্তিক অসুরগণের মোহনের নিমিত্ত 'চিজ্জড়-সমন্বয়বাদ', 'জীব-ব্রহ্মৈকবাদ', 'নির্ব্বিশেষ মায়াবাদ' প্রচার করেন। (পত্রামৃত, ৫৮)

সমন্বয়বাদীর কারখানায় যে 'অবতার' সৃষ্ট হইয়াছে, তাহারা সঙ্কীর্ত্তনারম্ভেই শ্রীগৌরনাম ও শ্রীগৌর-অর্চ্চার ধ্বংসসাধনে ব্যস্ত। তাহারা সঙ্কীর্ত্তন-প্রচারকে দুর্ব্বলের হাতিয়ার ভাবিয়া আসুরিক বল বৃদ্ধির জন্য 'যুগধর্ম্ম'-প্রচারে উঠিয়া

পড়িয়া লাগিয়াছেন। তাহারা মানুষকে 'অবতার' সাজাইয়া 'অসাম্প্রদায়িক' বলিয়া নিজদিগকে জাহির করিতেছেন। (প্রবন্ধাবলী, ''গৌড়ীয়ের অষ্টত্রিংশ বর্ষ'')

সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়বাদ ও চিজ্জড়-সমন্বয়বাদ

সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়বাদী ও চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী—দুই একই গোষ্ঠীভুক্ত। সমন্বয়বাদী যথেচ্ছাচারী; তাহারা সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ভাবের একাকারত্ব দেখিতে চাহেন। গীতা-ভাগবত এইরূপ অযৌক্তিক বিচারের প্রতিবাদ করিয়াছেন। মানবের ইচ্ছানুসারে ধর্ম্মের সৃষ্টি হয় নাই। শাস্ত্রে শুদ্ধভক্তি ও শ্রীভগবৎপ্রেমের স্বরূপ ব্যাখ্যা রহিয়াছে। ভোগবাদ ও ভক্তি এক নহে। নির্ব্বিশেষবাদ কল্পনাপ্রসূত—স্ব-পর-বঞ্চনাবিশেষ নাস্তিক্যবাদ। (প্রবন্ধাবলী, ''গৌড়ীয়ের ত্রিংশ বর্ষ'')

''যত মত তত পথ''—বাক্য প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা ও মনোধর্ম্মিগণের লোকবঞ্চনা বিশেষ। 'নির্ব্বিশেষ মুক্তি'—জীবের আত্মহত্যা-স্বরূপ ও ভোগ-মোক্ষকামনা—পিশাচী-স্বরূপ, তন্মধ্যে মোক্ষাবাঞ্ছা অধিকতর কপটতা। 'গণমত' ও 'বাস্তবসত্য' এক নহে। প্রথমটী পার্থিববস্তু নিরূপণকারী, অপরটী তত্ত্বপ্রকাশক। (প্রবন্ধাবলী, ''গৌড়ীয়ের পঞ্চবিংশ বর্ষ'')

'জীবসেবা' ও 'জীবপ্রেম'-শব্দ নাস্তিকতা-প্রসূত। বদ্ধজীবের প্রতি 'দয়া' এবং মুক্তপুরুষের প্রতি 'সেবা'-শব্দ প্রযুক্ত হয়। শ্রীভগবানই প্রেমাস্পদ, সুতরাং এই 'প্রেম'-শব্দ বিষয়বিগ্রহের প্রতিই প্রযোজ্য। (ঐ)

'সকল দেব-দেবীই সমান' নহেন; (*কারণ*) শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণতম-তত্ত্ব, আর সকলেই তাঁহার দাস বা অণু অংশ। (*আবার*) কৃষ্ণ—অংশী, অবতারী এবং রাম-নৃসিংহাদি—অবতার। (ঐ)

'শ্রীবিগ্রহসেবা'ও'পৌত্তলিকতা'এক নহে; বদ্ধজীবের কল্পিত বস্তুই পুতুল, আর প্রপঞ্চে সেবাগ্রহণের নিমিত্তই শ্রীবিগ্রহের অপ্রাকৃত-স্বরূপে অবতরণ। (ঐ)

'পঞ্চোপাসনা'র দ্বারা নামাপরাধ হইয়া থাকে, আর শুদ্ধবৈষ্ণব অপ্রাকৃত বিষ্ণুর সেবা করেন। (ঐ)

'বৈষ্ণবধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের শাখাবিশেষ' নহে; 'হিন্দু' শব্দটী অবৈদিক ও বৈদেশিক; বৈষ্ণবধর্ম্মের অপর নাম আত্মধর্ম্ম, ভাগবত-ধর্ম্ম, জৈবধর্ম্ম বা সনাতন-ধর্ম্ম।

''সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনম্''—বিচার পৌত্তলিকতা বিশেষ; মানুষ কখনও ভগবানের শ্রীরূপ কল্পনা করিতে পারে না। (ঐ)

''গুরু ও ইষ্টমন্ত্র রুচি-অনুযায়ী'' গ্রহণ করা উচিত নহে; কারণ 'গুরু' ও 'শিষ্যে'র গুরুত্ব ও শাসন-স্বীকার এক নয়। 'মন্ত্র' মনন-ধর্ম্ম হইতে ত্রাণ করেন এবং 'দীক্ষা'-দ্বারা দিব্যজ্ঞানের উদয় হয়। (ঐ)

''চিনি হতে চাই না, চিনি খেতে চাই''—দুই বিচারই অ-ভক্তি বা সম্ভোগবাদে পূর্ণ। (ঐ)

''ঢেঁকি ভজলে ভবনদী পার হওয়া যায়'' না। কৃষ্ণভজন ব্যতীত অপ্রাকৃত প্রেম লাভ কখনই হয় না। (ঐ)

''অসি ছেড়ে ধর মা বাঁশী''—বাক্যে কালীকে কৃষ্ণ সাজাইবার অপচেষ্টা অবৈধ; কিন্তু কৃষ্ণ কালী হইতে পারেন, কালী কখনও কৃষ্ণ হন নাই। (ঐ)

''জীব—শিব, শিবজ্ঞানে জীবসেবা''—জগদ্‌গুরু বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শম্ভুর অবমাননা বিশেষ ও একপ্রকার নাস্তিকতা। (ঐ)

''খাদ্যের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই''—বাক্য অশাস্ত্রীয় ও অযৌক্তিক; আহার-বিহার, চাল-চলন, আচার-ব্যবহারে বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকভাব প্রয়োজন—ইহাতে স্বাস্থ্য, মন ও আত্মা পবিত্র থাকে। (ঐ)

সৎ এর সহিত অসতের compromise (বনিবনা) কোনদিনই হইতে পারে না—যেরূপ জড়বাদীর সহিত আত্মকল্যাণকামীর কখনও মিলন সম্ভব নয়। (প্রবন্ধাবলী, ''গৌড়ীয়ের ত্রিংশ বর্ষ'')

কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তবাদ

''অপুনর্ভব মুক্তি'' (*কথাটি*) সর্ব্বত্রই প্রচারিত আছে। (*কিন্তু*) ''অক্ষয় স্বর্গে''র কথাটী কেবল বাক্য-বিন্যাস মাত্র। উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য সাধারণতঃ লক্ষিত হয় না। তবে 'স্বর্গ'-শব্দের অর্থ বৈকুণ্ঠাদি নিত্য ধামসমূহকে লক্ষ্য করিলে ''অক্ষয় স্বর্গের'' সার্থকতা আছে। (প্রবন্ধাবলী, ''৮৪ ক্রোশ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ও শ্রীঊর্জ্জব্রত'')

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা ও মূলকারণ হইলেও, মায়ামুগ্ধ ব্রহ্মবন্ধুগণ (*ব্রাহ্মণাধমগণ*) ভগবানের সেবার পরিবর্ত্তে দাম্ভিকতাবশে প্রাকৃত-বুদ্ধিক্রমে তাঁহাকে ক্ষত্রিয়কুলজাত বা গোপবংশীয় বলিয়া তাহাদের সেবক জ্ঞান করায় অপরাধী ও ভক্তিচ্যুত হইয়া অধঃপতন বরণ করেন। যে ব্রহ্মণ্যদেবকে আশ্রয় করিয়া তাঁহারা প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাকে অবজ্ঞা বা হীন প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিলে তাঁহাদের স্বীয় অস্তিত্ব কিরূপে সংরক্ষিত হইতে পারে? ইহা 'পিতৃ-দ্রোহাচরণ' ভিন্ন আর কিছুই নয়। কোন বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট ব্যক্তি যদি সেই শাখাই মূলবৃক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চেষ্টা করে, তাহার ন্যায় অর্ব্বাচীন আর কে আছে? পিতাকে অস্বীকার বা অবজ্ঞা করিলে পুত্রের পুত্রত্ব কোথায়? (প্রবন্ধাবলী, ''দৈব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম'')

ব্রাহ্মণাদি বর্ণীর শ্রৌতপথে অধোক্ষজ-কৃষ্ণসেবাই একমাত্র বৃত্তি। কিন্তু সেই অচ্যুতের সেবাপূজাদ্বারা তাঁহার সর্ব্বসিদ্ধি হইবে, ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া বিষ্ণুকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অন্যান্য আধিকারিক দেবগণের সেবায় প্রবৃত্ত হইয়া বহ্বীশ্বরবাদের আবাহন করেন। মায়াধীশ কৃষ্ণকে মায়িক দেব-দেবীর সহিত সমজ্ঞান করিয়া তাহারা অপরাধক্রমে পাষণ্ডী-শ্রেণীভুক্ত হন। ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইয়া তাহারা বিষ্ণুকে বাদ দিয়া '**উদ্দিশ্য দেবতা এব জুহোতি চ দদাতি চ**'—ইতর দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে পূজা-হোমাদির অনুষ্ঠান করেন এবং কর্ম্মকাণ্ডই বেদের একমাত্র তাৎপর্য্য ও নশ্বর ক্রিয়ানুষ্ঠানদ্বারা যে ফললাভ হয়, তাহাই চরম প্রয়োজন—এইরূপ বিবর্ত্তবুদ্ধিতে পতিত হন। (ঐ)

প্রাকৃত কামনা-বাসনাদ্বারা প্রপীড়িত হইয়া উহার সত্বর ফললাভের উদ্দেশ্যে তাহারা বিষ্ণু হইতেও দেব-দেবীর ক্ষমতা অধিক মনে করিয়া তাঁহাদেরই প্রপত্তি স্বীকার করেন। কিন্তু বহু আয়াসযুক্ত ক্রিয়াবিশেষদ্বারা সেই অল্পবুদ্ধিগণ যে ফললাভ করেন, তাহা নশ্বর এবং আত্যন্তিক মঙ্গলের পরিপন্থী। (ঐ)

ভোগৈশ্বর্য্যাসক্ত এই মূঢ় বর্ণীগণ কৃষ্ণভজনে বিমুখ হইয়া নারায়ণ-তত্ত্বের প্রতিই তাহাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি আরোপের ভাণ করেন। কারণ তাহারা জানেন যে, নারায়ণ বা শালগ্রাম-শিলা ব্যতীত তাহাদের কাল্পনিক ভোগের যোগানদারকারী দেব-দেবীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ও পূজা সম্ভব নয়। (ঐ)

শ্রীকৃষ্ণ ও নারায়ণে রসগত বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্য আছে, পরন্তু তত্ত্বতঃ কোন পার্থক্য না থাকিলেও, ইঁহাদিগকে ভেদবুদ্ধি করায় ঐ অনিত্য দেবযাজীগণ নামাপরাধী হইয়া অবশেষে নারায়ণকেও 'সাংখ্যের পুরুষ' মনে করিয়া তাঁহার দ্বারা কাজ হাঁসিলের চেষ্টা করেন। অর্থাৎ তাহারা উভয় তত্ত্বেই বস্তুতঃ আস্থাহীন হইয়া পড়েন। (ঐ)

এইসকল অজ্ঞগণ নিজেরা পুরুষের অভিমান বা শিবের অভিমান করিয়া ভগবানের স্ত্রীরূপ বা মহামায়ার রূপ দেখিবার ইচ্ছা করে, কিন্তু তাঁহার স্তব-স্তুতি সাধনা করিয়াও ঐরূপভাবে মোহিত হয়। শাস্ত্রে ভগবানের সহিত শান্ত, দাস, সখা, মাতা-পিতা ও পত্নী-সম্বন্ধ—এই পাঁচপ্রকার আত্মার নিত্যসম্বন্ধের কথা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু জীবাত্মার সহিত ভগবানের স্ত্রী বা জননীসম্বন্ধের কথা বলেন নাই। ভগবানকে স্ত্রী বা জননীরূপে দেখিতে চাহিলেই জীবদিগকে মহামায়া মোহিত করেন। ভগবান ক্লীব বা স্ত্রী নহেন; তিনি লীলা-পুরুষোত্তম, জীবমাত্রেই তাঁহার প্রকৃতি। (ঐ)

আমাদের বাংলার বিশেষ দুর্ভাগ্য এই যে,—মাধ্ব-গৌড়ীয়েশ্বর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর এবং তদনুগত গৌড়ীয়-গোস্বামীবর্গ তাঁহাদের নিজস্ব শাস্ত্রীয় আচরণদ্বারা প্রচারাদি করিয়াছেন। যাঁহারা পরবর্ত্তিকালে 'প্রভু-সন্তান' বলিয়া দাবী করেন, তাঁহারা 'গৌড়ীয়াচার্য্য' সাজিয়া বংশানুক্রমে 'গোস্বামী' উপাধি চালাইয়া যাইতেছেন, তাঁহারা শুদ্ধ-গৌড়ীয়ের বিচারধারা অবলম্বন না করায় অগৌড়ীয় বলিয়া সংজ্ঞিত হইয়াছেন। এইরূপ তথাকথিত আচার্য্যগণ বৈষ্ণবস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও সৎক্রিয়াসার- দীপিকাদি সাত্বত-স্মৃতির বিচার পরিত্যাগপূর্ব্বক অবৈষ্ণব স্মার্ত্ত-সমাজের আনুগত্য করিতেছেন। তাঁহারা শুদ্ধাচার-বর্জ্জিত হইয়া শুদ্ধবৈষ্ণব সমাজ প্রতিষ্ঠার পরিবর্ত্তে অসদাচারী 'সংযোগী-বৈষ্ণব' নামে বৈষ্ণব-সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়াছেন। আউল, বাউল, সহজিয়া, বাবাজী শ্রেণীও উহাদের অনুবর্ত্তন করিতেছেন। (''শ্রীপত্রিকার নববর্ষ'', শ্রীগৌ পত্রিকা, ৪৭শ বর্ষ)

শুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ জানেন, শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর পুত্রগণের মধ্যে একমাত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ গোস্বামীই বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি চিরকুমার থাকিয়া

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা করিয়াছেন। তাঁহার লৌকিক বা জাগতিক বংশ বলিয়া কিছুই হইতে পারে না। শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের অন্যান্য পুত্রগণ অবৈষ্ণব থাকায় তাঁহাদের অবৈষ্ণব-বংশ বলিয়া পরিচিত। যদি সেই বংশে কেহ বৈষ্ণব-সদাচার গ্রহণ করিয়া পরমার্থ-তত্ত্ববিৎ হন, তবে সেই ব্যক্তিবিশেষকে 'গোস্বামী' বলিয়া মানিয়া লইতে কাহারও আপত্তি নাই। প্রকাশ থাকে যে, শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পিতৃশ্রাদ্ধের শ্রাদ্ধপাত্র পাঙ্‌ক্তেয় ব্রাহ্মণের অভাবে ব্রাহ্মণ-লক্ষণাক্রান্ত নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া হরিহর ভট্টাচার্য্যের পুত্র নব্যস্মার্ত্ত রঘুনন্দন স্বীয় শিষ্য গোস্বামী ভট্টাচার্য্যকে (শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের প্রপৌত্র) তাঁহার প্রপিতামহের কুশপুত্তলিকা দাহান্তে স্বীয় প্রবর্ত্তিত স্মার্ত্তবিধি অনুসারে পুনরায় শ্রাদ্ধ করাইয়াছিলেন। বিশেষ পরিতাপের বিষয় এই যে, কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণ এইরূপে সকলকে পারমার্থিক সদাচার-পালনে চিরদিনই বাধা সৃষ্টি করিয়াথাকেন।সুতরাং স্মার্ত্ত সমাজের অধীন থাকিয়া কেহই কখনও পারমার্থিক আচার-নিষ্ঠা সংরক্ষণ করিতে পারেন না বা তাঁহারা 'শুদ্ধবৈষ্ণব—গৌড়ীয়' বলিয়া বিবেচিত হন না। (ঐ)

বহু কর্ম্মজড় ব্যক্তির ধারণা এই যে, কর্ম্ম করিতে করিতে তাহার ফলরূপে ভক্তি মিলিবে, যেহেতু তাহারাও পূজার্চ্চনাদি করিয়া থাকেন, কিন্তু শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত তাহা নহে। কারণ জড়কর্ম্ম করিতে করিতে কেবলমাত্র প্রাকৃত কামনা-বাসনাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; সুতরাং কর্ম্মের ফল কখনই ভক্তি হইতে পারে না। সুতরাং প্রাকৃত কর্ম্মের ভক্তির ন্যায় কিছু অনুষ্ঠান দেখা গেলেও উহা কর্ম্মাঙ্গ, কখনই ভক্ত্যঙ্গ নহে। জীব যতদিন স্বীয় ভোগ-প্রচেষ্টায় ব্যস্ত থাকিবে, ততদিন তাহার কোন অনুষ্ঠানই ভগবৎপ্রীতিমূলক না হওয়ায় উহা কখনই অহৈতুকী ভক্তি-মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। উহা আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিমূলক প্রাকৃত কর্ম্মাঙ্গ বলিয়াই জানিতে হইবে। (''শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার নববর্ষে প্রবেশ'', শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা, ৪৮শ বর্ষ)

পঞ্চোপাসনা

বিষ্ণুই সকল দেবতার প্রাণ ও মূল—তাঁহার পূজা করিলেই সকলের পূজা ও তুষ্টি হয়—''**তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং, প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ**''—ইহা

জানিয়াও নানা দেব-দেবীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। কামনা-মূলে বহু দেবতার পূজা—অপসাম্প্রদায়িকতা ও বেদবিরুদ্ধ মত—ইহা বহুতর শাস্ত্রে প্রতিধ্বনি করিলেও ইহারা পঞ্চোপাসক-শ্রেণীভুক্ত হইয়া শক্তি, গণেশ, রুদ্র, কল্পিত (কর্ম্মের অঙ্গ বা কর্ম্মফলবাধ্য) বিষ্ণু ও সূর্য্যের উপাসনায় ব্যাপৃত হন।(''দৈব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম'')

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—''**হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্**'' ''**একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য**'', ''**গঙ্গা-দুর্গা দাসী মোর, মহেশ কিঙ্কর।**'' তিনি স্পষ্টভাবে পঞ্চোপাসনা নিরাস করিলে বলিয়া থাকি,—''তাঁহার ধর্ম্ম অবৈদিক।'' শ্রীগৌরসুন্দর যে শিব-দুর্গাদি দর্শনের লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি কৃষ্ণ ব্যতীত অপরকে স্বতন্ত্র পরমেশ্বর-বুদ্ধি করিবার আদর্শ দেখান নাই। উহারা সকলেই পরমেশ্বরের কিঙ্কর বা বৈষ্ণব, এইরূপ বিচারই প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু দেবতাগণের সগুণ কল্পিত ব্যবহারিক রূপ স্বীকার করেন নাই বা চরমে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মে বিলীন হইবার আকাঙ্ক্ষাও রাখেন নাই। তিনি বিষ্ণু-বৈষ্ণবের নিত্য অপ্রাকৃত কলেবর স্বীকার করিয়াছেন। (ঐ)

অবৈষ্ণব পঞ্চোপাসক স্মার্ত্তগণের সম্বন্ধে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভু জানাইয়াছেন,—(১) ''অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ'' অর্থাৎ অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্রলাভ করিলে নরকগমন হয় ; অতএব যথাশাস্ত্র পুনরায় বৈষ্ণবগুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে। (২) কলিতে শৌক্রব্রাহ্মণগণের শুদ্ধিতা নাই, তাঁহারা শূদ্রসদৃশ, তাঁহাদের বৈদিক-কর্ম্মানুষ্ঠান-মার্গে নির্ম্মলতা নাই। পাঞ্চরাত্রিক বিধানেই তাঁহাদের শুদ্ধি। (৩) ভগবদ্ভক্ত শূদ্রকুলেই প্রকটিত হউন, আর নিষাদ-শ্বপচাদি অন্ত্যজকুলেই আবির্ভূত হউন, যে ব্যক্তি তাঁহাদিগকে জাতিসামান্যে দর্শন করে অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তকে 'শূদ্র','নিষাদ' বা 'শ্বপচ' বলে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই নরকে গমন করিয়া থাকে। (৪) যে মূঢ়গণ বৈষ্ণব-মহাত্মদিগের নিন্দা করে, তাহারা পিতৃগণসহ মহারৌরব নরকে পতিত হয়। (৫) যে-সমস্ত জড়বুদ্ধি অন্যদেবতার সহিত বিষ্ণুকে সমানজ্ঞানকারী, তাহারা একাগ্রচিত্ত হইলেও ঐকান্তিকী হরিভক্তি প্রাপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি শ্রীনারায়ণকে ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবগণের সহিত তুল্যজ্ঞানে দর্শন করে, সে নিশ্চয়ই পাষণ্ডী। (৬) মায়াবাদ অসৎশাস্ত্র, উহা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত।

কলিকালে আমি (শ্রীমহাদেব) ব্রাহ্মণমূর্ত্তিতে এই অবৈদিক মায়াবাদ অসুরমোহনের নিমিত্ত প্রচার করিব। (৭) বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের প্রীত্যর্থে নৃত্য-গীত কর্ত্তব্য, কিন্তু জীবিকার্থ কদাচ উহা করিতে নাই। জীবিকার্থ নৃত্য-গীতাদি করিলে পাপে নিমগ্ন হইতে হয়। পাপী ও পাপসমর্থনকারী ব্যক্তি উভয়ই পাপী।'' (''সৎক্রিয়াসার-দীপিকা'' -গ্রন্থে 'নিবেদন')

যাহারা ভগবানের বা কোন দেবদেবীর করুণা পাইয়াছে বলিয়া অহঙ্কার করে, তাহাদের কখনও কল্যাণ হইতে পারে না। শ্রীভগবান্ যাহাকে দয়া করেন, তাহার কখনও সিদ্ধান্ত-বিরোধ হইবে না; তিনি কখনও অশাস্ত্রীয় অযৌক্তিক কথা ভাবাবেশে বলিতে পারেন না। সাধনভজন ও ভগবদ্বিষয়ে অভিজ্ঞান—বাস্তব; উহা কখনও কাল্পনিক মিথ্যা নহে। (পত্রামৃত, পত্র—৩৫)

কোন দেবদেবী ভুল সিদ্ধান্ত কখনও বলিতে পারেন না। তাঁহারা সত্যাশ্রয়ী বলিয়া তত্ত্বসিদ্ধান্ত-অনুযায়ী উক্তিই করিয়া থাকেন। শাস্ত্রজ্ঞ, তত্ত্বদর্শি-ব্যক্তিগণ কখনই ভুল, সিদ্ধান্তবিরোধপূর্ণ কথা বলেন না। সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য একই তত্ত্বদর্শন প্রকাশ করিয়া থাকেন। ''যেই কালী, সেই কৃষ্ণ''—কখনই হইতে পারে না, ইহা তত্ত্ববিরোধ (ঐ)

অধ্যাত্মবাদ, মনোধর্ম্ম

ধর্ম্মজগতে তত্ত্বের অন্বয়মুখী আলোচনা না করিয়া অনেকেই আজ গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-শ্রবণাদিতে বিশেষ আগ্রহী। অধ্যাত্মবাদ—মনঃসম্পর্কীয় কাল্পনিক ব্যাপারবিশেষ, তাহাতে এত আগ্রহ কেন? শাস্ত্রের অভিধা-বৃত্তি গ্রহণ না করিয়া 'লক্ষণা' করিলে আমাদের মঙ্গল কোথায়? কল্পনা একটা Negative idea মাত্র। প্রকৃতিকে জগৎকর্ত্রী বলা—**শাক্তধর্ম্ম** ; জড়ের মধ্যে উত্তাপের প্রাধান্য স্থাপনই **সৌরবাদ।** পশু-চৈতন্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনই **গাণপত্য-ধর্ম্ম** ; শুদ্ধ নর-চৈতন্যের শিবরূপে উপাসনাই **শৈববাদ** এবং জীব-চৈতন্যের দ্বারা পরম-চৈতন্যের উপাসনাই **বিদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্ম**রূপে প্রকাশিত। (প্রবন্ধাবলী, ''গৌড়ীয়ের অষ্টাবিংশতি বর্ষ'')

প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত, নিত্য ও অনিত্য, আত্ম ও অনাত্ম, ভক্তি ও ভুক্তি—ইহাদের পার্থক্য সদ্‌গুরুচরণাশ্রয়ে বিশেষরূপে অভিজ্ঞাত না হইয়া পরমার্থের সহিত শারীরিক, মানসিক, লৌকিক, ব্যবহারিক, নৈতিক ও সামাজিক ইতর ভাবসমূহের গোঁজামিল দিয়া যে অভিনব তত্ত্ব সৃষ্টি করা হয়, তাহা 'সনাতন' নহে। (প্রবন্ধাবলী, ''আত্মধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য'')

আমরা শ্রীচৈতন্যদেবকে মানি ও ভক্তি-শ্রদ্ধা করি বলিয়া অনেকেই বলিয়া থাকি। ঈশ্বরকে বা বেদকে না মানিলে লোকে 'নাস্তিক' বলিয়া ঘৃণা করিবে, আমাদের সম্মান-প্রতিষ্ঠা থাকিবে না—এইরূপ ভাবিয়াই আমরা অনেক সময়ে শ্রীচৈতন্যদেবকে মুখে মানিয়া থাকি। একশ্রেণীর ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা মহাপ্রভুর নিজজনগণের কথা (*স্বীকার করা*) দূরে থাকুক, তাঁহাদের বিচারধারাকে 'সঙ্কীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক' বলিতেও কুণ্ঠিত হন না। তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনে যথেচ্ছাচার বা অসদাচারের প্রশ্রয় দিয়াও, তাঁহারা 'সবজান্তা' মনে করেন। অনেক সময়ে তাঁহারা লেখনীতে, বক্তৃতায়, প্রবন্ধ-রচনায়, গ্রন্থলিখনে, সংবাদপত্রের সম্পাদকতায় মহাপ্রভুকে অধিক বুঝিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া আস্ফালন করেন। এককথায় তাঁহারাই মহাপ্রভুর তত্ত্ব অধিক হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন বলিয়া জাহির করেন। যাঁহারা নিরপেক্ষ, তাঁহারা উহাদের দুর্ব্বলতা, কপটতা ও আত্মবঞ্চনা ধরিতে পারেন ; তাঁহারা জানেন, উহা দাম্ভিকতা ও মনোধর্ম্ম মাত্র। (প্রবন্ধাবলী, ''গৌড়ীয়ের অষ্টাত্রিংশ বর্ষ'')

কেহ কেহ বলেন,—'শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন ও করিয়াছেন, আমরা সেইটুকুই তাঁহার 'মত' বলিয়া স্বীকার করিব। তাঁহার ভক্তগণ তাঁহাকে অতিরঞ্জিত করিয়া সাজাইয়াছেন। আমরা সেই সাম্প্রদায়িকতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি।' এইরূপ অনেকেই শ্রীষড়্‌গোস্বামী, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর প্রভৃতির সিদ্ধান্ত ও বিচার নিজেদের সুবিধাবাদের প্রতিকূল ভাবিয়া উহা 'মতবাদদুষ্ট' বলিতেও কুণ্ঠিত হন না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহকে বাদ দিয়া তাঁহার শিরোদেশের পূজা নিশ্চয়ই ''অর্দ্ধকুক্কুটী-ন্যায়''। ইহারা ভক্তের

প্রতি বিদ্বেষ ও মাৎসর্য্য ভাব পোষণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নিরপেক্ষভাবে মানিয়া লইতে পারেন নাই বরং তাঁহাকে নিজেদের সীমিত বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা মাপিয়া লইতে গিয়া বঞ্চিত হইয়াছেন। (ঐ)

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আচার ও প্রচারে তিনি একমাত্র কীর্ত্তনপ্রধানা শুদ্ধভক্তিকেই ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় ও উপেয় বলিয়াছেন, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি-পথকে হিংস্রজন্তু-সঙ্কুল কুপথ ও বিপথ বলিয়া জানাইয়াছেন, উহাদের বিষভাণ্ড বা নরক হইতেও অপকৃষ্ট বলিয়াছেন, তখন সুবিধাবাদী আমরা উহাকে পরমত-দূষণ বা অতিস্তুতিমাত্র মনে করি। শ্রীগৌরসুন্দর অন্যাভিলাষিতাশূন্য ও কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-অনাবৃত অনুকূল অনুশীলনকে 'উত্তমা ভক্তি' বলিয়াছেন। আমরা কিন্তু ভক্তিকে কর্ম্ম-জ্ঞানাদির ন্যায় একটী বিকল্প উপায়মাত্র বলিয়া মনে করি। (*এইরূপে*) শ্রীগৌরহরির বিরুদ্ধাচরণকেই আমরা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহি। (ঐ)

কেহ বলেন,—নির্জ্জনভজনই মহাপ্রভুর মত, কৃত্রিমভাবে লীলা-স্মরণই তাঁহার জ্ঞানাদর্শ। আবার কেহ বলেন—ভাবুকতা-কামুকতাই মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেম বা ভক্তি ; তাঁহার ধর্ম্মে দার্শনিক বিচার ও শিক্ষা নাই। কেহ বলিতেছেন, —মহাপ্রভু নামকেই বড় করিয়াছেন, নাম-সঙ্কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন শ্রেষ্ঠ সাধন ও সাধ্য নাই, ইহা অন্যায় গোঁড়ামি। শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্বন্ধে এইরূপ বহু কল্পনা, অনুমান ও উদ্ভাবনী শক্তি (?) সাধারণ মানবকে প্রকৃত তত্ত্ব হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে। (ঐ)

শ্রীগৌরজন ব্যতীত গৌরসুন্দরের তত্ত্ব অন্য কেহ প্রকাশে সমর্থ নহেন। বদ্ধজীব ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ চতুষ্টয়-বর্জ্জিত হইলেই বাস্তব তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত অনুধাবন করিতে পারেন। শ্রীগৌরসুন্দরের স্বরূপই তাঁহার বাস্তব পরিচয়। গুর্ব্বানুগত্যে শ্রীনিত্যানন্দ-গৌরাঙ্গের প্রাথমিক ও চরম পরিচয় সম্ভব। মনুষ্যে পরমেশ্বরত্ব আরোপবাদরূপ অপরাধ নিরসন করিবার জন্যই কৃষ্ণের শ্রীগৌরাবতার। (ঐ)

যাঁহাদের মালাজপ করিতে আপত্তি, তাঁহারা ভ্রান্ত ও সুবিধাবাদী। ''মালা জপে শালা,করজপে ভাই, যে মন্ মন্ জপে, উস্‌কো বলিহারী যাই''—প্রবাদবাক্যে তাহারা বিশ্বাসী। অর্থাৎ তাঁহারা কোন মতেই আস্থাশীল নহেন। ইসলাম-ধর্ম্মে, খৃষ্টধর্ম্মেও মালাজপের বিধান আছে, নাই কেবল শূন্যবাদী Nihilist বা

Pantheist সম্প্রদায়ে। পঞ্চোপাসকী, বহ্বীশ্বরবাদীও ঐ সুবিধাবাদের অন্তর্গত। (পত্রামৃত, পত্র—৩)

আধুনিক একদল লোকের অভিমত এই যে, 'ভিক্ষাদ্বারা সংগৃহীত অর্থ যদি দরিদ্রসেবায় বা দেশ ও দশের শারীরিক বা মানসিক অভাবমোচনকল্পে নিযুক্ত হয়, তবেই ভিক্ষা দেওয়া-নেওয়ার সার্থকতা। নতুবা ভিক্ষা গৃহস্থের উপর করস্বরূপ মাত্র।' প্রথম মুখে কথাটা বড়ই ঠিক বোধ হয়। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, দরিদ্রসেবা বা দেশ ও দশের সেবা তুমি আমি কতটা কতক্ষণের জন্য করিতে পারি? কোন ধনবান্ ব্যক্তি হয়ত' দশসহস্র দরিদ্রকে একমাস ধরিয়া অন্নদান করিলেন। তাহাতেই বা তাহাদের অভাব মোচন হইল কৈ? তাহার অন্নের অভাব মোচন করিলে ত' বস্ত্রের অভাব রহিল। অন্নবস্ত্রের অভাব দূর করিলে ত' শারীরিক ব্যাধি হইল। শারীরিক ব্যাধির উপশম করিলে ত' মানসিক অশান্তি, শোক, দুঃখ, ভয়, মৃত্যু কতই না নিত্য নূতন নূতন অভাব একটীর পর আর একটী উপস্থিত হইতে লাগিল। এইজন্য যাঁহারা দূরদর্শী, নিত্যানিত্য-বিবেকী, তাঁহারা বলিলেন, 'তুমি জীবের অভাব এমনভাবে মোচনে প্রবৃত্ত হও যেন তাহার আর কোনও দিন দ্বিতীয় অভাব উপস্থিত না হয়। তাহাকে স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত কর। জীব ভগবানের নিত্যদাস, সে তাহা ভুলিয়া নিজকে মায়ার দাস অভিমান করিতেছে, এইজন্যই তাহার অভাব—এই কথা তাহাকে পুনঃ পুনঃ জানাইতে জানাইতে তাহার সুপ্তচেতনবৃত্তিকে জাগাইয়া দাও। তাহাতে কীর্ত্তনকারী ও শ্রবণকারী উভয়েরই কল্যাণ হইবে। কীর্ত্তন করিতে করিতে তোমার প্রবুদ্ধ আত্মাও জাগ্রত হইবে, অপর জীবও জাগরিত হইবেন।' (প্রবন্ধাবলী, ''ত্যাগী শুদ্ধভক্তের ভিক্ষাবৃত্তি'')

মায়াবাদ, নির্ব্বিশেষ-বাদ

নির্ব্বিশেষবাদিগণ 'সোঽহম্'-বিচারে আপনাদিগকে 'ব্রহ্ম' মনে করিয়া 'নারায়ণ' বলিয়া প্রচার করেন। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণ বিবর্ত্তবাদী সন্ন্যাসিগণকে 'নারায়ণ' বলিয়া প্রণামাদি করিলেও, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ঐরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ প্রথার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন, সন্ন্যাসী চিৎকণ কিরণসদৃশ জীবতত্ত্ব,

তাঁহারা ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ নহেন ; সুতরাং তাঁহাদের 'নারায়ণ' বলিয়া প্রণাম করা উচিত নয় ; ইহা অশাস্ত্রীয় ও অযৌক্তিক। (শ্রীপত্রিকার নববর্ষে প্রবেশ, শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা, ৪৬শ বর্ষ)

''পঞ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ে' কাঁদে''—ইহা এক নাস্তিকের উক্তি। জীবের পাঞ্চভৌতিক শরীর মায়াকল্পিত। যিনি মায়াধীশ, তিনি জড়মায়ার কারাগারে বন্দীজীবন-যাপন ও ত্রিতাপক্লিষ্ট হইবেন কেন? পরব্রহ্ম শ্রীভগবান্ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াও মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হন না, ইহাই তাঁহার ঈশ্বরত্ব। ভগবৎবিস্মৃত বদ্ধজীবই কর্ম্মফল ভোগ করে এবং পঞ্চভূতের দৌরাত্ম্য—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারকে সম্বল করিয়া পাঞ্চভৌতিক শরীরেই ক্লেশ প্রাপ্ত হয়। মায়াধীশ পরমেশ্বরের কখনই জড়মায়া-স্পর্শ ঘটে না—ইহাই গীতায় পরোক্ষভাবে **''মায়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতি সূয়তে সচরাচরম্''** শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ও উপনিষদেও ''দ্বা সুপর্ণা'' শ্লোকে ঐ নিগূঢ় অর্থ প্রকাশিত। (পত্রামৃত; পত্র—১৭)

জীব-ব্রহ্মৈকবাদ—অবৈদিক নাস্তিক্য মতবাদ। সনাতন আর্য্য-ঋষিগণ ইহা সর্ব্বত্র গর্হণ ও নিরসন করিয়াছেন। গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্রে এই মতবাদকে আসুরিক বলিয়া জানাইয়াছেন। (ঐ)

যাঁহারা জীব-ব্রহ্মৈকবাদী, তাঁহারাই ঈশ্বর ও জীবে অভেদত্ব কল্পনা করেন। 'ঈশ্বর'-শব্দে যদি আধিকারিক দেবতাকে লক্ষ্য করা হয়, তাহা হইলে শ্রেষ্ঠ জীবই দেবতা হওয়ায় কিছুটা সাম্যভাব আসিতে পারে; কিন্তু 'ঈশ্বর'-শব্দ পরমেশ্বর কে লক্ষ্য করিলে উহা মারাত্মক দোষ-ত্রুটী ও অপরাধমূলক বিচার। **''মায়াধীশ, মায়াবশ—ঈশ্বরে জীবে ভেদ''**—ইহাই বাস্তব তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত। (ঐ)

জীবেশ্বরবাদী, বহ্বীশ্বরবাদী, পঞ্চোপাসকী, অহংগ্রহোপাসক, মায়াবাদী, নির্ব্বিশেষবাদী, বিশ্বরূপোপাসক—ইহারা সকলেই ন্যূনাধিক নাস্তিক। (ঐ)

'অবিদ্যাগ্রস্ত ব্রহ্মই জীব, আর অবিদ্যামুক্ত জীবই ব্রহ্ম'—যতদিন এই ভ্রমপূর্ণ বিচার থাকিবে, ততদিন তাঁহার মধ্যে তত্ত্বসিদ্ধান্ত প্রবেশ করিতে পারে না। (ঐ)

অচিৎ-নির্ব্বিশেষভাবের ঊর্দ্ধে থাকিয়াই ভগবান্ অপ্রাকৃত রূপ-গুণ-লীলাদি চিদ্‌বৈশিষ্ট্যযুক্ত—ইহা কেবল নির্ব্বিশেষবাদী বা মায়াবাদীর বুদ্ধিরই অগম্য। এই

শ্রেণীর লোক মনে করেন,—'যত কিছু ইন্দ্রিয়, নাম, রূপ, গুণ সমস্ত আমাদেরই থাকিবে, তাহা হইলে আমরা বিশ্বভোগের অধিকারী হইতে পারিব।' ইহারা মুখে ভগবানকে 'সর্ব্বশক্তিমান্' বলিয়াও কার্য্যকালে তাঁহাকে 'নিঃশক্তিক', 'নপুংসক' প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করেন। ইহারা পরাৎপর তত্ত্ব পরমেশ্বরকেও 'মায়াময়' বলিয়া তাঁহার অচিন্ত্য সর্ব্বশক্তিমত্তার প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। (প্রবন্ধাবলী, ''দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম্ম'')

পরিশেষে ইহারা ভগবানকে ইন্দ্রিয়বিহীন করিয়াই ক্ষান্ত হন না, পরন্তু তাঁহার অস্তিত্ব জগৎ হইতে সম্পূর্ণরূপে লোপ করিবার চেষ্টা করেন। ইহারা স্বয়ং ভগবানের আসন দখল করিয়া বসেন। **''ঈশ্বরোঽহং অহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী''**—ইহাই ইহাদের ধ্যান-জ্ঞানে পরিণত হয়। (ঐ)

কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগি-সম্প্রদায়ে মুক্তিলাভের পূর্ব্বপর্য্যন্তই ভক্তির আবশ্যকতা বলেন। কিন্তু মুক্তির পরই প্রকৃত ভক্তি আরম্ভ হয়—ইহাই ভক্তিশাস্ত্রে পাওয়া যায়। শ্রীভাগবত বলেন,—আত্মারাম মুনিগণও শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তিবিধান করেন। মুক্তপুরুষ নিত্যকাল স্বেচ্ছায় শরীর পরিগ্রহপূর্ব্বক ভগবানের ভজনা করেন। (প্রবন্ধাবলী, ''আদৌ গুরু পদাশ্রয়'')

মোক্ষাভিলাষী দাম্ভিকের হৃদয়ে ভক্তিদেবীর অধিষ্ঠান নাই; তাঁহার ভক্তি—মিছাভক্তি—ভক্তির আকার মাত্র। (প্রবন্ধাবলী, ''অপরাধ ভঞ্জনের পাট ও শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত'')

ভাড়াটিয়া, জ্ঞানী, কর্ম্মী, মিছাভক্তগণের পূজা

ভাড়াটিয়া জ্ঞানী, কর্ম্মী বা মিছাভক্তের নিবেদিত দ্রব্য কৃষ্ণ স্বীকার করেন না ; কারণ তাহারা সেবাপরাধী। ভাড়াটিয়া—অর্থের দাস, ভগবানের দাস বলিয়া মুখে স্বীকার করে মাত্র ; তাহার অনুরাগ নাই, ভক্তির লেশমাত্রও নাই। সে বেতনভোগী— অর্থ দিলে বাহ্যে হরিসেবার অনুষ্ঠান দেখাইবে ; বেতন বা অর্থ বন্ধ করিলে অনুষ্ঠানও বন্ধ করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইবে না। ভাড়াটিয়া—অর্থের লোভে ভগবানের কলেবর 'ভাগবত-পাঠ'নামে বিক্রয় করিয়া থাকে, বিগ্রহ

দেখাইয়া ভেট নেয়, দ্রবিণ বা অর্থ লইয়া কানে ফুঁ দেয়, বেতন লইয়া পূজারীর কাজ স্বীকার করে। অতএব ভাড়াটিয়া কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠার সেবক। সুতরাং ভগবানের সেবক হইবে কি-প্রকারে? জ্ঞানী—মোক্ষকামী, নিজেকেই ব্রহ্ম বলিয়া ধারণা করে, সুতরাং তাহার সেবাবৃত্তি থাকিতে পারে না। সে মোক্ষকামী হইয়া সময় সময় মিছা ভক্তির আবাহন করিয়া থাকে। মোক্ষকামী বাহিরে কোনও কাম যাচ্ঞা না করিয়াও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কামকামী। সে ভগবানের নিকট স্বর্গসুখ, ধন, জন প্রভৃতি অকিঞ্চিৎকর দ্রব্য কামনা করে না সত্য, কিন্তু সে একেবারেই ভগবানের আসন গ্রহণ করিতে চায়। অতএব মুক্তিকামীর নিবেদিত দ্রব্য ভগবান্ গ্রহণ করেন না। (প্রবন্ধাবলী, ''ত্যাগী শুদ্ধভক্তের ভিক্ষাবৃত্তি'')

নিরাকারবাদী, মায়াবাদী, শূন্যবাদী, বহ্বীশ্বরবাদী, পঞ্চোপাসকী, চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী যে দেবতার পূজা করুন ও দ্রব্যাদি অর্পণ করুন, মায়াবাদ-নিষ্ঠাদোষে উহা গৃহীত হয় না। মায়াবাদীর ভগবৎসেবা, শ্রবণ-কীর্ত্তন, স্তবস্তুতি সকলই বিফলতায় পর্য্যবসিত হয়। ('শ্রীপত্রিকার নববর্ষে প্রবেশ', শ্রীগৌ পত্রিকা,৪৬ বর্ষ)

প্রাকৃত সহজিয়া-বাদ

অপ্রাকৃত নির্গুণতত্ত্বে জড় প্রাকৃত-বিচার আরোপ করাই প্রাকৃত-সহজিয়া-বিচার। (পত্রামৃত, পত্র—৬৩)

দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষই (*এমনকি বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ করিয়াও*) কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তবাদ ও প্রাকৃত-সহজিয়াবাদের আশ্রয় লইয়া সরল বৈষ্ণবধর্ম্মকে লোকচক্ষে হীন প্রতিপন্ন করিতেছে। বিবর্ত্তবাদ তাহাদের মগজ-ধোলাই করিতে চাহিতেছে। (পত্রামৃত, পত্র—২০)

বিষ্ণু-কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াও বহুব্যক্তি প্রকাশ্যে ও পরোক্ষভাবে নির্ব্বিশেষবাদী। শুদ্ধভক্তির বিরোধী আউল, বাউল, সহজিয়া, দরবেশাদি অপসম্প্রদায়ও ন্যূনাধিক মায়াবাদ-দুষ্ট। প্রাকৃত-অপ্রাকৃত বস্তুর পার্থক্য না বুঝিয়া যাহারা যত্রতত্র উন্নতোজ্জ্বল- রসকথা আলোচনায় আগ্রহী, তাহারাও অনধিকারী, নির্ব্বিশেষবাদী এবং মায়াবাদী। (''শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার নববর্ষে প্রবেশ'', শ্রীগৌ পত্রিকা, ৪৬শ বর্ষ)

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর প্রতি অতিশ্রদ্ধালু (?) কোন কোন ভক্তকে বলিতে শুনা যায়,—''গৌড়ীয় মঠ নিত্যানন্দ-বিরোধী, ইঁহারা নিতাইকে মানেন না।'' এ ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য,—''শ্রীগৌর কি নিতাই ছাড়া, বা শ্রীনিত্যানন্দ কি গৌরাঙ্গকে বাদ দিয়া থাকিতে পারেন? শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত একই সিংহাসনে শ্রীরাধাগোবিন্দ অবস্থান করিলে তাহাতে রসাভাস-দোষ আসে না; কারণ শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ একই তত্ত্ব; কিন্তু একই সিংহাসনে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণ অবস্থান করিতে পারেন না; ইহা সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাসদুষ্ট। সুতরাং শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় সমাজে যে রীতি প্রচলিত আছে, তাহা মহাজনানুমোদিত ও শাস্ত্রসিদ্ধান্তসম্মত। পৃথক্ সিংহাসনে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ অবশ্যই পূজিত হইতে পারেন, তাহাতে তত্ত্বতঃ কোনরূপ বাধা নিষেধ নাই। শ্রীরূপানুগ সারস্বত-সমাজে এইরূপভাবে বহু মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ সম্পূজিত ও পরিসেবিত হইতেছেন।✶ (প্রবন্ধাবলী, ''গৌড়ীয়ের চতুস্ত্রিংশ বর্ষ'')

শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি ও শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবভূমিকে গ্রাস ও গোপন করিয়া মসজিদ নির্ম্মাণপূর্ব্বক অহিন্দু ম্লেচ্ছ যবনগণ যেরূপ পরমসত্য আচ্ছাদিত করিয়া তথায় ভারতীয় সনাতন ধর্ম্মালম্বিগণের বিদ্বেষ-সমালোচনার পাত্র হইয়াছিল, আজ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকৃত আবির্ভাবস্থলী মায়াপুর যোগপীঠকে গোপনপূর্ব্বক যাহারা 'কাল্পনিক মায়াপুর' সৃষ্টি করিতেছেন, তাহাদের প্রাচীনত্ব—নবীনত্ব ও আধুনিকত্ব (*অর্থাৎ অর্ব্বাচীনত্ব*) প্রমাণ করে এবং তাহারা ম্লেচ্ছ-যবনাপেক্ষা অধিকতর শোচ্য ও সমালোচনার যোগ্য। দর্শনশাস্ত্রে যে তিনপ্রকার অপরাধের বিচার আছে, ইহারা সেই শ্রীনামাপরাধী, সেবাপরাধী-সহ শ্রীধামাপরাধী। চিন্ময়

✶ মন্দিরে শ্রীনিত্যানন্দ-বিগ্রহ না থাকিলে নিত্যানন্দ-প্রভুকে মানা হইল না—ইহা নিতান্তই একটী কুতর্ক। তাহা হইলে যেস্থলে 'শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ' বিগ্রহ থাকেন, সেস্থলে শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর বিগ্রহের অনুপস্থিতি কি 'শ্রীঅদ্বৈতকে মানা হইল না' প্রমাণ করিবে? এইরূপে শ্রীগদাধর ও শ্রীবাসপণ্ডিতকে না মানার অপবাদও আরোপিত হওয়া উচিত। এক শ্রীগৌর-বিগ্রহই পঞ্চতত্ত্বাত্মক—সেস্থলে অন্য তত্ত্বের অস্বীকৃতির প্রশ্নই আসে না। একজন কৃষ্ণভক্তের মন্দিরে শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহ না থাকিলে, তিনি শ্রীরামকে মানেন না—ইহা কখনই প্রমাণিত হয় না।

অপ্রাকৃত শ্রীধাম ও শ্রীধামবাসীকে যাহারা জড়, প্রাকৃত মনে করেন এবং নিজেদের খেয়াল-খুশীমত বিচারকে সত্য বলিয়া মানেন, তাহারা অপরাধী—নারকী—পাষণ্ডী। (প্রবন্ধাবলী, ''গৌড়ীয়ের একনোচত্বারিংশ বর্ষ'')

শ্রীগৌরসুন্দরের ও তৎপার্ষদ ও পরিকরগণের নিষ্কপট আনুগত্যের অভাবে বর্ত্তমানে অধিকাংশ ব্যক্তি স্মার্ত্ত পঞ্চোপাসক, চিৎ-জড়-সমন্বয়বাদী, ভাগবত-ব্যবসায়ী, মন্ত্রব্যবসায়ী, নির্জ্জন-ভজনানন্দী, অষ্টকালীয়লীলা-স্মরণপন্থী, প্রাকৃত-সহজিয়া, গৃহী-বাউল হইয়া পড়িয়াছেন। যাহারা প্রচ্ছন্ন পঞ্চোপাসক ও বহ্বীশ্বরবাদী, তাহাদের কোনদিনই বাস্তব শ্রবণ-কীর্ত্তন হইতে পারে না। (ঐ)

নির্জ্জন-ভজনের ছলনায় মানব আজ প্রাকৃত-সহজিয়া-শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা ভগবৎ-ভাগবতসেবা বাদ দিয়া আলস্যপরায়ণ হইয়া শ্রীনামগ্রহণের ছলনায় বৃথা সময় অতিবাহিত করিতেছে। হরিভজনেচ্ছু ব্যক্তিগণ গুরু-বৈষ্ণবগণের অনুসরণ না করিয়া অনুকরণ করিতে গেলে সাধন-ভজন হইতে নিশ্চয়ই অধঃপতিত হন। (ঐ)

উন্মার্গগামী, 'ইঁচরে পাকা' প্রাকৃত-সহজিয়াদের নিশ্চয়ই উন্নতোজ্জ্বল মাধুর্য্যরসের ভজনে অধিকার নাই। তাহারা রূপানুগা-ভজন ও বিচার-ধারা হইতে ভ্রষ্ট ও অধঃপতিত। তাহাদের রসতত্ত্বানভিজ্ঞতা—উচ্ছৃঙ্খলতারই পরিচায়ক। তাহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা-প্রচারই যে শ্রীহরিকীর্ত্তন, ইহা অনুধাবন করিতে পারেন না। (''জৈবধর্ম্ম''-গ্রন্থে 'নিবেদন')

শ্রীগৌরসুন্দরের অনুকরণ করিতে গিয়া প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় নিজেদের সৌভাগ্য খ্যাপনের জন্য অনেকক্ষেত্রে কপটাশ্রয়ে বাহ্য প্রেমের লক্ষণ-প্রকাশের ধৃষ্টতা পোষণ করেন। শুদ্ধভক্তগণ কখনই তাহাদিগকে 'প্রেমিক' বলিয়া মানিয়া লইতে পারেন না। তাহারা নিজেরাই 'ভজনানন্দী' 'ভাগবতোত্তম', 'রসিক-চূড়ামণি' প্রভৃতি বলিয়া নিজদিগকে উন্নতাধিকারী বলিয়া প্রমাণ করিতে ব্যস্ত হন। অপ্রাকৃত রসের কথা আলোচনা করিতে গিয়া স্ব-স্ব-ভজনপ্রণালীকে কলুষিত করিয়া স্বরূপ-বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইয়া প্রাকৃত সম্ভোগবাদকেই 'রস' বলিয়া ভুল ধারণা পোষণ করেন। ইহাদের আত্মকল্যাণ সুদূর-পরাহত। (প্রবন্ধাবলী, 'শ্রীচৈতন্য শিক্ষাষ্টক' গ্রন্থে 'নিবেদন')

জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের 'গৌড়ীয়-ভাষ্য' ও শ্রীল কেশব গোস্বামী প্রভুর শ্রীদামোদরাষ্টকের ভূমিকার তাৎপর্য্য একই। "**ভক্তির স্ফূর্ত্তিতে জীবের পাঞ্চভৌতিক দেহ সচ্চিদানন্দ-রূপতা প্রাপ্ত হয়**" বাক্যে 'পাঞ্চভৌতিক দেহে সচ্চিদানন্দ-রূপতা লাভ হয়', ইহাই তাৎপর্য্য। পাঞ্চভৌতিক জড়দেহ অপ্রাকৃত হয় না, ইহাই বুঝিতে হইবে। শ্রীহরি ও হরিত্বে যে পার্থক্য আছে, রূপ ও রূপতা-শব্দেও তদ্রূপ পার্থক্য বিদ্যমান। জড় কোনদিন চেতন হয় না, প্রাকৃত কোনদিন অপ্রাকৃত হয় না—ইহাই শ্রীল প্রভুপাদের বিচার। তাঁহার ও ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত "**প্রাকৃতরস-শতদূষণী**", "**সহজিয়া মতের হেয়ত্ব**", "**সিদ্ধান্ত- বিরোধ ও রসাভাস-দোষ**" প্রবন্ধগুলি আলোচনা করিলে ইহা পরিস্ফুট হইবে। (পত্রামৃত; পত্র—৪৬)

দীক্ষাকালে ভক্ত আত্মসমর্পণ করিলে কৃষ্ণও তাহাকে আত্মসম করিয়া লন; তখন ভক্তের দেহ চিদানন্দময় হয় এবং তিনি অপ্রাকৃতদেহে শ্রীকৃষ্ণচরণের ভজনা করেন—এস্থলে অপ্রাকৃত অবস্থার কথাই বর্ণিত হইয়াছে। অপ্রাকৃত ভাবময় দেহেই অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দতত্ত্বের সেবা—আরাধনা সম্ভব, ইহাই সাধনভজনের Ontological aspect; Morphology দ্বারা—জড়বিচার দ্বারা অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের অনুভব অসম্ভব। তাহা 'সোনার পাথরবাটী'র ন্যায়, 'শশবিষাণ'বৎ, 'আকাশকুসুম'তুল্য অসম্ভব। পূজক বা অর্চ্চক যখন শ্রীবিগ্রহের পূজার্চ্চন বা ভোগনিবেদন করেন, তখন তাহার পক্ষে যে ভূতশুদ্ধির ব্যবস্থা আছে, তাহাদ্বারাই চিত্তশুদ্ধি, ভাবশুদ্ধি প্রভৃতি হইলে অর্থাৎ ভগবানের সহিত সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হইলে অর্থাৎ জীবাত্মা-পরমাত্মা উভয়েরই নিত্য শুদ্ধ-সনাতনত্ব উপলব্ধি ও তদ্ভাবপ্রাপ্ত হইলেই ভগবান্ সেবকের পূজা ও তৎপ্রদত্ত অর্ঘ্য স্বীকার করিয়া থাকেন। "**দেবং ভূত্বা দেবং যজেৎ**", "**নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ**"—বিচার এস্থলে প্রযোজ্য। শ্রীভগবানের সহিত জীবাত্মা সাধক-সাধিকার বাস্তব সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হইলেই অর্থাৎ অপ্রাকৃত অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হইলেই ভক্তি ও ভগবৎপ্রেমলাভের অধিকারী হওয়া যায়। কোনরূপ জড় কাল্পনিক আরোহপন্থার দ্বারা কোনদিনই ভগবৎসেবা লাভ হয় না। (ঐ)

শ্রীরাধা-গোবিন্দের অপ্রাকৃত হিন্দোল-লীলা সাধন-ভজনকামীর ভজনের সহায়িকা। তথাপি ইহাতে ষড়্‌বেগজয়ী সিদ্ধগণেরই বিশেষ অধিকার। অপ্রাকৃত ব্রজবাসিগণেরই প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণলীলা-কথায় বা প্রেমসেবায় যোগ্যতা লাভ। শ্রীরাধা-গোবিন্দের অপ্রাকৃত ভাবসেবায় তাঁহাদের শ্রীনাম-রূপ-গুণ-লীলাস্মরণেরই বিশেষ অধিকার। প্রেমিক ভক্তগণ এইরূপ অধিকার-লাভে আত্মতৃপ্ত হন। **প্রাকৃত বদ্ধাবস্থায় লীলানুসরণ বাৎসল্যরস পর্য্যন্ত, মুক্তাবস্থায় মাধুর্য্য-রসাদিতে-লীলানুকরণ।** শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-লিখিত "হিন্দোল-লীলা" গুরু-বৈষ্ণবানুগত্যে আলোচ্য। (পত্রামৃত, পত্র—৫৮)

সর্ব্ববেদান্তসার পারমহংস্য সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত "**অনুগ্রহায় ভক্তানাম্**", "**বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিঃ**" প্রভৃতি শ্লোকদৃষ্টে অনেক মনে করিতে পারেন—ভগবান্ যে গোলোকগত অপ্রাকৃত রাসাদিক নিগূঢ় লীলা প্রপঞ্চে প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা বোধহয় অধিকার-নির্ব্বিচারে সকলেরই আলোচ্য ও শ্রবণ-কীর্ত্তনীয়। কিন্তু ত্রিকালজ্ঞ, পরদুঃখদুঃখী, মঙ্গলময় শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস পূর্ব্বেই অধিকার-লঙ্ঘনের আশঙ্কা করিয়া রাস-পঞ্চাধ্যায়-শেষে "**নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু**" শ্লোকের দ্বারা অনধিকারীর পক্ষে শ্রীভগবানের মধুর-রসাত্মক লীলাদি আচরণ করা দূরের কথা, মনে মনেও চিন্তা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। টীকাকারগণ ও বৈষ্ণবাচার্য্যবর্গ সকলেই উক্ত বাক্য সমর্থন করিয়া তাঁহাদের স্ব-স্ব মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু প্রাকৃত-সহজিয়াশ্রেণী হাটে-ঘাটে-মাঠে উন্নতোজ্জ্বল-রসতত্ত্ব আলোচনামুখে নৃত্য-কীর্ত্তনাদিদ্বারা নিজদিগকে ও জনসাধারণকে অধঃপাতিত করিতেছেন, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। শ্রীভগবান্ তাহাদিগকে সদ্বুদ্ধিদান করুন। ("শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার নববর্ষে প্রবেশ", শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা, ৪৬শ বর্ষ)

যাহারা ষোলনাম-বত্রিশাক্ষর-মহামন্ত্রকে কেবল জপ্য বিবেচনাপূর্ব্বক তাহার উচ্চকীর্ত্তন হইতে বিরত থাকেন, তাহারা শাস্ত্র এবং গোস্বামি-বিচারানুসারে নামাপরাধী। ("হরিনাম-চিন্তামণি"-গ্রন্থে 'নিবেদন')

বিবিধ কুসিদ্ধান্ত

গীতায় বহুমুখী নাস্তিকের তালিকা ও তাহাদের অপগতি সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—**''অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্। অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্॥ আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি। মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয়! ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥''** ''জগদাহুরনীশ্বরম্'', ''অপরস্পরসম্ভূতং'' ইত্যাদি বাক্যে জড়বাদ, স্বভাববাদ, ক্রমোন্নতিবাদ ও ক্রমোৎপত্তিবাদরূপ নাস্তিকতাই খণ্ডিত হইয়াছে। ইহাদের মরণান্তে জড়ধর্ম্মপ্রাপ্তিই ফল। আসুরী-যোনী প্রাপ্ত হইয়া সেইসকল মূঢ় ভগবৎ সাক্ষাৎকার-লাভে অসমর্থ হইয়া ততোঽধিক অধম গতি প্রাপ্ত হয়। (প্রবন্ধাবলী, ''দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম্ম'')

স্ত্রীলোকের পক্ষে সন্ন্যাসাশ্রম প্রশস্ত নহে। গৃহে অবস্থান করিয়া তাঁহাদের হরিভজন মঙ্গলপ্রদ। স্ত্রীলোকদিগের বেষাদি-প্রদানের নামে অনেকরূপ জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত হইতেছে। কোনস্থলে বিশেষ দৃষ্টান্ত সর্ব্বসাধারণের অনুকরণীয় আদর্শ নহে। (''সৎক্রিয়াসার-দীপিকা''-গ্রন্থে 'নিবেদন')

''খৃষ্টে আর কৃষ্টে কিছু ভিন্ন নাই রে ভাই''—একথা এ্যণ্টনী ফিরিঙ্গির। ইহা শাস্ত্রের কোন তত্ত্ব বা সিদ্ধান্ত নহে। খৃষ্টধর্ম্মে 'Fatherhood of Godhead' মতবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। পুত্র কোনদিন পিতা হইবেন, কিন্তু তজ্জন্য পিতা-পুত্রে কোন পার্থক্য থাকিবে না—এইরূপ মতবাদে আছে কেবল অবৈধ একাকারত্ব, উচ্ছৃঙ্খলতা ও যথেচ্ছাচারিতা। (পত্রামৃত, পত্র—১০)

সম্প্রদায়-বিচার

'সম্প্রদায়-প্রণালী' এবং 'সাম্প্রদায়িকতা' এক নহে। 'সাম্প্রদায়িকতা'-শব্দে এই জগতের অভিজ্ঞতায় হিংসানল, কলহ-বিবাদ ও ভুল বুঝাবুঝির চিত্র মাত্র উদিত হয়; কিন্তু 'সম্প্রদায়-বিচার' আদৌ সেইরূপ নহে। 'সৎসম্প্রদায়' বলিতে যাহা মূল সদ্‌বস্তু শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মকে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যে সম্যক্ প্রদানে সমর্থ; ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন সংঘ, গোষ্ঠী বা Party নহে। (*বরং*) ভোগোপকরণ সংগ্রহের বিচার কিংবা ভোগের ক্লেশময় পরিণামে বিরক্ত হইয়া আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির বিচার—উভয়কেই 'সৎসম্প্রদায়' আত্মধর্ম্ম-বিরোধী জ্ঞানে দূর হইতে দণ্ডবৎ-প্রণাম করেন। (''শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার নববর্ষ'', শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা, ৪৯শ বর্ষ)

দেহ ও মনোগত সকল প্রকার উপাধি জীবের পক্ষে ব্যাধিস্বরূপ—উহাদিগকে সযত্নে পরিহার করিয়া পরতত্ত্বের প্রতি স্ব-স্ব-ভাবনায় জীবের উন্মুখতা কেবলমাত্র সৎসম্প্রদায় অবলম্বনেই সংঘটিত হয়। পরমকারুণিক নিত্যমুক্ত ভগবৎপার্ষদগণ—শ্রী, ব্রহ্মা, রুদ্র এবং চতুঃসন ভগবন্নির্দ্দেশে জীবকল্যাণের উদ্দেশ্যে এইসকল গুহ্যতত্ত্ব ব্যক্ত করেন। তাঁহাদের নিকট হইতে গুরুপরম্পরা-মাধ্যমে শ্রৌতপন্থায় সেইসকল গুহ্যতত্ত্বের অবতরণই সম্প্রদায় প্রণালীর রহস্য। ইঁহাদের মধ্যে পরস্পর বৈশিষ্ট্য মাত্র বিরাজমান, বিরোধিতা নহে—ইহাই সম্প্রদায়-সৌন্দর্য্য। (ঐ)

ভগবদ্ভক্তি লাভের নিমিত্ত প্রাকৃত কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী, অন্যাভিলাষীর সম্প্রদায়ভুক্ত হইলে উহা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না; পরন্তু সৎসম্প্রদায়ানুগত হইয়া আম্নায় বা ভাগবতগুরু-পরম্পরা স্বীকার ও শুদ্ধভজনপ্রণালী ও শ্রীনাম-মন্ত্রাদি লাভ করিয়া ভজন-পরায়ণ হইলেই উহাতে সিদ্ধিলাভ সম্ভব। ইহা পরিষ্কার-রূপে বুঝাইবার জন্য শাস্ত্র জানাইলেন,—**''সম্প্রদায়বিহীনা যে**

মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ। অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ॥" যাঁহারা "**বিশুদ্ধ সাম্প্রদায়িকতাই সনাতন আর্য্যধর্ম্মের গৌরব**", ইহা বুঝিতে পারেন না, তাঁহারাই উপরিউক্ত দেশ-কাল-পাত্রগত তাৎকালিক সম্প্রদায়-জুজুর ভয়ে বৃথা আতঙ্কিত। (প্রবন্ধাবলী, ''গৌড়ীয়ের একোনচত্বারিংশ বর্ষ")

সনাতন আত্মধর্ম্মকে যুগোপযোগী করিয়া সমস্ত মানবের গ্রহণযোগ্য করিবার ক্ষমতা একমাত্র সনাতন-ধর্ম্মরক্ষক শ্রীভগবানেরই আছে। সেই প্রেমময় ভগবানই ভাগবতাদি-শাস্ত্রে আত্মধর্ম্মকে যুগোপযোগী করিয়া উপদেশ করিয়াছেন, সত্যসন্ধ ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ তাহাই প্রকরণ-গ্রন্থাদিতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (ঐ)

বিশ্বসাক্ষী ভগবান্ বাসুদেব কৃপাবশতঃ ব্রহ্মার নিকট তত্ত্বোপদেশ করিয়াছিলেন, অনন্তর ব্রহ্মারূপে নারদের নিকট, নারদরূপে মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট, বেদব্যাসরূপে যোগীন্দ্র শুকদেবের নিকট এবং শুকদেবরূপে করুণাবশতঃ মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট উহা প্রকাশ করিয়াছেন। পরমকরুণ শ্রীব্যাসান্বয় ও তাঁহার অধস্তনসূত্রে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই সার্ব্বকালিক জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে বদ্ধজীবের জন্য অনর্পিতচরী অমন্দোদয়-করুণা বিস্তার করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণই পুরুষোত্তম—তিনি উপদেশসূত্রে জীবের সংসার-ভয় নিবারণ এবং সেবাবিমুখ জীবগণকে কৃষ্ণপ্রেম দান করেন। তিনি বেদশাস্ত্রের প্রণেতা এবং সারগ্রাহী বৈষ্ণবগণকে বেদসার প্রদান করিয়াছেন। লৌকিক-ব্যবহারিক দেহ-মনোধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণগ্রহণই সকল জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। (প্রবন্ধাবলী, ''গৌড়ীয়ের ত্রিংশ বর্ষ")

যাঁহারা ব্রহ্মা হইতে গুরুপরম্পরাক্রমে বেদসংজ্ঞিতা বাণীর উপদেশ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সৎসম্প্রদায়ানুগত। সুতরাং শ্রীব্রহ্মসম্প্রদায়ই শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়গণের গুরু-প্রণালী এবং ষোলনাম-বত্রিশ-অক্ষরাত্মক মহামন্ত্রই তাঁহাদের সিদ্ধমন্ত্র। এই সম্প্রদায়-প্রণালী স্বীকার করিলে গুরুপদাশ্রয়, সদ্ধর্ম্মশিক্ষা এবং বৈরাগ্যাভ্যাস হয়। জগন্মঙ্গল বিধানের নিমিত্তই বিশুদ্ধ সম্প্রদায় স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। সরস্বতী-তীরে ব্রহ্মাবর্ত্তের কুশময় ভূমিতে সর্ব্বপ্রথম সৎসম্প্রদায়ানুগত্যে পরমার্থতত্ত্বের আবির্ভাব হয়। উহা ক্রমশঃ প্রবল হইয়া বদরিকাশ্রমের তুষারাবৃত-ক্ষেত্রে বাল্যলীলা সম্পাদন করেন। গোমতীতীরে নৈমিষারণ্য-ক্ষেত্রে তাঁহার পৌগণ্ডলীলা অতিবাহিত

হয়। দ্রাবিড়-দেশে কাবেরীকূলে তাঁহার যৌবনকাল পরিসমাপ্তি ঘটে এবং জগৎপবিত্রকারিণী জাহ্নবীতীরে নবদ্বীপ-নগরে ঐ সদ্ধর্ম্ম পরিপূর্ণতা লাভ করে। (প্রবন্ধাবলী, ''গৌড়ীয়ের চতুর্বিংশ বর্ষ")

শ্রীগৌরসুন্দর কলিযুগে সাত্বত-চতুঃসম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায় স্বীকার করিবেন বলিয়াই জগদ্‌গুরু হইয়াও শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদকে 'দীক্ষাগুরু'রূপে বরণ করিবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে 'দশাক্ষর-মন্ত্র' গ্রহণলীলার পর শ্রীমন্মহাপ্রভু যে-আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতেও জানা যায়, প্রেম-প্রচারার্থই তিনি মধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন। মধ্ব-মত কেবলাদ্বৈতবাদকে অধিক স্পষ্টরূপে খণ্ডন করায় শ্রীমন্মহাপ্রভু শুদ্ধদ্বৈত-বাদরূপ মধ্ব-মতকে অঙ্গীকার করিয়াছেন। তিনিই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের সনাতনত্ব ও সৎসাম্প্রদায়িকত্ব স্থাপন ও প্রমাণ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্বমত স্বীকার করিয়াছেন বলিয়াই শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদকে প্রেমতরুর 'প্রথম অঙ্কুর' বলিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদও তাঁহার সন্দর্ভে শ্রীমন্ মধ্বাচার্যকে 'বৃদ্ধ বৈষ্ণব' বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। (প্রবন্ধাবলী, ''গৌড়ীয়ের সপ্তবিংশ বর্ষ")

সহ্যাদ্রি বা **কোল-পর্ব্বত** পরিবেষ্টিত পুণ্যভূমি পরশুরাম-ক্ষেত্রের অনতিদূরে উড়ুপীতে শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদ আবির্ভূত হন ; এই কলিকালে ক্ষিতিপাবন শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনক—চারি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়াচার্য্য জগতের অশেষ কল্যাণ বিধান করিবেন বলিয়া শাস্ত্রাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু ইঁহাদের প্রচার্য্য তত্ত্ব, বিশেষতঃ শ্রীমধ্ব-বিচার স্বীকারপূর্ব্বক পূর্ণাঙ্গরূপে ''অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত" স্থাপন করেন। (ঐ)

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্তানুসারে—(১) শ্রীভগবান্ বিষ্ণুই সর্ব্বোত্তম, (২) জগৎ সত্য, (৩) ঈশ্বর, জীব ও জড়ে পরস্পর পঞ্চভেদ নিত্য, (৪) জীবসমূহ শ্রীহরির অনুচর, (৫) জীবগণের মধ্যে পরস্পর যোগ্যতার তারতম্য বর্ত্তমান, (৬) জীবের স্বরূপানুগত ধর্ম্মের অভিব্যক্তিই 'মুক্তি', (৭) নির্ম্মলা অহৈতুকী ভক্তিই আত্মধর্ম্মের অভিব্যক্তির সাধন, (৮) শব্দ, অনুমান ও প্রত্যক্ষ—এই তিনটীই প্রমাণ,

(৯) শ্রীহরিই একমাত্র অখিল আম্নায়বেদ্য, ইহাই নব-প্রমেয়রূপে স্বীকৃত হইয়াছে। গৌড়ীয় বেদান্তকেশরী শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুও জানাইয়াছেন,—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র মধ্বাম্নায় স্বীকারপূর্ব্বক ঐ ৯টী প্রমেয়ই উপদেশ করিয়াছেন। (ঐ)

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভগবত্তার সীমা হইয়াও শ্রীল ঈশ্বরপুরী গোস্বামীকে শ্রীগুরুরূপে বরণের মাধ্যমে ব্রহ্ম-সম্প্রদায়কে অঙ্গীকার লীলা-প্রকাশ করিয়াছেন। সম্প্রদায়ান্তর্গত হইয়াও কিছু কলিহত জন 'খোদার উপর খোদ্‌গিরি' করিয়া ব্রহ্মসম্প্রদায়কে অস্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। তাঁহারা 'শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায়' -নামে এক পঞ্চম স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের আবাহন করিয়া 'নূতন কিছু' সৃষ্টির উন্মাদনায় বিভোর। **''যে-সকল লোক 'পরব্যোমেশ্বরস্যাসীচ্ছিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ'—ইত্যাদি বাক্যক্রমে প্রদর্শিত ব্রহ্ম-সম্প্রদায় স্বীকার করেন না, তাঁহারা ভগবদুক্ত পাষণ্ড-মত প্রচারক। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসম্প্রদায় স্বীকার করত যাঁহারা গোপনে গুরুপরম্পরা-সিদ্ধ-প্রণালী স্বীকার করেন না, তাঁহারা কলির গুপ্তচর, ইহাতে সন্দেহ কি?**'' (''শ্রীপত্রিকার নববর্ষ'', শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা, ৪৯শ বর্ষ)

যাহারা স্বয়ং প্রাকৃত-সহজিয়া, তাহাদের সাধন-ভজন-পদ্ধতি শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-বহির্ভূত বহুপ্রকার হইতে পারে, কিন্তু শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়গণের ভজন-পদ্ধতি একই প্রকার, কারণ তাঁহারা একায়নশাখী ; তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে নৈষ্ঠিক ও ঐকান্তিক। তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ মহাত্মগণের নির্দ্দিষ্ট ভাগবত-গুরু-পরম্পরা ও তাঁহাদের তত্ত্বসিদ্ধান্ত কখনই পরিত্যাগ বা পরিবর্ত্তনকরিয়া শিষ্যব্রুবের পরিচয় দেন না। জগদ্‌গুরু শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রকটকালে গৌড়মণ্ডল, ব্রজমণ্ডল ও ক্ষেত্রমণ্ডলে তথাকথিত ভজন-পরায়ণ বহু ব্যক্তি 'সিদ্ধবাবা' বলিয়া পরিচিত হইলেও, তাহাদের অসৎতৃষ্ণা-লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা বাস্তব মহাজনগণের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। **''মহাজনের যে পথ, তাতে হব অনুরত, পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার**''—অনুসারেই আমরা সাধন-ভজনে প্রবৃত্তিলাভ করিতে পারিলেই মঙ্গল, নচেৎ সাধন-ভজনে উৎপাত আসিয়া সকল বিষয় পণ্ড করিবে। (''শ্রীহরিনাম চিন্তামণি'-গ্রন্থে 'নিবেদন')

যাহারা মুখে মুখে শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে 'শ্রীগুরুপাদপদ্ম' ও 'গৌড়ীয় মিশনের মূল-পুরুষ' বলিয়া অভিহিত করেন এবং কার্য্যকালে প্রাকৃত-সহজিয়া হইয়া মূল পুরুষের তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত-বিচারধারা পরিহার করিয়া চলেন,—''মধ্বমুনি আমাদের আদি (আচার্য্য)'' বলিয়া স্বীকার করেন না, সর্পোচ্ছিষ্ট দুগ্ধের ন্যায় তাহাদের সব কিছুই বর্জ্জনীয়। (ঐ)

''সিদ্ধান্তরত্নম্ বা গোবিন্দ-ভাষ্যপীঠকম্''-গ্রন্থকার শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপাদ গ্রন্থের ''আনন্দতীর্থপ্লুতম্'' নামক অন্তিম শ্লোকে জানাইয়াছেন,—''**শ্রীমদানন্দতীর্থ**-ব্যাপ্ত, **শ্রীচৈতন্যসূর্য্য**-কিরণোদ্ভাসিত শ্রীহরির প্রীতিরূপ অরবিন্দের মকরন্দ মধ্ব-সিদ্ধান্তাক্রান্তমনা আমার চিত্ত-ভ্রমর পান করুক।'' তিনি স্বরচিত 'প্রমেয়-রত্নাবলী'-গ্রন্থেও ''আনন্দতীর্থনামা'' শ্লোকের দ্বারা হনুমদ্ভীমাবতার পূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রীমধ্বাচার্য্যের বন্দনা করিয়াছেন—''সুখময় ধামস্বরূপ আনন্দতীর্থ মধ্বমুনি জয়যুক্ত হউন। পণ্ডিতগণ তাঁহাকে সংসার-সাগর উত্তরণের তরণীস্বরূপ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।'' 'সিদ্ধান্তরত্নম্'-গ্রন্থের প্রারম্ভিক মঙ্গলাচরণেও তিনি ''শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপ মুরারিকে প্রণাম ও শ্রীরূপ-সনাতনকে বন্দনা করিয়াছেন। প্রমেয়-রত্নাবলীতে তাঁহার প্রদর্শিত শ্রীগুরু-পরম্পরা-প্রণালীও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়, ভাষ্যকার শ্রীল বিদ্যাভূষণপাদ শ্রীগৌড়ীয়-আম্নায়-ধারায় স্নাত এবং তিনি রূপানুগ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-সম্রাট্। ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামিপাদও শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুকে নিম্নলিখিত শ্লোকে বন্দনা করিয়াছেন,—**শ্রীমধ্বসম্প্রদায়শ্রী-শ্চৈতন্য-কুলরক্ষকঃ। বেদান্তাচার্য্য-শার্দ্দূলো বলদেবো মহামতিঃ॥**—শ্রীমাধ্ব-সম্প্রদায়ের শ্রী-স্বরূপ শ্রীচৈতন্যদেবের কুল অর্থাৎ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের রক্ষক বেদান্তাচার্য্য-সিংহ মহামতি শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু জয়যুক্ত হউন। ('সিদ্ধান্তরত্নম'-গ্রন্থে 'নিবেদন')

ঐতিহ্য

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই **চারিযুগ**।(১) বৈশাখমাসের শুক্লপক্ষীয় তৃতীয়ার রবিবারে **সত্যযুগের উৎপত্তি** হয়। এই যুগের পরিমাণ ১৭,২৮,০০০ বৎসর। এই যুগে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ও নৃসিংহ—এই চারি অবতার। লোকসকল নিরন্তর ধর্ম্মরত ছিল। এই সময়ে পাপ ছিল না, ধর্ম্ম চতুষ্পাদ অর্থাৎ পূর্ণভাবে ছিল। (২) কার্ত্তিকমাসের শুক্লা নবমী তিথিতে সোমবারে **ত্রেতাযুগের উৎপত্তি** হয়। এই যুগের পরিমাণ ১২,৯৬,০০০ বৎসর। ত্রেতায় বামন, পরশুরাম ও শ্রীরাম—এই তিন অবতার। লোকে দান-ধর্ম্মাদিতে এবং তপস্যায় রত ছিল। এই সময়ে পাপ একপাদ এবং পুণ্য তিনপাদ ছিল। (৩) ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে বৃহস্পতিবার **দ্বাপরযুগ উৎপন্ন** হয়। এই যুগের পরিমাণ ৮,৬৪,০০০ বৎসর। এই যুগে বলরাম ও বুদ্ধ—এই দুই অবতার। মানবগণ ধর্ম্মাধর্ম্মরত থাকায় পাপ দ্বিপাদ ও পুণ্য দ্বিপাদ ছিল। (৪) মাঘী পূর্ণিমার শুক্রবারে **কলিযুগের উৎপত্তি** হয়। ইহার পরিমাণ ৪,৩২,০০০ বৎসর। এই যুগের শেষভাগে কল্কি অবতার হইবেন। কলিতে পুণ্য একপাদ ও পাপ ত্রিপাদ। (প্রবন্ধাবলী, ''গৌড়ীয়ের অষ্টাবিংশতি বর্ষ'')

মৎস্যপুরাণের ''**ভারাবতারণার্থন্তু ত্রিধা বিষ্ণুর্ভবিষ্যতি। দ্বৈপায়নো মুনিস্তদ্বদ্রৌহিণেয়াথ কেশবঃ॥**'' বচনে দেখিতে পাওয়া যায়, শ্বেতবরাহকল্পে বৈবস্বতাখ্য সপ্তম মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ-চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে শ্রীভগবান্ ত্রিধামূর্ত্তিতে—**বেদব্যাস**, বলরাম ও কেশবরূপে ভূভার-হরণার্থ অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই কলিতেও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সহিত ব্যাসদেবরূপে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর আবির্ভূত হইলেন। শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়—''**বেদব্যাসো য এবাসীৎ দাসো বৃন্দাবনোঽধুনা**'' এবং অনন্তসংহিতায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-জন্মখণ্ডে ''**ব্যাসো বৃন্দাবনঃ**

স্মৃতঃ'' বর্ণিত হইয়াছে। তজ্জন্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামীও জানাইলেন—''**কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস। চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবনদাস॥**'' (ঐ)

অগ্নিবংশজ 'কপিল' সগর-রাজার ৬০ হাজার পুত্রকে ধ্বংস করিয়াছিলেন, এই তথ্য গ্রহণ করা সমীচিন। কিন্তু দেবহূতি-নন্দন সেশ্বর 'কপিল' ভগবানের অবতার-রূপে জগতে আবির্ভূত হইয়া সর্ব্বপ্রথমে গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন, ইহা ভাগবতে বর্ণিত আছে এবং তিনি সগর-পুত্রগণকে ভস্মীভূত করেন নাই। (*গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে*) তাঁহার পদাঙ্কপূত-স্থানেই অগ্নিপুত্র কপিল আসন রচনা করেন। (পত্রামৃত, পত্র—৪৩)

শাস্ত্রাদির বিভিন্ন-স্থানে আমরা ১৮ জন বুদ্ধের উল্লেখ দেখিতে পাই। তন্মধ্যে বিষ্ণুর নবম অবতার বুদ্ধদেব অন্যতম। রাবণের গুরুও এক ''তথাগত বুদ্ধ'' ছিলেন। **বর্ত্তমানে যে ''বুদ্ধপূর্ণিমা'' তিথি পালিত হইতেছে, ইনি কপিলাবস্তু নগরের শুদ্ধোধন-পুত্র সিদ্ধার্থ বুদ্ধ।** ইনি বুদ্ধগয়ায় অবতার-বুদ্ধের সিদ্ধিপ্রাপ্তি-স্থান বোধিদ্রুমতলে সিদ্ধি লাভ করেন বলিয়া বৌদ্ধগ্রন্থ ''ললিতবিস্তরে'' বর্ণিত আছে। (পত্রামৃত, পত্র—১৮)

শ্রীবিষ্ণু-অবতার বুদ্ধদেবের কীকট বা গয়াপ্রদেশে আবির্ভাব হয়। কলিকালের প্রারম্ভে বর্ত্তমান সময় হইতে ৫৫০০ হাজার বর্ষ পূর্ব্বে তিনি অঞ্জনসুত-রূপে গয়াক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছেন, ইহা ভাগবতে বর্ণিত আছে। অঞ্জন বা অজিনসুত-বুদ্ধ অর্থাৎ ভগবদ্-অবতার-বুদ্ধ ভাগবত-সম্প্রদায়ের পূজ্য। 'নির্ণয়সিন্ধু'-গ্রন্থে লিখিত আছে,—জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া-তিথিতে অবতার-বুদ্ধের জন্ম হয়। পৌষ-মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে তাঁহার পূজা, নমস্কার ও অর্চ্চনবিধির ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, বায়ুপুরাণ, স্কন্দপুরাণাদিতে ইহাঁর ব্যবস্থা উল্লেখ আছে। (ঐ)

শাক্যসিংহ বুদ্ধ একজন অতিজ্ঞানী জীবমাত্র। তাঁহাকে ভগবদবতার শ্রীবুদ্ধের সহিত সমান জ্ঞান করা কখনই সমীচিন নহে। Maxmuller শাক্যসিংহ-বুদ্ধ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—তিনি খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৭৭ অব্দে কপিলাবস্তু নগরে লুম্বিনী-বনে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ নগর নেপালের নিকটবর্ত্তী একটী প্রসিদ্ধ জনপদ।

তাঁহার পিতার নাম—শুদ্ধোধন, মাতার নাম মায়াদেবী, ইহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। অঞ্জনের পুত্র ও শুদ্ধোধনের পুত্রের নাম এক হইলেও তাঁহারা ব্যক্তিত্বে এক নহেন। বিষ্ণুবুদ্ধের আবির্ভাব-স্থান কীকট-প্রদেশে 'বুদ্ধগয়া' নামক স্থানে। পক্ষান্তরে সিদ্ধার্থ-বুদ্ধের জন্মস্থান—হিমালয়ের পাদদেশে। (ঐ)

আচার্য্য শঙ্কর নির্ব্বিশেষ এক বা কেবলাদ্বৈতবাদের চিন্তায় বিভোর হইয়াছিলেন। মাতা বিশিষ্টা-কর্ত্তৃক উদ্যান হইতে ২টী বার্ত্তাকু (*বেগুন*) সংগ্রহে আদিষ্ট হইয়া শ্রীশঙ্কর প্রত্যেকটী বৃক্ষে ১টী বার্ত্তাকুই দেখিতে পাইয়া প্রমাদ গণিলেন। তিনি ২টী না পাওয়ায় উহার সংগ্রহে নিরস্ত হইলেন। মাতা ক্রুদ্ধা হইয়া চপেটাঘাত করিয়া যখন 'এক, এক, এক'-এর পরিবর্ত্তে 'এক, দুই, তিন' শিখাইলেন তখন তাঁহার নির্ব্বিশেষ কেবলাদ্বৈত-ভাব (*সেইকালের জন্য*) ঘুচিল। (প্রবন্ধাবলী ''গৌড়ীয়ের একবিংশতি বর্ষ)

নবদ্বীপ একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সেন-বংশীয় রাজগণের রাজধানী ছিল। এখনও এস্থানে বল্লালসেনের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ''বল্লালদীঘি' ও ইহার উত্তরে 'বল্লাল ঢিপি' নামে বল্লালসেন রাজার প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ লক্ষ্য করা যায়। মালদহের প্রাচীন 'গৌড়' হইতে উক্ত রাজগণ নবদ্বীপে রাজধানী স্থাপন করায় এস্থানও 'গৌড়ভূমি' নামে পরিচিত। কিছুদিন পূর্ব্বে এই ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে কাষ্ঠনির্ম্মিত দ্রব্যাদি, ভগ্নসিন্দুক, জীর্ণশাল-পশমী-পোষাকের ছিন্নাংশ ও কিছু রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া যায়। এই স্থান বর্ত্তমানে সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক রক্ষিত। 'আইন-ই আকবরী'তে লিখিত আছে,—প্রাচীননগর নবদ্বীপ ১০৬ খৃষ্টাব্দে সেনবংশীয় নৃপতিদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় ও লক্ষ্মণ সেনের সময় নবদ্বীপ-নদীয়া বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। সেনবংশীয় প্রথম রাজা বিজয়সেন দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া গৌড়াধিপতি হন। বিজয়ের পুত্র বল্লাল সেন, বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্ম ণসেন। (প্রবন্ধাবলী, ''গৌড়ীয়ের পঞ্চত্রিংশ বর্ষ")

সেনবংশীয় রাজাগণের মধ্যে বল্লালসেনই প্রসিদ্ধ। আদিশূর যেরূপ কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ আনাইয়া অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন, বল্লালসেনও সেইরূপ বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদিগের মধ্যে কৌলীন্যপ্রথার সৃষ্টি করিয়া

প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইনি বিদ্বান্ ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন ; 'দান সাগর' ও 'অদ্ভুত সাগর' নামক দুইখানি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ ইঁহারই রচনা। লক্ষ্মণ সেনও সুধী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত ইঁহার সভা অলঙ্কৃত করিতেন। ইঁহারই সভাকবি থাকিয়া সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীজয়দেব শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক সুললিত গীতিকাব্য ''শ্রীগীতগোবিন্দম্" রচনা করেন। (ঐ)

শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাশীর্ব্বাদে শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহ-পরিচারিকা 'দুঃখী', —'সুখী' নামে অভিহিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতাদি আলোচনা করিলে সীতা ঠাকুরাণী, মালিনী দেবী, বসুধা-জাহ্নবা মাতা, লক্ষ্মীপ্রিয়া-বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভৃতি বিষ্ণুজন-শক্তি এবং গঙ্গামাতা গোস্বামিনী, হেমলতা ঠাকুরাণী প্রভৃতি মহীয়সী ও বিদূষী বৈষ্ণব-মহিলাগণের আদর্শ দিব্যজীবন-দর্শন জানিতে পারিবে। উহা অনুশীলন করিলে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যে ভক্ত-স্ত্রীচরিত্রের অবদান সম্যক্ উপলব্ধির বিষয় হইতে পারে। (পত্রাবলী, পত্র-৪)

কলিকালে ধর্ম্ম, তপস্যা, সত্য প্রভৃতি প্রায় তিরোহিত। কলিতে পৃথিবী অল্পশস্যশালিনী, রাজগণ কুটিল, ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রাচার-পরাঙ্মুখ, মানবগণ স্ত্রী-বশীভূত, স্ত্রীগণ অতি চঞ্চল-স্বভাবা এবং লোকসকল সর্ব্বদা পাপানুরক্ত। এই সময়ে সাধুগণ অবসন্ন ও দুর্জ্জনগণ প্রভাবান্বিত। কলির প্রাবল্যে বেদমার্গানুসারী সাধুদিগের ক্লেশ হইবে। ম্লেচ্ছজাতীয় রাজগণ ধনলোলুপ হইবেন। রমণীগণ অতি দুর্দ্দান্ত, কলহ-রত এবং গুরুজন-নিন্দাপরায়ণা হইবে। আত্মীয়স্বজন বিবাদ-বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হইয়া একে অপরকে বিনাশ করিবে। কলির চরমাবস্থায় ধর্ম্মাধর্ম্ম লোপ পাইবে ; হিন্দু, যবন, ম্লেচ্ছ —সব একাকার হইবে। মানব আচরণহীন ও স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার হারাইয়া আহার-বিহার, চাল-চলন, বেষ-ভূষা ও আলাপ-ব্যবহারে পশু ও পিশাচ-সদৃশ হইবে। (প্রবন্ধাবলী ''গৌড়ীয়ের অষ্টাবিংশতি বর্ষ")

বর্ণাশ্রম-বিচার

যে-কোন কুলে জাত মানব বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন, ইহা গীতা, ভাগবত, মহাভারত, উপনিষৎ ও বিভিন্ন টীকা-ভাষ্যকার স্বীকার ও প্রমাণ করিয়াছেন। (পত্রামৃত, পত্র—৩)

প্রাকৃত বর্ণাশ্রম-বিধির দ্বারা পরমার্থ জগৎ নির্ণীত হয় নাই। লৌকিক আচার- বিচারের দ্বারাও আত্মকল্যাণ লাভ হয় না। প্রাকৃত জাতি-কুলের বিচার লইয়া চলিলে আত্মদর্শনের সম্ভাবনা কোথায়? জাতি-ভেদ ও ছুঁৎমার্গের দ্বারা জীবের পরমোপকার হয় না। (পত্রামৃত, পত্র—১৫)

''দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্। পণ্ডিত, কুলীন, ধনীর বড়ই অভিমান॥ যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত—হীন ছার। কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার॥''—ইহা যাহাদের শ্রবণের সুযোগ হয় নাই, তাহারাই প্রাকৃত জাতি-কুলের বিচার লইয়া মাতামাতি করে। ইহা অনুদারতা ও একপ্রকার প্রতারণা। প্রাকৃত জাতি-কুলের অভিমান পরিত্যাগ করিতে না পারিলে হরিভজনই হয় না। (ঐ)

ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম, গার্হস্থ্য-আশ্রম ও সন্ন্যাস-আশ্রমে প্রতিটী সাধক-সাধিকার একই (*পারমার্থিক*) কর্ত্তব্য নির্ণীত হইয়াছে। তজ্জন্য এস্থলে গৃহই মঠ এবং মঠই গৃহ—এক তাৎপর্য্যপর হওয়ায় একই উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে। (পত্রামৃত, পত্র-২)

শৌক্রবিচারে বর্ণ নিরূপণ করিতে গেলে তাহা সুষ্ঠু হইতে পারে না। যেহেতু চারি বর্ণেরই জন্ম-কর্ম্ম-মৃত্যু একই প্রকার। (''জাবালা ও সত্যকাম'')

শ্রুতি বলিতেছেন,—সরলতা বা নিষ্কপটতাই 'ব্রাহ্মণতা'। জগতের লোক যাহাকে অত্যন্ত হীন ও নিন্দনীয় মনে করেন, 'সত্যকাম' আচার্য্যের নিকট সেই

হীন পরিচয় দিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। এস্থলে তাহার স্বাভাবিক সত্যবাদিতা ও সরলতা প্রকাশিত হইয়াছে। ঋষি-গৌতম বালকের এই ব্রাহ্মণ-লক্ষণ লক্ষ্য করিয়া তাহাকে উপনয়ন-সংস্কার প্রদান করত গুরুসেবায় ও বেদপাঠে অধিকার প্রদান করিলেন। (ঐ)

যে-সে কুলে জন্মগ্রহণ করুন না কেন, গুণবান্ তাঁহার ব্রাহ্মণ-সুলভ গুণসমূহের দ্বারা সর্ব্বত্রই আদৃত ও পূজিত। কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু অমোঘ-উদ্ধারলীলা প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ-সংজ্ঞা এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—**''সহজে নির্ম্মল এই 'ব্রাহ্মণ'- হৃদয়।** কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্যস্থান হয়॥ **মাৎসর্য্য-চণ্ডাল** কেনে ইঁহা বসাইলা। পরম-পবিত্রস্থান অপবিত্র কৈলা॥'' (ঐ)

স্বভাবজনিত গুণদ্বারাই ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের কর্ম্মসকল বিভক্ত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ হইতেই এই চারি বর্ণাশ্রম উদ্ভূত হইয়াছে। সুতরাং ইহা অস্বীকার করিলে ভগবান্‌কে অবজ্ঞা করা হয় ও অধঃপতন ঘটে। (ঐ)

যদি ভগবানের এই অভিমত হইত যে, গুণ-কর্ম্ম বিধানটী একবার মাত্র স্থিরীকৃত হইলেই চিরকাল চলিতে থাকিবে অর্থাৎ প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়-সন্তান তৎতৎ গুণসম্পন্নই হইবেন, তবে বিপর্য্যয় দৃষ্ট হইত না। তবে ব্রাহ্মণ বিশ্বশ্রবা-পুত্র রাবণ বিষ্ণুদ্বেষী হইতেন না; আবার দৈত্যপুত্র প্রহ্লাদ পরম বিষ্ণুভক্ত হইতেন না; বেদ 'আর্জ্জব' গুণ-দর্শনে গোত্র নির্ণয় করিতেন না; পৌরাণিকগণ গুণ দেখিয়া বর্ণ নিরূপণ করিতেন না; শ্রীমদ্ভাগবত স্বভাব-দর্শনে বর্ণ-নির্ণয়ের আদেশ করিতেন না। (প্রবন্ধাবলী, ''শুদ্ধ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম'')

শুদ্ধ-গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসমাজ-মুকুটমণি, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'কৃষ্ণসংহিতা'-গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—''প্রাচীন ঋষিগণ স্বপ্নেও জানিতেন না যে, স্বভাবজ ধর্ম্মটা ক্রমশঃ বংশজ হইয়া উঠিবে। মহৎলোকের সন্তান মহৎ হয়—ইহাও কিয়ৎপরিমাণে স্বাভাবিক, কিন্তু এইটা কখন ব্যবস্থা হইতে পারে না। সংসারকে ঐরূপ অন্ধ-পরম্পরা-পথ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য স্বভাবজ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে স্বার্থপর ও অতত্ত্বজ্ঞ স্মার্ত্তদিগের হস্তে ধর্ম্মশাস্ত্র ন্যস্ত হওয়াতে যে বিপদ্ আশঙ্কা করা হইয়াছিল, সেই বিপদই ব্যবস্থাপিত বিধিকে আক্রমণ করিয়াছে।'' (ঐ)

নিখিল শাস্ত্রের সার-নিষ্কর্ষ এই যে, যাঁহার ব্রাহ্মণ-স্বভাব দেখা যাইবে, তিনিই 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া অভিহিত হইবেন, আর ব্রাহ্মণ-স্বভাব বা লক্ষণ না থাকিলে তিনি 'শূদ্র'-পদবাচ্য। তাই অবরকূল হইতেও উত্তম বর্ণ লাভ করিয়াছেন, এইরূপ 'বৃত্ত-ব্রাহ্মণতা' সম্বন্ধে শাস্ত্রে ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে। (প্রবন্ধাবলী, ''জাবালা ও সত্যকাম'')

মৎস্য-মাংস-ভোজনে লোলুপ বিপ্র 'নিষাদ-ব্রাহ্মণ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন,—''**মৎস্য-মাংসে সদা লুব্ধো বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে।**'' যিনি ব্রহ্মতত্ত্ব না জানিয়া কেবল ব্রাহ্মণ-সংস্কারের গর্ব্ব প্রকাশ করেন, শাস্ত্র তাহাকে 'পশু-বিপ্র' নামে অভিহিত করিয়াছেন। যে বিপ্র শূদ্রগণের পাচক, হরিনাম-বিক্রয়ী, বিদ্যা-বিক্রয়ী, তাহাকে বিষহীন সর্পের সহিত তুলনা করিয়াছেন—অর্থাৎ তাহার যজন-যাজনাদির দ্বারা গৃহস্থের কোন মঙ্গল হয় না। **তাহাদের দ্বারা কোনরূপ পারলৌকিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন করাইলেও তাহা সুষ্ঠু ফলপ্রসূ হইবে না**—ইহাই শাস্ত্র নির্দ্দেশ। (ঐ)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সকলেই কে বড়, কে ছোট—এইরূপ বিচার করিয়া থাকে। ভক্তকবি তুলসীদাসজী বলিতেছেন,—হরিভজন না করিলে, ইহারা সকলেই চামার। চামারের যেমন চামড়ার দিকে নজর, ইহাদেরও তদ্রূপ। আবার হরিভজন করিলে ইহারাই আবার একজাতিত্ব অর্থাৎ ব্রাহ্মণতা লাভ করেন।—''**ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সবকোই করত বিচার্। তুলসী কহে, —হরি না ভজে ত চারো 'চামার'॥ হরি ভজে ত চারো জাত মিলকর্ এক বরণ্ হো যায়। অষ্ট-ধাতুমে পরশ লাগাওয়ে এক মূল্‌সে বিকায়॥**'' (ঐ)

সরলতা ও ভগবৎসেবাই চারিবর্ণীর মুখ্যধর্ম্ম, অপরাপর গুণগুলি গৌণ। তাই ভজন বা সেবাবিহীন অবস্থা চিন্তা করাই চরম নাস্তিকতা এবং ইহাই চারিবর্ণীর অধঃপাতজনক।—''**চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥**'' ''**য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্। ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥**'' (প্রবন্ধাবলী, ''দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম'')

নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম বা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভগবদ্ভজন করিতে করিতে অসিদ্ধাবস্থায় যদি ভজন হইতে ভ্রষ্ট বা মৃত্যু হয়, তথাপি কোনও অমঙ্গলের

আশঙ্কা নাই। ভজনহীন ব্যক্তিগণের ভক্তিশূন্য স্বধর্ম্ম-পালনের দ্বারা কোনও প্রয়োজনসিদ্ধি হয় না। (ঐ)

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র নিজ নিজ বর্ণধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে পালন করিয়াও যদি কৃষ্ণভজন বা ভগবৎসেবা না করেন, তাহা হইলে তাহারা প্রাকৃত অভিমানবশে উচ্চতা লাভ করিয়াও অবশেষে পুণ্যক্ষয়ে অধঃপতিত হন। ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন ব্যতীত বিষয়ী বর্ণাভিমানীর কোনই মঙ্গল নাই। অতএব সেব্য-সেবক-সেবনধর্ম্ম নিত্য হওয়ায় সেবাধর্ম্ম চারি বর্ণীরই অবশ্য কৃত্য। গুরুসেবা ও কৃষ্ণ-ভজনবলে বদ্ধজীব মায়াজাল হইতে মুক্ত হইয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করেন। ইহাই তাঁহার পক্ষে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মপালনের একমাত্র চরম লক্ষ্য—ইহাকেই ভাষান্তরে 'স্বরূপে অবস্থিতি' বলা হইয়াছে। (ঐ)

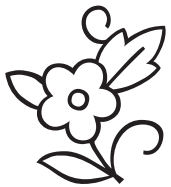

গৃহস্থ ভক্তগণের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য

শ্রীগুরু-ভগবান্‌কে স্মরণের নিমিত্তই মনুষ্যের কর্ম্মময় জীবন। (পত্রামৃত, পত্র—৪৪)

নীতিপরায়ণ গৃহস্থের আশা-আকাঙ্ক্ষা—নিশ্চয়ই শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা ও ভগবৎসেবাকেই লক্ষ্য করে। তাঁহারা শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেমপ্রীতিই তাঁহাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বস্তু বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাঁহাদের কোনপ্রকার জাগতিক কামনা-বাসনা নাই; তাঁহারা কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টাবিশিষ্ট। (পত্রামৃত, পত্র—৬২)

গৃহস্থগণের পক্ষে প্রবৃত্তিমার্গীয় ভোগের অনুকূল যে-সকল শাস্ত্রীয় বাক্য দেখা যায়, তাহা সেই ভোগ-ত্যাগেরই উদ্দেশ্যে বুঝিতে হইবে। **অখণ্ড ভগবৎস্মৃতি ও সেবার নৈরন্তর্য্য লাভই ভক্তের একমাত্র কাম্য** হওয়ায় তাহারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-মার্গীয় বিধি-নিষেধের অতীত। তাই বর্ণাশ্রমীর স্থূল গণ্ডিতে তাঁহারা আবদ্ধ থাকিবেন কেন? (প্রবন্ধাবলী, "চাতুর্ম্মাস্য ও কার্ত্তিক ব্রত-পালনের বিধি-নিষেধ")

সাক্ষাদ্ভাবে মঠ-মন্দির ও আশ্রমাদিতে বাসের সুযোগ না হইলেও গৃহে থাকিয়া গুরু-বৈষ্ণবগণের উপদেশ-নির্দ্দেশ পালন করিলেই আশ্রমবাসের ফল লাভ হয়। (পত্রামৃত, পত্র—৯)

সকল সময়েই গুরু-বৈষ্ণবগণের সান্নিধ্যে বাস করা যায়, যদি তাঁহাদের উপদেশ-নির্দ্দেশ পালন করা যায়। চিন্তাভাবনার দ্বারাই তাঁহাদের সাক্ষাদ্দর্শন পাওয়া সম্ভবপর। (পত্রামৃত, পত্র—২৪)

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবকে স্মরণ করিলেই তাহাদের সঙ্গে থাকিবার ফল পাওয়া যায়। (পত্রামৃত, পত্র—২৬)

সারাদিন যে কাজ করা যায়, তাহা সেই পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইলেই তাহার সফলতা এবং মূল্যায়ন। উহা তোমার কৃষ্ণের সংসারের অন্তর্গত

'সেবা' বলিয়া জানিবে। তোমার কর্ম্ম, তোমার স্বধর্ম্ম হইতে একটুও পৃথক্ নয়—ইহা মনে রাখিবে। (পত্রামৃত, পত্র—১১)

হরিকীর্ত্তনময় গৃহই গোলোক-বৃন্দাবন—তথায় শ্রীভগবানের নিত্য অধিষ্ঠান। "**যেদিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়।**" তোমরা নির্ব্বন্ধ সহকারে শ্রীনামগ্রহণ করিবে। কীর্ত্তন ও গ্রন্থাদি আলোচনার অভ্যাস রাখিবে। তবেই তোমাদের গৃহ সবসময় পূর্ণ থাকিবে। (পত্রামৃত, পত্র—৩৭)

গৃহে বসিয়া শ্রীনামগ্রহণ, সৎসঙ্গ, শাস্ত্রগ্রন্থাদি আলোচনা, সেবাকার্য্য-দ্বারা গুরুদায়িত্ব (*শ্রীগুরুর প্রদত্ত দায়িত্ব*) পালন করিতে হইবে। তাহা হইলে মঠ-মন্দিরে বাসের ফল নিশ্চয়ই পাইবে। (পত্রামৃত, পত্র—৯)

সাংসারিক কর্ত্তব্যাচরণের মধ্যে থাকিয়াই সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তনাদি পঞ্চাঙ্গ-ভক্তিসাধনের অবশ্যই ব্যবস্থা রাখিতে হইবে, ইহাই গৃহস্থের মূল আদর্শ ও প্রাণকেন্দ্র। (পত্রামৃত, পত্র—৩৩)

সংসারের সকল কাজ সারিয়া প্রত্যহ লক্ষ নাম জপ, ঠাকুরের পূজার্চ্চন, গ্রন্থাদি আলোচনা ও মঠে যাইয়া শ্রীহরিকথা-শ্রবণের সুযোগ অবশ্যই করিতে হইবে। ইহাই কৃষ্ণের সংসার বা ভগবৎসংসারের বিশেষ তাৎপর্য্য। (পত্রামৃত, পত্র—২৮)

শ্রীমঠে প্রায়ই যাইবার ও পাঠকীর্ত্তন শ্রবণের সুযোগ লইবে। উহাতে সাধনভজনে বিশেষ উপকার হইবে। গ্রন্থরূপী সাধুসঙ্গ অপেক্ষা প্রত্যক্ষ সাধুসঙ্গ সুদুর্ল্লভ ও অধিক ফলপ্রদ। (পত্রামৃত, পত্র—১১)

ভগবৎকেন্দ্রিক সংসারে তাঁহার সেবার উদ্দেশ্যেই সব দেখাশুনা করিতে হইবে ও ভাল লাগাইতে হইবে। ধর্ম্মগ্রন্থ-আলোচনা, হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সবই personal work-এর অন্তর্গত। কোনটাই পরস্মৈপদী নহে। (পত্রামৃত, পত্র—১৮)

শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাকথার শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণরূপ অনুশীলন-দ্বারাই জীবের বাস্তব কল্যাণ লাভ হয়। যেখানেই আমরা থাকি না কেন, সেইরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া লইতে হইবে। স্মরণদ্বারাই গুরুবৈষ্ণবগণের

সেবা ও সান্নিধ্য লাভ করা যায়। তাহা হাজার মাইল দূরে থাকিয়াও সম্ভব। (পত্রামৃত, পত্র—-৩৭)

তোমার প্রাত্যহিক সাধনভজনের রুটিন আমার জানা না থাকিলেও লিখিতেছি, —ভোর ৪-টায় উঠিয়া শৌচাদি সমাপনান্তে সম্ভব হইলে স্নানাদির পর সন্ধ্যা-আহ্নিক সারিয়া শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিক সমাপন করিবে। পরে ঠাকুরঘরের কাজ-শেষে তোমার সময়মত কিছুটা হরিনাম করিয়া লইবে—অন্ততঃ ২৫০০০। যদি শৌচাদির পূর্ব্বে সময় পাও, তখনও কিছুটা নাম সারিয়া রাখিতে পার। সকাল সকাল ঠাকুরের পূজার্চ্চন শেষ করিতে পারিলে অনেক সময় পাওয়া যায় এবং সময়মত পিত্ত রক্ষা করিয়া ঐ সময়ে কিছু গ্রন্থাদি আলোচনা করিতে পার। দ্বিপ্রহরে ভোগারতি-কীর্ত্তন ও আরতি-শেষান্তে ঠাকুরের শয়ন দিবার পর সামান্য বিশ্রাম করিবে। এই সময়েও গ্রন্থাদি কিছুটা আলোচনা করা চলে। যদি সেই অবসর না হয়, তবে ঠাকুরকে জাগাইয়া শীতলী-ভোগ দিবার পর তুমি নিশ্চিন্তে গ্রন্থাদি আলোচনা করিতে পার। পুনরায় সন্ধ্যারতি ও ঠাকুরের ভোগ-নিবেদনান্তে শয়নের পর প্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিবে। যাহারা অরুণোদয় কাল বা ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিবার অভ্যাস করিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে শ্রীনামগ্রহণ, ঠাকুরের সেবাপূজা, ও ভক্তিগ্রন্থ আলোচনার যথেষ্ট সময় থাকে। এইরূপে সময়ের সদ্ব্যবহার করাই সাধক-সাধিকার পক্ষে একটী বিশেষ রুটিন। ইহা মানিয়া চলিতে পারিলে হরিভজন-পিপাসু ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বৈব মঙ্গল। আমি মোটামুটি লিখিয়া দিলাম, তুমি তোমার সুবিধানুসারে সেবা ও সময়ের ছক করিয়া লইবে। (পত্রাবলী, পত্র—৪৭)

সংরক্ষণ-যন্ত্রের (Tape recorder) মাধ্যমে গুরুবৈষ্ণবগণের পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতাদি শ্রবণানুশীলনেও সৎসঙ্গের ফল লাভ হয়; উহা পরোক্ষ হইলেও প্রত্যক্ষের ন্যায়ই ফল দান করে—যেখানে নামী ও নাম অভিন্ন—ব্যক্তিত্ব ও বাণী এক—Identical. (পত্রামৃত, পত্র—২৫)

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—"**প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা।**" প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা ভগবৎসেবা করা যায়। নিত্যার্ত্তিদ বিত্তদ্বারা যেরূপ

পরমার্থ অর্জ্জিত হয়, প্রাণদ্বারা অর্থাৎ পূর্ণশরণাগতি বা আত্মসমর্পণদ্বারা তাহা সুষ্ঠুতা লাভ করে। মানুষের কষ্টার্জ্জিত অর্থ প্রাণাপেক্ষা প্রিয়, তজ্জন্য পার্থিব সকল বস্তু ও ব্যক্তির বিনিময়েও লোকে ঐ আদি-মধ্য-অন্তে দুঃখপ্রদ অর্থরূপ অনর্থকেই আঁকড়াইয়া বসিয়া থাকে। যদি কেহ সেইরূপ অর্থকে বুদ্ধিমত্তার সহিত পরমার্থে নিযুক্ত করিতে পারেন, তিনি নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমান্ বা বুদ্ধিমতী। নিঃস্বার্থ দানের তুলনা নাই। সাধারণতঃ লোকে জড়প্রতিষ্ঠার জন্যই দানাদি করিয়া থাকেন। তাহার সেই দানের মধ্যে কিছু ulterior motive থাকিয়া যায়। সুতরাং তাহার ঠিক ঠিক ফললাভ হয় না। (পত্রাবলী, পত্র—২২)

সেবার জন্য সামান্য দানও নগণ্য নহে,—তাহা প্রচুর এবং গৌরবের বিষয়। যাহারা কেবল লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশার জন্য লোকদেখানো সাহায্য দানাদি করেন, তাহাদের সেই ত্যাগ-স্বীকারকে "ব্যাঙের আধুলি" বা "কর্ম্মীর কানাকড়ি" বলে। হৃদয়ে অন্যাভিলাষ থাকায় উহাতে প্রাকৃত কর্ম্মজড়-বাদকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয় এবং উহা সঠিকভাবে সেবানুকূল হয় না। (পত্রাবলী, পত্র—২০)

পারমার্থিকগণেরই ত' অর্থচিন্তা থাকা উচিত; কারণ অর্থের দ্বারা পরমার্থ সঞ্চয় হয়—এই পরমসত্য ভক্তই উপলব্ধি ও অনুভব করেন। নির্ব্বিশেষ-চিন্তামগ্ন কেবলাদ্বৈত-বাদিগণ শুষ্ক মর্কটবৈরাগ্য-অবলম্বনে "**অর্থমনর্থং ভাবয়েন্নিত্যম্**" বিচারে আবদ্ধ হইয়া শ্রীহরিসেবার অনুকূল বিষয়কেও অপ্রয়োজনীয়-জ্ঞানে বর্জ্জন করিয়া বাহাদুরী খ্যাপন করেন। তাহাদের কোনদিনই যুক্তবৈরাগ্যের সেবাসৌন্দর্য্য উপলব্ধির বিষয় হয় না। "**তোমার ধন, তোমায় দিয়ে, তোমার হয়ে রই**"—ইহা তাহাদের চিন্তাতীত। (পত্রাবলী, পত্র—২৩)

অর্থ-সম্পদই আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য নহে। মানবীয়তা, ধৈর্য্য, সহ্যগুণ, বিচক্ষণতা, বিবেচনা, শিষ্টাচার, দৈন্য অমানী-মানদধর্ম্ম—সাধক-সাধিকার বিশেষ অলঙ্কার ও ভূষণ। ইহাতেই তাঁহার গৌরব—"**কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি**"। (পত্রামৃত, পত্র—৬৭)

তোমরা কৃষ্ণধনে ধনী হইবার যত্ন কর—পার্থিব সকল ধনই তুচ্ছ বলিয়া বুঝিতে পারিবে। (পত্রামৃত, পত্র—১২)

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-স্মরণ ব্যতীত জীবের সংসার-দশা ঘুচে না। প্রাকৃত ভোগাকর্ষণই জীবের পক্ষে সংসারদশা, ভয় বা বিপদ্। তজ্জন্য "**তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন বিনাশন।**"—ভজনবিঘ্ন ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের স্মরণেই বিদূরিত হয়। সাধু-শাস্ত্র-গুরুর অভয়বাণীই আমাদের সহায় ও সম্পদ্। (পত্রামৃত, পত্র—১৮)

প্রাকৃত দুনিয়ায় বাস্তব শান্তি নাই, তাহার মধ্যে থাকিয়াই '**গুরু-ভগবান্ সর্ব্বদা আমাদের সঙ্গে আছেন**'—এই ভাবনাই আমাদের সকল বিপদাপদ্ হইতে রক্ষা করে। (পত্রামৃত, পত্র—২১)

শ্রীভগবানে সমর্পিতাত্ম ভক্তের কোনরূপ ভয় বা দুঃখ-ক্লেশ নাই। সুদৃঢ়চিত্ত সাধক-সাধিকা ভজনবলে যাবতীয় বাধা-বিপত্তিকে জয় করিতে পারেন। তাঁহারা শ্রীভগবানের অশোক-অভয়-অমৃতাধার শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয়পূর্ব্বক ভয়ের ভয় হইতে নির্ম্মুক্ত হন। (পত্রামৃত, পত্র—৫৫)

অভাব-অভিযোগ দিয়াই সংসারটা গড়া। তথায় স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া বড় কঠিন ব্যাপার। যাঁহারা সংসারের মধ্যে থাকিয়াও নির্লিপ্ত ও অসঙ্গ-জীবন যাপন করিতে পারেন, তাঁহারাই ধৈর্য্যশীল সাধক-সাধিকা। নির্দ্দিষ্ট আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইবে, তাহাতে ধৈর্য্য-উৎসাহই প্রধান উপাদান। (পত্রামৃত, পত্র—২৭)

সাংসারিক ক্ষতিকে ভক্ত ও সাধক কোনদিনই পরমার্থের অন্তর্গত করেন না; সাধনভজন পৃথক্ ব্যাপার, তাহা স্বতন্ত্রতা লইয়াই স্বীয় মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। সাংসারিক ক্ষতিতে ভক্ত কখনও কাতর হন না বা তাহার মনের বলও কমিয়া যায় না। দুর্ব্বল ব্যক্তি শ্রীভগবৎকৃপা লাভের অযোগ্য—"**নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।**" (ঐ)

তোমার সংসারের দুঃখকষ্টকে তুমি শ্রীগিরিধারী-গোপালের কঠোর পরীক্ষা বলিয়া গ্রহণ করিবে। চিন্তা-ভাবনায় কাতর হইয়া পড়িবে না, ইহাই তোমার নিকটে আব্দার। সাংসারিক দুঃখক্লেশ গোপালের দিকে তাকাইয়া সহ্য করিবে। (পত্রামৃত, পত্র—৩৫)

"শ্রীভগবান আমাদিগকে রক্ষা করিবেন নয়, সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন"—

ইহাতে দৃঢ়বিশ্বাস রাখিতে হইবে। অন্নচিন্তার জন্য কখনই তোমাদের ভগবৎচিন্তার ব্যাঘাত হইবে না, ইহাই বিশেষ শুভেচ্ছা জানিবে। (ঐ)

মানুষ তাহার সীমিত জ্ঞান লইয়া চিন্তার দ্বারা মুস্কিলের আসান্ করিতে পারে না। চিন্তামণি শ্রীভগবানের উপর সব নির্ভর করিলে পরম নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। (পত্রামৃত, পত্র—১০)

সকল দুঃখ-কষ্ট-মানসিক অশান্তির মধ্যে ধৈর্য্য ধারণের চেষ্টা করিবে। সকল বিষয়ে দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা থাকিলে যাবতীয় বিপদাপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। তোমার নিজস্ব খোঁটার জোরে✶ সকল জটিলতার সমাধান খুঁজিয়া পাইবে। (পত্রামৃত, পত্র—১২)

জগতের প্রতিটি ঘটনা স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করিলেই শ্রীভগবানের অহৈতুকী করুণার বিষয় উপলব্ধি করা যায়। (পত্রামৃত, পত্র—১৫)

সর্ব্বদা যে কোন অবস্থায় ধৈর্য্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলেই মঙ্গল। তাহাতেই আত্মতুষ্টি, তাহাতেই মানসিক শান্তি। এই অবস্থাকে ঠিক দুর্দ্দিন বলা যায় না। যে দুঃখ-কষ্টে ভগবৎ-ভাগবত-কথার স্মৃতির উদয় হয়, তাহাই কুন্তীদেবীর বিচারে সুদিন ও সুযোগ-সৌভাগ্য বলিয়াই সাধু-শাস্ত্র জানাইয়াছেন। (পত্রামৃত, পত্র—৪৮)

জগতের সকলপ্রকার বিপদাপদই পরমার্থ-পথে মঙ্গললাভের সুবর্ণ সুযোগ। এইরূপ বিপদ-পাতকে ভক্তগণ ভজনের সহায়ক বিবেচনা করেন। ইহাকে কখনই ভগবানের নির্দ্দয়তা বা ক্রূরতা মনে করা উচিত নয়। (প্রবন্ধাবলী, "বহুরূপী নাস্তিকতা ব্যাধি ও তদুপশম ব্যবস্থা")

আমরা জাগতিক সকলপ্রকার সম্বল বা আশ্রয়শূন্য হইলেই নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দাতা ভগবানের কথায় শ্রদ্ধালাভ করি ও নিষ্কপটে বলিতে পারি—"**নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ।**" (ঐ)

সংসারী জীবের সংসার ছাড়া গত্যন্তর নাই। তুমি অনন্ত বিশ্বের সংসার ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? যেখানেই যাইবে, তোমার-আমার সংসার পিছনে পিছনে

✶"তোমার নিজস্ব খোঁটার জোরে"—অর্থাৎ, 'আমার শ্রীগুরু ও ভগবান্ আছেন' এই পরম সম্পদের বলে।

চলিতে থাকিবে। লোকালয় ছাড়িয়া বনে-জঙ্গলে গেলে তথায়ও সাপ, বিছা, মশক, পোকামাকড়, হিংস্র রক্তপায়ী জন্তু-জানোয়ার অবশ্যই প্রতিবেশীরূপে থাকিবে। সংসার—সমুদ্র, ইহার জল শুকাইলে পাড়ি দিবে, এ বিচার ভুল। ইহার মধ্যে থাকিয়াই আত্মকল্যাণ চিন্তা করিতে হইবে। সেবানুকূল পরিবেশ আমাদিগকেই চেষ্টা করিয়া লইতে হইবে। "**গৃহে থাক বনে থাক, ইথে তর্ক অকারণ**"—ইহাই বর্ত্তমানে আমাদের গ্রাহ্য নীতি। (পত্রামৃত, পত্র—৪৮)

সাংসারিক বন্ধন হইতে মুক্তদশা কাহাকে বলিব? জীব সাংসারিক বিপর্য্যয়ের মধ্যেই অধিকভাবে শ্রীভগবন্নামাদি গ্রহণের সুযোগ পায়। এবং উহার মধ্যেই তাহার ঐকান্তিকতা, আকুলতা-ব্যাকুলতা প্রকাশিত হয়। এই জগতে যিনি যে-অবস্থায় থাকুন না কেন, তাহার মধ্যে থাকিয়াই তাহাকে আত্মকল্যাণের জন্য যত্ন করিতে হইবে—'**যেন কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণেনিবেশয়েৎ।**'(পত্রাবলী,১৮)

সংসারে সংসারী সাজিতে হইবে, হৃদয়ে নিত্য ধর্ম্মানুশীলন চলিবে। ইহাই সাধন-ভজনের রীতি ও কৌশল। "**যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্**"।(পত্রামৃত, পত্র-৬৫)

লৌকিকতা রক্ষা করিতে গেলে ভগবদ্ভজন হয় না। সাধক-সাধিকাগণ তজ্জন্য ঈশ্বরের উপাসনা করিতে গিয়া "পাছে লোকে কিছু বলে"—এই ব্যবহারিকতা দূরে বিসর্জ্জন করেন। (পত্রামৃত, পত্র—১১)

"নিজে বাঁচলে বাপের নাম"—সুতরাং **ভজন-সাধন বজায় রাখিয়া আত্মীয়-স্বজনদের যত্ন লইবে** ও তাহাদের প্রতিপালন করিবে। (ঐ)

লৌকিক-সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রাশ্রিত ব্যক্তির কোনপ্রকার অংশগ্রহণের প্রয়োজন নাই। তথাপি হরিসেবার অনুকূলে ব্যবহারিক সমাজের কিছু কিছু ব্যাপারে অনেক সময় অংশগ্রহণ করিতে হয়। লোক-সমাজে বাস করিতে গেলে একেবারে অসামাজিক বা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হওয়া চলে না। তজ্জন্য বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ অবশ্য বর্জ্জন করিতে হয়। সাধু-সজ্জনগণ Accommodating and obliging—সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া আমাদের চলিতে হইবে, ইহা শাস্ত্রীয় নির্দ্দেশ ও উপদেশ। (পত্রামৃত, পত্র—৬৯)

সংসারে থাকিতে গেলে লৌকিকতা, ব্যবহারিকতা রক্ষা করিয়া চলিতে হয়, তবে পারমার্থিক দিক্‌টা অধিকভাবে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। এই **পারমার্থিকতাকে রক্ষা করিয়াই আমাদের লৌকিক আচার-আচরণের নির্দ্দেশ। লৌকিকতার বিনিময়ে কখনই পরমার্থ জলাঞ্জলী দেওয়া যায় না।** সে-বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। জাগতিক জড়বুদ্ধি-সম্পন্ন আত্মীয়-স্বজনগণ যদি আমার আত্মকল্যাণ না চাহেন, তবে সেই সঙ্গ মনে মনে দূরে সরাইয়া দিতে হইবে। উহাই পারমার্থিকগণের আদরণীয় ও আদর্শ। (পত্রামৃত, পত্র—৫২)

সংসারে ব্যক্তিগত স্বার্থের হানাহানি থাকিবেই। তাহার মধ্যে থাকিয়াই যিনি আপন অভীষ্টপথে চলিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন, তাহার কোনরূপ ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। ধৈর্য্য-স্থৈর্য্য-সহনশীলতাই জীবনপথে শ্রেষ্ঠ পাথেয় ও সম্বল। তাহার সহিত উৎসাহ, উদ্দীপনা, বিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা অবশ্যই সংযোগ করিতে হইবে। (পত্রামৃত, পত্র—২১)

সংসারে যদি কেহ ভুলবশতঃ তোমার প্রতি অন্যায় আচরণ করে, তুমি তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিলেই তোমার মহত্ত্ব ও উদারতা প্রমাণিত। এই ক্ষমা-গুণই মানুষকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে। অপরের দোষ-ত্রুটি গ্রহণ না করিয়া নিজের ভজনপথে চলিতে পারিলেই শান্তি-স্বস্তি লাভকরিতে পারা যায়। (পত্রামৃত, পত্র—৩২)

হিংসা ও অবিমৃশ্যকারিতার (*অবিবেকিতার*) বদলা লইতে হয় স্নেহ ও ক্ষমা-গুণের দ্বারা। উহাই চিরদিন উজ্জ্বল তারকার ন্যায় দীপ্তি দান করে এবং বিমূঢ় ব্যক্তির পথের দিশারী হয়। (ঐ)

মানুষ ইহ সংসারে সাধ্যানুসারে নীতি-আদর্শ পালন করিয়া চলিলেও অনেকেই হয়ত তাহার যথার্থ মূল্যায়ন করিতে পারেন না। উদারতার দ্বারাই তাহার স্বীকৃতির সম্ভাবনা। (ঐ)

গুরুজনদের উপর দোষারোপ না করিয়া "**স্বকর্ম্ম-ফলভুক্ পুমান্**"—এই বৈষ্ণবীয় বিচার গ্রহণ করিলে হৃদয়ে শান্তি ও স্বস্তিলাভ করিতে পারা যায়। আমি তোমাকে ভজনে উৎসাহ, ভক্তিতে বিশ্বাস ও ভগবৎ-প্রীতিলাভে ধৈর্য্যধারণ

করিতে অনুরোধ করি। তুমি নিশ্চয়ই আমার এই অনুরোধ ও আব্দার রক্ষা করিয়া চলিবে। (ঐ)

সংসারে সকলের সমানভাবে মন যোগাইয়া চলা অসম্ভব, তথাপি ধীরস্থিরভাবে সবদিক্ বিবেচনা করিয়া আমাদিগকে জীবনপথে অগ্রসর হইতে হইবে। সর্ব্বপ্রকার দায়িত্ব-পালনের মধ্যেই শ্রীনামগ্রহণ, গ্রন্থাদি-পাঠ, হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ, সাধু-অতিথি-সেবা প্রভৃতি সংরক্ষণ করিতে হইবে।(পত্রামৃত, ৩৩)

কাহাকেও সুখী করিতে গিয়া তোমার জীবন শেষ হইয়া গেলেও তাঁহার মন পাওয়া যায় না—ইহা স্বাভাবিক কথা। 'সমগ্র জগতের মানুষ মিলিয়া মিশিয়া একজনকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না', ইহাই শাস্ত্রের রূঢ় বাস্তব সত্য কথা। ইহা জানিয়া লইয়া তুমি সান্ত্বনা লাভ কর। (পত্রামৃত, পত্র—৫৯)

জগতের লোকের নিকট যখন তুমি অবাঞ্ছিত বলিয়া বিবেচিত হইবে, তখনই তোমার 'হরিভজনে কিছু সুযোগ আসিল' বলিয়া ধরিয়া লইবে। (পত্রামৃত, পত্র—৬)

তুমি সংসারে থাকিয়াও অসংসারী থাকিবার চেষ্টা করিবে। এ-জগতে উদারনৈতিক নীতি অবলম্বন না করিলে নিজের ও অপরের কল্যাণ করা যায় না। নিরপেক্ষ না হইতে পারিলে স্বধর্ম্ম সংরক্ষণ করা যায় না। (পত্রামৃত, পত্র—৩৫)

বিষয়ী বহুলোকের সঙ্গে একত্রে বাসকেই 'সংসার' বলে। সেরূপ অবস্থায় তোমাকে 'পাকাল মাছ' হইতে হইবে। সংসার শিক্ষাক্ষেত্র—যতদিন বাঁচিবে, এই শিক্ষার সমাপ্তি নাই। ইহার মধ্যে থাকিয়াই শ্রীভগবানের ভজন-সাধন করিতে হইবে। (পত্রামৃত, পত্র—৯)

সংসার—সমরাঙ্গন ও শিক্ষাক্ষেত্র। আমাদের সকলকেই এ জগৎ হইতে শিক্ষা আহরণ করিতে হইবে, এই শিক্ষার শেষ নাই। (পত্রামৃত, পত্র—২)

দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা, মিলন-বিরহ সবই পাশাপাশি থাকিয়া সাধন-ভজনে আমাদের ধৈর্য্য-উৎসাহ বৃদ্ধি করে, ইহাই বাস্তব ঘটনা। **সকল বিষয়ে তাৎপর্য্য অনুধাবন করিতে শিখিলে সাধনপথে কষ্টকে কষ্ট মনে হয় না।** (পত্রামৃত, পত্র—৭৪)

সাহায্য-প্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রায়শঃই বিরোধিতা ও বেঈমানী করিতে দেখা যায়। মানুষ যদি অকৃতজ্ঞ হয়, তবে বলিবার কিছুই নাই। এ-জগতে অকৃতজ্ঞ মানুষই অধিক, তাহাকে সুবিধাবাদী ও স্বার্থপর বলা যায়। তুমি তোমার সহজ-সরল পরোপকার-চিন্তা লইয়াই চলিবে। অপরের নিকট হইতে ভবিষ্যৎ উপকার-চিন্তা লইয়া কাহাকেও সাহায্য-সহানুভূতি করিতে নাই। উহা গীতা-শাস্ত্রানুসারে রাজসিক-তামসিক অনুষ্ঠানে পরিগণিত হয়। নিঃস্বার্থভাবে সহযোগিতা করাই সৎ ও সাধু-স্বভাব। সাধু-সাধ্বীগণের ইহাই বিশেষ সদ্‌গুণ ও অলঙ্কার বলিয়া জানিবে। (পত্রামৃত, পত্র—৭৭)

কাহারও বিরূপ মনোভাব ও দুর্ব্যবহারে রুষ্ট হইবে না। দুঃসঙ্গফলে কেহ যদি co-operation না করে, তাহাতে দুঃখিত হওয়া উচিত নয়। (ঐ)

মানুষ আপন কর্ম্মফলই ভোগ করে। (*সুতরাং*) কখনও কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করিতে নাই। এ সংসারে কেহ কাহাকে জব্দ করিতে পারে না—আবার, চেষ্টা করিয়া স্বর্গসুখও দিতে অক্ষম। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের অপ্রাকৃত স্নেহ-মমতাই আমাদের সাধন-ভজনপথে একমাত্র পাথেয়। তুমি তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিবার চেষ্টা করিবে। (ঐ)

তুমি নিজে কষ্ট স্বীকার করিয়াও অপরের মান-মর্য্যাদা দিয়া চলিবে; তাহাতে তোমার কল্যাণ হইবে। পরের মনে ব্যথা দিয়া কোন কথা কখনও বলিবে না। অপরের সমালোচনা করিবে না। নিজের সাধন-ভজন লইয়া সর্ব্বদা কালাতিপাত করিবে। অপরে তোমার সমালোচনা করিলে তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট না হইয়া উহা হরিভজনের সহায়ক বলিয়া মনে করিবে। ইহাতে মনে শান্তি পাইবে। (পত্রামৃত, পত্র—৭১)

আন্তরিকতা থাকিলেই মাতা-পুত্র, পিতা-মাতা, পিতা-পুত্র, কন্যা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, ভাই-ভাই—সকল ক্ষেত্রেই পরস্পরের ভুল, দোষ, ত্রুটী, প্রমাদাদি ধরা পড়ে এবং স্নেহ-মমতায় তাহা "please forgive and forget" অন্তর হইতে বলিতে পারিলে সকল ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটে এবং পরস্পরের মধ্যে প্রীতি, স্নেহ, মমতা, ভালবাসা, শ্রদ্ধা, ভক্তির উদয় হয়। **তখন উভয়ে**

পরস্পর পরাজিত হইয়াও পরম বিজেতা। উদারতা ও বদান্যতার ইহাই বৈশিষ্ট্য জানিবে। স্নেহ-মমতায় সমগ্র জগৎ বশীভূত, জানিবে। (পত্রাবলী, পত্র—৪২)

প্রাকৃত বা জড়ীয় মাতাপিতাদির সেবাদ্বারা অপ্রাকৃত-পারমার্থিক তত্ত্ব লাভ হয় না, একথা সত্য। আবার ভজনপরায়ণ অভিভাবকবর্গের সেবাদ্বারা অপ্রাকৃত সেবানুভূতি লাভ সম্ভব। অর্থাৎ জড়বস্তুর সেবা বা আসক্তি হইতে প্রাকৃত আসক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বদ্ধজীবের বদ্ধদশা অধিকতরভাবে গ্রাস করে, কিন্তু সেবামোদী গুরুবৈষ্ণবের শুশ্রূষা হইতে সেবা, ভক্তি এবং সুষ্ঠুভজন লাভ হয়। (পত্রামৃত, পত্র—৭২)

যখন সংসারটাকে গোবিন্দের বলিয়া ভাবিতে পারিবে, তখন সম্বন্ধজ্ঞান-হেতু সকল বিষয়েই সেবাপর রুচি লাভ হইবে। যে-কোন কার্য্যকে তুমি কৃষ্ণ-সম্বন্ধে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিবে এবং ইহাতে তোমার মানসিক শান্তি আসিবে। (পত্রামৃত, পত্র—৪০)

সংসারের দুঃখ-কষ্টের কথা মনে করিয়া কখনই ক্রন্দন করিতে নাই; শ্রদ্ধা-ভক্তি লাভের জন্যই শ্রীগুরু-ভগবানের নিকট অশ্রু-বিসর্জ্জন কর্ত্তব্য। (পত্রামৃত, পত্র—২৬)

প্রাকৃত ক্রন্দন ও অদর্শনজনিত হা-হুতাশ আমাদিগকে দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন করে, কিন্তু অপ্রাকৃত বিরহ ও বিপ্রলম্ভ-ভাবে বিভাবিত হইতে পারিলে শ্রীভগবান্ ও ভক্তের প্রেমপ্রীতি লাভ করা যায়। (পত্রামৃত, পত্র—২৩)

যদি কাঁদিতেই হয়, তবে শ্রীভগবানের সেবা ও দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ক্রন্দন করিবে, যদি হাসিতেই হয়, তাঁহার জন্যই হাসিবে। (পত্রামৃত, পত্র—৬)

কখনও খাওয়া-পরা-থাকার চিন্তায় বিব্রত হইও না। "**যোগক্ষেমং বহাম্যহম্**"—গীতার বাক্য আলোচনাপূর্ব্বক চিত্ত স্থির করিবে। (পত্রামৃত, ২০)

বহু বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়াই আমাদের জীবন গঠিত হয়। নিশ্চিন্ত জীবন আলস্যময়, তাহা কখনও পারমার্থিকগণের কাম্য নয়। তাঁহারা জানেন—"An idle brain is the devil's workshop" সুতরাং সেবাময় প্রগতিপূর্ণ জীবনই আদর্শ। (পত্রামৃত, পত্র—২১)

যিনি জগতে যত কঠিন সমস্যা ও সঙ্কটের সমাধানের জন্য দৃঢ়তা, অবিচলিত ধৈর্য্য এবং বুদ্ধি-কৌশল প্রয়োগ করেন, তাহার মহিমা ও খ্যাতি সর্ব্বত্র বিঘোষিত হয়। (পত্রামৃত, পত্র—৬৬)

আত্মবলের সহিত Materialism কোনদিন জুঝিয়া উঠিতে পারে নাই, পারিবে না। আসুরিক বল চিরদিনই দৈববলের নিকট পরাভূত ও হীনমন্য। (পত্রামৃত, পত্র—১৭)

যেখানেই থাক, ভজন-সাধনই আমাদের মুখ্য। যেখানে নাস্তিক বেশী, সেখানেই ভালভাবে সাধনভজন হয়। যেখানে কোন বাধাবিপত্তি নাই, সেখানে সংশোধিত হইবার ক্ষেত্র কোথায়? হরিভজনে বাধা আসিলেই ভজনবিষয়ে আগ্রহ ও একাগ্রতা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং উহা ভজনানুকূল পরিবেশ বলিয়া মানিয়া লইবে। (পত্রামৃত, পত্র—৩৬)

যাঁহারা শ্রীনামপরায়ণ, যাঁহারা প্রত্যহ শ্রীবিগ্রহ-সেবাপূজা ও ভক্তিগ্রন্থাদি আলোচনা করেন, তাঁহাদের সকল স্থানই ভজনানুকূল। এজন্য তোমরা মন খারাপ করিও না। (ঐ)

লোকভয় ও লোকলজ্জায় আমাদের সাধন-ভজন যেন বন্ধ না হয়। উহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়াই আমাদিগকে সাধনপথে চলিতে হইবে। ভজনচ্যুত হওয়া খুবই সহজ ব্যাপার, কিন্তু ভজননিষ্ঠ হওয়া বড়ই কষ্টকর। (পত্রামৃত, পত্র—৫৫)

জাগতিক সকল মায়া-মমতা, পরিত্যাগ করা যায়, দেহ-গেহ-অর্থাদির প্রয়োজনীয়তা সীমিত করা সম্ভব হয়। কিন্তু ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান্‌কে কি আমরা বিসর্জ্জন দিতে পারি? চলার পথে আমাদের এইগুলি অপরিহার্য্য। (পত্রামৃত, পত্র—৬৪)

ভূমিকম্প, বজ্রাঘাত, বাণ-বন্যা-প্লাবন, অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টি সবই আধিদৈবিক তাপের অন্তর্গত। হরিভজনেচ্ছু ব্যক্তিগণ ইহার মধ্যে থাকিয়াই সাধনভজন করিয়া যাইবেন। "বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে। একা আমি পড়ে রব কর্ত্তব্য সাধিতে॥"—ইহাই তাঁহাদের বিচার। (পত্রামৃত, পত্র—৫৭)

জগতের শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা—সবই আগমপায়ী—আসে, যায়। সুতরাং ইহা অবশ্যই সহ্য করিতে হইবে। শ্রীভগবান্ আমাদিগকে যখন যে অবস্থায় রাখিয়া সুখী হন, তাহা অবশ্যই মানিয়া লইতে হইবে, ইহাই শরণাগত ভক্তের বিচার। (ঐ)

জীবের অনিত্যতা, ক্ষয়িষ্ণুতা, ধ্বংসশীলতা বিচার করিলে আমাদের সময় আদৌ নাই। (পত্রামৃত, পত্র—৬৯)

''উঠরে উঠরে ভাই, আর ত' সময় নাই''—এই বাক্য সবসময় যেন চেতনকর্ণে ঝঙ্কৃত হয়। তখন লৌকিক-ব্যবহারিক দুনিয়ার কল-কোলাহল স্তব্ধ করিয়া পরমার্থ-পথে অগ্রসর হইবার উদাত্ত আহ্বান চিত্ত-প্রাঙ্গনে সাড়া দেয়। সুতরাং সকল লৌকিক কর্ত্তব্য-দায়িত্ব ছাড়িয়া তখন নববন-ব্রজবনের পথে পাড়ি দিতে হয়। (পত্রামৃত, পত্র—১২)

''গোণা দিন ফুরাইয়া গেল''—ইহা ভাবিবার সময় না হইলেও দুরন্ত কৃতান্ত ও শমন-দমন শ্রীভগবানের সতর্কবাণী—হুঁসিয়ারী মাঝে মাঝে আমাদের কর্ণে Alarm Signal-এর মত বাজিয়া যায়। (ঐ)

ভুল-ত্রুটী লইয়াই মানুষের জীবন। কিন্তু উহা সংশোধনের উপায় বা ব্যবস্থা আছে বলিয়াই মানুষের রক্ষা। (ঐ)

তুমি ভুলের মধ্য দিয়া না চলিয়া সংশোধন বা শিক্ষার মধ্য দিয়াই চলিবার চেষ্টা কর। আমি স্বীকার করি—এবিষয়ে অতিমর্ত্ত্য বা ঐশী-শক্তির অহৈতুকী করুণা ব্যতীত কাহারও এক পা-ও অগ্রসর হইবার ক্ষমতা নাই। (পত্রামৃত, পত্র—৬৬)

কাহারও জীবনে পূর্ণচ্ছেদ পড়িয়াছে—ইহা কেহ দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারেন না বা তাহা সম্ভবও নয়। তবে (*সাধনভজনে*) উন্নতির চেষ্টা করিয়া যাইতে হইবে—অন্ততঃপক্ষে স্থিতাবস্থা সংরক্ষণের জন্যও প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতে হইবে। (পত্রামৃত, পত্র—২১)

তুমি আকুল ক্রন্দন করিতে পারিলে, তোমার জন্য সবই এ পৃথিবীতে থাকিবে। তখন জগৎ সান্ত্বনা দিবে, তোমাকে আপন করিয়া লইবে, তোমার

সকল আব্দার সুরক্ষিত হইবে। তোমার ভগবৎপ্রীতি, গুরু-বৈষ্ণব-প্রীতি লক্ষ্য করিয়া ধার্ম্মিক জগৎ, সমঝ্দার জগৎ তোমার সকল আবেদন-নিবেদনে সাড়া দিবে, তোমাকে নিঃস্বার্থভাবে স্নেহ যত্ন করিবে। (পত্রামৃত, পত্র—৬৬)

আসলে মন বসিলে নকল আপনিই ছাড়িয়া যাইবে। জড়বিষয়ের দরজা বন্ধ হইয়া গেলে সচ্চিদানন্দভূতি বা প্রেমানন্দ লাভ হয়।(পত্রামৃত, পত্র—১৩)

তোমার মনে প্রাণে জড়াসক্তিতে (*সংসার-ধর্ম্মে*) প্রবেশের ইচ্ছা না থাকিলে উহা হইতে নিশ্চয়ই তুমি রক্ষা পাইবে। (পত্রামৃত, পত্র—৯)

যাহার শ্রীভগবানকে পতিরূপে বরণ করিবার দৃঢ়তা আসিয়াছে, তাহার প্রাকৃত জগতের পতির কোন প্রয়োজন নাই। তুমি বিশ্বপতি, জগৎপতি, শ্রীজগন্নাথকেই পতি বলিয়া বরণ করিলে তিনি তোমাকে নিশ্চয়ই পালন-পোষণ করিবেন। (পত্রামৃত, পত্র—২৬)

কন্যা হইলেই যে সকলকে পরের ঘরে যাইতে হইবে, এমন কথা নয়। অভিভাবকগণ মনে করেন, মেয়েদের বিবাহ দিয়া পরের ঘরে পাঠাইতে পারিলে সব দায় মিটিয়া গেল। কিন্তু তথায় গিয়া সাধনভজনহীন অবস্থায় কাল যাপন করা কোন সুবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। (পত্রামৃত, পত্র—৩৭)

শ্রীগুরুবৈষ্ণবকে সন্তানরূপে পাইয়াও যদি তোমরা সন্তানহীন মনে কর, তবে শ্রীগোপাল-কৃষ্ণকেই তোমাদের পুত্র করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ কর। কারণ সেই পুত্রও কোনদিন মরিবে না এবং তোমাদিগকে কাঁদাইবে না। শ্রীভগবানকে মাতা-পিতা, পুত্র-সখা, প্রভু-পরমপতি বলিয়া মানিয়া লইলে আমাদের কোনদিনের জন্যও প্রাকৃত শোক-মোহের বশীভূত হইতে হইবে না। (পত্রাবলী, পত্র—২৬)

তোমরা আমাদের সেবাযত্ন করিতে পার না গরীব বলিয়া, ইহা কি ঠিক? মন যাহার গরীব, সেই তো প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র; যাহারা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত, তাহারা কখনই দরিদ্র হইতে পারেন না। সেবাবৃত্তি লইয়াই সেবক-সেবিকার বাহাদুরী। (পত্রাবলী, পত্র—৩২)

তোমাদের নিকট হইতে টাকা-পয়সা পাইবার কোন আকাঙ্ক্ষা রাখি না। সুতরাং লোকসানের কোন কারণ নাই। তবে স্নেহ-মমতা পাইবার অধিকার নিশ্চয়ই

আছে। তোমাদের প্রতি সর্ব্বদাই আমার শুভেচ্ছা, স্নেহাশীস্ রহিয়াছে, ইহা উপলব্ধি করিয়া সান্ত্বনা লাভ কর। (ঐ)

তোমার চাক্‌রীর ক্ষেত্রে খুব সময়াভাব ঘটিতেছে, বুঝিলাম। তথাপি ইহার মধ্যেই সাধন-ভজনের সকল দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য অশেষে পালন করিতে হইবে। এজগতে কেহ কাহাকেও সময় দিবে না, তোমাকেই সময় করিয়া লইতে হইবে। জীবন অনিত্য, ইহা চিন্তা করিয়া অগ্রসর হইবে। (পত্রামৃত, পত্র—৭৫)

আপন ভজন-বিষয়ে সুবিধা-অসুবিধা শ্রীগুরুবর্গের নিকট জানাইবার রীতি আছে। শ্রীগুরু-ভগবান্ অন্তর্যামী হইলেও আত্মশোধনের নিমিত্ত এই নীতির প্রয়োজন। Christianity-তে Confession বা আত্মস্বীকৃতির রেওয়াজ আছে, যদিও ইহা ভারতীয় সনাতন-ধর্ম্মেরই নীতি আদর্শের রূপান্তর মাত্র। এই নিয়মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধির পর ভজনে নিষ্ঠা দেখা যায়। (পত্রামৃত, পত্র—৩২)

তোমরা যে-কয়েকজন গৃহস্থ-ভক্ত ঐ অঞ্চলে আছ, সকলে মিলিয়া মিশিয়া চলিতে পারিলে সকলেরই মঙ্গল। তুমি কখনও village politics-এর মধ্যে থাকিবে না। ভজন-চতুর হইয়া থাকিলে সকলেই তোমাকে শ্রদ্ধা করিবে ও ভালবাসিবে। আশা করি, তুমি সর্ব্বদা বিচার-বিবেচনা লইয়া চলিলে তোমার কোথাও পরাজয় হইবে না। (পত্রামৃত, পত্র—৭৩)

সাংসারিক মান-অভিমান প্রবল হইলে হরিভজন হইতে বহুদূরে থাকিয়া যাইতে হয়। মঠ-মন্দিরে যাতায়াত থাকিলে ও হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে মনোনিবেশ করিলে জীবের ভজনবিষয়ে যত্নাগ্রহ বৃদ্ধি হয়। (পত্রামৃত, পত্র—৭৮)

যাহারা অপরের সমালোচনা লইয়া ব্যস্ত, তাহাদের সঙ্গে কখনও মিশিবে না। ঈর্ষা-মাৎসর্য্যপূর্ণ ব্যক্তিকে পরিহার করিয়া চলিবে। সাংসারিক লাভালাভ লইয়া যাহারা ব্যস্ত, তাহাদের সহিত আদৌ মিলামিশা করিবে না, দুঃসঙ্গ-জ্ঞানেই সদা তাহাদের পরিহার করিবে। (পত্রামৃত, পত্র—৭১)

প্রেমিক ভক্তের ক্ষেত্রে 'অব্যর্থকালত্ব' উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার সাংসারিক কোনবিষয়ে মনোনিবেশ করিবার অবসর থাকে না। "**সংসার ফুকার কানে না পশিবে**", "**কবে এসংসার-সিন্ধু পার হয়ে তব ব্রজপুরে যাব**"—ইহাই তাঁহার

প্রতিজ্ঞা ও অভিলাষ। তোমরা তাঁহাদের অনুসরণ করিতে পারিলেই মঙ্গল। (পত্রামৃত, পত্র—৪০)

কর্ম্ম ভাল থাকিলে গুরু-বৈষ্ণবগণের আদেশ-নির্দ্দেশ-উপদেশ পালনে নিষ্ঠার অভাব হয় না, আর খারাপ হইলে উহা বিষবৎ তিক্ত বোধ হয়। গুরু-বৈষ্ণবগণের অপ্রাকৃত স্নেহ-মমতা যাহারা উপলব্ধি করিতে পারেন, তাঁহারা ধন্য। (ঐ)

শ্রীমঠ ও মঠবাসী

শ্রীবিগ্রহের অধিষ্ঠান বা নিবাসস্থানকে দেবালয়, দেবগৃহ বা শ্রীমন্দির বলা হয়। মঠ ও মন্দির—এক তাৎপর্য্যপর শব্দ। "**মঠন্তি বসন্তি ছাত্রাঃ**"—যেখানে পারমার্থিক ছাত্র বা শিষ্যগণ বসবাসপূর্ব্বক বেদাদি-শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন, তাহাই মঠ-নামে প্রসিদ্ধ। আর তাঁহাদের উপাসনাস্থল—উপাস্যগণের অবস্থিতি-ক্ষেত্রই শ্রীমন্দির। পৃথিবীর সর্ব্বত্র এইরূপ সনাতন ধর্ম্ম-প্রচারকেন্দ্র গড়িয়া উঠিলেই মঙ্গল। (প্রবন্ধাবলী, "গৌড়ীয়ের দ্বাবিংশ বর্ষ")

মঠ-মন্দির বা পারমার্থিক সঙ্ঘারামই প্রকৃতপক্ষে শান্তির স্থান। (পত্রামৃত, পত্র—৪৫)

হরিকথা-কীর্ত্তনই—মঠ বা আশ্রম; গৌরবাণী-প্রচারদ্বারা মঠের বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। "**প্রাণ আছে তাঁর, সেহেতু প্রচার, প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণগাঁথা সব।**" শ্রীবিগ্রহ ও নামের প্রাণ আছে; সেই প্রাণপুরুষের প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্যই মঠ-মন্দির বা আশ্রমের প্রয়োজন। "**পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্**"—শুদ্ধ হরিকীর্ত্তনই সেই প্রাণপুরুষ। তাঁহার অস্তিত্ব বা আবির্ভাব যেস্থলে নাই, তথায় সবই বিফল—বৃথা পণ্ডশ্রম—"**অপ্রাণস্যৈব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্।**" (প্রবন্ধাবলী, "গৌড়ীয়ের একত্রিংশ বর্ষ")

পারমার্থিক শ্রীমঠ-মিশনের মূলনীতি শ্রদ্ধা-ভক্তি-লাভ ও তত্ত্বসিদ্ধান্তের উপর আস্থা স্থাপন না করিয়া বাহ্য আড়ম্বর ও চাকচিক্য প্রদর্শনই মঠ-মন্দিরের বাস্তব সেবা নহে। **''দালান-কোঠার না কর প্রয়াস'' ''আমরা কিছু জগতে কাঠ-পাথরের মিস্ত্রী হইতে আসি নাই, আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর পিয়ন মাত্র''** প্রভৃতি বাক্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা প্রয়োজন। (প্রবন্ধাবলী, ''গৌড়ীয়ের একচত্বারিংশ বর্ষ'')

শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্রের নামই—মঠ-মন্দির; সে-উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইলে তথায় চামচিকার বাসা ও খাওয়া-থাকার আড্ডাখানা করিয়া লাভ কি? **''প্রাণ আছে তার, সেহেতু প্রচার, প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণগাঁথা সব''—ইহা মহাজন বাণী।** পারমার্থিক সঙ্ঘারাম বা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান—আশ্রম বা মঠ নামে বিখ্যাত। তথায় সেই উদ্দেশ্য সফল হওয়া প্রয়োজন। (পত্রামৃত, পত্র—২২)

Math ও Mission-এর Management এবং Administration-এ Partiality থাকিলে কোনদিন কাহারও মঙ্গল হইতে পারে না—ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। (পত্রাবলী, পত্র—২২)

(*মঠে*) বাস্তব সেবক দুই প্রকার—যাঁহারা মঠ-মন্দিরে থাকিয়া গুরুবৈষ্ণব-সেবায় প্রত্যক্ষ দায়-দায়িত্ব পালন করেন; দ্বিতীয় প্রকার—যাঁহারা ভগবৎ-ভাগবত- মহিমা-মাহাত্ম্য বিশ্বের দ্বারে দ্বারে প্রচারের দায়িত্ব বহন করেন। এই দুইপ্রকার সেবকের মধ্যে কে বড়, কে ছোট—তাহা নির্ণয় করা কঠিন ব্যাপার। (পত্রামৃত, পত্র—২৯)

শাস্ত্রীয় নিরপেক্ষ বিচারে দেখা যায়—ভজনানন্দী ও গোষ্ঠানন্দী দুইই সমান পরোপকারী। ইহার মধ্য হইতে প্রহ্লাদ-মহারাজ শেষোক্ত প্রকারকে অধিক পরদুঃখদুঃখী ও মহামহাবদান্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সাধনভজনের দিক হইতে উভয়পক্ষ কেহই কমা নহেন। (ঐ)

মঠবাসীর প্রধান ধর্ম্ম—আনুগত্য, গুরু-বৈষ্ণবের আদেশপালন

কোথায় থাকিলে তোমাদের যথাযথভাবে হরিভজন হইবে, তাহা মঠ-কর্ত্তৃপক্ষই বিচার করিবেন। এ-বিষয়ে তোমাদের কোনরূপ দায়-দায়িত্ব নাই জানিবে। (পত্রামৃত, পত্র—৬১)

(*সেবক*) কোথায় থাকিলে সেবাসৌন্দর্য্য অধিক বৃদ্ধি পাইবে, তাহা গুরু-বৈষ্ণবগণই বিশেষভাবে অবগত আছেন। সুতরাং তোমার নিজস্ব চিন্তাধারা বাদ দিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের উপদেশ-নির্দ্দেশ মানিয়া চলিলেই তোমার অধিক মঙ্গল হইবে মনে করি। (পত্রামৃত, পত্র—৬০)

গুরুবৈষ্ণবের আজ্ঞা-পালনই তোমাদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ সেবা ও দায়িত্ব। ইহাই সেবকের সৌন্দর্য্য বা অলঙ্কার—শ্রেষ্ঠ সদ্‌গুণ। আনুগত্যময় জীবনই সাধন-জীবন। (পত্রামৃত, পত্র—৬১)

বৈষ্ণবধর্ম্ম—আনুগত্যের ধর্ম্ম। সুতরাং আনুগত্য বা সেবা বাদ দিলে সাধক স্বধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইয়া অচ্যুত শ্রীভগবানের সেবাবিমুখ হইয়া পড়ে। (ঐ)

তোমার ইচ্ছানুসারে কোনস্থানে থাকা বা সেবাকাজ করা প্রকৃত সেবা নহে—বৈষ্ণবগণের আদেশ-পালনেই তোমার বাস্তব-সেবা নিহিত আছে। (ঐ)

সেবকগণ সৈনিক—তাঁহারা সর্ব্বদা সেনাপতির আজ্ঞা-পালনে যত্নবান থাকিবেন। উহাই তাঁহাদের ধ্যান-জ্ঞান। (ঐ)

শাসনগ্রহণ করিয়া শিষ্য হওয়া শ্রেয়ঃ। গুরু-বৈষ্ণবের আদেশ-উপদেশ নির্ব্বিচারে পালন করিতে পারিলে 'শিষ্য' বা 'সেবক' হওয়া যায়। (পত্রামৃত, পত্র—৬৩)

সেবক যখন গুরু-বৈষ্ণবের আজ্ঞা অবিচারে পালন করিতে অক্ষম ও পরাঙ্মুখ, তখন তাহার মঙ্গলের সম্ভাবনা কোথায়? **''গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার''**—এই বিচার অন্তর হইতে লইতে না পারিলে মঠবাস ও সেবা হইতে পারে না। এইরূপ ব্যক্তির প্রাকৃত-সংসার অবশ্যম্ভাবী। যাহারা পরছিদ্রান্বেষী ও পরচর্চ্চাকারী, তাহাদের পতন অতিশীঘ্র নামিয়া আসে। তাহাদের ইহ ও পর—দুইই বিনষ্ট। (পত্রাবলী, পত্র—২৪)

বৈষ্ণবধর্ম্ম—আনুগত্যের ধর্ম্ম। তোমার বৈষ্ণবানুগত্য থাকিলে তোমার জন্য সবই আছে, আর আনুগত্যবিহীন হইলে ''শূন্য গ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন''। (পত্রামৃত, পত্র—৬৩)

আমার নিকটে থাকিয়া সেবাকার্য্য করিলে তুমি যতটা সন্তুষ্ট ও আনন্দিত

হও, তাহা হইতেও আমি অধিক আনন্দিত হই, যদি তুমি আমার নির্দ্দেশানুযায়ী সেবাকার্য্যে অগ্রসর হও। (পত্রামৃত, পত্র—৬০)

মঠরক্ষকের প্রতি উপদেশ

মঠরক্ষক যদি President-এর আদেশ-নির্দ্দেশ লঙ্ঘন করেন, তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার অযোগ্য; তিনি যদি Secretary-র নির্দ্দেশ অমান্য করেন, তিনি উক্ত অধিকার আকড়াইয়া থাকিতে পারেন না। আইন-কানুন মানিয়া চলিতে পারাই শিষ্টাচরণ—ইহার বিরুদ্ধ-প্রকৃতি সমালোচনার যোগ্য। (পত্রামৃত, পত্র—৩৮)

মঠরক্ষকের কিছু বিশেষ সদ্‌গুণ থাকা প্রয়োজন। He must be accomodating and obliging. অস্থিরচিত্ত, দুর্ম্মুখ, সমালোচনাপ্রিয়, কর্ক্কশভাষী, ধৈর্য্যহীন ব্যক্তি কখনই ৫ জনকে লইয়া চলিতে পারে না। "A bad workman quarrels with his fellowmen"—ইহাই দুরবস্থা। (পত্রামৃত, পত্র—৪৯)

সকলপ্রকার অধিকারী ও যোগ্যতার লোক লইয়াই আমাদের শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবার কাজ চালাইয়া লইতে হইবে। যাহার যতটুকু যোগ্যতা আছে, বুদ্ধিমত্তার সহিত তাহাই কাজে লাগাইয়া দিতে হইবে। শ্রীল গুরুপাদপদ্ম বলিতেন, —"নিজে কষ্টকর পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক সেবাকার্য্য সমাধান অপেক্ষা বুদ্ধিমত্তার সহিত অপরের যোগ্যতা কাজে লাগাইয়া সেবার প্রচেষ্টা—অধিকতর বৈশিষ্ট্যময় ও প্রশংসার্হ।" কৌশলপূর্ব্বক অন্য সেবকগণকে সেবায় নিযুক্ত করায় সেবাসৌষ্ঠব অধিক প্রমাণিত হয়। (ঐ)

গৃহস্থ, বিষয়ী লোকেদের সহিত আমরা মঠ-মিশনের স্বার্থ ও উন্নতিকল্পে যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই মিশিব, আমরা তাঁহাদের 'কেনা গোলাম' হইয়া যাইব না। (ঐ)

বিচক্ষণতার সহিত অভাব-অনটনেরমধ্যে সেবাকাজ চালাইয়া লইতে পারা বুদ্ধিমত্তারই পরিচয়। অল্পপয়সায় পরিপাটির সহিত সেবা করার মধ্যে সেবকের কৃতিত্ব প্রকাশ পায়। (পত্রামৃত, পত্র—২৯)

(মঠের বাহিরের) পরিবেশ যদি মঠ-মিশনের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর

মনে হয়, তবে তাহার প্রতিকার ব্যবস্থা লইতে হইবে। কিন্তু তাহা বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার সহিত হওয়া উচিত, যাহাতে মঠ ও ব্যক্তিবিশেষের লৌকিক-ব্যবহারিক সম্মান ক্ষুণ্ণ না হয়। অমানী-মানদধর্ম্মে দীক্ষিত অখিললোক-শিক্ষক ত্রিলোকগুরু শ্রীগৌরসুন্দর বিপক্ষকে পরাজিত করিয়াও তাঁহার মানদ-ধর্ম্ম সংরক্ষণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহারই সেবকানুসেবক-রূপে পরিচয় দিয়া তাঁহারই পদাঙ্কানুসরণ করিব, ইহাতে কার্পণ্যের কি আছে? (পত্রামৃত, পত্র—৪৩)

একত্রে থাকিতে গেলে সাময়িকভাবে কোনরূপ মতান্তর বা মনান্তর হইতে পারে; কিন্তু তাহা বেশীক্ষণ জিয়াইয়া রাখা উচিত নয়। যদি ইহা পরস্পর বিস্মৃত না হয়, তবে সামগ্রিকভাবে ঐ ব্যক্তিগত মতান্তর মঠ ও মিশনের ভয়ঙ্কর ক্ষতিসাধন করিয়া বসে। (পত্রামৃত, পত্র—৪৫)

এক common cause-এ আমাদের সকলের সর্ব্বপ্রচেষ্টা নিযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবার উদ্দেশ্যে আমাদের ব্যক্তিগত মনোমালিন্যের সামঞ্জস্য করিয়া লইতে হয়। (পত্রামৃত, পত্র—৫৪)

সেবকগণের যাহা কিছু পাওনা, সবই গুরুসেবার উপকরণ—তাহা ব্যক্তিগত ভাবিলে গুরু-বৈষ্ণব-ভোগী হইয়া কৃকলাস-জন্ম লাভ হয়। (পত্রামৃত, পত্র—৪৫)

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবার অর্থের কোনদিনই অপব্যবহার হওয়া উচিত নয়। তাহাতে ব্রহ্মস্ব-অপহরণের দোষ-ত্রুটী আক্রমণ করে। (পত্রামৃত,৫৪)

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের বিচার হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে তাঁহাদের আশয় অনুভবের চেষ্টা করিতে হয়। তাঁহাদের মূল বক্তব্য-বিষয় অবগত হইয়া উহা বাস্তবে রূপায়িত করার নামই—গুরুসেবা বা বৈষ্ণবসেবা। (পত্রামৃত, পত্র—৬০)

অবস্থা বুঝিয়া সেবাকার্য্যে যথাযথ ব্যবস্থা লইতে হয়। সেখানে ধৈর্য্য-স্থৈর্য্য ও সংযমের বিশেষ প্রয়োজন। অত্যধিক ক্রোধ ও জিঘাংসা-বৃত্তি কখনও বৈষ্ণব বা সেবকের ভূষণ হইতে পারে না। (ঐ)

দুর্ব্বলচিত্ত ও ক্রোধী ব্যক্তিগণের আচরণ ও অবিমৃশ্যকারিতা (*অবিবেকিতা, বিচারশূন্যতা*) অনেক সময়ে মঠ-মিশনের উন্নতির পরিবর্ত্তে ক্ষতিরই কারণ হয়। ঐসকল কারণে বিশেষ সতর্কদৃষ্টির প্রয়োজন। (পত্রামৃত, পত্র—৪৯)

ঈর্ষা-হিংসা-মাৎসর্য্যপরায়ণ মঠসেবকগণের তথাকথিত সাহায্য, সহানুভূতি, সহযোগিতা ছাড়াই নিজেরা সাবলম্বী হইবার চেষ্টা করিবে। সেবকগণ যখন দাম্ভিক-অহঙ্কারী হইয়া পড়ে, তখন তাহারা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা হইতে বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হয়। দলবাজী বা Grouping এর দ্বারা মঠ-মিশনের কোনরূপ কল্যাণ কেহ কোনদিনই করিতে পারেন না। তোমরা এ-সকল বিষয়ে সাবধান থাকিবে। (পত্রামৃত, পত্র—৪৬)

শ্রীগুরুদেবের নিকট যে-কোন বিষয় অভিযোগ-রূপে নয়, দৃষ্টি-আকর্ষণের জন্য জানানো দোষাবহ নহে। (পত্রামৃত, পত্র—৫৪)

মঠে অবস্থানরত সেবকগণের প্রতি—

মঠ-মন্দিরকে যদি তোমার নিজের করিয়া লইতে না পার, তাহা হইলে সঠিকভাবে সেবা অনুষ্ঠিত হয় না। যখন মঠের প্রত্যেকটি জিনিষের প্রতি তোমার টান ও আসক্তি আসিবে, তখনই 'সেবক' পদবাচ্য হওয়া যায়। (পত্রামৃত, পত্র—২৯)

Duty পালন করাই সেবকের ধর্ম্ম নহে। উহার মধ্যে রাজসিক ভাব ও পার্থিব জগতের আদান-প্রদান বিদ্যমান। সেবক স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রণোদিতভাবে নিজের মনে করিয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রীত্যর্থে মঠে যে কর্ম্মাচরণ করেন, তাহাই প্রকৃত সেবা। তাহার মধ্যে প্রাণ আছে। সেবাপ্রাণ হওয়াই সেবকের মূল লক্ষণ। (পত্রামৃত, পত্র—২৯)

ঠাকুরের ভোগরাগ-সেবা যথা নিয়মেই হওয়া উচিত। কারণ শ্রীগুরু-বৈষ্ণব ও বিগ্রহসেবাকে কেন্দ্র করিয়াই সেবা স্থাপন। (ঐ)

মঠের সেবার কোন জিনিষই যাহাতে নষ্ট না হয়, ইহাতে সেবকের বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। (ঐ)

সেবাবিহীন অবস্থায় মানুষ কখনও বাঁচিতে পারে না। **"ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা?"**, ইহা বিচার করিতে হইবে। (পত্রামৃত,৪৫)

মঠরক্ষককে অবজ্ঞা করিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া, অনুমতি না লইয়া খেয়াল-খুশীমত যেখানে-সেখানে যাতায়াত করা মঠবাসীগণের কখনই কর্ত্তব্য নহে। (পত্রামৃত, পত্র—৬৩)

বৈষ্ণবধর্ম্ম—আনুগত্যের ধর্ম্ম; আনুগত্যহীন জীবন উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিপূর্ণ। আনুগত্য পরিত্যাগ করিলে আত্মধর্ম্ম হইতে পতিত হইতে হয়। (ঐ)

তোমরা সকল সেবক মিলিয়া-মিশিয়া মঠে সেবাকার্য্যাদি করিবে এবং মঠের দৈনন্দিন সেবা বজায় রাখিবে। যদি পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ-বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হও, তবে সুবিধাবাদী দল তোমাদের উপহাস করিবার সুযোগ পাইবে। তোমরা কখনই ঐরূপ গর্হিত কাজ করিবে না। (ঐ)

Gurdian-এর সদুপদেশ ও নির্দ্দেশ মানিয়া চলিলেই সেবকের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল সাধিত হয়, জানিবে। (পত্রামৃত, পত্র—৬৮)

মঠে-মন্দিরে থাকিতে গেলে কিছু সেবা নিশ্চয়ই করিতে হয়। সকলের সহিত তুমি মিলিয়া মিশিয়া চলিতে না পারিলে কিরূপে চলিবে? (*যদিও*) মঠ-মন্দিরে সকল সেবকের বুদ্ধি-বিচার ও স্নেহ-মমতা সমান নহে। (পত্রামৃত—৮০)

প্রচারে গমনকারী সেবকগণ প্রতি—

বৎসরের প্রায় অধিকাংশ-সময়ে তোমাদের প্রচারে বাহিরে থাকিতে হয় এবং তজ্জন্য তোমাদের প্রচুর পরিশ্রম ও শারীরিক-মানসিক ক্লেশ স্বীকার স্বাভাবিক। কিন্তু তোমরা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবার জন্যই ঐরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া থাক। ইহা ভুলিলে চলিবে না। নিঃসন্দেহে ইহা কৃষ্ণ-প্রীত্যর্থে ভোগত্যাগ বা বৈরাগ্যের আদর্শ। (পত্রামৃত, পত্র—৪৫)

"বাহিরে একটানা প্রচারে ঘুরিলে ভজনের কিছুটা ক্ষতি হয়" বলিয়া যাহা লিখিয়াছ, ইহা সঠিক মানিয়া লইতে পারা যায় না। প্রচার ও ভজন—একতাৎপর্য্যপর হইলে কোন ক্ষতিরই কথা নাই। সেবা ও শ্রীনামগ্রহণও একতাৎপর্য্যপর ও যুগপৎ অনুষ্ঠেয়। (পত্রামৃত, পত্র—৪৯)

মঠ-মিশনের সেবার জন্য তোমরা গুরু-বৈষ্ণবের নির্দ্দেশে প্রচারে আছ জানিবে। ইহাতে বৃথা সমালোচনার কোন স্থান নাই। এজন্য মন খারাপ করিবে না। যাহারা গুরু-বৈষ্ণব-সেবা হইতে বঞ্চিত, তাহারাই বৃথা সমালোচক। তাহাদের কোনদিন কল্যাণ হইতে পারে না। (ঐ)

ভগবৎসেবোপকরণ সংগ্রহ করিতে গিয়া গৃহস্থগণের ব্যবহারিক সম্মান রক্ষা করিতে হইবে, কিন্তু তাঁহাদের গোলাম হইয়া যাইতে হইবে না। **"বিষয়ীর**

অন্ন খাইলে মলিন হয় মন। মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥”—এই নির্দ্দেশনামা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। (পত্রামৃত, পত্র—৬৩)

বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের প্রার্থিত সম্মান দিতে পারিলেই ভাল। (*কিন্তু*) তাহাদের লৌকিক ব্যবহার কখনই আদর বা অনুমোদন করিতে হইবে না। (ঐ)

আমরা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা ও তাঁহাদের প্রীতি-কামনায়ই মঠ-মন্দিরে বাস করি। সেই সদুদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তই আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা নিযুক্ত। যে কোন স্থানে থাকিয়াই ঐ মহদুদ্দেশ্য সাধন সম্ভবপর। (পত্রামৃত, পত্র—৫১)

যাঁহারা গুরুবৈষ্ণবের সহিত Link রাখিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাদের সেবা বাস্তব—Practical, আর যাহারা আশ্রয়হীন, তাহাদের বৃথাই জীবনধারণ। “**আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ।**”—এই মহাজন-বাণীই আমাদের বিশেষভাবে সেবায় উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকে। (ঐ)

সকল মঠবাসিগণ প্রতি—

বাবা, তোমরা মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া কার্য্য করিবে। রাগ ও ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও ধৈর্য্যহারা হইবে না—মান-অভিমান করিবে না। হরিভজনই আমাদের একমাত্র কাম্য, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। সাধন-ভজনের জন্যই আমরা ত্যাগ স্বীকার করিয়াছি ও করিব। (পত্রামৃত, পত্র—৩৮)

তোমরা নিজেরা মিলিয়া মিশিয়া হরিভজন করিবে। ঈর্ষা-মাৎসর্য্য, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা, পরনিন্দা-পরচর্চ্চা-পরসমালোচনা, অন্যাভিলাষ-কুটিনাটী-রহিত হইয়া গুরুবৈষ্ণবগণের উচ্ছিষ্টভোজী দাসানুদাসরূপে জীবনযাপনের অভ্যাস করিবে। (পত্রামৃত, পত্র—৪৬)

আমি প্রতিটি সেবকের নিকট সর্ব্বতোভাবে ঋণী আছি ও থাকিব। তোমরা সকলেই আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় সাহায্য, সহানুভূতি ও সহযোগিতা করিতেছ জানিয়া আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। (পত্রামৃত, পত্র—৪৭)

হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবার জন্য আমাদিগকে আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে। শেষ-নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত আমাদের সেবাময় জীবনযাপন অবশ্য কর্ত্তব্য। (পত্রামৃত, পত্র—৫৪)

গুরু-বৈষ্ণবগণকে ভালবাসিতে হইলে তাঁহাদের অপরাপর সতীর্থ ও তোমার গুরুভ্রাতাদিগের প্রতিও সমানভাবেই শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রয়োগ করিতে হয়। তাহা না হইলে, “**একে নিন্দে, আরে বন্দে, এইমত ভণ্ড**”—বিচারে আবদ্ধ হইতে হয়। (পত্রামৃত, পত্র—৬০)

আমি যদি তোমাদের শ্রীগুরুদেব ও তোমরা যদি আমার শিষ্য বা অনুকম্পিত, তবে আমি বা তোমরা মানসিক কষ্ট ভোগ করি কেন? আমি যদি তোমাদিগকে আমার গুরুবৈষ্ণবের সেবক বা বৈভব বলিয়া ভাবিতে পারি, তাহা হইলে কাহারও কোনরূপ Obligation বা দাবী-দাওয়ার কারণ থাকে না। বৈষ্ণবতার দিক্ হইতেও বিচার করিলে ইহা খুবই সমীচিন। জাগতিক সম্বন্ধজ্ঞানেই মানুষ যখন কাহারও নিকট হইতে দৈহিক-মানসিক-আর্থিক সাহায্য, সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভ করে, তখন পারমার্থিক-ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে এইরূপ সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়। (পত্রামৃত, পত্র—৪৯)

আমি যদি তোমার নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া থাকি, তবে তুমি যাহাতে নিষ্কপটে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা করিতে পার, সেইরূপ নির্দ্দেশ মানিয়া লইবে। আমাকে ছাড়িয়া তোমার দূরে কোথাও যদি থাকা কষ্টকর মনে হয়, তবে আমার কথা তোমার অবশ্যই মানিয়া লইতে হইবে। ইহাতেই তুমি মনে শান্তি ও স্বস্তি লাভ করিবে। (পত্রাবলী, পত্র—৪৯)

মঠবাসের অভিমান করিয়াও আমরা অনেকে সেবাকাজের বিনিময়ে জড়ীয় লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠারই কাঙ্গাল হইয়া পড়ি। সেবাধর্ম্মে অন্যাভিলাষ, তোষামোদ বা জড়ীয় প্রশংসাবাদের কোন ক্ষেত্র থাকিতে পারে না বা থাকা উচিত নয়। তজ্জন্য মঠ বা মঠবাসীর বাস্তব স্বরূপোপলব্ধির প্রয়োজন। (প্রবন্ধাবলী, ‘‘গৌড়ীয়ের একত্রিংশ বর্ষ’’)

‘‘সেবা সে নিয়ম’’—যদি সেবাই আমার উদ্দেশ্য না হয়, তাহা হইলে মঠবাস ও অন্যত্র অবস্থান—একই কথা। (পত্রাবলী, পত্র—২৩)

সেবাবৃত্তিই শরণাগতের ভূষণ বা অলঙ্কার। যথাসর্ব্বস্ব সেবায় নিযুক্ত করার নামই পূর্ণ আত্মসমর্পণ। শরণাগত বা সমর্পিতাত্ম জীবের সেবা ব্যতীত

দ্বিতীয় অভিনিবেশ বা ইতর কামনা বাসনা নাই। তথায় commercial interest বা প্রাকৃত লেনদেনের ব্যাপারও থাকিতে পারে না। নিজের জন্য percentage-এর হিসাব রাখিবার বুদ্ধি হইলে ''পদ্মানীতি'' আসিয়া পড়ে। তাহা সেবার বৃত্তি নহে, প্রাকৃত কর্ম্মেরই অঙ্গ হইয়া পড়িবে। (পত্রাবলী, পত্র—২০)

যাহারা আখেরের বন্দোবস্ত করিতে প্রয়াসী, তাহাদের হরিভজন সুকঠিন। ভবিষ্যতে খাইবার বা পরিবার জন্য Bank Balance সৃষ্টির চেষ্টা শ্রীগুরু ও ভগবানে অবিশ্বাসই প্রমাণ করে। নির্ভরশীল হইতে না পারিলে শ্রীগুরু ও ভগবানের অহৈতুকী করুণা লাভ হয় না। তাঁহাদিগের নিকটে সাধক আমরা অন্তরের পরীক্ষার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিব। (পত্রামৃত, পত্র—৪৫)

যাহারা হরিভজন করিতে আসিয়া সদ্‌গুরু পদাশ্রয় করিয়াছেন, তাহারা ভাগ্যবান। তাহারা মঠত্যাগ ও গুরুসেবাদি বর্জ্জন করিয়া মায়ার ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করিবে, ইহা আত্মহত্যার তুল্য। (ঐ)

ধর্ম্মযাজনের নামে ভোগাগারে বাস বা 'ভৃতক'-রূপে কোন গৃহস্থের ঠাকুরবাড়ীতে কালযাপনের দ্বারা সাধনভজন সিদ্ধ হয় না। (ঐ)

বদ্ধজীবের স্বাভাবিক রুচি পারমার্থিকতায় পর্য্যবসিত না হইলে অনর্থ আসিয়া গ্রাস করে। তাহারা ভজনানুকূল পরিবেশ লাভের অজুহাতে অনেক সময় জাগতিক ভোগবাদকেই আবাহন করিয়া বসে—ইহাই চরম দুর্গতি। (পত্রামৃত, পত্র—৩৯)

সেবকের সর্ব্বপ্রকার দোষ-ত্রুটী মানিয়া লওয়া যায়, কিন্তু 'নৈতিক-চরিত্র'ই তাহাকে গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করে। ''**সাধুর অল্পছিদ্র সর্ব্বলোকে গায়।**'' (পত্রামৃত, পত্র—৪৯)

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ কখনও ভ্রষ্টাচারীকে কৃপা করেন না। তাহাদের জীবন বিফলতায় পর্য্যবসিত হয়। ঐরূপ ব্যক্তিগণের গুরুগৃহে, মঠ-মন্দিরে বাস করিয়া অপরাধ সঞ্চয় ব্যতীত অন্য কিছুই সৎশিক্ষা লাভের সম্ভাবনা নাই। আশা করি সেবা পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমরা কখনই ঐরূপ দুর্ভাগ্য বরণ করিবে না। (পত্রামৃত, পত্র—৬৩)

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের অপ্রাকৃত বিচার অনুধাবন করিয়া তাঁহাদের সেবাময় জীবনাদর্শ গ্রহণ করিতে পারিলে বাস্তব কল্যাণ লাভ হয়। কোনদিন তাঁহাদের

অনুকরণ করিতে যাইও না। **সেবক হইতে গিয়া 'প্রভু' সাজিও না, চরম দুর্দ্দশা বরণ করিও না।** (ঐ)

অপরকে উপদেশ দেওয়া অপেক্ষা নিজে আত্মসংশোধনের চেষ্টা করিলে অধিক উপকার হইবে। (ঐ)

প্রত্যহ নির্ব্বন্ধসহকারে শ্রীনামগ্রহণ করিলে সেবককে কোনদিন কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, অন্যাভিলাষী হইতে হয় না। উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিলে জীবের অনর্থনিবৃত্তি হয় ও জাড্যভাব পলায়ন করে। (ঐ)

সেবা পরিত্যাগপূর্ব্বক (*নির্জ্জন-ভজনের নামে*) আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া কোন সেবকের উচিত নয়। সর্ব্বদা ভগবৎ-ভাগবত-সেবার জন্য চেষ্টাবিশিষ্ট হওয়াই সেবকের একমাত্র ধর্ম্ম। (ঐ)

ব্রজে বাস করিলেই সকলে ব্রজবাসী হয় না। অপ্রাকৃত ব্রজবাসীরই মাধুকরী ভিক্ষায় অধিকার জানিবে। (ঐ)

গ্রাম্য ব্যক্তিগণের নিকট গ্রাম্যকথা আদরের বস্তু হইলেও সেবকগণ উহাতে উৎসাহ লাভ করেন না। (ঐ)

গুরু-বৈষ্ণব-সেবকের পক্ষে ঈর্ষা, হিংসা, মাৎসর্য্য, গর্ব্ব, অহঙ্কার, অভিমান সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। (পত্রামৃত, পত্র—৬০)

সেবারাজ্যে 'বদলা' লওয়ার কোন কথা নাই। তথায় সংযম ও সহনশীলতাই সেবকের বিশেষ সদ্‌গুণ। (ঐ)

কেবল পরচর্চ্চা করিলে আত্মসংশোধন ঠিকভাবে সম্ভবপর নহে। যাহারা পরনিন্দা ও পরচর্চ্চায় পঞ্চমুখ, তাহাদের সুখশান্তির অভাব ঘটে। (পত্রামৃত, পত্র—৫৪)

পর-সমালোচনা না করিয়া আত্মশোধনের চেষ্টাই মঙ্গলজনক। অপরের সদ্‌গুণ নিজের মধ্যে পোষণ করাই উদারতা। ''আপ্ ভাল তো জগৎ ভাল।'' (পত্রামৃত, পত্র—৪৫)

কোন বিবাহের অনুষ্ঠানে কোন ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসীর উপস্থিত থাকিতে নাই—ইহা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে। (পত্রামৃত, পত্র—৩৫)

ভজন-সাধনের ক্ষেত্রে ব্যাতিরেক ভাবকে 'দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন' নামে অভিহিত করিয়াছেন। (পত্রামৃত, পত্র-৫৪)

সিদ্ধান্ত-বিরোধ, রসাভাস-দোষ, মর্য্যাদালঙ্ঘন প্রভৃতি অভক্তোচিত আচরণ হইতে নিজদিগকে নিরস্ত রাখিবে। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রভু অবশ্যই তোমাদিগকে অমায়ায় কৃপা করিবেন। (পত্রামৃত, পত্র—৪৬)

গৌড়ীয় গোস্বামী গুরুবর্গের মাধ্যমেই গৌড়ীয় তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত সম্যক্‌রূপে অনুধাবনের চেষ্টা করিবে। (ঐ)

প্রাকৃত সহজিয়া, স্মার্ত্ত, পঞ্চোপাসকী, চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী, জীব-ব্রহ্মৈকবাদীর সঙ্গ কোনদিন করিবে না। (ঐ)

জাগতিক চাকচিক্যে আমাদের প্রয়োজন নাই; আমরা দেহারামী, গেহারামী হইয়া না পড়ি, ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। (পত্রামৃত, পত্র—৪৫)

যাঁহারা হরিভজন-প্রয়াসী, তাঁহাদের যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া মঠ-মন্দিরে বাস করিতে হইবে—এরূপ বিচার বহুমানন করা যায় না। কারণ, ঐরূপ যোগ্যতা লাভ করিতে গেলে সাধন-ভজনের সময় অভাব হইয়া পড়ে। (পত্রামৃত, পত্র—৬৮)

মঠ-ব্যতীত অন্যত্র থাকিয়া পড়াশুনা করিবার পর কোন সেবকের হরিভজনপর বুদ্ধি রক্ষা করা খুবই কষ্টকর। সেবকের নিজস্ব চিন্তাধারা অনেক সময়েই তাহার ভজনের প্রতিকূল ভাবই আনয়ন করে। (ঐ)

মঠ হইতে স্কুল-কলেজের পড়া শেষ করিয়া এবং সংস্কৃত ডিগ্রী-ডিপ্লোমা লইয়া বহু সেবকই মঠ হইতে চলিয়া গিয়াছে ও হরিভজন ত্যাগ করিয়াছে—এরূপ নজিরের অভাব নাই। তাহাতে ব্যক্তিগতভাবে সেবকের এবং সমষ্টিগত-ভাবে মঠ-মিশন কাহারও কোন উপকার হয় নাই। (ঐ)

জন্ম-ঐশ্বর্য্য-পাণ্ডিত্যাদির অহঙ্কার হজম করা বহু ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। প্রায়শঃ ঐরূপ ক্ষেত্রে ঈর্ষা-হিংসা-মাৎসর্য্য এবং লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা সাধকগণের অনিষ্ট সাধন করে। (ঐ)

তোমরা তোমাদের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিয়া চলিলে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের শুভেচ্ছা ও শুভাশীস্ লাভ করিতে পারিবে। কাহারও বিরূপ সমালোচনায় কখনও নিরুৎসাহিত হইবে না ও মন খারাপ করিবে না। স্বীয় কর্ত্তব্যে ও দায়িত্বে অচল অনড় থাকিবে। ধৈর্য্য, উৎসাহশীল ব্যক্তির কোনদিন সাধনপথে অসুবিধা হয় না। তোমরা উৎসাহের সহিত সবকিছুর মোকাবিলা করিবে। (পত্রাবলী, পত্র—৪০)

অভিধেয়

সাধনভক্তি-বিচার

ভক্তিতত্ত্ব

হরিভজন করিতে হইলে—ভগবৎপ্রাপ্তির প্রয়োজন হইলে ভক্তিপথই সর্ব্বতোভাবে আশ্রয়ণীয়। ভক্তিপথ—বিচার-প্রধান ও রুচি-প্রধান। যাঁহাদের অপ্রাকৃত-তত্ত্বে প্রথমমুখে রুচির অভাব, তাঁহাদের ভক্তিমার্গে প্রবেশ করিতে হইলে ভক্তিবাধাগুলি অতিক্রম করা প্রয়োজন। সম্বন্ধ-জ্ঞানাভাব সেই বাধার অন্যতম। স্বাভাবিক সম্বন্ধ-জ্ঞানসম্পন্ন কোন মহাপুরুষ নিজ রুচিক্রমে ভজনীয় কৃষ্ণানুশীলন জানিয়া অপরকে বিচারপ্রধান মার্গেরও সন্ধান দিতে সমর্থ। যাঁহারা নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ, তাঁহাদের উভয়মার্গেই সমান অধিকার। (প্রবন্ধাবলী ''গৌড়ীয়ের একচত্বারিংশ বর্ষ'')

ভক্তিপথ একমাত্র সমীচীন, মঙ্গলপ্রদ, অশোক-অভয়-অমৃত ও সুখদ হইলেও, ভক্তিপথাশ্রয় করিয়া চক্ষু নিমীলনপূর্ব্বক ধাবিত হইয়াও কখনও ফলপ্রাপ্তি হইতে ভ্রষ্ট হইতে না হইলেও সেই পথে অনেক বিঘ্ন দেখা যায়। ভক্তিপথে এইসকল বিঘ্ন ভক্তির দৃঢ়তাই সম্পাদন করিয়া থাকে। অন্যের পক্ষে যাহা বিঘ্ন, ভক্তের পক্ষে তাহাই ভক্তিবৃদ্ধিকর ও ভক্তির পোষক। (প্রবন্ধাবলী, ''নববর্ষ'', শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ৪৪শ বর্ষ)

ভগবদ্ভজন বা ভগবৎসেবাই আত্মার নিত্যা বৃত্তি। সেই স্বতঃসিদ্ধ চিন্ময় নিত্যা বৃত্তিকে স্তব্ধীভূত করাই আত্মহত্যা বলিয়া শাস্ত্রাদিতে উক্ত হইয়াছে। ভক্তিবৃত্তিই সেই আত্মহত্যা হইতে জীবকে নিবৃত্তি করাইয়া চেতনরাজ্যে স্থাপনপূর্ব্বক পরমশান্তি দান করিতে সমর্থ। (প্রবন্ধাবলী, ''নরতনু ভজনের মূল'')

বিশেষ সৌভাগ্যবান্ জীবই ভগবৎকৃপা ও ভক্তকৃপা হইতেই ভক্তিলতার বীজস্বরূপ শ্রদ্ধা লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহার শ্রদ্ধা লাভ হইয়াছে, তিনি পরম সৌভাগ্যবান্। শ্রদ্ধা হইতেই সৌভাগ্যের উদয়। শ্রদ্ধা হইতেই জীবাত্মার শুদ্ধবৃত্তিদ্বারাই গোলোক-বৃন্দাবনে পরম ভজনীয় বস্তুকে সেব্যরূপে লাভ করিবার সুযোগ হয়। শ্রদ্ধা-শব্দে সুদৃঢ় বিশ্বাসকে বুঝায়। আবার সুদৃঢ়-বিশ্বাস ও অন্ধবিশ্বাস পরস্পর বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। অন্ধবিশ্বাসের দ্বারা অধোক্ষজ বস্তুকে কখনই অনুধাবন করা যায় না। দৃশ্য-জগতের প্রতি আস্থাহীন হইয়া সাধু-শাস্ত্রের প্রতি আনুগত্য ও প্রপত্তি-স্বীকারই যথার্থ শ্রদ্ধা-শব্দে অভিহিত। (''শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার নববর্ষ প্রবেশ'' শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা, ৪৮শ বর্ষ)

ইহজন্মে বা পরজন্মে বা স্বীয় সুখভোগের আশায়, অথবা নিজ আত্মীয়-কুটুম্ব, গ্রামবাসী, স্বদেশবাসী, পৃথিবীবাসীর সুখের জন্য যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই 'কর্ম্ম'-পদবাচ্য। শ্রীভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে, তাঁহার প্রীতিকামনায় যাহা কিছু কৃত হয়, তাহাই 'ভক্তি'। *(সুতরাং)* একই কার্য্য ক্ষেত্রবিশেষে 'কর্ম্ম', আবার অন্যক্ষেত্রে 'ভক্তি' হইতে পারে। (ঐ)

সাধুসঙ্গ-ফলে জীবের ঐ কর্ম্ম-ভাব ক্রমশঃ ভগবৎকৃপায় দূরীভূত হইয়া শুদ্ধভক্তি লাভ হয়, মহারাজ ধ্রুব এস্থলে প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ভগবান্ তাঁহাকে দেবর্ষি নারদের সঙ্গদানে রাজ্যলাভরূপ দুর্ব্বাসনা পরিত্যাগ করাইয়া তাঁহাকে শুদ্ধভক্তি প্রদান করেন। শ্রীপ্রহ্লাদ-মহারাজের ভক্তি আদৌ কর্ম্ম-জ্ঞানমিশ্রা নহে। গর্ভবাস-কালেই তিনি দেবর্ষি নারদের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন ; সুতরাং কোন প্রাকৃত কামনা-বাসনা তাঁহার চিত্তকে কলুষিত করিতে পারে নাই। অতএব সাধুসঙ্গ ব্যতীত আমাদের শুদ্ধভক্তিলাভের আর কোন উপায়ান্তর নাই। (ঐ)

সাধু-গুরুর উপদেশ-নির্দ্দেশে ভক্তিলতার বীজস্বরূপ শ্রদ্ধাকে রোপণ করিতে হয়। কৃষ্ণকৃপাদ্বারা জীব মায়িকব্রহ্মাণ্ড হইতে নিস্তার লাভ করেন এবং ভক্তকৃপাদ্বারা উহা সিদ্ধ হয়। সাধনভক্তির পর প্রেমরূপ প্রয়োজন-লাভ এবং শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনপ্রাপ্তি। ভক্তিলতাই প্রেমফল দান করেন এবং জীবাত্মা তাহা পরমানন্দে সেবন করেন। ইহাই পঞ্চম পুরুষার্থ। রাগানুগ ও রাগাত্মিক প্রেমে

পরস্পর বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই পরমোপাস্য এবং শ্রীকৃষ্ণনামই সেই সর্ব্বাকর্ষক ভগবানকে পাইবার একমাত্র উপায়। শ্রীভগবানের শ্রীনাম-রূপ-গুণ-লীলার শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি অনুশীলনের দ্বারাই নামী শ্রীভগবান্ বশীভূত হন। পঞ্চাঙ্গ-সাধনদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়—ইহাই নিখিল বিশ্বের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিগূঢ় শিক্ষা ও চরমোপদেশ। (প্রবন্ধাবলী ''গৌড়ীয়ের অষ্টাবিংশতি বর্ষ'')

ভক্তি এমনই বস্তু, স্বরাট্ ভগবান্‌কেও ভক্তের অধীনতায় আবদ্ধ করেন, তজ্জন্যই শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে বলিয়াছেন,—''**ভগবান্ ভক্ত-ভক্তিমান্**''। (পত্রাবলী, পত্র—১৭)

শ্রীকৃষ্ণভক্তি-বিনা জীবের জীবন নিরর্থক, তজ্জন্য শাস্ত্র বলেন,—''**বিদ্যা-বয়ো বা কবিতাঞ্চ শোভা সুন্দররূপং বিফলত্বমেব। শ্রীকৃষ্ণভক্তিং বিনা নরাণাং সিন্দুরবিন্দুর্বিধবা-ললাটে॥**'' ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত সাধক-সাধিকার বিদ্যা, বয়স্, কবিতা, শোভা, রূপগৌরব বিফলতায় পর্য্যবসিত হয়। যাঁহার শ্রীভগবানে অকিঞ্চনা ভক্তি আছে, তিনি নিখিল সদ্‌গুণের অধিকারী। শ্রীহরিবিমুখ জীবের মহদ্‌গুণ কোথায়? সে সকল সময়ে অসৎ মনোরথে ধাবিত হইয়া চরম দুর্ভাগ্যই বরণ করে। (পত্রাবলী, পত্র—৪)

Mechanical habits কে শ্রদ্ধা-ভক্তি বলে না, ভক্তি Emotional নহে, ইহা আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি। (পত্রাবলী, পত্র—২)

বৈধীভক্তির সাধনক্রমে বিধির অতীত প্রেমভক্তি লাভ হয়—''**বিধিমার্গ-রত জনে, স্বাধীনতা রত্ন-দানে, রাগমার্গে করান প্রবেশ।**'' সুতরাং বিধি না মানিলে প্রেমভক্তির সম্ভাবনা কোথায়? (পত্রামৃত, পত্র—৩)

Rule, Rite, Ritualism কেই 'বিধি' বলা হইয়াছে। আর free spontaneous attachment with Godhead-ই 'রাগ' নামে অভিহিত। (ঐ)

প্রেমভক্তি বৈধীভক্তির অনুগত বা অধীন নহে। কিন্তু ঐ অবস্থার মধ্য দিয়া সাধক-সাধিকাকে অতিক্রম করিতে হয়। একে অপরের পরিপূরক নহে। কিন্তু বিধিকে লইয়াই প্রাথমিক ক্ষেত্রে চলিতে হয়। (ঐ)

সাধনভক্তি ঃ দীক্ষা, মন্ত্রতত্ত্ব ও মন্ত্রার্থ—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস"—ইহাই স্বরূপের উদ্বোধন; সদ্‌গুরু এই সদ্‌বিচারবীজ শিষ্য বা অনুগতজনের হৃদয়ে প্রেরণ ও বপন করেন। ইহাকেই 'দীক্ষা' বলে। (পত্রামৃত, পত্র—১৫)

দীক্ষা ব্যতীত শ্রীবিগ্রহের পূজার্চ্চনে অধিকার লাভ হয় না। বৈদিকী ও বেদানুগাভেদে দীক্ষা দুইপ্রকার। কলিকালে বৈদিকী দীক্ষার অধিকার না থাকায় বেদানুগা দীক্ষাই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। বেদানুগা দীক্ষাও পৌরাণিকী এবং পাঞ্চরাত্রিকী—দুই প্রকার। পৌরাণিকী দীক্ষায় অযোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য বলিয়া গ্রহণ করা হয় এবং পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় সাধনভজনে শ্রদ্ধা লক্ষ্য করিয়া ভবিষ্যৎ যোগ্যতা লাভের আশায় প্রবেশ-অধিকার প্রদত্ত হয়। (পত্রামৃত, পত্র—২)

হৃদয়-ক্ষেত্র প্রস্তুতির কাজ তোমার, তাহাতে 'গায়ত্রী-মন্ত্র'-রূপ বীজবপন-কার্য্য সদ্‌গুরুর। (পত্রামৃত, পত্র—৬)

মন্ত্রের দ্বারা মনন-ধর্ম্ম হইতে ত্রাণ লাভ করা যায়, গায়ত্রী-জপের দ্বারা গানকারী উদ্ধার প্রাপ্ত হন এবং দীক্ষার দ্বারা দিব্যজ্ঞানের উদয় হয় অর্থাৎ মনরূপী বৃন্দাবনে শ্রীভগবৎলীলা-স্ফূর্ত্তিই 'পূর্ণকৃপা' বলিয়া শ্রীগৌরসুন্দর জগৎকে জানাইলেন। (পত্রামৃত, পত্র—১৫)

মন্ত্র—পূর্ণ চেতনবস্তু, সাক্ষাৎ ভগবান্; এবং দিব্যজ্ঞানের অপর নাম দীক্ষা—ইহা তত্ত্ব বা সিদ্ধান্ত। গুরুদত্ত মন্ত্রের যখন যথার্থ সাধন আরম্ভ হয়, তখন মানসিক চাঞ্চল্য কাটিয়া যায় এবং ক্রমশঃ সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়। (পত্রামৃত, পত্র—১৮)

অভ্যাসযোগের দ্বারা সন্ধ্যা-গায়ত্রী জপাদিতে চিত্তের স্থিরতা আসে ও গায়ত্রী-মন্ত্রাদির অর্থ উপলব্ধ হয়। (পত্রাবলী, পত্র—১৪)

অ, উ, ম—এই তিন অক্ষর লইয়া ওঁকারের উৎপত্তি হইয়াছে। তন্মধ্যে সর্ব্বলোকৈক-নায়ক শ্রীকৃষ্ণ 'অ'-কারের বাচক, যাঁহাকে গীতা **"অক্ষরাণাম্ অ-কারোঽস্মি"** বলিয়া জানাইয়াছেন। 'উ'-কারের অর্থ শ্রীরাধা, যাঁহাকে 'নায়িকার শিরোমণি রাধাঠাকুরাণী'-রূপে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখ করিয়াছেন। 'ম'-কার অর্থে জীব, প্রাকৃত জগতে যাঁহার স্ত্রী-পুরুষভেদে সেবক-সেবিকারূপে পরিচিতি।

সুতরাং পরমশক্তিমান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সাধনার দ্বারা জীব লাভ করিতে পারে—এই ওঁ-কার বা শ্রীনামব্রহ্মের উপাসনা-দ্বারা। (পত্রাবলী, পত্র—৪)

(*গুরুমন্ত্র ও গায়ত্রী-অর্থ*—) আমি শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার করি। আমি শ্রীগুরুদেবকে জানিতে চাহি, তাঁহাকে কৃষ্ণানন্দ-রূপে ধ্যান করি, সেই গুরুপাদপদ্ম আমার হৃদয়ে তাঁহার তত্ত্ব প্রকাশ করুন—যাহাতে আমি উহা বাস্তবরূপে অবগত হইতে পারি। (পত্রামৃত, পত্র—৭২)

(*গৌরমন্ত্র ও গায়ত্রীর-অর্থ*—) আমি শ্রীগৌরসুন্দরকে প্রণাম করি। আমি শ্রীচৈতন্যদেবকে জানিতে চাহি, তিনি বিশ্বম্ভর-স্বরূপ, তাঁহাকে ধ্যান করি, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আমার হৃদয়ে বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করুন, যাহাতে আমি তাঁহার তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে পারি। (ঐ)

কৃষ্ণমন্ত্র ও কামগায়ত্রীর ব্যাখ্যা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মূল এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীল প্রভুপাদের 'অনুভাষ্য' হইতে দেখিয়া লইবে। এতদ্‌ব্যতীত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের টীকা এবং শ্রীল জীবগোস্বামি-প্রভুর টীকা-ভাষ্যেও ব্যাখ্যা বিবৃত হইয়াছে। মহামন্ত্রের ব্যাখ্যা—শ্রীল ধ্যানচন্দ্র গোস্বামী, শ্রীল গোপালগুরু গোস্বামীর প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের "শ্রীকৃষ্ণনামার্থ-দীপিকা"—গ্রন্থ দেখিয়া লইবে। (ঐ)

সাধনভক্তি ঃ শ্রীগুরু ও ভগবৎপ্রপত্তি

অকিঞ্চন ও শরণাগত ব্যক্তির নিকট শ্রীভগবান্ তাঁহার বাস্তব স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। (পত্রামৃত, পত্র—৭৯)

যাঁহারা প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি-দ্বারা আচার্য্যের শরণাগত হন, তাঁহারাই তত্ত্ববস্তুর সম্যক্ ধারণালাভে সমর্থ। ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্ত কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাদের তত্ত্ব না জানাইলে জীব আরোহপন্থায় উহা কখনও জানিতে পারে না। (প্রবন্ধাবলী, "সর্ব্বশক্তিমান পরব্রহ্ম এবং অগ্নি, পবন ও ইন্দ্র")

গুরুদেব বিশ্রম্ভ শিষ্যকেই পরমগুহ্য সাধন-ভজন-বিষয় উপদেশ করেন, যাহাতে নিষ্কপটভাবে নিযুক্ত হইলে শ্রীভগবৎকৃপা সহজলভ্য হয়। (প্রবন্ধাবলী, "গৌড়ীয়ের ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ")

যিনি যত শরণাগত, তাহার শ্রদ্ধা ও ভক্তিবৃত্তি তত অধিক, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শরণাগতি ও বিশ্রম্ভসেবার মধ্যে কোনরূপ জড়ীয় পার্থক্য বা ব্যবধান না থাকিলেও কিছু বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিতে হয়। (পত্রামৃত, ৭২)

সুদৃঢ় বিশ্বাস না আসিলে পূর্ণ শরণাগতি কিরূপে সম্ভব হইবে? সমর্পিতাত্মা, অকিঞ্চন ও শরণাগতের একই লক্ষণ। **''কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়''**—এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস ও নির্ভরতা দ্বারাই শরণাগতি বা আত্মসমর্পণ সাধিত হয়। (ঐ)

সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় না হইলে শরণাগতি বা আত্মসমর্পণ সম্ভব নয়। তাঁহারই সাক্ষাদ্ দর্শনের জন্য চিত্তের আকুলতা-ব্যাকুলতা আসে,—যাঁহার চিত্ত শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সহিত যোগযুক্ত হইয়াছে। (পত্রাবলী, পত্র—২৪)

অজ্ঞশিশু যেরূপ মাতা ছাড়া কাহাকেও চিনে না, জানে না, তদ্রূপ গুরুপদাশ্রিত সেবক-সেবিকাও তাঁহার একান্ত কৃপার উপর নির্ভরশীল। (পত্রামৃত, পত্র—৫০)

''স্তন্যপায়ী শিশুজনে, মাতা ছাড়ে ক্রোধমনে, শিশু তবু নাহি ছাড়ে মায়। যেহেতু তাহার আর, এ-জীবন ধরিবার, মাতা বিনা নাহিক উপায়।।''
''তুমি জগতের পিতা, তুমি জগতের মাতা, দয়িত-তনয়—হরি তুমি। তুমি সুহৃন্মিত্র গুরু, তুমি গতি-কল্পতরু, ত্বদীয় সম্বন্ধমাত্র আমি।।''শ্রীগুরু-ভগবানের সহিত সাধক-সাধিকার এইরূপ অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক ও সম্বন্ধজ্ঞান না থাকিলে বাস্তব সাধন-ভজন অসম্ভব। পূর্ণ শরণাগতি-দ্বারাই পূর্ণতা লাভ হয়। **''তোমার করুণা পাই, তবে ত' তরিয়া যাই, আমি এই দুরন্ত সাগর।''**—ইহাই গুরু-ভগবন্নিষ্ঠ সাধকের একমাত্র প্রার্থনা। (পত্রামৃত, পত্র—৬৭)

''আত্মনিবেদন তুয়া পদে করি, হইনু পরম সুখী। দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল, চৌদিকে আনন্দ দেখি।। অশোক অভয় অমৃত আধার—তোমার চরণদ্বয়। তাহাতে এখন বিশ্রাম লভিয়া ছাড়িনু ভবের ভয়।।''—ইহাই পূর্ণশরণাগতি ও আত্মসমর্পণের বাস্তব ফল। (পত্রামৃত, পত্র—৬২)

শ্রীগুরু ও ভগবান্ ব্যতীত যাঁহার এ পৃথিবীতে আর কেহ নাই, তিনিই প্রকৃত শরণাগত ও বাস্তব ত্যাগী। (ঐ)

একনিষ্ঠ ভক্তিই সেই বাস্তব-বস্তুকে লাভ করাইতে সমর্থ। পূর্ণ শরণাগতি বা আত্মসমর্পণই সেই পরতত্ত্বকে পাইবার একমাত্র যোগসূত্র। তোমরা সেইরূপে সাধন-ভজন করিলেই সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী। (পত্রামৃত, পত্র—৫৭)

শ্রীগুরুবৈষ্ণবই সাধক-সাধিকার ধ্যান-জ্ঞান সবকিছু। এজন্য আমরা নিম্নলিখিত স্বাভীষ্টলালসাত্মক প্রার্থনা করি—

''শ্রীগুরু-বৈষ্ণবপদ, সেই মোর সম্পদ, সেই মোর ভজন-পূজন।
সেই মোর প্রাণধন, সেই মোর আভরণ, সেই মোর জীবনের জীবন।।
সেই মোর রসনিধি, সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ধি, সেই মোর বেদের ধরম।
সেই ব্রত সেই তপ, সেই মোর মন্ত্রজপ, সেই মোর ধরম-করম।।''
(পত্রামৃত, পত্র—৭)

সেবাবিহীন জীবন বৃথা, তজ্জন্য সমর্পিতাত্ম ভক্ত তাঁহার জীবনের সকল দায়িত্ব শ্রীগুরু-ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করেন। তিনি জানেন—শ্রীভগবান্ আমার এবং আমি শ্রীভগবানের। (পত্রামৃত, পত্র—৭)

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের নিকট সমর্পিতাত্ম একনিষ্ঠ ভক্ত যে-কোনরূপ ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত, ইহাই তাহার জীবনে ভীষ্ম-প্রতিজ্ঞা। (পত্রামৃত, পত্র—৭৪)

তুমি মূল-আশ্রয়বিগ্রহের অধীনে শ্রীশ্যামসুন্দরের সেবা করিতেছ। শুদ্ধব্রজবাসিগণ কৃষ্ণকৃপামূর্ত্তি গুরুপাদপদ্মের সর্ব্বদা ভজনশীল। তাঁহারা তাঁহাদের পৃথক্ সত্তা কখনই চিন্তা করিতে পারেন না। (পত্রামৃত, পত্র—৮০)

নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য থাকিলে সর্ব্বান্তঃকরণে গুরুসেবায় মনোনিবেশ করা সম্ভবপর হয় না। 'গুরুদেবের আমি' এবং 'সমস্তই শ্রীগুরুদেবের সেবোপকরণ'—এই বুদ্ধি হইলে তাঁহার সম্পর্কিত প্রত্যেকটী বস্তুর প্রতি স্বাভাবিক আপন ভাব ও টান বা আসক্তি লক্ষ্য করা যায়। (প্রবন্ধাবলী, ''জাবালা ও সত্যকাম'')

তৃষিত চাতক করুণা-বারিদ শ্রীগুরু-ভগবানের কৃপাবারি অবশ্যই লাভ করিয়া পিপাসা নিবৃত্তি করে ও তাহার জীবন ধন্য হয়। তবে বজ্রাঘাত তাহার

উপর হইতে পারে, ইহা জানিয়া লইয়াই তাহাকে জলদের জল প্রার্থনা করিতে হয় ❇। সর্ব্ববিষয়ে নির্ভরতা, শরণাগতি না থাকিলে তত্ত্ববস্তু লাভ সম্ভব নয়। (পত্রামৃত, পত্র—৯)

আত্মসমর্পণ প্রথমে লৌকিকী, পরে final full surrender আসিয়া থাকে। সাধনমার্গে চলিতে চলিতে সাধক-সাধিকা ইহা অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারেন। শরণাগতিরই অপর নাম আত্মসমর্পণ। উহা ষড়্‌বিধা; Positive ও Negative ভেদে দ্বিবিধা। (পত্রামৃত, পত্র—১৩)

সমস্ত জড় কর্ত্তৃত্বাভিমান্ বর্জ্জনপূর্ব্বক (*শ্রীগুরু* ও) শ্রীভগবানের শরণগ্রহণ করাই আত্মসমর্পণ—ইহা দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়। (পত্রামৃত, পত্র—১৬)

সর্ব্ববিষয়ে গুরুমুখী হইতে না পারিলে শান্তিলাভ করা বা নির্ব্ব্যলীক হওয়া যায় না। (পত্রামৃত, পত্র—১৮)

'গুরুবৈষ্ণব ও তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপা ছাড়া বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব'—ইহা আত্মস্বাস্থ্য-প্রাপ্ত সুস্থ মনেরই অভিব্যক্তি। (পত্রামৃত, পত্র—২১)

ভগবান্ ও ভক্তে মন-প্রাণ সমর্পণ করিতে পারিলেই—তাঁহাদের আপনজন বলিয়া মানিলেই জীবের অশেষ কল্যাণ। তাঁহাদের অদর্শন, অনুপস্থিতি ও অকৃপার ন্যায় মর্ম্মপীড়াদায়ক অবস্থা সত্যই কল্পনাতীত। শ্রীভগবানের জন্য শতবার মরিতে পারা যায়, কিন্তু তাঁহার ও তদ্ভক্তের অদর্শন অসহনীয়। (ঐ)

যাঁহারা গুরুবৈষ্ণবে দেহ-মন-আত্মা সমর্পণ করিয়াছে, তাঁহাদেরই বাস্তবক্ষেত্রে পুষ্পাঞ্জলি রূপে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদিত হয়। (পত্রামৃত, পত্র—৬৫)

যাঁহারা মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার সমর্পণে সক্ষম, তাঁহারা কিরূপে দীনদুঃখী, অনাথ-পতিতাধম হইতে পারেন, তাহা আমার ধারণার অতীত। তাঁহাদের সাষ্ঠাঙ্গ

❇ চাতকপাখী জলের আশায় উর্দ্ধমুখ হইয়া মেঘের দিকে তাকাইয়া থাকে। কিন্তু মেঘ হইতে জলের পরিবর্ত্তে তাহার উপর বজ্রপাতও হইতে পারে। তাহা জানিয়াও চাতক মেঘ হইতে বিমুখ হইয়া জলের আশা হইতে নিবৃত্ত হয় না। তদ্রূপ শুদ্ধভক্ত শ্রীগুরু-ভগবানের কৃপার জন্য অপেক্ষায় রহিয়া কৃপার পরিবর্ত্তে দণ্ডও লাভ হইতে পারে, ইহা জানিয়াও গুরু-কৃষ্ণ-কৃপা-নির্ভর হইয়াই জীবন ধারণ করেন।

দণ্ডবৎ প্রণতির মধ্যেই পূর্ণ আত্মসমর্পণের প্রতিজ্ঞা পরিলক্ষিত হয়। (পত্রামৃত, পত্র—৬৯)

"মারবি রাখবি যো ইচ্ছা তুঁহারা। নিত্যদাস প্রতি তুয়া অধিকারা॥" ইহা শরণাগতের, সমর্পিতাত্ম ব্যক্তির Unconditional Surrender বা Submission। (ঐ)

নিজেকে শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পণের কথা আমরা অনেকেই বহুবার বলিয়া থাকি, কিন্তু বাস্তব আত্মসমর্পণ হয় কি? আত্মসমর্পণে সাধক-সাধিকার যাবতীয় জড় মান-অভিমান-অহঙ্কার বিদূরিত হয়। (পত্রামৃত, পত্র—৬২)

আমরা সবকিছু শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবে সমর্পণ করিয়াও নিজের জন্য Iron Safe এর চাবিকাঠিটা রাখিয়া দেই। ইহাকে প্রকৃত শরণাগতি বা ত্যাগস্বীকার বলে না। (ঐ)

শরণাগতি বা আত্মসমর্পণ না হইলে মমত্ববুদ্ধি আসে না, তখন অত্যন্ত আপনজনও 'পর' বলিয়া বিবেচিত হন। (পত্রামৃত; পত্র—৭৩)

স্নেহ-মায়া-মমতা-দ্বারা দূরের বস্তুকেও মানুষ নিজের অতি নিকটে সংরক্ষণ করিতে সক্ষম হয়। তোমরা তদ্রূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াই মানসিক শান্তি লাভের চেষ্টা করিবে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আত্মকল্যাণজনক উপদেশ-নির্দ্দেশবাণীই আমাদের চরম কল্যাণ ও আকাঙ্ক্ষিত বস্তু—তাহা সর্ব্বতোভাবে হৃদয়ে বহন করিতে হয়। (ঐ)

গুরুবর্গের উপদেশ-নির্দ্দেশ অবিচারে পালন করাই সেবামনোধর্ম্মীর একমাত্র কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব। আদেশ-শিক্ষাদির মধ্যে নিশ্চয়ই স্নেহ-মমতা আছে এবং শাসনও থাকিবে। স্নেহ-মমতা-শূন্য শাসন কখনই কার্য্যকরী হয় না। (পত্রামৃত; পত্র—৭৪)

গুরুবৈষ্ণবগণের আদেশ-নির্দ্দেশ পালন করিতে প্রাকৃত যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না। সরল বিশ্বাস ও নিষ্ঠা থাকিলেই সকল যোগ্যতা সম্যগ্‌ভাবে অধিগত হয়। (ঐ)

উপদেশ-নির্দ্দেশ যাহারা মনে-প্রাণে পালন করেন, সদ্‌গুরুর যাবতীয় কল্যাণচিন্তা তথায়ই কেন্দ্রীভূত। (পত্রামৃত; পত্র—৯)

শ্রীগুরু-উপদেশাবলম্বীই দিব্যজ্ঞানোদ্ভাসিত—গুরুরূপী ভগবদাদেশ-পালনই সংসার-সমুদ্র উত্তরণের উপায়। (পত্রামৃত; পত্র—৪)

তোমরা গুরু-বৈষ্ণবগণের আদেশ-নির্দ্দেশ পালনপূর্ব্বক হরিভজন করিলে মায়িক সংসারাসক্তি তোমাদিগকে কষ্ট দিবে না। গুরুবৈষ্ণব-কৃপাবলে আমাদের যাবতীয় বিষয়-বাসনা, ভোগবাসনা, সংসার-বাসনার নিবৃত্তি হয়। (পত্রামৃত; পত্র—৬২)

শ্রীভগবান্ আমার জন্য যখন যেরূপ ব্যবস্থা রাখিয়াছেন, তাহা মানিয়া লওয়াই আশ্রিতজনের বিশেষ আনুগত্য ও শ্রেষ্ঠ বিচার। (পত্রামৃত; পত্র—৭০)

সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীগুরুদেবের উপদেশ-নির্দ্দেশাদি-গ্রহণই শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা—অভাবপক্ষে শাস্ত্ররূপী সাধুসঙ্গ বিহিত হইয়াছে। (প্রবন্ধাবলী, ''জাবালা ও সত্যকাম")

বিনা বিচারে গুরু-আজ্ঞা-পালনের দ্বারাই গুরুকৃপা সহজলভ্য হয়। নতুবা শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের দৃষ্টান্ত বাদ দিয়া রামচন্দ্র-পুরীর ন্যায় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-পূর্ব্বক গুরুতত্ত্বের প্রতি অবজ্ঞা ও দোষানুসন্ধান-স্পৃহা ভজন হইতে পাতিত্য ঘটায়। (প্রবন্ধাবলী, গৌড়ীয়ের ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ)

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ অপ্রকট হইলে তাঁহাদের উপদেশ-নির্দ্দেশসকল অনুশীলন ও আলোচনা করিলেই তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। এইভাবেই তাঁহাদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয়। (পত্রামৃত; পত্র—৫৭)

চিন্তার দ্বারাই আন্তর-দর্শন সম্ভব এবং চাক্ষুষ-দর্শন অপেক্ষা ভাবদর্শন অধিকতর বাস্তব। এজন্য মিলন অপেক্ষা বিরহ শ্রেষ্ঠ। (পত্রামৃত; পত্র—৯)

শ্রীভগবান্ শাস্ত্রে যে উপদেশ-নির্দ্দেশ রাখিয়াছেন, তাহাই নিজেদের জীবনে সাধ্যানুসারে পালন করিলে এবং তদনুযায়ী জীবন গঠিত হইলে তাঁহার প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি হয়। (পত্রামৃত; পত্র—১১)

গুরু-বৈষ্ণবগণের নিকট জ্ঞাতসারে-অজ্ঞাতসারে কতপ্রকার দোষত্রুটী, অপরাধ-অন্যায়, হইয়া যায়। কিন্তু ''তোমা-স্থানে অপরাধে তুমি কর ক্ষয়"—এপ্রার্থনা ব্যতীত আমাদের কোন উপায় নাই। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের সন্তুষ্টিবিধানই

সেবা এবং তাহাই ভজন-সাধন। তাঁহাদের অহৈতুকী করুণা-কটাক্ষ লাভ হইলেই সংসারদশা ঘুচিয়া ভগবদ্ভক্তি-ভগবৎপ্রেম-প্রাপ্তি সম্ভব হয়। (পত্রামৃত; পত্র—২৮)

গুরু-বৈষ্ণবগণের স্নেহ-মমতা অপ্রাকৃত। জীবনের প্রতিটী মুহূর্ত্তে তাঁহাদের শুভেচ্ছা-শুভাশীর্ব্বাদ আমাদের প্রয়োজন। আমরা তাঁহাদের স্নেহ-বঞ্চিত হইলে ভজনপথে কখনই অগ্রসর হইতে পারিব না। তোমরা বুদ্ধিমত্তার সহিত এসকল বিষয় বিচার করিয়া চলিবে। (পত্রামৃত; পত্র—৪৪)

সাধনভক্তি ঃ ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠা

ভজনে ঐকান্তিক ও একনিষ্ঠ না হইলে বাস্তব ফললাভের সম্ভাবনা কোথায়? (পত্রাবলী; পত্র—৯)

আত্মকল্যাণ-চেষ্টায় পাগলের ন্যায় হন্যে হইয়া খুঁজিতে পারিলে ও কাঁদিতে পারিলেই চরম কল্যাণ-লাভের দ্বার উন্মুক্ত হয়—সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। (পত্রামৃত; পত্র—৩১)

যাঁহারা সকলপ্রকার ভোগসুখকে তুচ্ছ করিয়া ঐকান্তিকভাবে শ্রীভগবানের নিমিত্ত ব্রতী হইয়াছেন, শ্রীভগবান্ তাঁহাদিগকে অবশ্যই আত্মসাৎ করিয়াছেন, জানিতে হইবে। (পত্রামৃত; পত্র—৬৭)

যিনি বিষয়-বিগ্রহ শ্রীভগবানে ও আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবে ঐকান্তিকী ভক্তি বিধান করেন, গুরু ও ভগবৎকৃপায় নিখিল শাস্ত্রের তাৎপর্য্য তৎকর্ত্তৃক অনুভূত হয়। (প্রবন্ধাবলী, ''প্রজাপতি ব্রহ্মা এবং ইন্দ্র ও বিরোচন")

নিষ্ঠা-একাগ্রতা, আকুলতা-ব্যাকুলতা দ্বারা ইষ্টবস্তুকে নিকটে পাওয়া যায় এবং সাক্ষাদ্দর্শনে শান্তি-স্বস্তি লাভ হয়। কোনরূপ অবিশ্বাস ও ভয়ের আশঙ্কা শরণাগত জনকে সাধন-ভজন হইতে দূরে নিক্ষেপ করে না। (পত্রামৃত;৬৯)

সাধন-ভজনে যাঁহার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও নিষ্ঠা, তাঁহার কোন চিন্তা-ভাবনা নাই, তিনি সাংসারিক সকল দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা হইতে পরিমুক্ত। প্রাকৃত ভাল-মন্দ, স্থূল-সূক্ষ্ম—সকলেরই তিনি অতীত। (পত্রামৃত; পত্র—৭৪)

ভজনচতুর বা সারগ্রাহী হইতে পারিলে সব দিক্ দিয়া সুবিধা। যাঁহারা বিচক্ষণ, তাঁহারা কখনই পরের বৃথা সমালোচনা লইয়া সময় অতিবাহিত করেন না। তাঁহারা নিজ সময়ের যথার্থ সদ্ব্যবহার করেন। (ঐ)

সময় নাই জানিয়াই, কালবিলম্ব না করিয়া সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রমপূর্ব্বক সাধনে অগ্রসর হওয়া বুদ্ধিমান-বুদ্ধিমতীর কর্ত্তব্য। সময় আমাদের সংক্ষিপ্ত বলিয়া সারসঙ্কলন করিতে হয়। (ঐ)

ভজনে নিষ্ঠা আসিলেই যাবতীয় অসৎসঙ্গ—তাহারা যতই Near & dear ones হউক না কেন, তাহাদিগকে 'স্বজনাখ্য দস্যু' জানায় ছাড়িয়া যায়। (পত্রাবলী; পত্র—৯)

সাধনভজন-বিষয়ে ব্যাকুলতা থাকিলে শ্রীভগবান্ অন্তর্যামি-সূত্রে সকল বিষয়ের সমাধান করেন। "**কাকেরে গরুড় করে ঐছে দয়াময়**"—তাঁহার দয়া ও বদান্যতার তুলনা নাই। অযোগ্যকেও ভজনসাধনে যোগ্যতা প্রদান করেন। (পত্রাবলী; পত্র—১২)

"**প্রভু বলে—আর তোরা না করিস্ পাপ। জগাই মাধাই বলে—আর নারে বাপ॥**" 'এই আর নারে বাপ'—স্বীকারোক্তি অনুতাপ বা প্রায়শ্চিত্তেরই অঙ্গীভূত। স্বয়ং মহাপ্রভু গুরু-নিত্যানন্দের সম্মুখে জগাই-মাধাইকে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করাইতেছেন। এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হইলে পুনরায় পাপপ্রবৃত্তি চিত্তবৃত্তিকে কলুষিত করিবার চেষ্টা করে। (পত্রাবলী; পত্র—২১)

যাঁহারা যথার্থ হরিভজনে প্রয়াসী তাঁহাদের সময় খুব কম। দৈনন্দিন সেবাকাজ ও কর্ত্তব্য-পালন করিতে গিয়া তাঁহাদের হাতে সময় আদৌ থাকে না। যাহাদের প্রচুর সময় আছে, তাহারাই কে কতবার হাঁচিল, কতবার কাশিল, সেই হিসাব রাখিতে অভ্যস্ত। তুমি কখনও ঐরূপভাবে সময় নষ্ট করিও না। (পত্রামৃত; পত্র—৭৩)

আত্মকল্যাণ চিন্তাদ্বারাই সময়ের সদ্ব্যবহার হইয়া থাকে। সাধনভজনে কতটুকু উন্নতি হইল, এই নিজস্ব হিসাব-নিকাশ রক্ষা করাই সময়ের বাস্তব সদ্ব্যবহার জানিবে। সুতরাং তুমি দোষানুসন্ধানে প্রবৃত্ত না হইয়া শাস্ত্রদৃষ্টে আত্মসংশোধনের চেষ্টা করিবে। ইহাতে শ্রীগুরুবৈষ্ণব ও ভগবান্ তোমার প্রতি আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিবেন। (ঐ)

সাধনক্ষেত্রে তুমি ফাঁকি দিতেছ কিনা বা তোমার কোনরূপ অবনতি হইতেছে কিনা, ইহা তোমাকেই বিচার করিতে হইবে। (পত্রামৃত; পত্র—৬৭)

নিষ্ঠা থাকিলে সাধনক্ষেত্রে সকল আশাই পূর্ণ হয়। নির্ভেজাল দুগ্ধপানে নিশ্চয়ই আত্মার পুষ্টিবর্দ্ধন হইয়া থাকে। ভেজাল বস্তু গ্রহণে স্বাস্থ্যহানি অবশ্যম্ভাবী। (পত্রামৃত; পত্র—৬৫)

সাধনক্ষেত্রে ফাঁকি দিবার প্রবৃত্তি থাকিলে মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। সাধনে দৃঢ়তা, নিষ্ঠাই স্বীয় অভীষ্টলাভে একমাত্র সহায়িকা। (পত্রামৃত; পত্র—৩৯)

চেষ্টা না করিয়া ভাগ্য বা কর্ম্মফলের দোহাই পাড়িলে সাধকের সাধনায় সিদ্ধি লাভ হয় না। (পত্রামৃত; পত্র—২)

অভ্যাসযোগ ও নিষ্ঠার দ্বারাই চঞ্চলচিত্ত স্থির হয়। সাধন-জপ-তপ সকলই ধৈর্য্য-স্থৈর্য্যের উপর নির্ভরশীল। (পত্রামৃত; পত্র—৩৪)

যে-কোন অনুষ্ঠানে 'আমি সফলকাম হইব'—এরূপ নিষ্ঠা-নিশ্চয়তা বা ধৈর্য্য-স্থৈর্য্য না থাকিলে কিরূপে ফললাভ হইবে? (পত্রামৃত; পত্র—৩)

চলার পথে মানুষের কখনও কখনও কিছু ভুল-ভ্রান্তি আসিয়া পড়ে, তাহাতে চিন্তার কোন কারণ নাই। নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাই তাহাকে সর্ব্বদা রক্ষা করে। তোমার সরলতা ও নিষ্ঠা তোমাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবে। শ্রদ্ধা-বিশ্বাস ও নিষ্ঠার দ্বারা অসাধ্য সাধন হইয়া থাকে। (পত্রামৃত; পত্র—৭৯)

গুরুবৈষ্ণব-দর্শনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা শ্রীভগবানই পূরণ করেন এবং তাহাতেই আমরা মানসিক শান্তি লাভ করিতে পারি। (পত্রামৃত; পত্র—৬৯)

সাধনভক্তি ঃ শ্রীগুরু ও ভগবৎকৃপা

স্মরণ রাখিবে,—সাধক-সাধিকার পক্ষে সাধনা যেরূপ অপরিহার্য্য, ভগবৎকৃপাও তদ্রূপ বিশেষ প্রার্থনীয় বস্তু। সাধন ও কৃপা যোগযুক্ত হইলেই সিদ্ধিলাভ। (পত্রামৃত, পত্র—৫)

শ্রীভগবান্ শাস্ত্রাদিতে সরলতাকেই ব্রাহ্মণতা ও বৈষ্ণবতা বলিয়া স্বীকৃতি দিয়াছেন, আর কপটতাকে শূদ্রত্ব ও অবৈষ্ণবত্ব বলিয়া গর্হণ করিয়াছেন। সুতরাং সরলতাদ্বারাই শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের সাক্ষাৎদর্শন ও কৃপালাভ করা যায়। (পত্রামৃত; পত্র—৩২)

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপা হইলে সাধন-ভজনে সফলতা লাভ হয়। কৃপা-লাভের যোগ্যতা—সরলতা, নিষ্কপটতা। "**যোগ্যতা-বিচারে কিছু নাহি**

পাই, তোমার করুণা সার। করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ না রাখিব আর॥"—এইরূপ দৈন্যই কৃপালাভের অধিকার প্রদান করে। (পত্রামৃত; ২৮)

বদ্ধজীব শ্রীগুরু ও ভগবৎকৃপায় যাবতীয় অনর্থকে জয় করিতে পারেন। ইহা ব্যতীত অন্যাভিলাষাদি জয়ের অন্যপ্রকার উপযুক্ত মাধ্যম নাই। (পত্রামৃত; পত্র-৫০)

"উত্তম হঞা আপনারে মানে তৃণাধম"—এই বিচারই শ্রীগুরু-ভগবানের কৃপালাভের যোগ্যতা বা মাপকাঠি। ভক্তিবৃত্তির উদয় না হইলে 'অযাচিত কৃপা'র কোন ক্ষেত্র আছে কি? অহৈতুকী করুণা সর্ত্তাধীন নহে, কিন্তু ভক্তিবিহীন অবস্থায় তাহা লভ্য নহে। (পত্রাবলী, পত্র—৯)

প্রাকৃত দম্ভ-অহঙ্কার থাকিলে 'অহৈতুকী কৃপা' উপলব্ধির বিষয় হয় না। তাহাতে সেবাভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে না, অন্তর্যামিত্ব বোধগম্য হয় না। (ঐ)

আশ্রয় ও আশ্রিতের পরস্পর সম্পর্ক ও সম্বন্ধজ্ঞান হইতেই ভজনপথে যোগ্যতা ও আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। গুরু-বৈষ্ণবের অনুগ্রহ ব্যতীত আমাদের জীবনপথে অগ্রসর হইবার কোন বিকল্প ব্যবস্থা নাই, থাকিতে পারে না। অনুগ্রহ-বঞ্চিত হওয়া ও ভজনচ্যুত হওয়া একই কথা। ইহাই সাধক-সাধিকার চরম দুর্গতি ও দুর্দ্দৈব। (পত্রাবলী, পত্র—২০)

অনুগত জনগণের প্রতি ভক্ত ও ভগবানের অসীম কৃপা; তাঁহাদের কৃপা-দৃষ্টিতেই সাধন-ভজনে সিদ্ধিলাভ ও শ্রীনামে নিষ্ঠাপ্রাপ্তি হয়। (পত্রামৃত; পত্র-৫৩)

গুরু-বৈষ্ণবগণের প্রতি যাঁহারা স্নেহপ্রীতিশীল, শ্রীভগবৎকরুণা তাঁহারা অবশ্যই পাইয়াছেন। (ঐ)

সাধকের হরিভজনে ও ভগবদনুশীলনে যোগ্যতা কোথায়? গুরুবৈষ্ণব-কৃপা সম্বল করিতে পারিলেই ভগবৎসেবায় যথাযথভাবে নিযুক্ত হইতে পারা যায়। (পত্রামৃত; পত্র—৬৫)

গুরুবৈষ্ণবের কৃপায় সাধক-সাধিকার সর্ব্বপ্রকার অযোগ্যতা, দুর্ভাগ্য, চঞ্চলতা, কপটতা সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত হয়। (পত্রামৃত; পত্র—৬৭)

ভক্তের পরীক্ষা শেষ হইলে ভগবান্ তাহাকে অমায়ায় করুণা করেন, তৎপূর্ব্বে বিচারাধীন অবস্থায় থাকিতে হয়। (পত্রামৃত, পত্র—৬)

সাধনভক্তি ঃ দৈন্য—

অন্তরে দৈন্যভাব থাকিলে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ তাঁহাকে যথাশীঘ্র কৃপা করেন। দৈন্যই সাধক-সাধিকার হৃদয়ে ভূষণস্বরূপ। উহাই সাধনার ক্ষেত্রে অলঙ্কার ও বিশেষ সদ্‌গুণ। হৃদয়ে দৈন্য না থাকিলে উহা পাষাণ সদৃশ হইয়া যায়। (পত্রামৃত, পত্র—৭১)

তুমি যদি বুঝিয়া থাক,—দৈন্যই বৈষ্ণব বা ভক্তের ভূষণ বা অলঙ্কার, তাহা হইলে কোনদিন দম্ভ-জড়াহঙ্কার পরিত্যাগ করা তোমার পক্ষে সম্ভব হইবে। (পত্রামৃত, পত্র—২৮)

"যাবৎ জনম মোর, অপরাধে হৈনু ভোর, নিষ্কপটে না ভজিনু তোমা। তথাপি যে তুমি গতি, না ছাড়িহ প্রাণপতি, মোর সম নাহিক অধমা॥ যদি হই অপরাধী, তথাপিহ তুমি গতি, সত্য সত্য যেন সতীর পতি॥ তুমি ত' পরম দেবা, নাহি মোরে উপেখিবা, শুন শুন প্রাণের ঈশ্বর। যদি করি অপরাধ, তথাপিহ তুমি নাথ, সেবা দিয়া কর অনুচর॥"—ইহাই ভক্তের দৈন্য ও বিজ্ঞপ্তি। **"মোর বপু-চিত্ত-মন, সকল ইন্দ্রিয়গণ, কৃষ্ণবিনা সকল বিফল।" "নাহি কৃষ্ণপ্রেম-ধন, দরিদ্র মোর জীবন, দেহেন্দ্রিয় বৃথা মোর সব॥"**—সমর্পিতাত্ম ভক্তের ইহাই আন্তর দর্শন। (পত্রামৃত, পত্র—২১)

ভগবদ্ভক্তগণ 'সেবা করিতে পারিলাম না', 'পাপীদেহ ধারণ করিয়া কেবল অনুতাপ-অনলে দগ্ধীভূত হইতেছি'; 'পূর্ব্বজন্মে কত পাপ করিয়াছিলাম, তাহারই কর্ম্মফল ভোগ করিতেছি'—এইরূপ হা হুতাশ করেন। এইরূপ দৈন্যোক্তি দেখিয়া প্রেমময় শ্রীভগবান্—অনাথের নাথ ও অগতির গতিস্বরূপে তাঁহার একান্ত আশ্রিতজনকে প্রেমভক্তি প্রদানপূর্ব্বক সাক্ষাদ্‌ভাবে তাঁহার শ্রীচরণসেবায় নিযুক্ত করেন। (পত্রামৃত, পত্র—৫৩)

মানুষ নিজের ভুল বুঝিতে পারিলে তাহার হৃদয়ে দৈন্য-দয়া, অমানী-মানদধর্ম্ম প্রকাশিত হয়। ইহাই তাহার কল্যাণের হেতু, ইহা দ্বারাই চিত্তশুদ্ধি হয়। পৃথক্ প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হয় না। (পত্রাবলী, পত্র—৩)

'ক্ষমা'-শব্দটী মুখে উচ্চারণ করিলেই ক্ষমা চাওয়া হয় না, অন্তর হইতে অনুতাপ, অনুশোচনা না আসিলে জীবের চিত্তশুদ্ধি হয় না। অনুতাপ-অনলে

যাবতীয় ত্রুটী-বিচ্যুতি মুহূর্ত্তের মধ্যে দগ্ধীভূত হইয়া সাধককে নিষ্পাপ-নিরপরাধ করিতে পারে, ইহাকেই ক্ষমাভিক্ষা বলে। সহজিয়ার আকুপাকু-ভাবকে দৈন্য বা ক্ষমাভিক্ষা বলে না। সেই বৃত্তি আসিলে চিত্ত দ্রবীভূত হয়, মন উদ্বেলিত হয়, হৃদয়ে উন্মাদনার সৃষ্টি হয়। তাহার বিশেষ লক্ষণ আছে। (পত্রাবলী, পত্র—২)

পাপী ও অধম সাজিলেই দয়ার পাত্র-পাত্রী হওয়া যায় না। সত্যসত্যই দৈন্য আসিলে অমায়ায় কৃপা বা দয়া লাভ করা যায়। (পত্রাবলী, পত্র—১৮)

সাধনভক্তি ঃ প্রতিকূল বিচার—

ভক্তি-প্রতিকূল সাধনদ্বারা ভগবদানুগত্যে প্রবৃত্তি থাকে না। মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে প্রভু হইবার বাসনা জাগে এবং ভক্তিমার্গ হইতে পতন হয়। (পত্রামৃত, পত্র—৭৮)

ভক্তি-অনুশীলন-ক্ষেত্রে অনুষ্ঠানের পবিত্রতা সুরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। নচেৎ পাঁচমিশালী ভাব আসিয়া মূল ভক্তিবৃত্তিকেই আঘাত করে। তখন মানুষ অন্যাভিলাষী হইয়া সাধনভজনের বাস্তবপন্থা ও ভাবধারা পরিত্যাগ করে। (ঐ)

প্রতিকূল বর্জ্জন-পূর্ব্বক ভক্তির অনুকূল বিষয় স্বীকার করিতে হইবে—ইহাই চরম বিচার জানিতে হইবে। "**ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্**"—বাক্যে তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। (পত্রাবলী, পত্র—১৯)

সাধক-সাধিকার ভজনপথে অতি সন্তর্পণে চলিতে হইবে। দেখিতে হইবে—আমরা যেন প্রাকৃত সহজিয়াবাদ ও কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তবাদ, চিজ্জড়-সমন্বয়বাদের প্রশ্রয়দাতা না হইয়া পড়ি—ভক্তিবিরোধী মনোভাবগুলি যেন তলে তলে বহুমানন না করিয়া ফেলি। (পত্রাবলী, পত্র—১৮)

ভজনপথে চলিতে গেলে অপরাধ-বিষয়ে অবশ্যই সাবধান হইতে হইবে, কিন্তু পশ্চাদ্‌পদ হইলে চলিবে না। (পত্রাবলী, পত্র—৯)

কোন পাপী ব্যক্তিকে শ্রীভগবান্ তাঁহার শ্রীধামে আকর্ষণ করিতে পারেন, কিন্তু অপরাধী জীবকে তিনি কখনই কৃপা করেন না। তজ্জন্য নামাপরাধ, ধামাপরাধ, সেবাপরাধ হইতে আমাদিগকে সাবধানে থাকিতে হয়। (পত্রামৃত, পত্র—১০)

শ্রীনামাপরাধ, ধামাপরাধ, সেবাপরাধাদি অসংখ্য প্রকার দোষ-ত্রুটী সাধনভজন- রাজ্যে স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাতে হতাশার কোন কথা নাই। আন্তরিক চেষ্টা ও সরলতার দ্বারা সকল প্রতিকূল অবস্থা দূরীভূত হয়। এবং সর্ব্বপ্রকার সৌভাগ্যোদয় হয়। (পত্রাবলী, পত্র—১৯)

অপরাধ-ফলে জীবের হৃদয় কঠোর বজ্রসম হইয়া যায়। অপরাধ বিদূরিত হইলে মলিনচিত্ত পুনরায় সবল ও পবিত্র হইয়া শ্রীভগবানের বসতিস্থলরূপে পরিণত হয়। (পত্রামৃত, পত্র—৬২)

"Violation of the rules of state-laws or moral laws."কেই সাধারণতঃ পাপ বলা হয়, আর গুরু-বৈষ্ণবগণের প্রতি যে অসূয়া-অবজ্ঞা প্রদর্শিত হয়, তাহাকে 'অপরাধ' বলে। পাপের শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত—শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন। কিন্তু অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত—অনুতাপ-সহ ক্ষমাপ্রার্থনা। (পত্রামৃত, পত্র—৩২)

মায়াবদ্ধ জীবের নামাপরাধ, ধামাপরাধ ও সেবাপরাধের জন্য সাধনপথে বহুপ্রকার ব্যাঘাত ও বাধার সৃষ্টি হয়। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের নিকট এইসকল বাধাবিপত্তি অপনোদনের জন্য কৃপা প্রার্থনা করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। নিজ চেষ্টায় মানব এ-সকল বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করিতে পারে না। (পত্রামৃত, পত্র-৭০)

স্বসুখ-স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবকে খাটাইয়া লওয়া নামাপরাধ, বৈষ্ণবাপরাধ, সেবাপরাধ মধ্যে পরিগণিত। (পত্রামৃত, পত্র—১৫)

জীব যতদিন প্রাকৃত ভোগাসক্তি, জড় বিষয়াসক্তি ও ভৌতিকবাদে আবদ্ধ থাকে, ততদিন অপ্রাকৃত পরম ভজনীয় বস্তুতে তাহার প্রীতি বা আকর্ষণ আসিতে পারে না। (পত্রামৃত, পত্র—১৪)

উপনিষদের বাণী—"**নাল্পে সুখমস্তি**" বাক্যে প্রাকৃত কামনা-বাসনা নিষেধ করিয়াছেন। "**ভূমৈব সুখম্**"—ইহাই Positive Side-এর কথা। (ঐ)

শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের নিকট পার্থিব বস্তু কামনা করিতে নাই। তাঁহার নিকট অহৈতুকী ভক্তিই প্রার্থনীয়। পরমপিতা শ্রীভগবানের নিকট ধন-জনাদি প্রার্থনা—পিতৃভক্তি বা ভগবদ্ভক্তি-পদবাচ্য নহে। উহা প্রাকৃত কামনা-বাসনারই অন্তর্গত। (পত্রামৃত, পত্র—২)

শাস্ত্র আমাদিগকে ভোগী বা ত্যাগী হইতে শিক্ষা দেন নাই। আমরা শ্রদ্ধা-ভক্তি লাভ করিয়া গুরু-বৈষ্ণবগণের পাদত্রাণবাহী হইব—ইহাই শ্রেষ্ঠ অভিলাষ ও আকাঙ্ক্ষা। (পত্রামৃত, পত্র—১৪)

আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণমূলক ভোগবাসনা প্রবল থাকা পর্য্যন্ত ভক্তির উন্মেষ অসম্ভব। তজ্জন্য ভক্তিকামী ব্যক্তির পক্ষে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ত্যাগেরও উপদেশ রহিয়াছে। (পত্রামৃত, পত্র—৪১)

কৃষ্ণভক্তি কামনা ব্যতীত অন্য ইতর কামনা-বাসনা দুঃসঙ্গের অন্তর্গত, অতএব পরিবর্জ্জনীয়। (ঐ)

ব্রহ্মার ন্যায় লোক-পিতামহ জগদ্‌গুরুর নিকট আসিয়াও অন্যাভিলাষ থাকিলে হৃদয়ে আচার্য্য বা সদ্‌গুরুর উপদেশ উপলব্ধির বিষয় হয় না। (প্রবন্ধাবলী, ''প্রজাপতি ব্রহ্মা এবং ইন্দ্র ও বিরোচন'')

জড়ীয় চিন্তাস্রোত হইতে মুক্ত না হইলে জীব ভগবদ্দাস্য-লাভে সমর্থ হয় না। যিনি জাগতিক সর্ব্বপ্রকার লোভনীয় বিষয় হইতে পরিমুক্ত, আত্মার নিত্যাবৃত্তিরূপ ভগবৎসেবা তাঁহার পক্ষেই সম্ভব। (প্রবন্ধাবলী, ''দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম্ম'')

ভালমন্দ খাইবার লোভ, পরিমাণের অতিরিক্ত ভোজন ও স্পর্শসুখরূপ ইন্দ্রিয়তর্পণ (Biological appetite)—এই তিনটী বিষয়ে প্রলুব্ধ ব্যক্তির কখনও কৃষ্ণভজন হয় না। (পত্রামৃত, পত্র—১৬)

পারমার্থিক জীবনে মন ও ইন্দ্রিয়-সংযম না হইলে ভজনে উন্নতি সুদূর-পরাহত। তজ্জন্য 'শ্রীউপদেশামৃতে'র প্রথমেই জিতেন্দ্রিয় 'গোস্বামী'র অধিকার-বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। সদ্‌গুরু-পদাশ্রিত সাধক ভক্তিসাধনের ক্ষেত্রে ইহা অনুসরণ করিলে শ্রীকৃষ্ণভজনে সাফল্য অনিবার্য্য। (''শ্রীউপদেশামৃতম্''-গ্রন্থে 'নিবেদন')

জাগতিক স্ত্রী-পুরুষাভিমান থাকা পর্য্যন্ত অপ্রাকৃত নবীনমদন শ্রীগোপীনাথের সাক্ষাৎসেবা সম্ভবপর নহে। অন্তর হইতে যোষিৎভাব (স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর আসক্তি) পরিত্যাগ করিতে পারিলেই শ্রীভগবান্ জীবকে তাঁহার সেবাধিকার প্রদান করেন, তাহাতে প্রাকৃত স্ত্রী-পুরুষভাবের কোন প্রাধান্য নাই। (পত্রাবলী, পত্র—৮)

কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশায় আসক্ত হইলে সাধক-সাধিকার কোনদিন আত্ম-মঙ্গল লাভ হইতে পারে না। কনক-কামিনী ত্যাগ করিলেও প্রতিষ্ঠাশা সাধকের কোন অন্তঃস্থলে লুক্কায়িত থাকে, তাহাতেই সবকিছু পণ্ড হয়। (পত্রামৃত, পত্র-৫৪)

সাধক সাধন-ভজন করিতে গিয়া লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশার মোহে গুরু-বৈষ্ণব-অবজ্ঞার আবাহনপূর্ব্বক মুক্তপুরুষ সাজিতে গিয়া অবশেষে অধঃপতিত হয়। ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে। (পত্রামৃত, পত্র—২৪)

নিজের মান-সম্মান-প্রতিপত্তি জাহির করিতে গিয়া গুরু-বৈষ্ণবগণের সম্মান খর্ব্ব করা বা তাঁহাদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে অবমাননা করা—কোন বৈষ্ণবের উচিত নহে। (পত্রামৃত, পত্র—৬৩)

জীব জড়োপাধি-বর্জ্জিত না হইলে তাহার কৃষ্ণদাস-অভিমান আসে না। **''জীব কৃষ্ণদাস, এ বিশ্বাস করলে ত' আর দুঃখ নাই।''** সুতরাং চিন্ময়ী উপাধি বা বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠার আদর করিতে হইবে। জড়প্রতিষ্ঠা—মায়ার বৈভব, আর বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠায় আত্মকল্যাণ। (পত্রাবলী, পত্র—২)

লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় অঞ্জলি দিয়া তাঁহাদের দাসানুদাস- জ্ঞানে ঐগুলি তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত করিতে পারিলেই ভগবানের প্রদত্ত শক্তির সদ্ব্যবহার হইতে পারে। সমস্ত শক্তির মূল আধার—একমাত্র পরমেশ্বর। যাবতীয় কনক-কামিনী, পূজা-সম্মানাদি তাঁহারই প্রাপ্য। (প্রবন্ধাবলী, ''সর্ব্বশক্তিমান পরব্রহ্ম এবং অগ্নি, পবন ও ইন্দ্র'')

দাম্ভিক, অহঙ্কারীর কোনদিন বাস্তব কল্যাণ লাভ হয় না। তাহারা আপনদোষেই নিজেদের অকল্যাণ বরণ করে। অমানী-মানদ-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে না পারিলে কোনদিনই প্রকৃত বৈষ্ণব হওয়া যায় না। যাহারা জড়াহঙ্কারে মরে, ভগবান্ তাহাদের কোনদিন কৃপা করেন না। (পত্রামৃত, পত্র—৭১)

'নিজ চেষ্টা বা যোগ্যতার দ্বারা সব বুঝিয়া ফেলিয়াছি; কাহারও নিকট হইতে আর উপদেশ গ্রহণের আবশ্যকতা নাই'—এইরূপ বিচার প্রায়ই সাধক জীবকে অধঃপাতিত করে। (প্রবন্ধাবলী, ''জাবালা ও সত্যকাম'')

দুর্ভাগা-হতভাগাদের করুণা করিবার নিমিত্তই শ্রীভগবান ও শ্রীগুরুপাদপদ্ম বসিয়া আছেন। কিন্তু যে অহঙ্কারে মত্ত হয়, তাহার ক্ষেত্রে ভক্ত ও ভগবান্—

দুই-ই বিরূপ। যে নিজের দোষ দেখিতে পায় না, তাহার সংশোধন কিরূপে হইবে? (পত্রামৃত, পত্র—৭৮)

আচার্য্য শ্রীশঙ্কর বলিয়াছেন,—"**মা কুরু ধন-জন-যৌবন-গর্ব্বম্। হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্॥**" শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—"**ত্যজ জীবন-যৌবন-রাজ্যসুখম্। ন হি নিত্যমনুক্ষণ-নাশপরম্।**" ভগবৎসাধন-পথে জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী—বাধাস্বরূপ। ইহা জড়াহঙ্কার। (পত্রামৃত, পত্র—৩৮)

যাঁহারা জন্ম, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য, রূপ-গৌরব এবং লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশাকেই জীবনের ব্রত বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। ঈর্ষা-হিংসা-মাৎসর্য্যহীন হইয়া নির্ব্ব্যলীক-অকিঞ্চনভাবে জীবনযাপনকেই "মাথা তুলিয়া বাঁচিয়া থাকা" বলিয়া আমি মনে করি। পারমার্থিক-গণের ইহাই বাস্তব ন্যায়-নীতি ও আদর্শ বলিয়া জানিবে। (পত্রামৃত, পত্র—৬৭)

হিংসা-মাৎসর্য্য সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। ন্যায়-নীতি-আদর্শ হইতে চ্যুত হইলেই মাৎসর্য্য আসিয়া সরল হৃদয়কে গ্রাস করে। শাস্ত্রে মাৎসর্য্যকে চণ্ডালিনীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। (পত্রামৃত, পত্র—৭১)

'আমি পূর্ণসেবায় অসমর্থ হইলে, সেক্ষেত্রে যদি অপর কেহ সামর্থ্যলাভ করেন অর্থাৎ নিজেও সম্পূর্ণসেবা করিতে পারিব না, অন্যে করিলেও তাহা সহ্য হইবে না'—এইরূপ বিচার সেব্যের প্রতি সেবকের প্রীতিমূলক সেবাধর্ম্ম নহে, উহা মৎসরতারই নামান্তর। ("শ্রীপত্রিকার নববর্ষে প্রবেশ", শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা, ৪৬শ বর্ষ)

বদ্ধজীবের পক্ষে অপরের গুণ-দোষ-বিচার শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। তথাপি অপরের গুণের প্রশংসা অপেক্ষাকৃত শ্রেয়ঃ। (পত্রামৃত, পত্র—৬৩)

অপরের দোষানুসন্ধান করিতে গেলে অনেক সময় মানুষকে সেই দোষই আক্রমণ করিয়া বসে এবং তাহার ভজন-সাধন পথে অধঃপতন ঘটায়। ইহাতে নিজের চিত্তও কলুষিত হয় এবং নানাপ্রকার দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনায় মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। এই বিষয়ে গীতার "**ধ্যায়তো বিষয়ান্--------বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি**" শ্লোক যথার্থ উদাহরণ (ঐ)

অপরের চর্চ্চা করিতে গেলে চিত্ত কলুষিত হয়। তাহাতে সাধন-ভজনে ভয়ানক ক্ষতি হয়। লোকের সামান্য সদ্‌গুণের আদর করাকেই 'পল্লবগ্রাহিতা' বলে। ইহাই মধুমক্ষিকার স্বভাব, আর মাছির স্বভাব—পচা-খসা-গলা বস্তুতে আবদ্ধ থাকা। সুতরাং সর্ব্বদা positive side লইয়া আলোচনা ও অনুশীলন করাই বুদ্ধিমত্তা। (পত্রামৃত, পত্র—৭৪)

অন্য কাহারও ভুল হইয়াছে, ইহা না বলিয়া 'আমিই ভুল করিয়াছি' ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া সহজ। ইহাতে অনেকক্ষেত্রে বাদ-বিসম্বাদ, গণ্ডগোলের সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম দেখা যায়। (পত্রাবলী, পত্র—২)

মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া কোন সাধক হরিভজনে উন্নতি করিতে পারে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং জানাইয়াছেন,—"**মর্য্যাদা-লঙ্ঘন মুঞি সহিতে না পারো।**" মর্য্যাদা-লঙ্ঘন শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট "**তৃণাদপি সুনীচেন**" শ্লোকেরও পরিপন্থী। (পত্রামৃত, পত্র—৪২)

ক্রোধরূপ অনর্থ ভজনপথে বিশেষ বাধার সৃষ্টি করে। তজ্জন্য সযত্নে উহার পরিহার কর্ত্তব্য। ক্রোধকালে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনা রাখা প্রয়োজন। তাঁহাদের শ্রীমূর্ত্তি ধ্যান করিলেই সঙ্গে সঙ্গে সাম্যভাব ফিরিয়া আসে। (পত্রামৃত, পত্র—৬৯)

যে-গ্রন্থের মধ্যে ভগবানের কোন কথাই নাই, তাহা অপাঠ্য জানিয়া পরিত্যাগ করা উচিত। এ-বিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ—"**যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে। ন শ্রোতব্যং ন মন্তব্যং ব্রহ্মা যদি স্বয়ং বদেৎ॥**" (পত্রামৃত, পত্র-১৪)

শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা যে বাক্যে বর্ণিত হয় নাই, সেই ভগবৎকথা-বিহীন যে-সকল বাক্য জগতে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা কোন বুদ্ধিমানের আলোচ্য বিষয় নহে। (পত্রাবলী, পত্র—৪)

জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি কখনও ভক্তির অঙ্গ নহে। ভক্তিলাভ হইলেই জ্ঞান-বৈরাগ্যের স্বাভাবিক উদয় হয়। (পত্রামৃত, পত্র—১৮)

কপটতাই অনার্য্য লক্ষণ, তাহাই প্রাকৃত শূদ্রত্ব। যাহারা জড়শোক-মোহের বশীভূত, তাহাদের সাধনভজনে উন্নতি সম্ভবপর নহে। (পত্রামৃত, পত্র—৩৪)

কেহ নিজে অন্যায় আচরণ করিয়া ন্যায়কারী বা ভালমানুষ সাজিতে চাহে—ইহা বিপ্রলিপ্সা-দোষের অন্তর্গত ভজন-বাধা। 'আমি অসৎ অন্যায়কারী', ইহা গুরু-বৈষ্ণবগণের নিকট জ্ঞাপনপূর্ব্বক সৎ হইবার প্রয়াসী হওয়াকে দৈন্য বলে। (পত্রামৃত, পত্র—৩৮)

প্রাকৃত সহজিয়া ও জাতি-গোস্বামী ব্যবসায়ি-পাঠক বা কথকের পাঠ বা ব্যাখ্যা-শ্রবণের দরকার নাই। তাহাতে অনেক সময় ভুল শিক্ষা হইয়া যাইবে। (পত্রামৃত, পত্র—১৪)

এখানে ওখানে রসকীর্ত্তন ও রাসাদিক লীলা-ব্যাখ্যা শুনিতে যাইবে না। উহাতে অখিল রসামৃত-মূর্ত্তি শ্রীরাধা-গোবিন্দকে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকা বলিয়া ভ্রম হইবার সম্ভাবনা আছে। অপ্রাকৃতে প্রাকৃত বুদ্ধির আরোপ করা দার্শনিক জগতে মহাপরাধ ও আত্মার অধোগতি-কারক। সাধক-সাধিকার এ-বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকা উচিত। (ঐ)

"**আপন ভজন কথা, না বলিবে যথা তথা**"—ইহা সর্ব্বদা স্মৃতিপথে রাখিবে। তবেই আত্যন্তিক মঙ্গললাভের সম্ভাবনা। (পত্রামৃত, পত্র—৭৩)

সাধক জীব কোনদিনই প্রেমিকভক্তের অভিনয় করিবেন না, তাহাতে সমূহক্ষতি হয়। (পত্রামৃত, পত্র—৫৪)

নিসর্গ পিচ্ছিল স্বভাবকে অষ্টসাত্ত্বিক বিকারের অন্তর্গত করিলে ভুল হইবে। উহাতে পরিণামে দাম্ভিকতাই প্রকাশিত হয়। (পত্রাবলী, পত্র—১৮)

কৃত্রিম উপায়ে ভক্তিলাভ হয় না, তাহাতে সাধক-সাধিকাকে কর্ম্মজড়-প্রাকৃত সহজিয়া হইতে হয়। উন্নতি না হইয়া ইহাতে ভজনপথ ব্যাহত হয় ও পরিণামে শ্রীনামাপরাধী, ধামাপরাধী ও সেবাপরাধী করিয়া তোলে। (পত্রাবলী, পত্র—১১)

শ্রীভগবান্‌কে যদি order করা হয়, তাহাও কি সৎসঙ্কল্পের অন্তর্গত হইবে? "আমার হৃৎকমলে বামে হেলে দাঁড়িয়ে বাজাও বাঁশরী"—ইহা কি প্রচ্ছন্ন ভোগবাদ নহে? শ্রীভগবান্ আমার বাগানের মালীও নহেন বা রায়তী প্রজাও নহেন যে, তাহাকে আমি হুকুম করিতে পারি। সুতরাং সেবকের পক্ষে এইরূপ কর্ম্মকাণ্ডীয় আবাহন অপরাধের মাত্রাই বৃদ্ধি করিবে। (পত্রামৃত, পত্র—২)

আমরা Morphologyর জড়ীয় বিচার পরিত্যাগ করিয়া Ontological aspect লইয়াই চলিব—ইহাই নিরপেক্ষ বিচার। (পত্রামৃত, পত্র—৭২)

আমরা সকলেই শ্রীচৈতন্যবাণীর পিয়ন মাত্র—ইহাই আমাদের স্বরূপের বাস্তব পরিচয়। সুতরাং সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য ও তাঁহাদের তত্ত্বসিদ্ধান্ত নিজের নামে চালাইয়া দিয়া Black Mailling-এর চেষ্টা কখনও গুর্ব্বানুগত্য নহে। (পত্রামৃত, পত্র—৭৪)

গুরুবৈষ্ণবকে দোষী সাব্যস্ত করাইয়া, তাঁহাকে কাঠগড়ার আসামীরূপে দাঁড় করাইতে গেলে সাধক কনিষ্ঠাধিকারীর কোনদিনই কল্যাণ হইতে পারে না। ইহাতে সাধন-ভজন হইতে পতিত হইয়া চরমে দুর্দ্দশা বরণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। (পত্রাবলী, পত্র—২)

অনেকের ধারণা—সাধন না করিয়াই সিদ্ধিলাভ হইবে। বহুকাল যাবৎ গুরুগৃহে থাকিয়াও যদি শিষ্যের কোন ভজনোন্নতি না হইল, তবে গুরুর যোগ্যতা বিষয়ে তাহারা সন্দিহান্ হইয়া পড়েন। গুরু-বৈষ্ণবগণের কৃপা-বিতরণে কোনও কার্পণ্য নাই। আধারের যোগ্যতা-অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ ফল লাভ হয়। একই গুরুপাদপদ্মে আশ্রিত হইয়া একজন কৃষ্ণ-তত্ত্ববিৎ হইতে পারেন, অপরজন ভক্তি-সিদ্ধান্তকে বিনাশ করিয়া থাকেন। (প্রবন্ধাবলী, "প্রজাপতি ব্রহ্মা এবং ইন্দ্র ও বিরোচন")

গুরুবৈষ্ণবকে কোনদিন সন্দেহ বা অশ্রদ্ধা করিতে নাই। ইহাতে সাধক-সাধিকার সাধন-ভজনে উন্নতি না হইয়া অবনতি ঘটে। যাঁহারা শ্রদ্ধা-ভক্তি, স্নেহ-মমতায় উত্তীর্ণ ব্যক্তি, তাঁহাদিগকে কোনদিনই পরীক্ষা করিতে নাই। বরং তাঁহাদের নিকট পরীক্ষা দিয়া আত্মকল্যাণ লাভ করা সৌভাগ্যের বিষয়। গুরুবৈষ্ণবগণ শিক্ষার্থী বা বিদ্যার্থী নন, তাঁহারা পরীক্ষক ও অভিভাবক। তাঁহাদের সততায় নির্ভর ও বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারিলে আমাদের আত্যন্তিক কল্যাণ লাভ হয়। (পত্রাবলী, পত্র—৩৫)

সাধনভক্তি ঃ অনুকূল বিচার—

যে-স্থলে পারমার্থিক গুরুর সাক্ষাৎ আদেশ-উপদেশের অভাব, সেস্থলে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রামাণ। শাস্ত্রবিধান-মতে সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত

হইলে তাহাতে কোন পাপ বা অপরাধের সম্ভাবনা নাই। (প্রবন্ধাবলী, "সর্ব্বশক্তিমান্ পরব্রহ্ম এবং অগ্নি, পবন ও ইন্দ্র")

অপরের দৃষ্টান্ত দেখিয়া যিনি নিজে সাবধান হইতে পারেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ও তিনিই প্রকৃত ভজনচতুর। (পত্রামৃত, পত্র—২)

সদ্‌গুরু বা সজ্জনের অবশ্য সদ্‌গুণরাশি যাহা ভাগবতে বিবৃত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে ঈর্ষা-হিংসা-মাৎসর্য্যাদি প্রশমিত হইয়া থাকে। (পত্রামৃত, পত্র—৪৫)

গুরুসেবৈকনিষ্ঠ ভক্তের শ্রীগুরুপীঠ-প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। (পত্রামৃত, পত্র—২)

সকল সময়ে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব তোমার রক্ষক, উপদেষ্টারূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন,—ইহা ভাবিতে পারিলেই মঙ্গল। যখনই তাঁহাদের আনুগত্য, আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইবে, তখনই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। (পত্রামৃত, পত্র—১৪)

তুমি প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনের জন্য যত্নবতী হইবে। ভজনের প্রতিকূল বর্জ্জন করিয়া "**অন্তরনিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক-ব্যবহার**" বিষয়ে সাবধান থাকিবে। ভজনবিমুখ দুঃসঙ্গ বর্জ্জনপূর্ব্বক ভজনানুকূল পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করিবে। আচার-বিচার, চাল-চলন, বেশ-ভূষা প্রত্যেকটী বিষয়ে ভক্তিভাব মিশ্রিত করিবার সুযোগ লইবে। তোমার ঐ আদর্শ দেখিয়া আরও পাঁচজন উহাতে উদ্বুদ্ধ হইবে। (পত্রাবলী, পত্র—১)

"**এ দেহের ক্রিয়া অভ্যাসে করিব, জীবন-যাপন লাগি। শ্রীকৃষ্ণভজনে অনুকূল যাহা, তাহে হব অনুরাগী॥**"—ইহাই জড়াসক্তি কাটাইবার উপায়। "**বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার। সেই মত প্রীতি হউক, চরণে তোমার॥**"—ইহাই কর্ম্মগ্রন্থি নাশের বুদ্ধি ও বিচার। (পত্রামৃত, পত্র—১৮)

নিষ্কপটতা-দ্বারা সকল জড় কামনা-বাসনাকে জয় করা যায়। (পত্রামৃত, পত্র—৫৯)

নিষ্কপট না হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপ্রাকৃত ভজনানুশীলন উপলব্ধি করা ও সরলভাবে তাহার অনুসরণ করা সাধারণের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক নহে। (পত্রামৃত, পত্র—৬৯)

যাঁহারা ভজনপ্রয়াসী ব্যক্তি, তাঁহারা নিরভিমান; তাঁহাদের হৃদয়ে দাম্ভিকতার কোন স্থান নাই। অন্তরে স্বাভাবিক দৈন্য না থাকিলে চিত্ত বজ্রসম কঠিন হয়, তাহাতে সরস ভক্তিবৃত্তির স্থানাভাব ঘটে। (পত্রামৃত, পত্র—৩৮)

যাঁহাদের শ্রীভগবানে প্রচুর ভক্তিবিশ্বাস নাই, অথচ সরলতা আছে, তাঁহাদের সাধনভজনে আর্ত্তি আসে; তাঁহারা শ্রীগুরু ও ভগবানে অহৈতুকী করুণালাভে সক্ষম হন। (পত্রামৃত, পত্র—৫৩)

যিনি অকিঞ্চন-নিষ্কিঞ্চন হইতে পারিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে লৌকিক, পারমার্থিক কোন বস্তুই অলভ্য নয়। (পত্রামৃত, পত্র—৭৪)

অমানী-মানদ হইতে পারিলে অযোগ্যও যোগ্যতা লাভ করেন, তখন গুরুবৈষ্ণবের কৃপাশীর্ব্বাদ ধরিয়া রাখা যায়। (পত্রামৃত, পত্র—৬৯)

সাধনভজন-বিষয়ে তুমি সর্ব্বদা অমানী-মানদধর্ম্ম পালন ও প্রতিষ্ঠা বর্জ্জন করিয়া চলিলে তোমার সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে। (পত্রামৃত, পত্র—৭৪)

তত্ত্বসিদ্ধান্ত জানিতে হইলে বিনয়ী ও প্রতিষ্ঠাশাহীন হইতে হইবে। ঈর্ষা-হিংসা-পরশ্রীকাতরতা, দম্ভ-দর্প-অভিমান-অহঙ্কার থাকিলে বাস্তব আত্মকল্যাণজনক জিজ্ঞাসার উদয় হয় না এবং ঐরূপ শ্রেয়োজনক উত্তরেরও সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং Universal good qualities অবশ্যই হৃদয়ে পোষণ করিতে হয়। (ঐ)

যাহারা পথে চলে, তাহাদেরই ভুল হইতে পারে; কিন্তু তাহা সংশোধনের চেষ্টা করিলেই হৃদয়দৌর্ব্বল্য বিদূরিত হয় ও ভজনে আত্মবল লাভ করা যায়। (পত্রামৃত, পত্র—৫৯)

"**মনঃ এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ-মোক্ষয়োঃ**"—বিষয়াবিষ্ট মনই বন্ধনের কারণ। গুরুকৃপাবলে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা তাহাকে Control করিতে হয়। আত্মানুগত হইলেই ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি সকলের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। (পত্রামৃত, পত্র—১৮)

কাম-ক্রোধাদি নরকের পথেই লইয়া যায়। ইহা হইতে উদ্ধারের পথ ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম জানাইয়াছেন,—"**কাম—কৃষ্ণ-কর্ম্মার্পণে, ক্রোধ—ভক্তদ্বেষি জনে, লোভ—সাধুসঙ্গে হরিকথা। মোহ—ইষ্টলাভ-বিনে, মদ—কৃষ্ণগুণগানে,**

নিযুক্ত করিব যথাতথা॥" সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি ভগবৎসেবায় লাগাইতে পারিলেই ভক্তি হয়। "**হৃষীকে গোবিন্দসেবা, না পূজিব দেবীদেবা, ইঁহ ভক্তি পরম কারণ।**"—ইহাই মহাজন-বাণী। "**হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে।**" সকলের উদ্ধারের পথ এইরূপে নির্ণীত হইয়াছে। (পত্রামৃত, পত্র—৪৬)

প্রচুর ধৈর্য্য, উৎসাহ, সহনশীলতা লইয়া সাধনপথে অগ্রসর হইবে। ইহাই আমার বিশেষ বক্তব্য। (পত্রামৃত, পত্র—৫০)

সাধনভজন বড় কঠিন; হিমালয়ের মত ধৈর্য্য ও সহনশীলতা প্রয়োজন। অধৈর্য্য হইলেই আর কিছুই রহিল না। (পত্রামৃত, পত্র—৮০)

গুরুবৈষ্ণবগণ সুবিবেচক—Very considerate; তাঁহাদের অহৈতুকী দয়ায় প্রাণ সঞ্জীবিত হয়, সুতরাং ধৈর্য্যধারণই একমাত্র মহৌষধ। (পত্রামৃত, ৭৫)

শ্রীভগবান্ অন্তর্যামি-সূত্রে তাঁহার ভক্তের যাবতীয় দোষত্রুটী সংশোধন করিয়া দেন এবং কামনা-বাসনা, লোভ-মোহ সকলই কৃপাপূর্ব্বক বিদূরিত করেন। এইজন্য ধৈর্য্যহারা হইলে চলিবে না। উৎসাহ, অধ্যাবসায়, সহনশীলতা প্রচুর পরিমাণে না থাকিলে ফললাভে বিলম্ব ঘটে। (পত্রামৃত, পত্র—১০)

ধৈর্য্য ও উৎসাহই সেবামোদ বৃদ্ধি করে। সুতরাং সাময়িকভাবে অধৈর্য্য ও নিরুৎসাহ বাস্তব সেবামোদীকে কখনই ম্লান করিতে সমর্থ হয় না। (পত্রামৃত, পত্র—৫১)

সময়মত দর্শনপ্রাপ্তি ঘটিবে, এই আশা-নির্ব্বন্ধ লইয়াই আমাদের তৃষিত চাতকের ন্যায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতে হয়। (পত্রামৃত, পত্র—৬৯)

জীবনরক্ষার উপযোগী বিষয় গ্রহণ করিলে মন বিক্ষিপ্ত হয় না। "**যথাযোগ্য ভোগ, নাহি তথা রোগ, অনাসক্ত সেই কি আর কহব**"—ইহাই মহাজনগণের অভিমত যুক্তবৈরাগ্য। (পত্রাবলী, পত্র—১৪)

"Plain living and high thinking"—সাধনার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে আসিয়া যায়। "**ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র**"—ভগবৎঅনুভূতি-লাভ যত অধিক হইবে, ইতরবিষয়ে স্বাভাবিক বৈরাগ্য ততটাই আসিবে। (পত্রামৃত, পত্র—৪৭)

অন্তর-বৃত্তি ও উদ্দেশ্য লইয়াই বিচারের ক্ষেত্র। তজ্জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"**বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন। মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥**" 'স্বচ্ছন্দ বনজাত শাকে'র উপদেশ এই কারণে যে, তাহাতে কোন ব্যক্তিবিশেষের চিত্তবৃত্তি প্রবেশ করে নাই। সুতরাং তাহা নির্গুণ এবং সেবার প্রকৃত মাধ্যম। (পত্রাবলী, পত্র—২০)

সাধনভক্তি ঃ ভক্ত্যঙ্গ ও তদনুশীলন—

আমার বিশেষ উপদেশ-নির্দ্দেশ—মামুলী বিষয় ও চিন্তা লইয়া সময় কাটাইও না। সকল সময়ে সাধনভজনের উন্নততম বৈশিষ্ট্য ও তত্ত্বসিদ্ধান্ত লইয়া আলোচনা ও অনুশীলন করিবে। (পত্রামৃত, পত্র—৭৩)

সনাতন ভজনপথ—একায়ন; ভজনীয় উপাস্যতত্ত্ব—আশ্রয়জাতীয় শ্রীগুরুতত্ত্ব সহ শ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারী জীউ। (পত্রামৃত, পত্র—৬৯)

সাধুসঙ্গ, শ্রীনামকীর্ত্তন, শাস্ত্রালোচনা, শ্রীধামবাস ও শ্রীমূর্ত্তির পূজার্চ্চন—এই পঞ্চাঙ্গ সাধন শ্রেষ্ঠ; ইহার মধ্যেই বাকী অঙ্গগুলি অনুস্যূত রহিয়াছে। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণের মধ্যে আবার কীর্ত্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। (পত্রামৃত, পত্র—১১)

পঞ্চাঙ্গ ভক্ত্যঙ্গ-সাধনক্ষেত্রে বিধিনিষেধের প্রাপ্য সাধনভক্তিরও উন্নততর উন্নততম রাগানুগ-রাগাত্মিকা প্রেমভক্তির অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। তথায় কনিষ্ঠাধিকার-প্রাপ্ত প্রাকৃত চিন্তার কোনরূপ আবাহন লক্ষ্য করা যায় না। (পত্রামৃত, পত্র—৬৯)

"**সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে**"—বাক্যে সমজাতীয় বাসনাদ্বারা স্নিগ্ধ এবং নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সান্নিধ্যই বিশেষভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। রসিক প্রণয়িভক্ত-জনের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতার্থ-আস্বাদন বা অনুশীলনের নির্দ্দেশ রহিয়াছে। (ঐ)

শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সাক্ষাৎদর্শনের সুযোগ আমাদের কম; তবে তাহাদের সাক্ষাৎদর্শন অপেক্ষা তাঁহাদের আদেশ-নির্দ্দেশ-উপদেশাদি বাস্তবজীবনে অনুশীলন করিতে পারিলে অধিক লাভ আশা করা যায়। (পত্রামৃত, পত্র—৭৬)

কৃষ্ণভক্তিলাভে যিনি ধন্য হইয়াছেন, তিনি শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিমান, কীর্ত্তিমতী; কৃষ্ণভক্তি-লাভই শ্রেষ্ঠ বিদ্যার্জ্জন; প্রেমধনে ধনী ব্যক্তিই বাস্তব ধনসম্পদের অধিকারী; কৃষ্ণ-নাম-গুণ-লীলাই শ্রেষ্ঠ শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ; রাধাকৃষ্ণ-পদাম্বুজ-ধ্যানই জীবের শ্রেষ্ঠ ধ্যেয়বস্তু; শ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলনামই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাস্য। (পত্রামৃত, পত্র—৬৭)

শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণে তাঁহার প্রতি উত্তরোত্তর অনুরাগ বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। (পত্রামৃত, পত্র—৪)

শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাকথা শ্রবণ কীর্ত্তন-স্মরণ করিয়া যাইতে পারিলেই এই দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্মের সার্থকতা। ইহা হইতে অধিক উন্নত Re-creation (*আনন্দকর*) আর নাই, হইতেও পারে না। (পত্রামৃত, পত্র—৬)

সাক্ষাদ্দর্শন অপেক্ষা শ্রবণের দ্বারা দর্শনই সুষ্ঠুতা লাভ করে। সাক্ষাদ্দর্শনে অনেকসময় প্রাকৃত বিচার আসিয়া বিভ্রান্তি ঘটায়। (ঐ)

ইচ্ছা করিলে তোমরা সকল সময়ই শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের দর্শন লাভ করিতে পার। শ্রীভগবানের শ্রীনাম, রূপ, গুণ, লীলাকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণের দ্বারাই তাঁহার সাক্ষাদ্দর্শন লাভ হয়। সার্ব্বকালীন দর্শনের ইহাই একমাত্র উপায় (পত্রামৃত, পত্র—২৬)

হরিকথা সুষ্ঠুভাবে শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলেই মনের অবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়া যায়—জাড্য, আলস্য, পরিশ্রম-বিমুখতা দূরীভূত হইয়া সেবামোদ লাভ করা যায়। (পত্রামৃত, পত্র—৪৭)

শুদ্ধাচারী একনিষ্ঠ বৈষ্ণবের শ্রীমুখ হইতে হরিকথা-শ্রবণের বিধানই বিশেষভাবে শাস্ত্রাদিতে প্রদত্ত হইয়াছে। নতুবা শ্রবণ-কীর্ত্তনের সুষ্ঠু ফললাভ হয় না। (পত্রামৃত, পত্র—১৫)

শ্রবণ হইলেই কীর্ত্তনের অধিকার লাভ হয়, আবার কীর্ত্তন-প্রভাবেই লীলা-স্মরণাদির যোগ্যতা আসে। "**কীর্ত্তন-প্রভাবে স্মরণ হইবে, সেকালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব**"—বাক্যে নামকীর্ত্তনেরই শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপিত হইয়াছে। (প্রবন্ধাবলী, "গৌড়ীয়ের পঞ্চবিংশ বর্ষ")

শ্রীনামগ্রহণাদি ভক্ত্যঙ্গ-যাজন ও ভজনসাধনই মূল বস্তু। তাহাতেই সকল গ্রহশান্তি ও রোগশোক দূরীভূত হয়। (পত্রামৃত, পত্র—৯)

যাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীনামগ্রহণ করেন, শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবসেবা তৎপর, শ্রীভগবান্ তাহাদিগকে হরিভজনের যাবতীয় অধিকার ও যোগ্যতা প্রদান করেন। তাঁহার কৃপার দ্বারাই তাঁহাকে জানিতে ও বুঝিতে পারি। (পত্রামৃত, পত্র—৫৩)

প্রত্যহ সংখ্যা-নির্ব্বন্ধে শ্রীনামগ্রহণ ও ভক্তিশাস্ত্র-অধ্যয়ন এবং শ্রীবিগ্রহের সেবাপূজা—হরিভজন-পিপাসু ব্যক্তির পরমোপকার সাধন করে। (পত্রামৃত, ৬৮)

নিয়মের মধ্যে থাকিয়াই শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি করিতে হইবে। সময় সকলেরই সংক্ষেপ। তাহা বুঝিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। (পত্রামৃত, পত্র—১৩)

সময়ানুবর্ত্তিতা ভক্তেরই বিশেষ সদ্‌গুণ; ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল রাখিয়া তাঁহারা শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করেন ও শ্রীনাম অভ্যাস করেন। 'অষ্টকালীয় যামসেবায়' ইহা বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। (পত্রামৃত, পত্র—১১)

নিয়মসেবার মাসে নিয়মিতভাবে 'সেবা সে নিয়ম' জানিয়াই বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিতে হয়। প্রত্যহ পূজার্চ্চন, আরতিদর্শন, পাঠকীর্ত্তন, গ্রন্থাদি-আলোচনা, দামোদরাষ্টক আবৃত্তি ও স্তব-স্তোত্রাদি-পাঠ অবশ্য কর্ত্তব্য। নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। (পত্রামৃত, পত্র—৫২)

অবসর পাইলে মহাজন-পদাবলী হইতে কীর্ত্তন মুখস্থ করিয়া গুণগুণ-স্বরে কীর্ত্তন করিবে ও স্তব-স্তোত্রাদি করিবে। শ্রীগুরুবন্দনা এবং অন্যান্য দৈন্য-বিজ্ঞপ্তিমূলক, শ্রীনাম-মহিমাসূচক, কীর্ত্তনাদি বিশেষ যত্নের সহিত অনুশীলন ও অভ্যাস করিবে। মোটের উপর অভ্যাসযোগ যথাযথ রক্ষা করিয়া চলিবে। (পত্রামৃত, পত্র—১৪)

এক মনে, এক প্রাণে, গোষ্ঠীভুক্ত হইয়া হরিসঙ্কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য অধিক। (পত্রামৃত, পত্র—৬৯)

"**কৃষ্ণ মোর নাম, কৃষ্ণ মোর প্রাণ। মোরে সে করিল বিধি কাষ্ঠ-পাষাণ- সমান॥**"—ইহাই বিরহদশায় একমাত্র জপ্য ও কীর্ত্তনীয়। (পত্রামৃত, পত্র—১৯)

কৃষ্ণই আমার সম্পদ, কৃষ্ণই আমার প্রাণধন, তিনিই আমার জীবন; কৃষ্ণই আমার ব্রত-জপ-তপ, কৃষ্ণনামই আমার ভজনপূজন—সম্বন্ধজ্ঞান-লব্ধ উৎসর্গীকৃত-প্রাণ সাধক-সাধিকার কৃষ্ণচিন্তা ছাড়া আর কোন ধ্যান-ধারণা নাই, থাকিতে পারে না। (ঐ)

(*বদ্ধাবস্থায়*) সাক্ষাৎ দর্শন অপেক্ষা শ্রীগুরু-ভগবানের অপ্রাকৃত গুণাবলী স্মরণ করাই রূপের ধ্যান। প্রত্যক্ষ দর্শনের অভাবে ধ্যানই আমাদিগকে বাস্তব দর্শনে সহায়তা করিয়া থাকে। তোমরা ব্রজগোপীর ন্যায় শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত শ্রীনাম-রূপ-গুণ-লীলাদির স্মরণদ্বারা তাঁহার সাক্ষাদ্দর্শন লাভ করিতে পারিবে। (পত্রামৃত, পত্র—৫৭)

শ্রীগৌরধামের সঙ্কীর্ত্তন রাসস্থলীর আনুগত্যেই নিত্যলীলা-রাসস্থলী শ্রীবৃন্দাবন-ভূমিতে বাসের ও লীলাস্মরণের অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। (পত্রামৃত, পত্র—৬৭)

শ্রীগৌরাঙ্গ-উপদিষ্ট শ্রীরূপ-সনাতন-কথিত 'ভক্তিরস' হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে সাধুসঙ্গ ও শুদ্ধভক্তিময় জীবন গঠিত হওয়া প্রয়োজন। ("শ্রীগৌরাঙ্গ"-গ্রন্থে 'ভূমিকা')

শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের শুভাবির্ভাব-তিথিতে তাঁহাদের গুণগান করিলে জীবের কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। **"হরি-গুরু-বৈষ্ণব—তিনের স্মরণ। তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন-বিনাশন॥ "বৈষ্ণবের গুণগান করিলে জীবের ত্রাণ।"**—ইহা শিষ্টাচার সম্মত বিধি। সাধক-সাধিকার যতপ্রকার অযোগ্যতা, দুঃখদৈন্য—তাহারই হিসাব-নিকাশের শুভ লগ্ন বা মুহূর্ত্ত ঐ তিথিকে আশ্রয় করে। (পত্রাবলী, পত্র—২১)

"ভক্তিপুষ্প কোথা পাই, ভকতি-চন্দন নাই, কি দিয়া পুজিব আমি?"—এইরূপ চিন্তাই প্রকৃত পুষ্পাঞ্জলি। অন্তরের শ্রদ্ধা-ভক্তি-অনুরাগই বাস্তব অর্ঘ্য। তাহাতেই অন্তর-দেবতা তুষ্ট ও প্রসন্ন। ইহাই সাধনভজন-পথে পাথেয় ও পরীক্ষা। (পত্রামৃত, পত্র—১৯)

সর্ব্বদা শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্মৃতি হৃদয়ে বহন করা—তাঁহার একান্ত আশ্রিত জনগণের পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থা। (পত্রামৃত, পত্র—৫৭)

'নমস্কার' বা 'প্রণতি'-শব্দে আত্মনিবেদন বা শরণাগতিকেই লক্ষ্য করে। স্মৃতিতে অষ্টাঙ্গ প্রণাম বা ষড়ঙ্গ শরণাগতির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। **"পদ্ভ্যাং জানুভ্যাং শিরসা"** প্রভৃতি শ্লোকে ইহা বিশেষভাবে বিবৃত হইলেও ইহার আন্তর লক্ষণকেই বাস্তব বলিয়া শাস্ত্র জানাইয়াছেন। আচারানুষ্ঠানে যদি চিত্ত দ্রবীভূত না হয়, মানসিক পরিবর্ত্তন না আসে, তবে তাহা বিফলতায় পর্য্যবসিত হয়। (পত্রাবলী, পত্র—২১)

সাধনভক্তি ঃ উন্নতোজ্জ্বল রসে অধিকার-অনধিকার বিচার—

যাঁহারা প্রাকৃত ষড়্‌রিপুকে জয় করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেই অপ্রাকৃত লীলার ও অনুভূতির ক্ষেত্র স্বীকৃত হইয়াছে। (পত্রামৃত, পত্র—৭২)

অযোগ্য-অনধিকারীর নিকট উন্নতোজ্জ্বল-রসাশ্রিত লীলাকথা ও তত্ত্বসিদ্ধান্ত বিতরণ করা উচিত নয়—ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের বিচার। বিতরণ করিলে ইহা প্রাকৃত সহজিয়ার বিচার। (পত্রামৃত, পত্র-৫৪)

ভগবদুপাসনায় কনিষ্ঠাধিকারীর জন্য শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যরস পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উন্নতোজ্জ্বল-মাধুর্য্যরসে কেবলমাত্র পরমমুক্তগণেরই অধিকার নির্ণীত। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ উহা অন্যায়ভাবে আলোচনা করিতে গিয়া চিল্লীলামিথুন শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দকে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকা মনে করিয়া প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া পড়ে। তাহারা ত্রয়োদশ-অপসম্প্রদায় ব্যতীত কিশোরীভজা, ঘরপাগলা, গৃহী-বাউলা, স্মরণপন্থী, যুগল-ভজনানন্দী প্রভৃতিরূপেও অভিহিত হয়। সুতরাং সাধক-সাধিকার বিশেষ যত্নের সহিত অধিকার-বিচার স্বীকারপূর্ব্বক ভজনসাধনে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। (পত্রাবলী, পত্র—৪)

জীব যতদিন প্রাকৃত ভোগাসক্তি, জড় বিষয়াসক্তি ও ভৌতিকবাদে আবদ্ধ থাকে, ততদিন অপ্রাকৃত পরম ভজনীয় বস্তুতে তাহার প্রীতি বা আকর্ষণ আসিতে পারে না। (পত্রামৃত, পত্র—১৪)

যতদিন মন প্রাকৃত স্ত্রী-পুরুষরূপে ভোগচিন্তায় আবিষ্ট থাকে, ততদিন অপ্রাকৃত রতির উদয়ের সম্ভাবনা কোথায়? (পত্রাবলী, পত্র—১৮)

চিত্ত যতদিন অপ্রাকৃত অবস্থায় উন্নীত না হয়, ততদিন "**বরজবিপিনে সখীসাথ। সেবন করবু রাধানাথ॥ কুসুমে গাঁথবু হার। তুলসী মণিমঞ্জরী তার**"—এ-সকল বিষয় স্ফূর্ত্তিলাভ হয় না। (ঐ)

ভজনে উন্নতাধিকার লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত রসবিচারের মধ্যে কাহারও প্রবেশ করা উচিত নহে। ইহা শাস্ত্র-নির্দ্দেশ। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন শ্রীবেদব্যাস কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে বর্ণিত রাস-পঞ্চাধ্যায়ের প্রারম্ভে ও পরিশেষে উহার আলোচনায় অধিকার-অনধিকার বিচার প্রদত্ত হইয়াছে। "**বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিঃ**"—শ্লোকাদিতে অধিকারী নির্ণীত হইয়াছে এবং "**নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু**"—শ্লোকাদিতে অনধিকারী নির্ণীত হইয়াছে। অনধিকারীর জন্য নিষেধনামা জারী থাকিলেও, শাস্ত্রে প্রকৃত অধিকারী ব্যক্তির অধিকার, ক্ষমতা, সামর্থ্য সর্ব্বতোভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। ("জৈবধর্ম্ম"-গ্রন্থে "নিবেদন")

সেবা ও অধিকারভেদে সাধক-সাধিকার হৃদয়ে তত্ত্বস্ফূর্ত্তির তারতম্য ঘটে—ইহা তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত। অধিকার স্বীকৃত হইলে আর ভয়ের কারণ নাই। অনাশ্রিত জীবের ক্ষেত্রেই অধিকার স্বীকৃত না হওয়ায় তথায় ভয় ও অপরাধের ক্ষেত্র রহিয়াছে। (পত্রাবলী, পত্র—১৩)

সাধনভক্তি ঃ সেবা—

ভক্তি ও সেবা—দুই একই কথা। যাহারা সেবা ও ভক্তিকে পৃথক্‌রূপে চিন্তা করে, তাহারা ভ্রান্ত। (পত্রামৃত, পত্র—১০)

ভগবদ্ভক্তি বা ভগবৎসেবা একই তাৎপর্য্যপর। শাস্ত্র বলেন,—"**ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ।**" সুতরাং সেবন-ধর্ম্মের অপর নামই ভজন। (প্রবন্ধাবলী, "দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম্ম")

তর্ক, মেধা, পাণ্ডিত্য কোনটিই তত্ত্ববস্তুকে পাইবার উপায় নহে। সেবোন্মুখ বৃত্তিদ্বারাই ভক্তবৎসল ভগবান্‌কে বশীভূত করা যায়। (প্রবন্ধাবলী, "সর্ব্বশক্তিমান্ পরব্রহ্ম এবং অগ্নি, পবন ও ইন্দ্র")

সেবাবৃত্তি বা ভক্তিদ্বারাই সব কিছু সহজলভ্য হয়। প্রকৃত সাধক-সাধিকার ঐ সেবা ব্যতীত অন্য কোন বস্তু আকাঙ্ক্ষণীয় নহে। (পত্রামৃত, পত্র—৩৯)

সেবাবৃত্তিই শরণাগতের ভূষণ বা অলঙ্কার। যথাসর্ব্বস্ব সেবায় নিযুক্ত করার নাম পূর্ণ আত্মসমর্পণ। শরণাগত বা সমর্পিতাত্ম জীবের সেবা ব্যতীত দ্বিতীয় অভিনিবেশ বা ইতর কামনা-বাসনা নাই। (পত্রাবলী, পত্র—২০)

"**সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফূরত্যদঃ**"—বাক্যে সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে অপ্রাকৃত শ্রীনামব্রহ্ম আবির্ভূত হন। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অতীন্দ্রিয় শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ করা যায় না, ইহাই তত্ত্বসিদ্ধান্ত। (পত্রামৃত, পত্র—৪৩)

অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়াধিপতি হৃষীকেশ শ্রীভগবান্‌কে অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে সেবা করা যায়, তাহাই ভক্তি-পদবাচ্য—"**হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে।**" ইন্দ্রিয়বৃত্তির অপ্রাকৃতত্ব লাভ—অনুভূতিবিশেষ, তাহা জড়ীয় কোন স্থূল ব্যাপার-বিশেষ নহে। (ঐ)

ব্রজগোপীগণ যেভাবে কৃষ্ণের আরাধনা করিয়াছেন, তাহাই বিশুদ্ধ সেবা। (পত্রামৃত, পত্র—৩)

গুরুবৈষ্ণবগণের পরিচর্য্যাদ্বারা শ্রীভগবানের সেবা অবশ্যই হইবে; কারণ তাঁহারা সর্ব্বদা শ্রীভগবানের সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। (পত্রামৃত, পত্র—৮)

"**ছাড়িয়া বৈষ্ণব সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা?**" সুতরাং গুরুবৈষ্ণব-সেবাই ভজনের মূল লক্ষ্য। (পত্রামৃত, পত্র—২৬)

নবদ্বীপ বা বৃন্দাবন-বাস মুখ্য নহে, গুরুবৈষ্ণবের কৃপা ও সেবা লাভই সকল ব্যাপারে সিদ্ধিপ্রদ। (পত্রামৃত, পত্র—৬১)

আমাদের প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য—মূল আশ্রয়বিগ্রহ ও বিষয়বিগ্রহের সেবা করা। আশ্রয়বিগ্রহ গুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী করুণায়ই উক্ত সেবা সাক্ষাদ্ভাবে লাভ হয়। (পত্রামৃত, পত্র—৬৪)

নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণের সেবা ও সঙ্গের দ্বারাই সাধনপথে আত্যন্তিক কল্যাণলাভ হয়। এই বিষয়ে নীতিশাস্ত্রের—"**হীয়তে হি মতিস্তাতঃ হীনৈঃ সহ**

সমাগমাৎ। সমৈশ্চ সমতামেতি বিশিষ্টৈশ্চ বিশিষ্টতাম্॥"—শ্লোক স্মরণীয় (পত্রামৃত, পত্র—৪৭)

সাধু-ভক্তগণের সেবাই জীবন, সেবাই বিশ্রাম। সেবকের ভগবৎসেবাই জীবন, ব্রত, জপ, তপ সবকিছু। সেবা হইতে সেবককে পৃথক্ করিলে তাহার মধ্যে নিষ্কপটতার অভাব হয়। তাহার ভজনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। (পত্রামৃত, পত্র—১০)

সেবা নিত্য প্রগতিশীলা হওয়ায় উহাতে কখনই বিরাম বা বিরতি থাকিতে পারে না। উহা নিত্য বর্ত্তমান কালের অন্তর্গত ব্যাপার। (পত্রামৃত, পত্র—১২)

ভগবৎ-সেবক-সেবিকা বিশ্রামের অবসর খুঁজিবেন কেন? শয়নে, স্বপনে, জাগরণে—সর্ব্বাবস্থায়ই সেবাধর্ম্মের নিত্যত্ব প্রমাণিত। (পত্রাবলী, পত্র—১৯)

সেবাব্রত-প্রাণের সেবাই জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য্য, তাহাই অলঙ্কার এবং বিশেষ সদ্‌গুণ। (পত্রামৃত, পত্র—৬৭)

সাংসারিক বিপর্য্যয় ধৈর্য্যশীল ব্যক্তিকে কোনদিনই বাধা দিতে পারে না। নিত্য নবনবায়মান সেবাবৃত্তিতে উদ্বুদ্ধ হইতে পারিলে কোনরূপ অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। (পত্রামৃত, পত্র—৫০)

সেবানিষ্ঠা কি বস্তু এবং তাহাতে কিরূপ আনন্দ, তাহা সত্যই উপলব্ধির বিষয়। সাধারণের ইহা কখনই অনুভূতিতে আসে না। (পত্রামৃত, পত্র—৬৭)

সেবায় কোনরূপ ঈর্ষা-হিংসামূলক প্রতিযোগিতা বা 'পদ্মানীতি'র স্থান নাই। সেক্ষেত্রে বহু ব্যক্তির কর্ত্তব্য থাকিলেও নিজস্ব কর্ত্তব্য, দায়িত্ব, বিবেচনা, স্নেহ-মমতার priority অধিক। প্রাকৃত জগতের "ভাগের মা গঙ্গা পায় না"—এই নীতি পরিহারপূর্ব্বক নিজ নীতি-আদর্শেই সর্ব্বদা অনুপ্রাণিত হওয়াই বুদ্ধিমত্তা। (পত্রামৃত, পত্র—৭২)

গুরু-ভগবানের প্রাপ্য ও উদ্দিষ্ট বস্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্যেই সংরক্ষিত হইবে ও সেবায় লাগাইতে হইবে। উহার ভাগ মাঝপথে গ্রহণ করিলে সেবাপরাধ-পঙ্কে নিমজ্জিত হইতে হয়। (পত্রামৃত, পত্র—৭৫)

শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবার দ্রব্য তাঁহাদিগকে সমর্পণের পর অবশেষ প্রসাদ পাইবার অধিকার আমাদের সকলেরই আছে, যেহেতু আমরা তাঁহাদের উচ্ছিষ্টভোজী সেবক-সেবিকা। (ঐ)

"তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত সেও ত' পরমসুখ। সেবাসুখ-দুঃখ পরম সম্পদ, নাশয়ে অবিদ্যা দুঃখ॥"—ইহাই সেবাকাঙ্ক্ষীর অন্তরনিহিত ভাব। ইহা অনুভব করিয়াই ভক্ত-চাতক কৃপাপ্রার্থী হইয়া সেব্যের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন এবং এইরূপ আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠাই সেবককে সঞ্জীবিত রাখে। তথায় শীঘ্র বা বিলম্বের বা হতাশার ক্ষেত্র নাই (ঐ)

সাধনভক্তি ঃ বিবিধ উপদেশ—

গুরুদর্শনের জন্য যাঁহাদের চিত্ত ব্যাকুলিত, তাঁহারা ভগবান্‌কেও বশীভূত করিতে পারেন। (পত্রামৃত, পত্র—৬৫)

হৃদয়ের আবেগ ও স্নেহ-মমতা থাকিলে সাক্ষাৎদর্শন ও সেবার সুযোগ অবশ্যই লাভ হয়। (ঐ)

অদর্শনরূপ গরলে চিত্ত জারিত হইলে দর্শনরূপ অমৃতাস্বাদনের আকুলতা-ব্যাকুলতা ও আগ্রহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বিচ্ছেদ বা বিরহ মিলনকে তরান্বিত করে। রোগভোগের পর আরোগ্য-লাভের আকাঙ্ক্ষা ও স্বাস্থ্য-পুনরুদ্ধারের যত্ন দেখা যায়। অতএব অদর্শন বা বিচ্ছেদই দর্শন ও মিলনের একমাত্র যোগসূত্র—ইহাই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত। (পত্রামৃত, পত্র—১২)

সাধনক্ষেত্রে গন্তব্যস্থান পূর্ব্ব হইতেই স্থিরীকৃত হয় এবং তাহাকেই লক্ষ্য করিয়াই পথযাত্রার শুভারম্ভ। লক্ষ্য স্থিরীকৃত না হইলে পথযাত্রার প্রয়োজন কোথায়? (পত্রামৃত, পত্র—৬৭)

অন্তর্যামি-সূত্রে গুরু-বৈষ্ণবগণ সকল বিষয়ই অবগত আছেন। তথাপি আমাদিগকে পরীক্ষায় বসিতেই হইবে। Feeling ও Realisation বাস্তব হওয়া প্রয়োজন। বাস্তব অনুভব বা অনুভূতি মুক্তজীবের পক্ষেই সম্ভব। বদ্ধজীবের অনুভব বা Mental speculationকে বাস্তব অনুভূতি বা মহাজনানুভব বলিয়া

মানিয়া লওয়া যায় না। মুক্ত-ভূমিকায় সব কিছু practical, তথায় material assumption-এর কোন ক্ষেত্রই নাই। (পত্রামৃত, পত্র—৩৯)

শ্রীমন্মহাপ্রভু জড় (*মন*) ও চেতন মনের পার্থক্য বিচার করিয়াছেন, —"**আনের হৃদয়—মন, মোর মন—বৃন্দাবন, মনে বনে এক করি জানি।।**" জড়েন্দ্রিয়-বশীভূত মন—বদ্ধজীবের; শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত-ভাব-বিভাবিত মন—বৃন্দাবন-স্বরূপ; তদ্রূপ অপ্রাকৃত বৃন্দাবনেই তুরীয় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব সম্ভব। (পত্রামৃত, পত্র—৪৩)

যতদিন মন অতীন্দ্রিয় অপ্রাকৃত বিষয়ে স্থির না হয়, ততদিন ভাল-মন্দ দুইটী বিষয়ই অনুভূত হয়। যখন বাস্তব সত্যে উহা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সর্ব্বদা সৎবস্তুরই দর্শন ও অনুভব আসে। তখন 'কু' বিদূরিত হইয়া 'সু' আসিয়া স্বাভাবিকভাবে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। (পত্রামৃত, পত্র—৬২)

জাগতিক চিন্তা-ভাবনার মধ্যে যতদিন থাকা যায়, ততদিন ভাল-মন্দ-বিচার অবশ্যই থাকিবে; উহার অতীত নির্গুণাবস্থা লাভ করিলে সকল বিষয়েই "গৌরের আমার সব ভাল" বলিয়া মনে হয়। (ঐ)

শচীনন্দন গৌরহরি জগতে যে অপ্রাকৃত শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন, তাহার ক্ষণিক গ্রহণ করিতে পারিলেও আমাদের আত্মকল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। (পত্রামৃত, পত্র—৭১)

তোমাকে আমার মনে না থাকিলেও তুমিই তোমাকে আমার নিকট চিরস্মরণীয় করিবে—এ দায়িত্ব তোমার উপর অর্পণ করিলাম।✶ (পত্রামৃত, পত্র—৩)

✶শ্রীগুরুদেব তাঁহার আশ্রিতজনকে কখনও বিস্মৃত হন না। কিন্তু আশ্রিতজনেরও কর্ত্তব্য—সর্ব্বদা শ্রীগুরুদেবের আদেশ-উপদেশ-নির্দ্দেশ সর্ব্বতোভাবে পালনের মাধ্যমে তাঁহাকে সর্ব্বদা আকুলভাবে বন্দনা, প্রার্থনা প্রভৃতি এরূপভাবে করা, যাহাতে তিনি তাঁহার আশ্রিতকে সর্ব্বদা বিশেষরূপে স্মরণে রাখেন।—"**যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্**"—ইহাই প্রপন্নজনের আকুলতা-অনুসারে শ্রীগুরু ও ভগবানের প্রতিক্রিয়ার রীতি। সুতরাং নিজেকে শ্রীগুরু ও ভগবানের নিকট বিশেষরূপে স্মরণে রাখিবার দায়িত্ব প্রকৃতপক্ষে আশ্রিতেরই।

শ্রীনামভজন

ওঁ-কার বা ভগবন্নামই ব্রহ্মস্বরূপ ও 'পরমাক্ষর' নামে প্রসিদ্ধ। (প্রবন্ধাবলী, "শ্রীযমরাজ ও নচিকেতা")

শব্দব্রহ্ম—বৈকুণ্ঠ-বাণী—Absolute sound; চিৎজগৎ হইতে মরজগতে অবতীর্ণ হইয়া কার্য্য সমাধা করিয়া পুনরায় প্রত্যাহৃত হন। যেরূপ শ্রীভগবানের অবতার বা অবতরণ বা আবির্ভাব, তদ্রূপ শব্দব্রহ্মেরও আবির্ভাব ঘটে। (পত্রামৃত; পত্র—১৩)

এই কলিকালে শ্রীনামভজনই নামী পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সশক্তিক সাক্ষাৎ সেবালাভের প্রকৃষ্ট মাধ্যম। (পত্রামৃত; পত্র—৬৯)

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ৬৪টি অপ্রাকৃত গুণের অধিকারী, আর তাঁহার শ্রীনাম (*তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র*) ১৬ নামের ও ৩২ অক্ষরের সমষ্টি। কিন্তু তাহা শক্তি-শক্তিমান তত্ত্বের প্রকাশক। (পত্রামৃত; পত্র—৯)

ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্রই সর্ব্বমন্ত্র-সার। যাগ-যোগ-তপস্যা ও দেবতান্তরের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞেই সেই কলিযুগ-পাবনাবতারের আরাধনা করিলে কলিজীবগণ কৃত-কৃত্য হইবেন। (প্রবন্ধাবলী, "পিপ্পলাদ ঋষি ও শ্রীচতুর্ম্মুখ")

এই জগতে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয়, জীবগণ শ্রীনামসুধা পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষয়বিষ সর্ব্বদা পান করিতেছে এবং তাহাতেই মশগুল হইতে চাহিতেছে। তাহাদের জন্য ঔষধ, পথ্য ও চিকিৎসক নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণনাম—সর্ব্বরোগহর মহৌষধ, ভগবন্নিবেদিত মহাপ্রসাদ-রূপ পথ্য এবং সদ্‌গুরু-রূপ সুবৈদ্যরাজের আশ্রয় লইবার প্রবৃত্তি নাই—ইহা অপেক্ষা আর অধিক দুর্দ্দৈব কি হইতে পারে? (পত্রামৃত, পত্র—২২)

শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু, শ্রীবাস-পণ্ডিতাদি সকলেই মৃদঙ্গ-মন্দিরা লইয়া ''হরে কৃষ্ণ'' মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন। এখানে সংখ্যাত-অসংখ্যাত জপাদির কোন বিধি-নিষেধ নাই। মহামন্ত্র যুগপৎ জপ্য ও কীর্ত্তনীয়। (পত্রামৃত, পত্র—১৬)

হরিনাম-মহামন্ত্রের জপ হইতে ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যান হইতে কীর্ত্তন শ্রেষ্ঠ—সে বিষয়েও প্রমাণের অভাব নাই। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ''শ্রীহরিনামার্থ-দীপিকা''-গ্রন্থে লিখিত আছে,—''শ্রীমতী রাধা ঠাকুরাণী শ্রীকৃষ্ণ-অদর্শনজনিত বিরহে কাতর হইয়া বহু চিন্তার পর অবশেষে এই তারকব্রহ্ম নামকেই শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির প্রকৃষ্ট উপায় মনে করেন এবং শ্রীমতী তদনুসারে কলিকালের মহামন্ত্র তারকব্রহ্ম নাম গ্রহণ করিতে থাকেন। (প্রবন্ধাবলী, ''গৌড়ীয়ের দ্বাত্রিংশ বর্ষ'')

'হরে', 'কৃষ্ণ' 'রাম'-শব্দের ব্যাখ্যাও এইরূপ পাওয়া যায়—**''কৃষ্ণমন হরে যেই আহ্লাদ-রূপিণী। 'হরে'-শব্দে হয় সেই রাধা ঠাকুরাণী॥ কৃ-আদি গোপীগণের রত্ন পুষ্টি করে। অতএব 'কৃষ্ণ'-নাম বলি যে তাঁহারে॥ রাধিকার সঙ্গে সদা করয়ে রমণ। অতএব 'রাম'-নাম কহি যে কারণ॥''** (ঐ)

কলিজীবকে অত্যন্ত দরিদ্র জানিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনামরত্ন প্রদানপূর্ব্বক **''প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন। দাস করি' দেহ মোরে বেতন প্রেমধন॥''** —প্রার্থনা জানাইতে শিক্ষা দিলেন। (''শ্রীচৈতন্য শিক্ষাষ্টক''-গ্রন্থে 'নিবেদন')

সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক শুদ্ধভক্তিময় শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনই পরম প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন—শ্রীনাম, রূপ, গুণ ও লীলাভেদে চতুর্দ্ধা বিভক্ত। শ্রীনামব্যতীত বদ্ধ ও মুক্ত জীবের অন্য কোন গত্যন্তর নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমস্ত উপদেশই শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনমূলক। সেই নাম 'শ্রীকৃষ্ণ', 'শ্রীগোবিন্দ', 'শ্রীহরি', প্রভৃতি মুখ্যনাম-সূচক। (''গৌড়ীয়ের চত্বারিংশ বর্ষ'')

শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্মই—সর্ব্বধর্ম্মের সার, পরমধর্ম্ম। শ্রীভগবন্নাম-সঙ্কীর্ত্তনাদিই—অব্যবহিতা ভক্তি; শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন দ্বারা ভগবানে যে ভক্তি, তাহাই পরমধর্ম্ম। (ঐ)

একবার শ্রীনাম-উচ্চারণের যে রীতি, তাহা নিরপেক্ষ ও মুখ্য শ্রীনাম—কৃষ্ণ, মুকুন্দ, গোবিন্দ প্রভৃতি। (পত্রামৃত, পত্র—৯)

সকল যজ্ঞ অপেক্ষা শ্রীনাম-যজ্ঞই উৎকৃষ্ট, যদি কোনরূপ যাগ-যজ্ঞের

প্রয়োজন হয়, শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনের মাধ্যমে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের সেবা ও প্রীতিকামনায় তাহা অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। (পত্রামৃত, পত্র—৭০)

সেবা ও নামগ্রহণকে পৃথকভাবে বিচার করা অজ্ঞতা ও অপরাধমূলক। অধিকারভেদে ইহার বৈশিষ্ট্য সাধক-সাধিকার নিকট স্বয়ং প্রকাশিত হয়। (পত্রামৃত, পত্র—১৮)

শ্রীনামভজন ঃ অপরাধ-বিচার—

যে নরাধম হরির প্রতি অপরাধ করে, নামাশ্রয় করিলে নামবলে কখন কখন তাহা হইতে মুক্তি পাইতে পারে, কিন্তু সকলের সুহৃদ্ যে শ্রীনাম, যে-রূপে ভগবান্ প্রপঞ্চে জীবোদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ, সেই শ্রীনামের প্রতি অপরাধ করিলে অধঃপতনই তাহার ফল। (প্রবন্ধাবলী, ''শ্রীনাম ও নামাপরাধ'')

দশবিধ নামাপরাধ-রূপ দুর্দ্দৈব দূরীভূত না হইলে জীবের নামে রুচি হয় না। শাস্ত্রে 'সাধুনিন্দা', 'গুরুনিন্দা' প্রভৃতি বর্জ্জনপূর্ব্বক শ্রীনামগ্রহণের উপদেশ রহিয়াছে। শ্রীনামগ্রহণকারী প্রাকৃত পাপ-পুণ্য হইতে দূরে থাকিবেন। নামাপরাধ থাকিলে সাধন করিয়াও বাস্তবফল লাভ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। (প্রবন্ধাবলী, ''গৌড়ীয়ের চত্বারিংশ বর্ষ'')

অপরাধ থাকাকালে নামকীর্ত্তনের স্থলে কেবল বিষয়-কীর্ত্তনই হইয়া যায়। এরূপভাবে **''কোটি জন্ম করে যদি নাম-সঙ্কীর্ত্তন। তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥''** (প্রবন্ধাবলী, ''শ্রীনাম ও নামাপরাধ'')

এইরূপ শ্রোতাদেরও তাহাই লভ্য হইয়া থাকে। একজন নামাপরাধ করিবে, আর তাহা শুনিয়া আমার নাম শ্রবণ হইবে, ইহা হইতে পারে না। **''অসাধু সঙ্গে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়। নাম বাহিরায় বটে, নাম কভু নয়॥ কভু নামাভাস, সদা নাম-অপরাধ। ইহাই জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ॥''** (প্রবন্ধাবলী, ''অপরাধ-ভঞ্জনের পাট ও শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত'')

মানবের এমনি দুর্ভাগ্য যে, তাঁহারা অসৎব্যক্তিকে গুরুত্বে বরণ করিয়া আজ পর্য্যন্ত জানিবার সুযোগ পান নাই যে, 'নামাপরাধ' বলিয়া এক তত্ত্ব আছে, তাহা নামসেবার বাধা। তাহাদের ধারণা যে 'যাহাই করা যাউক না কেন, নামের

যখন এত মাহাত্ম্য আছে, তখন আমরা যে-ভাবেই নাম করি না কেন, আমাদের সুবিধা হইয়া যাইবে।' (ঐ)

(*১ম নামাপরাধ; সাধুনিন্দা*—) অসাধুকে সাধুত্বে বরণ করিলে 'সাধু' সংজ্ঞার অপব্যবহার ও সাধুনিন্দা-রূপ নামাপরাধ হইয়া যায়। (ঐ)

(*২য় নামাপরাধ; শ্রীবিষ্ণুর সহিত শিবাদি দেবতার সমান বুদ্ধি*—) শ্রীভগবান্‌কে তাঁহার কর্ম্মচারী-কর্ম্মচারিণীগণের সহিত সমতুল্য জ্ঞান করিলে নামাপরাধ উপস্থিত হয়; তাহাতে শ্রীনাম গ্রহণের বাস্তব ফল কখনই লাভ হইতে পারে না। দার্শনিক-বিচারে ইহাকে Anthropomorphism বা জীবে ভগবদারোপ-রূপ অপরাধ বলে। ইহার বিপরীত ভাবকে Apotheosis বা ভগবানে জীবত্বের আরোপ-রূপ দোষত্রুটী কহে। (পত্রামৃত, পত্র—১৫)

(*৩য় নামাপরাধ; গুর্ব্ববজ্ঞা*—) যে গুরু-সকাশে শ্রীনাম-মহামন্ত্র পাই, তাঁহাকে আমাদেরই ন্যায় মনুষ্যবুদ্ধি করিয়া তিনিও আমাদের ন্যায় ভ্রান্ত, অতএব তাঁহার প্রদত্ত ভক্তিসাধনোপায় শ্রীনামভজন সমীচিন না হইতেও পারে, এই সন্দেহ পোষণ করিয়া 'গুর্ব্ববজ্ঞা' করিয়া ভজনক্রিয়া ত্যাগ করি। (''শ্রীনাম ও নামপরাধ'')

(*৪র্থ নামাপরাধ; শ্রুতি-শাস্ত্র অবজ্ঞা*—) দাম্ভিকতা-বশে নূতন মত প্রকাশ করিয়া নূতন নূতন অবতার চালাইয়া বেদশাস্ত্র ও তদনুগ শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ, তদনুগ পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-তন্ত্র প্রভৃতি যে-সকল শাস্ত্র হরিনামের মহিমা কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের নিন্দা বা তৎপ্রতি অনাদর, অনাস্থা স্থাপন করিয়া স্বকপোল-কল্পিত মতেরই অথবা যাঁহারা স্বকপোল-কল্পিত মত প্রচলন করেন, তাঁহাদেরই আনুগত্যে দুষ্ট সেই মতেরই প্রাধান্য-স্থাপনের জন্য প্রয়াস পাইবার দুর্ভাগ্য অর্জ্জন করি। (ঐ)

(*শাস্ত্র-বিহিত*) মহামন্ত্র কীর্ত্তনের পরিবর্ত্তে কাল্পনিক নাম বা ছড়াগানের প্রচলন নামাপরাধেরই নামান্তর। উহা বিংশতি বৎসরেরই হউক্, আর শত বৎসর যাবৎই হউক, যেহেতু উহা কাল্পনিক—মহাজনানুগত নহে, তজ্জন্য সুধী ভক্তসমাজ শাস্ত্রীয় যুক্তি ও সিদ্ধান্ত-সঙ্গত বলিয়া উহা গ্রহণ করিতে পারেন না। (প্রবন্ধাবলী, ''কীর্ত্তনীয় মহামন্ত্র'')

যাহারা যোলনাম-বত্রিশাক্ষর-মহামন্ত্রকে কেবল জপ্য বিবেচনাপূর্ব্বক উচ্চকীর্ত্তন হইতে বিরত থাকেন, শাস্ত্র ও গৌড়ীয় গোস্বামীবর্গের বিচারানুসারে তাহারা নামাপরাধী। (প্রবন্ধাবলী, ''গৌড়ীয়ের সপ্তত্রিংশ বর্ষ'')

(*৫ম নামাপরাধ; নামে অর্থবাদ*—) ''**রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ**'' জ্ঞানে, অর্থাৎ, সৎকর্ম্ম-প্রবৃত্তির উন্মেষের জন্য যেরূপ কর্ম্মাঙ্গগুলির প্রশংসা কীর্ত্তিত হয়, অথচ সেগুলির কীর্ত্তিত ফলসকল সত্য নহে, হরিনামের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনও তদ্রূপ প্রশংসা মাত্র, এইরূপ মনে করিয়া 'হরিনামে অর্থবাদ' মনন করিয়া তাহাতে রুচিবিশিষ্ট হই না। (''শ্রীনাম ও নামাপরাধ'')

(*৬ষ্ঠ নামাপরাধ; নামে অর্থকল্পনা*—) 'হরি' বলিতে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে না বুঝিয়া 'নিরঞ্জন হরি', 'নিরাকার হরি', 'চিদানন্দ হরি' প্রভৃতি বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব হইতে হরিকে পৃথক্‌রূপে বুঝিতে চেষ্টা করিয়া শুষ্কজ্ঞান- অবলম্বন-রূপ 'ঈশ্বরে অবিশ্বাস' পোষণ করিয়া প্রকারান্তরে হরিনামের অর্থ কল্পনা করিয়া বসি। (ঐ)

(*৭ম নামাপরাধ; নাম-বলে পাপবুদ্ধি*—) আবার অন্যরূপ দুর্ব্বুদ্ধিবশে বলি—'আচ্ছা, নামের মাহাত্ম্য যদি এতই হয়, তবে আর ভাবনা কি? আমরা যতই পাপ করি না কেন, দিনান্তে নাম করিয়া সে পাপ খণ্ডন করিয়া লইব, আবার পাপ করিব, আবার নাম করিয়া নাশ করিব' ইত্যাদি। (ঐ)

(*৮ম নামাপরাধ; অন্য শুভক্রিয়া-সাম্য*—) শ্রীনামকে স্বয়ং নামী হইতে অভিন্ন বুদ্ধি না করিয়া অন্য শুভ কর্ম্মের সহিত তাহার সাম্য মনন করিয়া শ্রীনামে অশ্রদ্ধা সংগ্রহ করি—শ্রীনামের যোগে আমরা রোগ-নিরসন, জাগতিক বিপদ্‌নিবৃত্তি প্রভৃতি কার্য্যে নিয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হই। (ঐ)

শ্রীভগবান্ বা তাঁহার (*অভিন্ন স্বরূপ*) শ্রীনামকে কখনই খাটাইয়া লইতে নাই। তাহাতে সেবাপরাধ ও নামাপরাধ উপস্থিত হয়। (পত্রামৃত, পত্র—৯)

(*৯ম নামাপরাধ; অশ্রদ্দধানে নামোপদেশ*—) আমরা শ্রীনামে অবিশ্বাসী বলিয়া কপট বিশ্বাস দেখাইয়া অশ্রদ্দধান হরিবিদ্বেষী-জনকে পর্য্যন্ত নাম-উপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হই, যেন নাম একটী খেলার সামগ্রী, তাহাকে লইয়া একটু খেলা করাও চলে। শ্রীনামে অশ্রদ্ধাই এরূপ অনাচারের কারণ। (''শ্রীনাম ও নামাপরাধ'')

(*১০ম নামাপরাধ; 'অহংমম'-বুদ্ধি—*) নামাপরাধের ফলে কৃষ্ণদাস্য-বিস্মৃতি ও আমাদের ভোক্তৃত্ব-বুদ্ধিই পরিলক্ষিত হয়। তাহা হইতেই অহং কর্ত্তৃত্ব, 'আমি বুদ্ধিমান্' ইত্যাদি জড়াভিমান প্রবল হইয়া আমাদিগকে নামাপরাধে পতিত করে। নাম-মাহাত্ম্য শুনিয়াও তাহাতে আমাদের বিশ্বাস হয় না, রুচি জন্মে না। (ঐ)

পাপী লোক বরং ভাল, কেন না তাহার পাপ-প্রবৃত্তিতে ঘৃণা আসিয়া সাধুসঙ্গ-প্রভাবে একদিন তাহার পাপমতি বিদূরিত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু নামাপরাধী ব্যক্তির আর উপায় নাই, কেন না, নিজে সর্ব্বজ্ঞ-অভিমানে সে সাধুসঙ্গ স্বীকার করিতেই প্রস্তুত নহে। এই নামাপরাধের অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই। (ঐ)

যদি প্রগাঢ় ভক্তি করিয়া নিরন্তর নাম করিতে করিতে অপরাধ দূর করিতে যত্ন করে, তখন তাহার অসাবধান-জনিত অপরাধ ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে। (*কিন্তু*) জ্ঞানকৃত অপরাধের মোচন নাই। (ঐ)

শ্রীনামভজন ঃ নিষ্ঠা, আদর—

'মূর্খ জগৎ যাহা বলে বলুক, আমি শ্রীনাম জপ করিতে করিতে অষ্টসাত্ত্বিক বিকারাদি লাভান্তে সর্ব্বদা ভূলুণ্ঠিত হইব'—শ্রীনাম গ্রহণ-বিষয়ে ইহাই দৃঢ়নিষ্ঠা ও বজ্রকঠোর প্রতিজ্ঞা। (পত্রামৃত; পত্র—১১)

প্রাথমিক অবস্থায় অপরাধাদি হইতে পারে, কিন্তু শ্রীনামপ্রভুই ঐকান্তিকতা ও ভজননিষ্ঠা বিচারপূর্ব্বক উহা ক্ষালন করিয়া থাকেন। (পত্রামৃত; পত্র—১৬)

প্রাথমিক সাধক-সাধিকার শ্রীনামগ্রহণকালে দোষ-ত্রুটী-নামাপরাধ হইতে পারে। তাহাতে নিরুৎসাহিত না হইয়া আদর-যত্ন করিয়া শ্রীনাম লইতে লইতে নামাপরাধ বিদূরিত হয়; তজ্জন্য শাস্ত্রে উৎসাহসূচক বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়—"**নামাপরাধ-যুক্তানাং নামানি এব হরন্ত্যঘম্।**" (পত্রামৃত; পত্র—১৮)

"**নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন**"—ইহা বাস্তব সত্য। শুদ্ধভাবে শ্রীনামগ্রহণ একদিনেই হয় না; ইহা সাধনার বিষয়ীভূত; আবার কৃপা-সাপেক্ষ ব্যাপার। দৃঢ়চিত্তে নিষ্ঠাসহকারে অগ্রসর হইলে বাঞ্ছিত ফললাভ অবশ্যই হইবে—তাহাতে মনে কোনরূপ সন্দেহ বা সংশয় রাখিবে না। (পত্রামৃত; পত্র—২১)

শ্রীনামভজন ঃ সংখ্যা-নির্ব্বন্ধ—

প্রত্যহ অপতিতভাবে নির্ব্বন্ধ-সহকারে শ্রীনাম-সংখ্যা পূরণ করিবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দ্দেশ—লক্ষনাম গ্রহণপূর্ব্বক 'লক্ষপতি' হইতে হইবে। তবেই ভগবান্ তোমার অন্ন-জল সাক্ষাৎসেবা গ্রহণ করিবেন। শ্রীনামগ্রহণের জন্যই সংসারে যতকিছু অনুষ্ঠান, অতএব সুষ্ঠুভাবে যাহাতে শ্রীনামগ্রহণ ব্রত উদ্‌যাপিত হইতে পারে, তদনুকূলে পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে। (পত্রাবলী, পত্র—৪)

শ্রীনামসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিবার যত্ন লইবে। শ্রীনামগ্রহণে 'এক লক্ষ' বা একনিষ্ঠ হইবার উপদেশ আছে। (পত্রামৃত, পত্র—১১)

শ্রীনাম ও ঠাকুরের সেবাপূজা একই তাৎপর্য্যপর। তথাপি নিরপরাধে প্রাত্যহিক নির্ব্বন্ধ লক্ষ নাম গ্রহণের জন্য অবশ্যই প্রযত্নশীল হইতে হইবে। (পত্রামৃত, পত্র—১৮)

অনেকের ধারণা—লক্ষ নাম জপ অর্থাৎ লক্ষ্য স্থির করিয়া নাম করা। কিন্তু তাহা একদেশিক বিচার। স্থিরচিত্তে ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে করিতে যে নাম গ্রহণ করা যায়, তাহাই নির্ব্বন্ধ-সহকারে শ্রীনামাদি-গ্রহণ। তাহার মধ্যে নির্দ্ধারিত সংখ্যা-নাম অবশ্যই পূরণ করিতে হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার ভক্তগণকে প্রত্যহ ১লক্ষ নাম জপ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। (পত্রামৃত, পত্র—২৮)

৫০ হাজার শ্রীনাম করিলে হইবে না—এক লক্ষ নাম নির্ব্বন্ধ-সহকারে প্রত্যহ গ্রহণ করিলে ভগবৎসেবায় বিশেষ অধিকার আসে। সুতরাং কষ্ট করিয়াও ঐ সময় করিয়া লইতে হইবে। (পত্রামৃত, পত্র—৫৭)

শ্রীনামভজন ঃ পদ্ধতি—

অপরাধশূন্য শুদ্ধ নামাশ্রয় করিতে হইলে অসাধুসঙ্গ দূরে পরিহার করিয়া যথার্থ সাধুসঙ্গ করিতে হয়। (প্রবন্ধাবলী, ''শ্রীনাম ও নামাপরাধ'')

ভগবদিচ্ছা-ক্রমে আমরা যখন যেখানে থাকি না কেন, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সান্নিধ্যে শ্রীনামভজন করিব—ইহাই সকল সময়ে আমাদের ধ্যান-ধারণা থাকিবে। (পত্রামৃত, পত্র—৮০)

শ্রীনাম-কীর্ত্তনের অধিকার লাভের ৪টী গুণ অবশ্যই প্রয়োজন—"**দৈন্য, দয়া, অন্যে মান, প্রতিষ্ঠা-বর্জ্জন। চারিগুণে গুণী হইয়া করহ কীর্ত্তন॥**"

অপরাধশূন্য হইয়া শ্রীনাম করিতে পারিলে আমাদের কোন ভয় নাই। (পত্রামৃত, পত্র—৫৫)

নিরপরাধে শ্রীনামগ্রহণ ও ভগবৎসাক্ষাৎকার—একই বস্তু। (পত্রাবলী, পত্র—৪)

সর্ব্বদা শ্রীনামগ্রহণ করিতে পারাই জীবের প্রকৃত সুস্থাবস্থা। (পত্রামৃত, পত্র—৭)

বৃথা সময় নষ্টকারী প্রজল্প বর্জ্জনপূর্ব্বক সর্ব্বদা শ্রীনামভজন করিবে। (পত্রামৃত, পত্র—৭১)

শ্রীনাম সংখ্যা-নির্ব্বন্ধে জপ করিবার চেষ্টা করিবে। (*আবার*) সকল কাজের মধ্যে থাকিয়াই শ্রীনাম অভ্যাস করিতে হইবে। ''যিনি রান্না করেন, তিনি কি চুল বাঁধেন না?''—এই নীতি বিচার করিয়া চলিবে। (পত্রামৃত, পত্র—১৩)

ভজনপরায়ণ রাগমার্গীয় বৈষ্ণবগণ ''হরে কৃষ্ণ'' মহামন্ত্র সংখ্যাপূর্ব্বক জপ এবং অসংখ্যাত-ভাবে ও উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। মহামন্ত্র তারকব্রহ্ম-নামের ইহাই এক বৈশিষ্ট্য। (প্রবন্ধাবলী, ''কীর্ত্তনীয় মহামন্ত্র'')

অনেকসময় মালা-জপের অবসর হয় না, সেই সময় মুখেই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিবে। ইহাতে নামগ্রহণের ফললাভ হয়। কিন্তু শ্রীমালিকায় জপসংখ্যা পূরণ হয় না। উহা পৃথক্‌ভাবে জপের দ্বারা সম্পূর্ণ করিতে হইবে। (পত্রামৃত, পত্র—৭)

মালাজপ করাটাও একটা অভ্যাসযোগ, সুতরাং ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে। মালাজপ করিতে বসিলে অন্য চিন্তা হয় বলিয়া উহাকে পরিত্যাগ করা উচিত নয়। আগে মন সুস্থির করিতে হইবে, পরে শ্রীভগবানের নামগ্রহণের ব্যবস্থা শাস্ত্রে প্রদত্ত হয় নাই। শ্রীনাম মালিকায় জপ বা আসনে বসিয়া জপ বা যে-কোন অবস্থায় শ্রীনামগ্রহণ করিলে চিত্ত স্থির হইবে, ইহাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। (পত্রামৃত পত্র—৩)

বদ্ধজীব অনর্থযুক্ত অবস্থায় ১বার নামাক্ষর উচ্চারণ করিলেই সাক্ষাদ্ শ্রীনামব্রহ্ম উচ্চারণের ফল লাভ করিতে পারিবে না। চেতন-জিহ্বায় সচ্চিদানন্দ

চিন্ময় শ্রীনামের উচ্চারণ হইলে জীবের জীবন সফল হইবে। (পত্রামৃত, পত্র—৯)

শ্রীনামসংখ্যার বৃদ্ধি অপেক্ষা উহা স্পষ্টরূপে উচ্চারণ ও শ্রীনাম-স্বরূপ, মহিমা-মাহাত্ম্য চিন্তা-সহ গ্রহণের বিশেষ উপদেশ আছে। (পত্রামৃত, পত্র—৭০)

অনর্থযুক্ত অবস্থায় সাধক-সাধিকার প্রথমে শুদ্ধনাম হয় না, নামাপরাধ হইতে থাকে। কিন্তু অনুরাগভরে ঐ নামগ্রহণ করিতে থাকিলে নামাভাস, পরে শুদ্ধনাম হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করেন। তোমার শুদ্ধনাম হয় কিনা, ইহা তুমি নিজেই কখনও উপলব্ধি করিতে পারিবে। (পত্রামৃত, পত্র—২৮)

কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রীনাম করিতে পারিলে শ্রীভগবান্ সাক্ষাদ্ভাবে দর্শন দান করেন ও তাঁহার প্রেমময় সেবাধিকারে নিযুক্ত করেন। (পত্রামৃত, পত্র—৫৫)

''**অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ**''—বেদান্তবাক্য শ্রীনামব্রহ্মের যে-উপাসনা জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাতে কিরূপ আকুলতা ব্যাকুলতা আবশ্যক, তাহা আচার-প্রচার মুখে প্রদর্শনের নিমিত্ত 'স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতারী' শ্রীগৌরসুন্দর এই কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন। (''গৌড়ীয়ের ত্রয়োবিংশ বর্ষ'')

ভগবদ্ধ্যান-মগ্ন একনিষ্ঠ সেবক-সেবিকা শ্রীনামসেবায় রত হইয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত লীলাস্মরণ-পূর্ব্বক ''**শূন্যায়িতং জগৎসর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে**''—বাক্যাবলম্বনে বিরহদশায় জগৎ শূন্য ভাবিয়া আকুল ক্রন্দন করিয়া থাকেন। (পত্রামৃত, পত্র—৭৩)

সেবা বাদ দিয়া শ্রীনাম নহে, আবার শ্রীনাম বাদ দিয়া সেবা নহে। সেবাপর শ্রীনাম ও শ্রীনামপর সেবার কথা শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ-কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। শ্রীনাম-গ্রহণ ও সেবা—অধিকারি-ভেদে 'বিধি'-'রাগানুগ'-রূপে পার্থক্য-বৈশিষ্ট্য স্থাপন করে। (পত্রামৃত, পত্র—৪৯)

হরিকথা-কীর্ত্তন বা হরিসেবা না করিয়া কেবল শ্রীনাম করিতে থাকিলে সম্বন্ধবিহীন অবস্থায় বঞ্চনাই লাভ হয়। অর্চ্চনের দ্বারাই শ্রীনামভজনের অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। (''শ্রীপত্রিকার নববর্ষ'', শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা, ৪৭শ বর্ষ)

ভক্তি-সাধক-সাধিকা কাতরভাবে দৃঢ়তা ও নিষ্কপটতার সহিত শ্রীনামভজনে

তৎপর হইবেন। তবে শ্রীনামপ্রভুর কৃপালাভ হয়। শ্রীনাম-গ্রহণকারী তখন উপলব্ধি করিতে পারেন,—নামী শ্রীভগবান ও শ্রীনাম-স্বরূপ একই বস্তু। শ্রীনামগ্রহণের মাধ্যমেই ভগবৎসাক্ষাৎকার সম্ভব হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের নিকট ক্রন্দন ও দৈন্য-নিবেদন ব্যতীত জীবের সাধনে সিদ্ধিলাভ সম্ভবপর নয়। চঞ্চল মন শ্রীনামের সাধনকালে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইলেও তাহাকে প্রত্যাহৃত করিয়া স্থির করিতে হইবে। অভ্যাসযোগ-দ্বারা ইহা সম্ভব, সেই সঙ্গে কিছুটা বৈরাগ্যযোগ অর্থাৎ আহারে-বিহারে নিয়মানুবর্ত্তিতা ও সংযমের অভ্যাস প্রয়োজন। পরমপ্রেমিক ভক্ত শ্রীল নামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুর শ্রীনামসাধনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা ও শিক্ষা জগতে প্রদান করিয়াছেন। উহাই আমাদের জীবনের আদর্শ। (পত্রাবলী, পত্র—১)

শ্রীনাম যথারীতি গ্রহণ, পূজার্চ্চনাদি, শাস্ত্রাধ্যয়ন ও সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণ করিলে জীবের যাবতীয় অনর্থ দূরীভূত হয়। কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে তাহা না হওয়ায় তোমার 'আন্তরিকতার অভাব আছে' বিবেচনা করিতেছ। অভ্যাসযোগ অল্পসময়ের মধ্যেই আয়ত্তে আসে না, ইহা সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার। তজ্জন্য হিমালয়ের ন্যায় অচল-অটল ও ধৈর্য্যশীল হইতে হয়। (পত্রাবলী, পত্র—১৪)

শ্রীনামভজন ঃ ফল—

শ্রীনামে তন্ময়তা লাভ করিতে পারিলেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি জানিবে। (পত্রামৃত, পত্র—১১)

গুরু-বৈষ্ণবগণের বিঘসাশী ভৃত্যরূপে শ্রীনামাশ্রয়ী হইলেই ভজনপথের সকল বিঘ্ন বিদূরিত হয়—ইহা লোকোত্তর মহাপুরুষগণের প্রত্যক্ষ উপলব্ধ সত্য। (গৌড়ীয়ের একবিংশতি বর্ষ)

তুমি অপরাধশূন্য হইয়া শ্রীনামগ্রহণ করিতে পারিলে তোমার চঞ্চল চিত্ত স্থির হইবে। তখন যথাযথভাবে সাধন-ভজনের সুযোগ পাইবে। এরূপ অবস্থায় তোমার কোনপ্রকার প্রাকৃত কামনা-বাসনা হৃদয়ে স্থান পাইবে না। (পত্রামৃত,৬২)

প্রত্যহ নির্ব্বন্ধ-সহকারে শ্রীনামগ্রহণ করিলে সেবককে কোনদিন কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, অন্যাভিলাষী হইতে হয় না। উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র-কীর্ত্তন করিলে জীবের অনর্থ-নিবৃত্তি হয় ও জাড্যভাব পলায়ন করে। (পত্রামৃত, পত্র—৬৩)

বৈকুণ্ঠনাম-গ্রহণে চিত্তদর্পণ পরিমার্জ্জিত হয় এবং যাবতীয় 'ভোগ'-'ত্যাগ'-রূপ অন্যাভিলাষ ও কর্ম্মাগ্রহিতা বিদূরিত হইয়া মুক্তকুলের উপাস্য শ্রীনাম সেবোন্মুখ জিহ্বায় উচ্চারিত হয়। (শ্রীপত্রিকার 'নববর্ষ', শ্রীগৌ পত্রিকা, ৪৭ বর্ষ)

প্রচুর পরিমাণে শ্রীনামগ্রহণ ও হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের দ্বারা হৃদয়ের কালিমা, অসত্তৃষ্ণা, হৃদয়দৌর্ব্বল্য অপসারিত হয়—সকল অপরাধ বিদূরিত হয়। (পত্রাবলী, পত্র—১)

শ্রদ্ধালু ব্যক্তি নিরপরাধে শুদ্ধনাম করিতে থাকিলে তাহার মধ্যে স্বভাবতঃ দৈন্য, দয়া, অমানী ও মানদ-ধর্ম্ম প্রকাশিত হয়। সম্বন্ধ-বুদ্ধিভেদে শান্ত, দাস্যাদি রসে আকর্ষণ আসে। (প্রবন্ধাবলী, ''গৌড়ীয়ের চত্বারিংশ বর্ষ'')

খাইলে পেট ভরে কিনা, ইহা ঠিক প্রশ্ন নহে। কারণ, খাইলে পেট ভরে ও খাওয়া ঠিক না হইলে পেটে ক্ষুধা থাকিয়া যায়। তবে কিরূপে পেট ভরে, ইহা সকলকে বুঝানো যায় না। প্রতিগ্রাসে অন্নগ্রহণে যেরূপ ভোজনকারীর তুষ্টি-পুষ্টি-ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, তদ্রূপ শ্রীনামগ্রহণে কিরূপ আনন্দ পাওয়া যায়, উহা সাধক-সাধিকাই হৃদয়ে অনুভব ও উপলব্ধি করিতে পারেন। ইহা কাহাকেও ব্যাখ্যা করিয়া বুঝানো সম্ভব নয়। (পত্রামৃত, পত্র—২৮)

''জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল''—ইহাই মন্ত্রজপের সাধনায় সিদ্ধিলাভ। শ্রীনামে রুচি আসিলে প্রকৃত ভজন আরম্ভ হয়। (পত্রামৃত, ২৬)

''হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে, শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ''—তাহাই অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম—শ্রীনামব্রহ্ম। সেই শ্রীনামই কর্ণরন্ধ্র-পথে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তথায় ঝঙ্কার তোলে। তাহাতেই চিত্ত ব্যাকুলিত হইয়া বাচ্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দর্শনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। (পত্রাবলী, পত্র—২২)

চেতন-জিহ্বায় শুদ্ধনাম উচ্চারিত হইলে নামী পরব্রহ্ম শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হয় এবং তাঁহার সাক্ষাৎসেবায় অধিকার আসে। (পত্রামৃত, ২৮)

শ্রীনাম নিরন্তর স্মরণ করিলে উহার বাস্তবফল লাভ হয় অর্থাৎ সাক্ষাদ্দর্শন বা বিষ্ণুজন-সেবকের সান্নিধ্য লাভ হয়। (পত্রামৃত, পত্র—২৫)

''আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ''—বেদান্তবচনে একই বিষয় বা শ্রীনাম পুনঃ

পুনঃ অভ্যাস ও অনুশীলনের নির্দ্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি—অনুশীলনকারিগণের নিকট নিত্য নবনবায়মান-রূপে প্রকাশিত হন। **''ঈষৎ বিকসি পুনঃ, দেখায় নিজ রূপ-গুণ, চিত্ত হরি' লয় কৃষ্ণ-পাশ''**—ইহাই শ্রীনামপ্রভুর অসমোর্দ্ধ করুণা। (প্রবন্ধাবলী, ''গৌড়ীয়ের ষট্‌ত্রিংশ বর্ষ'')

(*সারমর্ম্ম*—) দশ অপরাধশূন্য হইয়া লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-কুটিনাটী অনাচার পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধচিত্তে শ্রীনামগ্রহণ করিলে শ্রীনামপ্রভুই সাধকের ভাগ্যাকাশে উদিত হইয়া তাঁহার সিদ্ধস্বরূপ প্রদর্শন করেন। (প্রবন্ধাবলী, ''গৌড়ীয়ের চতুর্ব্বিংশ বর্ষ'')

কৃষ্ণমন্ত্র-জপে জড় সংসার-দশার মোচন হয় এবং শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণনাম-গ্রহণে সাক্ষাৎসেবা প্রাপ্তি হয়—ইহা শাস্ত্রসিদ্ধান্ত-সম্মত ও মহাজনানুমোদিত পরমসত্য। (পত্রামৃত, পত্র—৪৯)

অর্চ্চন ও শ্রীবিগ্রহসেবা

শ্রীবিগ্রহতত্ত্ব—

জীবাত্মা জড়াহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া সেবনধর্ম্মে উদ্বুদ্ধ হইলেই তাঁহার আরাধ্যবস্তু অর্চ্চারূপে প্রকাশিত হন। ('অর্চ্চনদীপিকা'-গ্রন্থে 'নিবেদন')

শ্রীঅর্চ্চামূর্ত্তি ভগবানের অবতার বলিয়া কথিত হন। (ঐ)

ভক্ত চিন্ময়নেত্রে শ্রীভগবানের যে অপ্রাকৃত রূপমাধুরী দর্শন করেন, তাহাই শ্রীবিগ্রহে প্রকটিত বা প্রতিফলিত হয়। তাহাকে শ্রীমূর্ত্তি বলে এবং তিনিই পূজ্যাস্পদ। (পত্রামৃত, পত্র—১০)

শ্রীমূর্ত্তি বা শ্রীবিগ্রহ আমাদের মায়িক কল্পনার বিষয়ীভূত কোন ব্যাপার নহে। কল্পনার তুলি বুলাইলে তাহা মাটিয়া হইয়া যায়। তাহাকে পুতুল বলে, উহা কখনই পূজ্য হইতে পারে না। (ঐ)

ভগবদ্ভক্তগণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ সনাতন শ্রীমূর্ত্তির আরাধনা করেন, তাহাদের ভজন-সাধনে আবাহন ও বিসর্জ্জন নাই। (পত্রামৃত, পত্র—৫)

শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীর সেবায় বিলম্ব হইলে তিনি বা তাঁহারা কিছুই বলিবেন না বলিয়াই তাঁহাদের ঐরূপ সেবাগ্রহণ-লীলা। শ্রীবিগ্রহ বা শ্রীমূর্ত্তি বা অর্চ্চালেখ্য বাৎসল্যরসে নিশ্চেষ্টভাবে শিশুর ন্যায় সেবাপূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে অভিভাবকগণের উপর নির্ভরশীল এবং ইহাই তাঁহাদের বাৎসল্য-ভাবোদ্দীপক। (পত্রামৃত, পত্র—২২)

অর্চ্চামূর্ত্তি অর্চ্চকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া তাঁহার মঙ্গলবিধান করেন। অর্চ্চার গঠন ও তাহার উপাদান লইয়া যাহারা অর্চ্চাকে ভোগ্যজ্ঞান করেন, তাহাদের ভগবদ্বিগ্রহের প্রতি শ্রদ্ধা নাই জানিতে হইবে। ('অর্চ্চনদীপিকা'-গ্রন্থে 'নিবেদন')

শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীগৌর-নিত্যানন্দকে সিংহাসনের একই প্রকোষ্ঠে স্থাপন করা রসাভাস-দুষ্ট বিচার। অন্ততঃ একই সিংহাসনে পৃথক্‌প্রকোষ্ঠে উহাদের স্থাপন প্রয়োজন। (প্রবন্ধাবলী, ''কীর্ত্তনীয় মহামন্ত্র'')

অর্চ্চন ও তাহার আবশ্যকতা—

মর্য্যাদা বা গৌরব-বোধের সহিত ষোড়শোপচারে অর্চ্চাবিগ্রহের সেবাকেই অর্চ্চন বলে। (পত্রামৃত, পত্র—৩)

মন্ত্রাদির দ্বারা স্নান, সন্ধ্যোপাসনা, অর্চ্চার (বিগ্রহের) পরিমার্জ্জন, বস্ত্র ও অলঙ্কার-প্রদান, অর্চ্চনের পাত্র ও দ্রব্যাদির প্রোক্ষণ, পাদ্য-অর্ঘ্য-আচমনীয়-গন্ধ-ধূপ-দীপ-পুষ্প-নৈবেদ্যাদির অর্পণ, পার্ষদশক্তি গুরুবর্গের পূজা, মূলমন্ত্রের জপ, স্তোত্রাদি-পাঠ, দণ্ডবৎ-প্রণাম, প্রার্থনা, নির্ম্মাল্যধারণ—এইসকল অর্চ্চনের অঙ্গ। ('অর্চ্চনদীপিকা'-গ্রন্থে 'নিবেদন')

দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহ-পূজাদি অবশ্য করণীয়। বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তির চিত্তসংযমের জন্য পূজার্চ্চন ও গায়ত্রী-জপাদি বিশেষ ফলপ্রদ। (পত্রামৃত, পত্র—৩)

ভগবৎসেবা ব্যতীত জীবের জড়াসক্তি হইতে মুক্ত হইবার উপায় নাই। এইজন্য শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রাদি স্মৃতিগ্রন্থ-অবলম্বনে শ্রীভগবানের পূজা বিহিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—সদ্‌গুরুর নিকট মন্ত্রাদিলাভ করত অর্চ্চন-প্রণালী অবগত হইয়া স্বীয় অভীষ্ট মূর্ত্তিতে ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনা কর্ত্তব্য। ('অর্চ্চন দীপিকা'-গ্রন্থে 'নিবেদন')

ভগবদর্চ্চন সদ্য চিত্তের প্রসন্নতা আনয়ন করে এবং ইহাই সর্ব্বাভীষ্ট লাভের হেতু। অর্চ্চন ব্যতীত বিষয়াকৃষ্ট ব্যক্তির অসৎসঙ্গ-ত্যাগাদি সম্ভব নহে। (ঐ)

''**যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেব-সমর্চ্চিতঃ। তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত॥**''—শ্লোকের ব্যাখ্যায় মহাজন জানাইয়াছেন—''নামভজনের পূর্ব্বে অর্চ্চাবতারের সেবা করিয়া জীবের কনিষ্ঠাধিকার হইতে উন্নত হইয়া মধ্যম-অধিকারে ভজনারম্ভ হয়।'' (ঐ)

অর্চ্চনে অধিকার-অনধিকার-বিচার—

দীক্ষাগ্রহণের পূর্ব্বে পূজার্চ্চন—বালক-বালিকার পুতুল-বিবাহ, সাজসজ্জা, রন্ধনাদির ন্যায় নিছক খেলাধূলা মাত্র। (পত্রামৃত, পত্র—৩)

অদীক্ষিত ব্যক্তির পূজা-অর্চ্চন শ্রীভগবান গ্রহণ করিতে পারেন না, আইন-সম্মতভাবে। অনূঢ়া-কন্যা যেরূপ বিবাহের পূর্ব্বে তাহার ভাবী স্বামীর সেবায় যোগ্যতা লাভ করেন না, তদ্রূপ। (ঐ)

অনুপনীত ব্রাহ্মণ কুমারের যেরূপ বেদাধ্যয়নে অধিকার নাই—উপনয়নেই সেরূপ অধিকার জন্মে, তদ্রূপ অদীক্ষিত ব্যক্তির পূজাদিতে অধিকার নাই; দীক্ষাগ্রহণের পরই উহা লাভ হয়। ('অর্চ্চন-দীপিকা'-গ্রন্থে 'নিবেদন')

বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই ভগবৎঅর্চ্চনে অধিকারী। (ঐ)

সদ্‌গুরুর নিকট পাঞ্চরাত্রিক-বিধানে দীক্ষিত চারবর্ণী-শঙ্কর-অন্ত্যজাদি-কুলে জাত ব্যক্তি স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে শ্রীশালগ্রাম-শিলার্চ্চনে অধিকারী। বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। (পত্রামৃত,পত্র-৩)

অর্চ্চনের অবশ্য কর্ত্তব্যতা—

কনিষ্ঠাধিকারীর পক্ষে পূজার্চ্চন-শিক্ষা এবং সংক্ষিপ্তভাবেও উহা অবশ্য করণীয়। ইহা দৈনন্দিন কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত। (পত্রামৃত, পত্র—১৮)

কনিষ্ঠাধিকারীর পক্ষে অর্চ্চন এবং মহাভাগবতগণের পক্ষে ভাবসেবা নিহিত। (পত্রামৃত, পত্র—৩)

পূজার্চ্চন সাধক-সাধিকার পক্ষে যেরূপ বিহিত হইয়াছে, আবার সিদ্ধ মহাত্মা-উন্নতাধিকারিগণও পূজার্চ্চনে তাঁহাদের ভাবময় প্রেমময় সেবা সংরক্ষণ করিয়া থাকেন। (পত্রামৃত, পত্র—৫৯)

শ্রীবিগ্রহসেবায় বিধি-নিষেধাত্মক বিবিধ উপদেশ—

ঠাকুরের সেবাপূজায় যে নীতি-আদর্শের কথা বৈষ্ণব-স্মৃতিগ্রন্থে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, কমপক্ষে তাহা অবশ্য পালন করিতে হইবে। (পত্রামৃত, পত্র—৭৬)

বাৎসল্য-রসে শ্রীবিগ্রহ বা শ্রীমূর্ত্তির সেবা করিতে হয়। শ্রীভগবান্ ঐভাবে সেবা গ্রহণ করিবেন বলিয়াই তাঁহার ঐ রূপ গ্রহণ ও সেবাসুযোগ দান। ঠাকুরের পূজার্চ্চন-সেবা করিয়া আমরাই ধন্য হইব। (পত্রামৃত, পত্র—১৮)

কীর্ত্তনাখ্য ভক্তি অর্থাৎ মহামন্ত্র কীর্ত্তন-মুখেই পূজার্চ্চন করিতে হইবে। (পত্রামৃত, পত্র—৩)

তুমি 'গুরুদেবতাত্ম' হইয়া শ্রীবিগ্রহের পূজার্চ্চন-সেবাদি নিষ্ঠার সহিত করিবে। শ্রীবিগ্রহ ও অর্চ্চালেখ্য-মূর্ত্তির পূজায় কি সাক্ষাৎসেবা হয় না? সাধনভজন কি সবই Theoritical? সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য হইতে আমরা জানিতে পারি, সেবাপূজা —বাস্তব, তাহা সাক্ষাৎভাবেই অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ বিচারে উহা পরোক্ষ বলিয়া মনে হইলেও, অধিকারীর পক্ষে উহাই বাস্তব সত্য। (পত্রামৃত, পত্র—৫৯)

সেব্যের উদ্দেশ্য কৃত ও সমর্পিত বস্তুই সাক্ষাৎসেবার পর্য্যায়ভুক্ত, তবে অধিকারভেদ বর্ত্তমান। সেই অধিকার লাভের নিমিত্তই সাধক-সাধিকার সাধন-ভজন ও ঈশোপাসনার প্রয়োজন। (পত্রাবলী, পত্র—১১)

তোমাদের গৃহে শ্রীগৌর-গোপাল, কৃষ্ণগোপাল, গুরুগোপাল প্রভৃতি নিত্যসেবিত ও সম্পূজিত হইতেছেন। তোমরা চেষ্টা করিলেই শ্রীমূর্ত্তি সাক্ষাদ্ভাবে তোমাদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিবেন এবং তোমরা আনন্দ ও শান্তিলাভ করিবে। (পত্রাবলী, পত্র—৩৭)

পূজক বা অর্চ্চক যখন শ্রীবিগ্রহের পূজার্চ্চন বা ভোগনিবেদন করেন, তখন তাহার পক্ষে যে ভূতশুদ্ধির ব্যবস্থা আছে, তাহাদ্বারাই চিত্তশুদ্ধি, ভাবশুদ্ধি প্রভৃতি হইলে অর্থাৎ ভগবানের সহিত সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হইলে অর্থাৎ জীবাত্মা-পরমাত্মা উভয়েরই নিত্য শুদ্ধ-সনাতনত্ব উপলব্ধি ও তদ্ভাবপ্রাপ্ত হইলেই ভগবান্ সেবকের পূজা ও তৎপ্রদত্ত অর্ঘ্য স্বীকার করিয়া থাকেন। (পত্রামৃত; পত্র—৪৬)

আমরা ভগবৎপ্রদত্ত বস্তুই তাঁহার সেবায় নিয়োগ করি ও উচ্ছিষ্টভোজী সেবক-সেবিকারূপেই তাঁহার অহৈতুকী করুণা প্রার্থনা করি। আমাদের নিজস্ব কোনরূপ বাহাদুরী নাই জানিবে। (পত্রামৃত; পত্র—৫০)

আমরা গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলেই করিয়া থাকি, অর্থাৎ আমাদের প্রকৃতপক্ষে কোন সহায়-সম্বল নাই। (পত্রামৃত; পত্র—৭৭)

সাক্ষাদ্ভাবে সেবাধিকার কীটানুকীটের পক্ষে সম্ভব নয় বলিয়া বিশেষ অধিকারে উহা লভ্য। লৌকিক-ব্যবহারিক জগতের কিছু কিছু বিচার-বিবেচনা

পারমার্থিক-ক্ষেত্রেও আসিয়া পড়ে, তজ্জন্য কিছু বাধা-নিষেধ এ-বিষয়ে আরোপিত হইয়াছে। বিধিমার্গে যাহা অবশ্য পালনীয়, রাগমার্গে তাহা অপ্রয়োজনীয় ও সকল বিধির অতীত। (পত্রামৃত; পত্র—৫৯)

তোমার শ্রীগোপালকে তুমি নিষ্ঠার সহিত সেবাপূজা কর। তিনিই তোমার জীবনস্বরূপ, তিনিই তোমার যথাসর্ব্বস্ব—ভক্তিদাতা, মুক্তিদাতা, প্রেমদাতা। পার্থিব জগতের কোন কিছুই সেই প্রেমময় ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে নাই। তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি আশ্রিতকে বঞ্চিত না করিয়া শ্রীচরণে স্থান প্রদান করেন। (পত্রামৃত; পত্র—৫৩)

ছয়প্রকার সৎসঙ্গের মধ্যে "**ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে**" অন্যতম অঙ্গ; তালের বড়া, থানুকুনির বড়া, হিঞ্চে শাক, কচু শাক, কচুর লতী, লাউ ঘণ্ট, মোচা ঘণ্ট, দুগ্ধ লকলকি—সবই স্নেহ ভালবাসার মাধ্যম বা উপকরণ। এস্থলে দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে এক গভীর আন্তরদর্শনের মধুর সম্পর্ক বিরাজিত। হাজার মাইল ব্যবধানেও ঐ স্নেহ-মমতা-প্রণয় পরস্পর উপলব্ধি হইয়া থাকে। তোমরা অন্তর দিয়া ঠাকুরের সেবাপূজা কর, তিনি বা তাঁহারা অবশ্যই সাক্ষাদ্ভাবে উহা গ্রহণ করিবেন। (পত্রামৃত; পত্র—৬৬)

গ্রীষ্মকালীন আম, লিচু ইত্যাদি ফল তুমি কি অর্চ্চালেখ্য-মূর্ত্তিকে ঐ সময়ে সমর্পণ কর নাই? যদি ঐগুলি নিবেদন করিয়া থাক, তবে তোমার সাক্ষাৎসেবার ফল হইয়াছে। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবকে নিবেদিত বস্তু তাঁহারা অবশ্যই গ্রহণ করেন, এই বিশ্বাস লইয়াই ত' পূজা-অর্চ্চনের ব্যবস্থা শাস্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং আমি প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে উহা গ্রহণ করিয়াছি, ইহা প্রমাণিত হইল। তুমি পরোক্ষ সেবাদ্বারা প্রত্যক্ষসেবারই ফল লাভ করিয়াছ, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। (পত্রাবলী; পত্র—৬)

তোমার নিকটে থাকিয়া আমি প্রত্যহ আহারাদি করি, তুমি কেন দেখিতে পাও না? ভালরূপ বিচার করিলেই অন্তরে উপলব্ধি করিবে ও দর্শন পাইবে। (পত্রামৃত; পত্র—১১)

শ্রীবিগ্রহের দর্শন যেরূপ কর্ণের দ্বারা সুষ্ঠুভাবে হয়, তদ্রূপ শ্রীহরি-গুরুর

সেবাপূজাও পরোক্ষভাবে অধিকতর সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইয়া থাকে। যাজ্ঞিক পত্নীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণের নিকটই অবস্থান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন শ্রীভগবান বলিলেন—'আমার নিকটে অবস্থান না করিয়া দূরে থাকিয়াই তোমরা আমার শ্রীনাম, রূপ, গুণ, লীলার অনুশীলন করিবে; তাহাতেই তোমাদের সুমঙ্গল নিহিত আছে।' এস্থলে মিলন হইতে বিরহ বা বিপ্রলম্ভ-ভাব শ্রেষ্ঠ। ইহাই শ্রীভগবান্ বিপ্রভার্য্যাগণকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। (পত্রাবলী; পত্র—৬)

তুমি প্রচুর পরিমাণে হরিনাম-গ্রহণ, গ্রন্থানুশীলন ও শ্রীবিগ্রহের সেবা করিতেছ বলিয়া আমার বিশ্বাস। তাহা হইতে কোনসময়েই বিরত হইবে না। সবকিছু মিলিয়া ভগবৎসেবার পূর্ণতা। এই পূর্ণতা কোনসময়ে কয়েকজন একত্রে মিলিয়া বিধান করেন। আবার লোকের অভাবে একজনকেই সেই পূর্ণসেবার দায়িত্ব লইতে হয়। পূর্ণতার ন্যূনতা না হওয়াই সাধন-ভজন। (পত্রামৃত; পত্র—৭৯)

একাদশী ও অন্যান্য তিথিতে উপবাসাদির ব্যবস্থা আমাদের আত্মকল্যাণের জন্য। তজ্জন্য শ্রীভগবান্ উপবাস করিবেন কেন? গিরিধারী ও শালগ্রাম-শিলা প্রভৃতিকে একাদশীতেও যথারীতি অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভোগ দিতে হইবে। স্মৃতিশাস্ত্রে এইরূপ নিয়ম আছে। (পত্রামৃত; পত্র—২৬)

প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহকে উপবাসী রাখিয়া বা কেবলমাত্র ফলমূল, মিষ্টাদি ভোগ দিয়া সেবার পূর্ণফল আশা করা যায় না। (পত্রামৃত; পত্র—৭৬)

গৃহে প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ যিনি বা যাঁহারা নিত্য অন্ন-ব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহারা কেবল ফলমূল-মিষ্টাদি খাইয়া কিরূপে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিবেন? তোমার গৃহের অন্যান্য ছেলেমেয়েরা কি রুখাশুখা খাইয়া কাটাইতে পারিবেন? সুতরাং যত অসুবিধাই হোক না কেন, প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহের অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভোগ নিবেদন করাই শাস্ত্রীয় দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য। (ঐ)

নিষ্কপট গৃহস্থগণ যথাসাধ্য উত্তম পূজোপকরণ-দ্বারা শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন ও উৎসবাদি করিবেন, এ-বিষয়ে কার্পণ্য করিলে বিত্তশাঠ্য দোষ হয় এবং ইহাতে সেবাবৃত্তি হ্রাস পায়। (''অর্চ্চন-দীপিকা''-গ্রন্থে 'নিবেদন')

মহাপ্রসাদ-তত্ত্ব

স্বল্পপুণ্যবান ব্যক্তির শ্রীমহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, শ্রীনাম ও বৈষ্ণবে অপ্রাকৃত বুদ্ধির উদয় হয় না বলিয়া বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাস কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণকে মহাপ্রসাদের পরিবর্ত্তে প্রাকৃত দ্রবিণাদি-দ্বারা বঞ্চনার আদেশ করিয়াছেন। (প্রবন্ধাবলী, ''গৌড়ীয়ের ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ'')

মহাপ্রসাদে দেশ-কাল-পাত্রের বিচার না থাকিলেও অশ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে ইহা প্রদানে নিষেধ আছে; শ্রীগীতা-মাহাত্ম্যে **''ইদন্তে নাতপস্কায়''** শ্লোকই তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

এই মহাপ্রসাদ বিতরণ বা পরিবেশন কার্য্যে আমাদের কোন কৃতিত্ব নাই; যাহা কিছু কৃতিত্ব—ভোগরন্ধনকারীর, ভোগপ্রদানকারীর এবং স্বয়ং ভোক্তা ও তাঁহার কৃপাবশেষ শ্রীমহাপ্রসাদের। (ঐ)

শ্রীগৌরাঙ্গ-বিনোদবিহারীর ভোগরন্ধনকারিণী স্বয়ং শ্রীলক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া এবং শ্রীমতী রাধারাণী। শ্রীকৃষ্ণ-মনোঽভীষ্ট-পূরণকারিণী শ্রীরাধিকার পক্ক অন্ন-ব্যঞ্জনাদি-সামগ্রীই শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্য এবং উক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদই শ্রীরাধার পরমপ্রিয় ও তাহাতেই তিনি বিশেষ প্রীতিলাভ করেন। শ্রীরাধিকার সহচরী ললিতাদি সখীগণই শ্রীরাধার অবশেষের অধিকারিণী। রূপানুগশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মই জীবের অধিকারানুসারে সেই মহাপ্রসাদ আস্বাদন করাইয়া পরিতৃপ্ত হন। (ঐ)

কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ ভক্ত-ভক্তুশেষ হইলে মহা-মহাপ্রসাদ আখ্যাপ্রাপ্ত হয় এবং অসীম ক্ষমতা ধারণ করে। নিগম কল্পতরুর প্রপক্ক অমৃত ফল শ্রীশুকমুখ হইতে নিঃসৃত হওয়ায় অর্থাৎ শ্রীরূপানুগ-গুরুবর্গের মুখসংলগ্ন হওয়ায় মধুর হইতেও সুমধুর আস্বাদযুক্ত হইয়াছে। (ঐ)

ভোগরন্ধনকারী শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণী এবং তদনুগতা বার্ষভানবীদয়িতদাস শ্রীরাধিকার 'নয়নমণি' ও কৃতিরত্ন-গুণান্বিতা 'বিনোদমঞ্জরী'র আনুগত্য ব্যতীত আমাদের কোনদিনই ভোগ-রন্ধন-সেবার সাহায্যকারিণী ও মহাপ্রসাদ-বিতরণকারিণীর অধিকার মিলিবে না, ইহা ধ্রুবসত্য। (ঐ)

আনুগত্য ব্যতীত যে ভোগরন্ধনাদির অপচেষ্টা, তাহা কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্তের দগ্ধপিণ্ডাদিই সৃষ্টি করিবে—তাহাতে বাস্তব সেবাফল না মিলিয়া সেবাপরাধেরই আবাহন করে মাত্র। (ঐ)

গ্রন্থ-ভাগবত ও তদনুশীলন

শাস্ত্রচর্চ্চার অবশ্য-কর্ত্তব্যতা—

যখন প্রত্যক্ষ সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে বাধার সৃষ্টি হয় বা ঐরূপ সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, তখনই গ্রন্থরূপী সাধুসঙ্গের ব্যবস্থা গ্রহণের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। (পত্রামৃত, পত্র—৪)

তোমাদের ওখানে সৎসঙ্গের অভাব লিখিয়াছ। সৎগ্রন্থাবলী তোমার পরোক্ষ সাধুসঙ্গ। তথাপি তোমাদের দেশে সৎসঙ্গের অভাব লিখিয়াছ কেন? যাঁহারা সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপা লাভ করিয়াছেন, তাহাদের সাধুসঙ্গের অভাব হইবে কেন? (পত্রামৃত, পত্র—৩৭)

প্রত্যহ শ্রীবিগ্রহের পূজার্চ্চন ও গ্রন্থাদি আলোচনার অভ্যাস রাখা প্রয়োজন। (পত্রামৃত, পত্র—৫৭)

স্মরণ না থাকিলেও শাস্ত্রাধ্যয়ন ও আলোচনা একান্ত কর্ত্তব্য। (পত্রামৃত, পত্র—৭০)

'জীবনের ঠিক নাই' বলিয়াই গ্রন্থাদি আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন। উহাতে সময় যে-কোনরূপে Allot করিতে হইবে। (পত্রামৃত, পত্র—৭৪)

গ্রন্থ-ভাগবত মহিমা—

বাস্তব নিত্যশুদ্ধ সনাতন আত্মধর্ম্মের Spiritual Encyclopaedia—শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিচারও এই শাস্ত্র-শিরোমণির ক্রোড়ীভূত। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এই গ্রন্থ-চক্রবর্ত্তী শ্রীমদ্ভাগবতে তত্ত্বসিদ্ধান্ত পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। তজ্জন্য ইহা বেদান্তদর্শনের ও মহাভারতের অর্থ-নির্ণায়ক, গায়ত্রীর ভাষ্য ও বেদার্থ-প্রকাশক মৌলিক মহাগ্রন্থ। "**বিদ্যা ভাগবতাবধিঃ**।" (প্রবন্ধাবলী, "গৌড়ীয়ের একোনচত্বারিংশ বর্ষ")

এই শ্রীমদ্ভাগবত—ভগবানের সাক্ষাৎ শব্দময়ী-বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি—পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ শ্রীবিগ্রহ। (পত্রাবলী, পত্র—৩৮)

শ্রীকৃষ্ণবিরহ-কাতর উদ্ধব ভক্তগণের নিমিত্ত আরও কিছুদিন ধরাধামে প্রকট থাকিবার অনুরোধ জানাইলে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অপ্রাকৃত তেজ ভাগবত-গ্রন্থে সঞ্চারিত করিয়া স্বধামে গমন করেন এবং বাঙ্ময়ী-মূর্ত্তিতে ভাগবত-সিন্ধুমাঝে প্রবিষ্ট হন। ("শ্রীমদ্ভাগবত-সপ্তাহ শ্রবণমহিমা ও পারায়ণ-বিধি")

জ্ঞান ও বৈরাগ্যের সহিত ভক্তিদেবীকে শুকদেব শ্রীমদ্ভাগবতে সংস্থাপিত করায় ইহাই গ্রন্থ-সম্রাট্রূপে জগতে বিখ্যাত। (ঐ)

আম্রবৃক্ষের রসপুষ্ট হইয়া আম্রফল সুস্বাদু হইলেও যেরূপ সেই রস বৃক্ষাভ্যন্তরে লক্ষ্য করা যায় না, দুগ্ধমধ্যে যেরূপ ঘৃত লুক্কায়িত থাকে, ইক্ষুর মধ্যে শর্করা পরিব্যাপ্ত থাকে, সেইরূপ এই শ্রীভাগবত বেদোপনিষদ হইতে জাত হইলেও তদপেক্ষা স্বীয় বৈশিষ্ট্য স্থাপন করিয়াছেন। (ঐ)

বেদব্যাস স্বয়ং মহাভারত অপেক্ষা শ্রীমদ্ভাগবতকেই উন্নততম গ্রন্থরাজ বলিয়া বহুক্ষেত্রে বর্ণনা ও প্রমাণ করিয়াছেন। ("মহাভারতের আবির্ভাব কাল ও ইতিবৃত্ত")

যে গৃহে নিত্য ভাগবত কথা আলোচিত হয়, সেই গৃহ তীর্থ-স্বরূপ। (প্রবন্ধাবলী, "শ্রীমদ্ভাগবত-সপ্তাহ শ্রবণ-মহিমা ও পারায়ণ-বিধি")

যিনি পরাগতি লাভ করিতে ইচ্ছুক, তিনি এই শাস্ত্রের (অন্ততঃ) শ্লোকার্দ্ধ বা শ্লোক-পাদ নিত্য স্বমুখে কীর্ত্তন করুন। (ঐ)

তীর্থযাত্রাদি পরিশ্রমের কি প্রয়োজন? কৃষ্ণপ্রিয়া সর্ব্বপাপ-বিনাশিনী ভক্তি-মুক্তি-প্রাপিকা এই শুকশাস্ত্র-রসকথা অবিরত শ্রবণ করুন। (ঐ)

শ্রীমদ্ভাগবতই জীবের নিখিল আশা পরিপূরণ করিতে সমর্থ এবং ইহাদ্বারাই অশেষ শোক-দুঃখ-জাড্য বিনাশপ্রাপ্ত হয়। (ঐ)

শ্রীমদ্ভাগবত স্বয়ং কৃষ্ণ-অবতার। যিনি ইহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পঠন ও শ্রবণ করেন, তিনি অনায়াসে গোলোক-গতিলাভে সক্ষম হন। (ঐ)

গঙ্গা, গয়া, কাশী, পুষ্কর, প্রয়াগও শ্রীশুকদেব-কথিত শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রকথার ফলের সহিত সমান হইতে সক্ষম নয়। ওঁকার, গায়ত্রী, পুরুষসূক্ত-মন্ত্র, বেদত্রয়, দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র, মহাদ্বাদশী, তুলসী, ভগবান্ শ্রীপুরুষোত্তম ও শ্রীমদ্ভাগবতকে তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ অপৃথক্ দর্শন করেন না। (পত্রাবলী, পত্র—৩৮)

শ্রীভাগবত-অনুশীলনে বিধি-নিষেধাত্মক উপদেশ—

ভাগবত শ্রবণ-কীর্ত্তন—ভক্তির প্রধান সাধন। ভগবান্ ও তদনুগত ভক্তকেই 'ভাগবত' বলে। শব্দব্রহ্মই গ্রন্থাকারে শ্রীমদ্ভাগবত; তাঁহার উপাসনাই ভাগবত-কীর্ত্তন। শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলাকথার শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদিই বাস্তব উপাসনা। (পত্রামৃত, পত্র—৫২)

শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই সর্ব্বারাধ্য-তত্ত্ব। তাঁহার আরাধনায় জীবের সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি। ইহা জানিয়াই শ্রীমদ্ভাগবত-আলোচনা কর্ত্তব্য। (ঐ)

"**বিদ্যা ভাগবতাবধিঃ।**" মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি নিঃশেষিত হয়, ভাগবতের তাৎপর্য্য অনুধাবন করিতে গিয়া। "**ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাহারে। সেই সে ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে॥**"—ইহা স্মরণ রাখিয়াই আমাদের শাস্ত্রানুশীলন প্রয়োজন। (গৌড়ীয়ের একোনচত্বারিংশ বর্ষ)

নিজ ক্ষুদ্রবুদ্ধির দ্বারা শাস্ত্রালোচনা করিয়া গুরুতত্ত্ব ও ভগবৎতত্ত্ব কখনই অনুধাবন করা যায় না। তাঁহাদের অহৈতুকী করুণা হইলেই সকল বিষয়ে সামর্থ্য

লাভ হয়। "**দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে**"—ইহাই অতীন্দ্রিয় বস্তু লাভের বিশেষ অধিকার। (পত্রামৃত, পত্র—৬২)

অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবেই শাস্ত্রে তত্ত্বজিজ্ঞাসা ও তাহার সদুত্তর বা সৎ-সমালোচনার নির্দ্দেশ রহিয়াছে। যাহারা তত্ত্বদর্শী নহেন, তাহারা (*কেবল*) ব্যতিরেকমুখী আলোচনায় নিজদিগকে আবদ্ধ রাখেন—আর, যাহারা নিরপেক্ষ বা তত্ত্বদর্শী, তাঁহারা মুখ্য-গৌণভাবে বিষয়বস্তু অনুশীলন করিলেও লক্ষণা অপেক্ষা অভিধাবৃত্তিরই প্রাধান্য স্থাপন করেন। (গৌড়ীয়ের একচত্বারিংশ বর্ষ)

যিনি ভাগবত যথার্থ আস্বাদন করিয়াছেন, তিনি ভাগবত-রূপ অমৃতফল সর্ব্বজীবে বিতরণ করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত থাকেন। তিনি আর ঘরে থাকিতে পারেন না। তিনি অযাচক হইয়া সকলের দুয়ারে দুয়ারে বিনামূল্যে নিঃস্বার্থ হইয়া ভাগবতগীতি গাহিয়া বেড়ান। এইরূপ নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবত জগতে বিরল। (প্রবন্ধাবলী, "অপরাধ-ভঞ্জনের পাট ও শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত")

অভিধেয় কৃষ্ণকীর্ত্তন অকিঞ্চনের গোচরীভূত। নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতই ভাগবত- শাস্ত্রের অধ্যাপক হইতে পারেন। সেইরূপ গোস্বামীই ভাগবতের প্রকৃত পাঠক। (ঐ)

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী, ছয় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী, শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য ভাগবত-অধ্যাপকের দৃষ্টান্তস্বরূপ। তাঁহাদের আনুগত্যেই আমাদের শ্রীভাগবত-পাঠের অধিকার। তাঁহাদের আনুগত্য ব্যতীত আমাদের ভাগবত পাঠ বা কীর্ত্তন কেবল নিজ ইন্দ্রিয়তোষণের জন্য—তাহা শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর উপদিষ্ট পঞ্চ প্রধান সাধন-ভক্তির অন্যতম নহে—তাহা কেবল সেবা-অপরাধ ও নাম-অপরাধ। (ঐ)

শাস্ত্রাধ্যয়ন-অনুশীলনে যে বিশেষ অধিকার-বিচার আছে, ইহা যাহারা মানিতে চাহে না, তাহারাও ন্যূনাধিক নাস্তিক ও অদূরদর্শী। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতে রাসপঞ্চাধ্যায়-শেষে "**নৈতৎ সমাচ্চরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ**" বাক্যে যে অনধিকার এবং অপ্রাকৃত কবি শ্রীজয়দেব গোস্বামী শ্রীগীতগোবিন্দে "**যদি হরিস্মরণে সরসং মনঃ, যদি বিলাস-কলাসু কুতূহলম্**"—উক্তিতে যে অধিকার নির্ণয় করিলেন, তাহা কি প্রাকৃত পণ্ডিতম্মন্য সাহিত্যিক-কবি-

ঔপন্যাসিক-ঐতিহাসিকগণের বোধগম্য হইবে না? (প্রবন্ধাবলী, ''গৌড়ীয়ের অষ্টাবিংশতি বর্ষ'')

''গোস্বামী'' অভিমানী বা নামধারী, (*কিন্তু*) ''অদান্তগো'' বা ইন্দ্রিয়ের দাস যাহারা, তাহারা কপট—কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠালোলুপ ; তাহাদের ভাগবত-পাঠের অধিকার নাই। (''অপরাধ-ভঞ্জনের পাট ও শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত'')

এক ভাগবত—ভাগবত-শাস্ত্র এবং আর এক ভাগবত—ভক্তিরসের পাত্র ভক্ত-ভাগবত অর্থাৎ বৈষ্ণব। অতএব যাহাদের এই দুই ভাগবতের কোনও একজনের চরণে অপরাধ আছে, তাহাদের মুখে ভাগবতের কথা কীর্ত্তিত হয় না। (ঐ)

আজকালকার ভাগবতবিক্রেতাগণ দেহে আত্মবুদ্ধিবশতঃ জন্ম প্রভৃতি দ্বারা গর্ব্বান্বিত হইয়া নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতগণকেও উল্লঙ্ঘন করিতে কুণ্ঠিত নহেন। সুতরাং তাহারা দুই ভাগবত-চরণেই অপরাধী। (ঐ)

প্রথমতঃ তাহারা ভগবানের বিগ্রহ ভাগবতকে নিজ ইন্দ্রিয়তোষণের যন্ত্ররূপে পরিণত করিয়া ভাগবত-শাস্ত্রের নিকট অপরাধী, দ্বিতীয়তঃ দাম্ভিকতাহেতু তাহারা বৈষ্ণব-চরণে অপরাধী। অতএব তাহারা ভাগবত পড়িয়াও ভাগবতের মর্ম্মার্থ বুঝিতে পারে না। তাহাদের মুখে ভাগবত কীর্ত্তিত হইবে কি প্রকারে? (ঐ)

নামাপরাধীর মুখে ভাগবত শুনিয়া অপরাধ-বর্দ্ধন ছাড়া আর কি ফল হইবে? পয়সা দিয়া বা না দিয়া অপরাধ কিনিয়া লাভ কি? একজন নামাপরাধ করিবে, আর তাহা শুনিয়া আমার নাম শ্রবণ হইবে, ইহা হইতে পারে না। (ঐ)

ভক্ত-ভাগবতগণের রচিত গ্রন্থাবলী-অনুশীলন

অপ্রাকৃত কবি, সাহিত্যিক ও পণ্ডিতগণের অনুভব-সিদ্ধ সিদ্ধান্ত-আলোচনায় হরিভক্তি লাভ হয় এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৈষ্ণব-মহাজনগণের রচনাদির অনুশীলনদ্বারা শ্রদ্ধা দৃঢ়ীভূতা হয়। (প্রবন্ধাবলী, ''গৌড়ীয়ের চতুর্ব্বিংশ বর্ষ'')

মহাজন-বাণী বা আপ্তবাক্যই আমাদিগকে প্রকৃত গন্তব্যস্থানে পৌঁছাইয়া দিতে সক্ষম। লোকোত্তর মহাপুরুষগণের প্রবন্ধ-নিবন্ধাদি আলোচনা ও অনুশীলনদ্বারা

তাঁহাদের শুভেচ্ছা-শুভাশীর্ব্বাদ ও আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ করা যায়। (প্রবন্ধাবলী, ''গৌড়ীয়ের ষট্‌ত্রিংশ-বর্ষ'')

ভজনপথে অগ্রসর হইতে গেলে ''সাধনপথ'' অর্থাৎ শ্রীশিক্ষাষ্টক, শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টক, শ্রীউপদেশামৃত, শ্রীমনঃশিক্ষা, শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি, স্বনিয়ম-দ্বাদশকম্, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, দশমূল-নির্য্যাস, শ্রীজৈবধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (শ্রীবলদেব ও শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা), শ্রীমদ্ভাগবত (চক্রবর্ত্তি-টীকা ও শ্রীধরস্বামী-টীকা), ষট্‌সন্দর্ভ, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও অন্যান্য প্রকরণ-ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলি আলোচনার প্রয়োজন। (পত্রামৃত; পত্র-৪৭)

তুমি শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি, মনঃশিক্ষা, উপদেশামৃত প্রত্যহ ভালরূপে আলোচনা-অনুশীলন করিলে মনে বল পাইবে। জাগতিক ভাল-মন্দ তখন তোমাকে উদ্বেগ দিতে পারিবে না। (পত্রামৃত; পত্র—৪৮)

দশমূল-শিক্ষা ও নির্য্যাস পান করিলে পার্থিব জগতের প্রাকৃত কামনা-বাসনা বিদূরিত হইয়া ভগবদ্ভক্তি ও প্রেমপ্রীতির অধিকার লাভ করা যায়। বিশেষ সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণই ঐরূপ সুযোগ-সুবিধা লাভে ধন্যাতিধন্য হন। (পত্রামৃত; পত্র—৫০)

মহতের জীবনী ও বাণী একই তাৎপর্য্যপর, উহা অনুশীলন ও আলোচনা করিলে সাধক-সাধিকার আত্মকল্যাণ লাভ হয়। (পত্রাবলী; পত্র—১)

সকল গ্রন্থ পড়িয়া তাহার বিশেষ Note রাখিবে। ইহাতে পরে বহু সুবিধা হইবে। (পত্রামৃত; পত্র—১৬)

নিজে গ্রন্থ পাঠ করিয়া হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের সম্যক্‌ফল অনেক সময় পাওয়া যায় না। তজ্জন্যই সাধু-গুরু-মুখনিঃসৃত-বাণী শ্রবণের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। সিদ্ধমন্ত্রেই নিখিল শক্তির আবির্ভাব এবং উহাই বিশেষ ফলপ্রদ। তজ্জন্য ভক্তের শ্রীমুখ-বিগলিত হরিকথায় অধিক উপকার ও কল্যাণ নিহিত আছে। (পত্রাবলী ; পত্র—১০)

অন্যান্য বাণী-সেবা—

তুমি অবসরমত প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবে। ইহাও বাণীর সেবা জানিবে। **"সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তার হিয়া, বিনোদের সেই সে বৈভব।"**—সুতরাং ইহাদ্বারা শুদ্ধা সরস্বতী—সিদ্ধান্তবাণীর, তথা বিনোদবাণীর সেবালাভের সুযোগ হয়। (পত্রাবলী, পত্র—৭)

পত্রিকায় প্রবন্ধ দেওয়াও ভগবদ্-অনুশীলন ও সেবা। কেননা প্রবন্ধ লিখিতে হইলে বহু শাস্ত্রীয় তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত-আলোচনা ও অভ্যাসের প্রয়োজন। গ্রন্থরাজি—পুষ্পস্তবক; তোমাকে প্রবন্ধ-কবিতা-রূপ পছন্দসই মাল্য রচনা করিতে হইবে। ইহাতে ছন্দ, ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও রুচিজ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কিন্তু উহাই কেবল কাব্য-প্রবন্ধাদির চরম বিষয় নহে। রচনার মূল লক্ষ্য হইবে—অন্তর্ম্মুখী বা ভক্তিমুখী। (পত্রাবলী, পত্র—১)

যাঁহারা ব্যক্তিগত স্বার্থে গ্রন্থাদি সংগ্রহ করেন, তাঁহাদিগকে শাস্ত্রকারগণ 'কৃপণ', 'অনুদার' আখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা সার্ব্বজনীন কল্যাণের নিমিত্ত মঠ-মিশনের গ্রন্থাগারের কলেবর বৃদ্ধি-মানসে দুর্ল্লভ ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসংগ্রহে ব্যাপৃত থাকেন, নিশ্চয়ই তাঁহারা গৌড়ীয় গোস্বামী গুরুবর্গ ও রূপানুগ বৈষ্ণবগণের বিশেষ আশীর্ব্বাদের পাত্র। বহুপ্রকার সেবার মধ্যে এইরূপ সেবা—বৈশিষ্ট্য স্থাপন করে এবং ইহাতে পারমার্থিক কল্যাণ নিহিত আছে। (পত্রামৃত, পত্র—৬৮)

ধামবাস ও ধাম-পরিক্রমা

শ্রীধামবাস-বিচার—

প্রাথমিক অবস্থায় লীলার অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি না হইলেও শুদ্ধহৃদয়ে অপ্রাকৃত শ্রীধামের স্বরূপ স্ফূর্ত্তি হয়। চিন্ময় ধামের বৈশিষ্ট্য অযোগ্য ও অনধিকারীকেও স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করে। গৌড়-ব্রজবনের অভেদত্ব-বিচারে শ্রীধামবাসের যোগ্যতা ও চিন্ময়ত্ব এবং শ্রীধাম-স্বরূপ উপলব্ধি হয়। (পত্রাবলী, পত্র—২৭)

"শ্রীমথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ" অর্থাৎ শ্রীমথুরাধামে বাস—কৃষ্ণবসতিস্থলে অবস্থান। শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ গৌড়ীয়াচার্য্যবর্গ শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমিকে চিন্তামণি জানিয়া কৃষ্ণবসতিস্থল শ্রীমথুরাবাসের অধিকার-লাভের প্রার্থনা জানাইয়াছেন। (পত্রামৃত, পত্র—৬৯)

তাঁহারা দাক্ষিণাত্য-শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল-ব্রজমণ্ডলাদি ধামবাসের সহিত মথুরাবাসের অভিন্নত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন—তথায় শ্রীগৌরবিলাসভূমি শ্রীমায়াপুরাদি-ধামবাসের সহিত ব্রজভূমি-বাসের অভেদত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। (ঐ)

শ্রীগৌর-ব্রজধামের ভেদবাদিগণের তথাকথিত মথুরাবাসের আড়ম্বর, ছলনা বা অহঙ্কারকে প্রাকৃত ভোগময় অধোগতিপ্রদ বলিয়া বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (ঐ)

যাঁহারা গৃহে থাকিয়া শ্রীধাম ও ধামবাসীগণের মহিমা ও মাহাত্ম্য আলোচনা করেন, তাহারাও ধামবাসী। **"যেদিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়"**—ইহাই সাধু-মহাজন বাণী। (পত্রামৃত, পত্র—৯)

বারম্বার শ্রীধাম-দর্শনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতে হইবে এবং অন্তরে সর্ব্বদাই শ্রীধামদর্শন ও তথায় বাসের সঙ্কল্প লইতে হইবে। **যেখানেই থাক না কেন, অপ্রাকৃত চিন্ময় শ্রীধামের স্ফূর্ত্তিলাভই মূল কথা।** (পত্রামৃত, পত্র—৭)

তোমার বিশেষ আকাঙ্ক্ষা থাকিলে ও কাতর প্রার্থনা জানাইলে শ্রীভগবান্ তোমাকে শ্রীধামেই বাসস্থান দিবেন। **শ্রীধামে জন্মগ্রহণ করিলেও তদ্রূপবৈভব শ্রীধামের করুণা লাভ করিলে আমাদের জীবন ধন্য হয়।** (পত্রামৃত, পত্র—৩৭)

নবদ্বীপ বা বৃন্দাবন-বাস মুখ্য নহে, গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা ও সেবালাভই সকল ব্যাপারে সিদ্ধিপ্রদ। (পত্রামৃত, পত্র—৬১)

শ্রীধামে অপ্রাকৃত ধামবাসিগণই অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহার সেবার অধিকারী, তথায় ধামাপরাধী দুর্জ্জনগণের কোন স্থান নাই বা থাকিতে পারে না। শ্রীধামের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যরাশি তাঁহাদের কখনই দর্শনের বিষয়ীভূত বস্তু নহে। "**দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ। উলূকে না দেখে যৈছে সূর্য্যের কিরণ॥**" আবার, "**অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়। কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥**" (প্রবন্ধাবলী, "গৌড়ীয়ের ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ")

বাহ্যে বৃন্দাবন-বাস না হইলেও অন্তরদর্শনে সর্ব্বদা বৃন্দাবন-বাসের ব্যাঘাত হয় না। "**যথায় গুরুবৈষ্ণবগণ, সেইস্থান বৃন্দাবন, সেইস্থানে আনন্দ অশেষ॥**" গুরুবৈষ্ণবগণের সার্ব্বকালিক সান্নিধ্য লাভ করার জন্যই সাধন-ভজন-প্রচেষ্টা। (পত্রামৃত, পত্র—৭৯)

বৈষ্ণবগণ অপ্রাকৃত বৃন্দাবনেই বাস করিয়া থাকেন। তাঁহারা যেখানেই অবস্থান করুন না কেন, ভৌমজগতের অন্তর্গত মনে হইলেও তাহাই চরম প্রাপ্যস্থান শ্রীব্রজধাম। তজ্জন্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—"**যথায় বৈষ্ণবগণ, সেইস্থান বৃন্দাবন, সেইস্থানে আনন্দ-অশেষ।**" সমদর্শী সাধু অপ্রাকৃত ভাবে বিভাবিত হইয়া যে কোন অবস্থা ও পরিবেশকে নিজের ভজনানুকূল বলিয়া দর্শন ও গ্রহণ করিয়া থাকেন। (পত্রাবলী, পত্র—১৪)

সেবাচিন্তাই ভজন; যেস্থানে থাকিয়া সেই সুযোগ পাওয়া যায়, সেই স্থানই শ্রীবৃন্দাবন বা শ্রীনবদ্বীপ-ধাম। (পত্রাবলী, পত্র—১৩)

শ্রীগৌর-ধাম ও গৌড়-মণ্ডলের বৈশিষ্ট্য—

সাধারণতঃ শ্রীনবদ্বীপধামকে গুপ্ত-বৃন্দাবন বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে নবদ্বীপ 'গুপ্ত-বৃন্দাবন' অথবা বৃন্দাবনই 'গুপ্ত-নবদ্বীপ'—ইহা বলা কঠিন। (*কারণ*) শ্রীল

রূপ-সনাতনাদি ষড়্গোস্বামিগণ, শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি পরম মুক্তগণ শ্রীধাম বৃন্দাবনে বাস করিয়া শ্রীগৌরলীলা আস্বাদন করিয়াছেন, আবার শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভৃতি শ্রীগৌর-নিজজনগণ শ্রীধাম-নবদ্বীপে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণলীলা আস্বাদন করিয়াছেন। তথাপি শ্রীগৌর-স্বরূপের, শ্রীগৌরনামের ও শ্রীগৌরধামের বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। ("শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য ও পরিক্রমা-গ্রন্থাবলী"-গ্রন্থে 'নিবেদন')

"**কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার**"—অপরাধী ব্যক্তিগণ কোটী কোটী জন্মে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিলেও কৃষ্ণপ্রেম পাইবে না; কিন্তু "**গৌর-নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার। নাম লৈলে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার॥**" সেইপ্রকার গৌরধামও পরম উদার এবং মহাবদান্য। আবার শ্রীগৌর ও গৌরধাম শ্রীনবদ্বীপের ভজন এবং কৃপা বিনা বৃন্দাবনের দর্শন এবং কৃপালাভ হয় না। তাই শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ এইরূপ জানাইয়াছেন, (শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ ৭৮)—**আরাধিতং নববনং ব্রজকাননং তে, নারাধিতং নববনং ব্রজ এব দূরে। আরাধিতো দ্বিজসুতো ব্রজনাগরস্তে, নারাধিতো দ্বিজসুতো ন তবেহ কৃষ্ণঃ॥** (ঐ)

শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ শ্রীগৌরসুন্দর এবং বৃন্দাবনই শ্রীনবদ্বীপধাম বলিয়া শাস্ত্রাদিতে উক্ত হইয়াছে। উভয় তত্ত্ব ও উভয় ধামই নিত্য। ইহাতে প্রাকৃত স্থান-কাল-পাত্র-বিচারের কোন অবকাশ নাই। তত্ত্ব ও লীলার নিত্যত্ব বিধায় মহাজনগণই শ্রীগৌরচন্দ্র ও তৎধামের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও বৃন্দাবনধামের ভজন-রীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। (ঐ)

শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়গণের ভজন-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহারা ব্রজে থাকিয়া নবদ্বীপ-ধামের অনুক্ষণ চিন্তা করেন। আবার গৌড়ভূমি নববনে বাস করিয়া ব্রজজনের স্মরণে নিমগ্ন থাকেন। তজ্জন্যই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—"**শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি, তাঁর হয় ব্রজভূমে বাস**", "**বড় কৃপা করি, গৌরবন মাঝে, গোদ্রুমে দিয়াছ স্থান। আজ্ঞা দিলা মোরে এই ব্রজে বসি, হরিনাম কর গান॥**" ইত্যাদি। (পত্রাবলী, পত্র—১৩)

যাঁহারা গঙ্গাতীরে ভজনকুটীর বাঁধিয়া নিত্য গঙ্গাদর্শনপূর্ব্বক শ্রীহরিনাম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের পরম সৌভাগ্য। তাই বৈষ্ণব মহাজন গাহিয়াছেন, **"বৃন্দাবনাভেদে নবদ্বীপধামে বাঁধিব কুটিরখানি। শচীর নন্দন চরণ-আশ্রয়, করিব সম্বন্ধ মানি॥"** (পত্রামৃত, পত্র—৭৩)

যাঁহারা গৌরতীর্থ-গৌড়মণ্ডলে সুর-সরিৎ-উপকণ্ঠে ভক্তিপূর্ব্বক ব্রজরস-রসিকগণের পাদপদ্ম-সেবাভিলাষে শ্রীযুগলবিগ্রহ শ্রীরাধা-বিনোদবিহারীর বিশ্রম্ভসেবায় মগ্ন, তাঁহাদের ভাগ্যের পরিসীমা নাই। শ্রীভগবানের ভজনশীল গৃহ 'গোলোক'-নামে অভিহিত। নিত্য শ্রবণ-কীর্ত্তনে মুখরিত সেবোপযোগি-উপকরণে সজ্জিত হওয়ায় এবং ঐ স্থান লীলা-উদ্দীপক হওয়ায় সেবা-সৌন্দর্য্যে প্রস্ফুটিত হইয়া ভক্তের নয়ন-মন আকুলিত ব্যাকুলিত হয়। (ঐ)

শ্রীধাম-বাসে সাবধানতা—

শ্রীধামকে জড়গ্রাম-বুদ্ধি করিলে ধামাপরাধ আসিয়া পড়ে। শ্রীধামের কৃপাদ্বারাই তাঁহার চিন্ময় স্বরূপোপলব্ধি হইয়া থাকে, তখনই তাঁহার নিষ্কপট করুণার পরিচয় পাওয়া যায়। **"মায়া কৃপা করি জাল উঠায় যখন। আঁখি দেখে সুবিশাল চিন্ময় ভবন॥"**—ইহাই অপ্রাকৃত দর্শন। শ্রীধাম, ধামেশ্বর, ধামাশ্রিত সাধুগণের প্রতি অবজ্ঞা প্রভৃতিও ধামাপরাধের অন্তর্গত। (পত্রাবলী, পত্র—২৩)

আমাদের শ্রীধামে গ্রাম বুদ্ধি না হয়, আবার শ্রীভগবানের আবির্ভাব-স্থলী—লীলাস্থলীকে প্রাকৃত-বুদ্ধি না করি। শ্রীধাম ও তীর্থস্থানকে সমপর্য্যায়ভুক্ত করিলে অপরাধ হয়। (পত্রাবলী, পত্র—৩৮)

ধামাপরাধ-আবাহন করা অপেক্ষা দূরে থাকিয়া শ্রীধাম ও ধামবাসীর সেবাকাঙ্ক্ষা ও তাঁহাদের স্মরণ বহুগুণে শ্রেষ্ঠ এবং তজ্জন্য স্বীয় দুর্ভাগ্য ও দুর্দ্দৈবই দায়ী—এইরূপ চিন্তা অমানী-মানদ-ধর্ম্মেরই আনুকূল্য বিধান করে। (পত্রাবলী, পত্র-২৩)

তীর্থযাত্রা, শ্রীধামদর্শন ও পরিক্রমা—

বৈষ্ণবগণের সঙ্গে শ্রীধাম-তীর্থাদি দর্শনের নির্দ্দেশ শাস্ত্রে রহিয়াছে। যদি গুরুবৈষ্ণবের আদেশ ব্যতীত তোমরা কোন কাজ করিবে না—এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া থাক, তাহা হইলে বৈষ্ণবহীন তীর্থযাত্রায় নিশ্চয়ই আমার সম্মতি থাকিতে পারে না, জানিয়া রাখা ভাল। (পত্রামৃত, পত্র—৬৫)

তীর্থদর্শন অনেকেরই হইয়া থাকে, কিন্তু **"তীর্থফল—সাধুসঙ্গ"**—ইহা অনেকেরই অজ্ঞাত বিষয়। তীর্থ ও শ্রীধামে যে পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা সৎসঙ্গ-ফলেই অবগত হওয়া যায়। (পত্রাবলী, পত্র-১৩)

তোমরা নির্ব্বিঘ্নে শ্রীমথুরা-বৃন্দাবনের যাবতীয় স্থান ও শ্রীবিগ্রহাদি মহাজন-গণের আনুগত্যে দর্শন করিবে এবং শ্রীধাম-মাহাত্ম্য-শ্রবণ-কীর্ত্তনে জীবনের সফলতা-অর্জ্জনে চেষ্টাবিশিষ্ট হইবে। যাহাদের সাক্ষাদ্দর্শনের সুযোগ-সুবিধা নাই, তাহাদের জন্য পরোক্ষভাবে কীর্ত্তন-স্মরণ ব্যতীত অন্যরূপ ব্যবস্থা নাই। (পত্রামৃত, পত্র-৬৮)

গৃহে থাকিয়া কার্ত্তিক-ব্রত পালন করা দায়ে পড়িয়া করা। **"তীর্থে তু কার্ত্তিকং কুর্য্যাৎ"**—এই শাস্ত্রবাক্যানুসারে কোন ধাম বা তীর্থে গিয়াই দামোদর-ব্রত পালনের বিশেষ উপদেশ আছে। (পত্রামৃত, পত্র—৭৬)

শ্রীউর্জ্জাব্রত-উদ্‌যাপন শ্রীধামেই করিবার বিধি আছে। সেই সুযোগ তাই বলিয়া সবার পক্ষে প্রতিবারই সম্ভব নয়। যাঁহারা প্রতিনিয়ত হরিনাম-কীর্ত্তনে রত, কৃষ্ণসংসার-উদ্দেশ্যেই যাঁহাদের জীবন-নির্ব্বাহ, শ্রীমূর্ত্তিসেবনই যেখানে একমাত্র কর্ম্ম, সেস্থান এবং সেই সেবাব্রত পরিত্যাগ করিলে কোন ব্রতই ফলপ্রসূ হয় না। (পত্রামৃত, পত্র—৭৯)

শ্রীধামে যাইয়া দর্শন ও হরিকথা-শ্রবণের নামে যাহারা সেবার দায়িত্ব হইতে ছুটি লন, সেবার নিত্যত্বে বিরক্তি জন্মিয়াছে, তাই অবকাশ লইতে চাহেন ও 'চক্ষু'-নামক ইন্দ্রিয়ের আনন্দ বিধান করেন, তাহাদের ধামদর্শন বা হরিকথা-শ্রবণ যথার্থ নহে। (ঐ)

শ্রীধাম ও ধামেশ্বরীর কৃপা না হইলে অপ্রাকৃত ব্রজদর্শন সম্ভব নয়। যাহাদের সে সৌভাগ্য হইয়াছে, তাহারা তাহা অবশ্য গ্রহণ করিবেন। (পত্রামৃত, পত্র-৩৩)

শ্রীধাম পরিক্রমা করিলে জীবের মায়িক বন্ধন ঘুচিয়া যায়, শ্রীভগবানের প্রতি অপ্রাকৃত আসক্তি জন্মে। **"বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার। সেই মত প্রীতি হউক চরণে তোমার॥"**—ইহা শ্রীধাম-পরিক্রমাকারী ভক্তগণের প্রার্থনীয় বিষয়। (পত্রাবলী, পত্র—১৩)

শ্রীবিগ্রহের, শ্রীমন্দিরের, শ্রীধামের ও শ্রীমণ্ডলের পরিক্রমা—উত্তরোত্তর

ব্যাপকতা জ্ঞাপন করে। শ্রীগোবিন্দ-বিগ্রহ, শ্রীগোবিন্দ-মন্দির, শ্রীগোবিন্দ-ধাম, মাথুর-গোষ্ঠবাটী—শ্রীমণ্ডল-পরিক্রমার অন্তর্ভুক্ত। এজন্য ভগবদ্ভক্তগণ সাধনভক্তির অনুষ্ঠান-জ্ঞানে মণ্ডলাদি পরিক্রমা করিয়া থাকেন। (প্রবন্ধাবলী, ''৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ও শ্রীউর্জ্জাব্রত'')

ধাম-পরিক্রমা ও তীর্থস্থানাদি দর্শনের তাৎপর্য্য না বুঝিয়া বৈষ্ণব-আনুগত্য বাদ দিয়া নিজ ইচ্ছামত কেবল 'আকু-পাকু' করিয়া বেড়াইলেই আমাদের কোনরূপ মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। তীর্থ-দর্শন, তাহা হইলে, কেবল ভ্রমণেই পর্য্যবসিত হইবে। শ্রবণমুখেই আমাদের দর্শন হওয়া প্রয়োজন। 'শ্রবণ' না হইলে আমাদের সম্যক্ 'দর্শন' হইবে না। তাই আমাদের গুরুবর্গ **কর্ণের দ্বারা দর্শন** করিতে উপদেশ দিয়াছেন। (ঐ)

ব্রজের তৃণ-গুল্ম-লতা সকল বস্তুই চিন্ময় ও ভগবৎলীলার সহায়ক। যদি বন-ভ্রমণকালে উহাদিগকে আমরা নিজেদের ইন্দ্রিয়তর্পণে লাগাইবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে বনভ্রমণ না হইয়া আমাদের অপরাধই সঞ্চয় করা হইবে। তজ্জন্যই ব্রজমণ্ডলের বৃক্ষলতাদির অঙ্গহানি করা দোষ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। এখানকার প্রত্যেক কুণ্ডই—তীর্থস্থান। সেজন্য সাধারণ পুষ্করিণীর ন্যায় ঐগুলির ব্যবহার নিষিদ্ধ। ভোগময় বুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে না পারিলে আমাদের যথার্থ বনভ্রমণ হইবে না। (ঐ)

যাঁহারা শ্রীধামদর্শন ও পরিক্রমাদিতে রুচিবিশিষ্ট, তাঁহাদের পক্ষে,ধামাপরাধ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। এস্থলে ধামাপরাধগুলি উল্লিখিত হইল ঃ—(১) শ্রীধাম-প্রদর্শক শ্রীগুরু ও সাধুকে অবজ্ঞা, (২) শ্রীধামকে অনিত্যবোধ, (৩) শ্রীধামবাসী ও ভ্রমণকারীর প্রতি হিংসা ও জাতিবুদ্ধি, (৪) শ্রীধামে বসিয়া বিষয়কার্য্যাদির অনুষ্ঠান, (৫) শ্রীধামসেবাচ্ছলে ব্যবসায় ও অর্থোপার্জ্জন, (৬) জড়বুদ্ধিতে শ্রীধামের সহিত জড়দেশের অথবা অন্য দেবতীর্থের সমজ্ঞান ও পরিমাণচেষ্টা, (৭) শ্রীধামবাস করিয়া পাপাচরণ, (৮) শ্রীনবদ্বীপ ও বৃন্দাবন-ধামে ভেদজ্ঞান, (৯) ধাম-মাহাত্ম্যমূলক শাস্ত্রাদির নিন্দা এবং (১০) শ্রীধাম-মাহাত্ম্য অবিশ্বাসমূলে অর্থবাদ ও কল্পনাবুদ্ধি। (''শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ও পরিক্রমা-গ্রন্থাবলী''-গ্রন্থে 'নিবেদন')

শ্রীধামবাসিগণের নিকট আমাদের সর্ব্বদাই কৃপা-প্রার্থনা করিতে হইবে, তাঁহাদের সেবানিষ্ঠা আদর্শ-স্থানীয়। তাঁহাদের কৃপাপ্রভাবেই অপ্রাকৃত ধাম ও ধামেশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি হয়। (পত্রাবলী, পত্র—১৪)

শ্রীধাম ও তীর্থ সম্বন্ধে বিবিধ কথা—

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের সহায়কারীরূপে তাঁহাদের ইচ্ছামাত্রই সর্ব্বতীর্থগণ সেবনোদ্দেশ্যে আগমন করায় শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের প্রকাশ। কুণ্ডদ্বয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রণালিকারূপ যোগসূত্র নিত্যকালই শক্তি-শক্তিমানের অভেদত্ব ও প্রেমমিলন-বৈচিত্র্য প্রতিপাদন করিতেছে। (প্রবন্ধাবলী, ''৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ও শ্রীউর্জ্জব্রত'')

আমরা শ্রীসাধু-গুরুমুখে শুনিতে পাই—এই শ্রীকুণ্ডই শ্রেষ্ঠ গৌড়ীয়গণের চরমোপাস্য, একমাত্র আশ্রয়ণীয় ও নিত্য-বসতিস্থল। ইহাই ব্রজনবযুবদ্বন্দ্ব শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ কেলিকলা-বিস্তারকারী মাধ্যাহ্নিক বিহারস্থলী। কৃষ্ণসেবার পরাকাষ্ঠা এই শ্রীকুণ্ডে বর্ত্তমান। শ্রীরাধাকুণ্ডের অপ্রাকৃত বারি উন্নততম রসপূর্ণ এবং সাক্ষাৎ শ্রীমতী রাধারাণী-স্বরূপ। শ্রীরাধা যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয়তমা, তদ্রূপ তাঁহার কুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয়। তাই গোকুলপতি শ্রীকৃষ্ণের 'প্রেমামৃত-প্লাবন'-ক্ষেত্র বলিয়া শ্রীরাধাকুণ্ড সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোপরি উপাস্য-তত্ত্ব। (ঐ)

ভক্ত-ভগবানের কৃপাভিষিক্ত প্রত্যেকটী তীর্থস্থান ও ধামের বিশেষ বিশেষ মহিমা বিস্তৃত হইয়াছে। তত্তৎ ক্ষেত্রোপযোগী আলোচনার দ্বারা অধিক ফল পাওয়া যায়। ইহা ভজনের উদ্দীপক ও সহায়ক। (পত্রাবলী, পত্র—১৫)

(*হরিদ্বার*—) স্থানটী মায়াবাদী-নির্ব্বিশেষবাদী-অধ্যুষিত হইলেও ইহা ভগবান্ শ্রীহরির দ্বার। তবে মথুরা-বৃন্দাবন হইতে শ্রেষ্ঠ, ইহা কখনই বলা যায় না। এই হরিদ্বারের গঙ্গাতেই শ্রীসনকাদি কুমারগণ নারদঋষিকে শ্রীমদ্ভাগবত-কথা শ্রবণ করাইয়াছিলেন। (পত্রাবলী, পত্র—৩৮)

শ্রীধামে নির্ব্বিশেষবাদী-মায়াবাদীরা বাস করেন বলিয়া ধামের মহিমা খর্ব্ব হয় না। তীর্থসকল ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণের সান্নিধ্যেই তীর্থীভূত—পবিত্রীকৃত হইয়া থাকে। (ঐ)

বাণী-প্রচার

সনাতন ধর্ম্মের ধারক ও বাহক শ্রীভগবান্ এবং সদ্‌গুরু—আচরণশীল প্রচারক বা মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মাবতার। জীবকল্যাণ-চিন্তারত মুক্তগণের পর্ব্বত-গুহায় অবস্থান অপেক্ষা লোকালয়ে অবস্থান অধিক বদান্যতার পরিচায়ক। তাঁহাদের ধর্ম্মাচরণ ও সাক্ষাৎ উপদেশ-নির্দ্দেশে সামগ্রিক জীবের, বিশেষতঃ ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—মনুষ্যগোষ্ঠীর পরমমঙ্গল—আত্যন্তিক কল্যাণলাভ হয়। (প্রবন্ধাবলী, ''গৌড়ীয়ের একোনচত্বারিংশ বর্ষ'')

বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম শ্রীমন্বাদি-দ্বারা বর্ণিত ও প্রচারিত হয়, কিন্তু পরমধর্ম্মের বক্তা ও প্রচারক শ্রীভগবান্ ও তদীয় পার্ষদ ভিন্ন অন্য কেহ হইতে পারেন না। (প্রবন্ধাবলী, ''গৌড়ীয়ের একচত্বারিংশ বর্ষ'')

সরল নিষ্কপট গুরুসেবকই আচার-প্রচারের দ্বারা বিশ্ববাসীর কল্যাণ-বিধানে সমর্থ। তিনিই 'পরমহংস আচার্য্য' হইয়া গুরুদেবের বাণী ও মনোভীষ্ট-প্রচারে ব্রতী হন। (প্রবন্ধাবলী, ''জাবালা ও সত্যকাম'')

ধর্ম্মকথা বলিবার বা কীর্ত্তনকারীর অধিকার-বিচারে আমরা দেখিতে পাই, **''আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়। আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥''** আচরণ না থাকিলে প্রচার বা কীর্ত্তন সম্ভব নয়। আবার আচরণশীল ব্যক্তির কীর্ত্তন বা প্রচার ব্যতীত আচরণ সফল নয়। তজ্জন্য শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর উপদেশ, —**''আচার-প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য। তুমি সর্ব্বগুরু, তুমি জগতের আর্য্য॥''** (প্রবন্ধাবলী, ''গৌড়ীয়ের একোনচত্বারিংশ বর্ষ'')

নিঃস্বার্থ আদর্শ-চরিত্র ব্যক্তিগণই শ্রীআজ্ঞাটহল-প্রচারের উপযুক্ত পাত্র। বাস্তব সত্য-প্রচারক—নির্ভীক, নিরপেক্ষ ও বলিষ্ঠ নীতির পরিপোষক। (প্রবন্ধাবলী, ''গৌড়ীয়ের চতুর্ব্বিংশ বর্ষ'')

হরিকথা-কীর্ত্তনকেই প্রচার বলে। তাহা প্রাণবন্ত বলিয়া অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রবেশপূর্ব্বক ঝঙ্কার তোলে। তাহাতে মানুষের চিত্তবৃত্তির পরিবর্ত্তন হয়—মানব নূতন দিব্যজীবন লাভ করে। তুমি উৎসাহের সহিত হরিকথা প্রচার করিবে। (পত্রামৃত, পত্র—২০)

লোকে সমালোচনা করিলে বিচার-যুক্তিদ্বারা স্বমত-স্থাপনে সাহায্য হয় ও পারমার্থিক-ক্ষেত্রেপ্রচারের বিশেষ সুবিধা ও সুযোগ উপস্থিত হয়। (পত্রামৃত, পত্র-১২)

ভগবৎকথা-কীর্ত্তনে যদি অব্যর্থকালত্ব, রুচি ও আসক্তি না জন্মে, তাহার মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা না থাকে, উহা প্রাণহীন বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। **''প্রাণ আছে তার, সেইহেতু প্রচার, প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণগাঁথা সব''**—এই মহাজন-বাণী আমাদের সর্ব্বদা স্মরণীয়। হরিকথা-কীর্ত্তনে দেহ-মনোধর্ম্ম বিদূরিত হয়, জাড্য ও আলস্য দূরে পলায়ন করে—**''পলায় দুরন্ত কলি পড়িয়া বিভ্রাটে''**। (পত্রামৃত, পত্র—২১)

শারীরিক সুস্থতা-অসুস্থতা চিরদিনই থাকিবে। তাহা লইয়াই শ্রীনামপ্রচার-সেবায় ব্রতী হইতে পারিলে আমাদের আত্যন্তিক মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। প্রাকৃত-বিচারে ইহা নিষ্ঠুরতা বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও ইহার মধ্যেই বাস্তবশান্তি লুক্কায়িত আছে। (ঐ)

কাহারও পারমার্থিক কল্যাণের চেষ্টা করিতে গেলে দুনিয়ার লোকের সমালোচনার পাত্র অবশ্যই হইতে হয়। ইহাতে পরোপকার-চিন্তা ছাড়িয়া দিলে চলিবে কেন? বাস্তব কল্যাণ কাহাকে বলে, সে-সম্বন্ধে জড়বাদিগণের Concrete idea নাই। তজ্জন্য ভুল বুঝাবুঝির ক্ষেত্র থাকিয়া যায়। (পত্রামৃত, পত্র—৩৩)

শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রভুর উপদিষ্ট মতবাদ যাহাতে দুষ্ট কপটীগণের দ্বারা আচ্ছাদিত না হয়, তাহার প্রতিরোধ-চেষ্টাই অসৎসঙ্গ-ত্যাগ। ভাল মানুষ সাজিবার চেষ্টা করিলে ধর্ম্মপ্রচার হয় না। তাহাতে নিরস্তকুহক নিত্যমঙ্গলকর বাস্তবসত্য প্রচারের সম্ভাবনা কোথায়? (''গৌড়ীয়ের চতুর্ব্বিংশ বর্ষ'')

শুদ্ধভক্তি-প্রচারক শ্রীনাম-মহিমাই জগতে বিঘোষিত করেন। তিনি প্রভুর আজ্ঞানুসারে জীবকে কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণভজন ও কৃষ্ণশিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। নামাভাস ত্যাগপূর্ব্বক নবধাভক্তির যাজনদ্বারা স্বীয় অধিকারভেদে প্রথমে বিধিমার্গে, পরে রাগমার্গে ভজনের উপদেশ করেন। (ঐ)

দশবিধ নামাপরাধের মধ্যে অশ্রদ্দধান ব্যক্তিকে শ্রীনামপ্রদান নিষিদ্ধ হইয়াছে, তবে প্রচারক্ষেত্রেও কি একই নির্দ্দেশ পালনীয়? অপাত্রকে সুপাত্র করিয়া শ্রীনাম-উপদেশ কর্ত্তব্য, ইহাই প্রকৃত ব্যবস্থা। (ঐ)

অমানী-মানদ-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে না পারিলে কীর্ত্তন সম্ভব নহে এবং প্রাকৃত সহজিয়ার 'আকুপাকু'-ভাব—'দৈন্য' বা 'অমানী-মানদত্বে'র ধারক বা বাহক হইতে পারে না। চিত্ত-দৌর্ব্বল্যকে সহিষ্ণুতা গুণ বলিয়া ধারণা করা ভ্রম ও অন্যায়। (প্রবন্ধাবলী, ''গৌড়ীয়ের পঞ্চবিংশ বর্ষ'')

'ধর্ম্মাচরণ করিলেই প্রচার আপনি হইবে'—এরূপ চিন্তা কিঞ্চিদধিক স্বার্থ-বিজৃম্ভিত ; ইহা বিবিক্তানন্দীর বিচার হইলেও 'মৌনীবাবা' অপেক্ষা গোষ্ঠানন্দীর পরার্থনিষ্ঠা—পরোপকারবৃত্তি বা মহামহাবদান্যতা সর্ব্বোপরি প্রতিষ্ঠিত। যাঁহারা 'মৌনীবাবা' সাজিয়া ধর্ম্মপ্রচারের বিরুদ্ধাচরণ করেন, তাঁহারা একদেশদর্শী ; তাঁহারা আচার-প্রচারের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে অপারক ; বস্তুতঃ আচার ও প্রচার একতাৎপর্য্যপর ও পরস্পরের পরিপূরক। (''গৌড়ীয়ের একোনচত্বারিংশ বর্ষ)

যাঁহারা শাস্ত্রাদির তত্ত্ব-সিদ্ধান্তাদি সদ্‌গুরুমুখে শ্রবণের বাস্তব সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারাই ধর্ম্মপ্রচারের ভারপ্রাপ্ত হন বা দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন। যাহারা নিজেদের বুদ্ধিমান্, অসাম্প্রদায়িক, ধার্ম্মিক (?) বলিয়া অহঙ্কার প্রকাশ করেন এবং ধর্ম্মকথা বা শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলাকথাদি কীর্ত্তন বা প্রচারের আবশ্যকতা নাই মনে করেন, তাহারা শাস্ত্রাদির মুখ্য তাৎপর্য্য অবগত হন নাই, ইহাই প্রমাণিত হয়। (ঐ)

যাঁহারা ধর্ম্মপ্রচারক, তাঁহাদের একটী গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় অবশ্যই থাকিবে। তবে সেই গোষ্ঠী বা দল রাজনৈতিক-সমাজনৈতিক দলের ন্যায় Grouping হইয়া গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ব্যাপৃত নহেন। একতাৎপর্য্যপর হইয়া প্রিয় পরমোপাস্য শ্রীভগবানের প্রীতির নিমিত্ত তাঁহারা পরস্পরের প্রতি স্নেহ-মমতা, শ্রদ্ধা-ভক্তিযুক্ত। অনেকেই মনে করেন, দল বাঁধিলে বা প্রচার করিলেই দোষের কথা হইল। কিন্তু আচরণশীল ব্যক্তির আচরণই প্রথম প্রচার এবং তাহা বাস্তব। আচরণহীন ব্যক্তির প্রচার নিষ্ফল ও প্রাণহীন। (ঐ)

সদাচার

বিধি-নিষেধাত্মক সদাচার-পালন সাধনভক্তি-বিষয়ে অবশ্যই প্রয়োজন। কুপথ্য-ত্যাগ ও সুপথ্য-গ্রহণই দুঃসঙ্গবর্জ্জন ও সৎসঙ্গগ্রহণ-নীতি। বৈষ্ণব সাধন-ভজনের অনুকূল বিশেষ সদাচার পালন করিবেন এবং ভজনবিরোধী বিষয় ও সঙ্গ অবশ্যই বর্জ্জন করিবেন। ভক্তিলাভের নিমিত্তই এই বিধি-নিষেধ উপদিষ্ট হইয়াছে। (পত্রামৃত; পত্র—৪১)

শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি শাস্ত্র-উপদিষ্ট ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠানই বৈষ্ণব-সদাচার। শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিই মূলবিধি ও ভগবৎ-বিস্মৃতিই মূলনিষেধসূচক বাক্য। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিই মুখ্য সদাচার। (ঐ)

''**যেন কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ**''—যে কোন উপায়েই হউক্ চিত্তকে ভগবৎউন্মুখী করিতে হইবে। অসৎসঙ্গ-ত্যাগই বৈষ্ণবাচার। (ঐ)

যাহারা শ্রীভগবান্‌কে ভালবাসিবার জন্য সকল প্রকার জাগতিক সুখকে তুচ্ছ করিতে পারে, সদাচার-পালনে কঠোরতা প্রদর্শন করে, ভক্তবৎসল ভগবান্ সেই ভক্তিমান্-ভক্তিমতীকে অঙ্গীকার করিবেন। (পত্রামৃত, পত্র—৮)

ব্রত ও ব্রতোপবাসাদি-পালন—

আমরা কর্ম্মজড়-স্মৃতির বহুমানন না করিয়া সাত্বত-স্মৃতির ব্যবস্থানুসারেই ব্রতোপবাসাদি পালন করিব, ইহাই বিশুদ্ধ গৌড়ীয়গণের সৎসম্প্রদায়-নিষ্ঠা। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রতি একান্ত অনুরক্ত, তাঁহারা গৌড়ীয়-গোস্বামি-গুরুবর্গের সর্ব্বতোভাবে পদাঙ্কানুসরণ করিবেন এবং তাঁহাদের আচরিত-প্রচারিত অপ্রাকৃত শিক্ষা গ্রহণ করিয়া ধন্য হইবেন। সুবিধাবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলে পরমার্থ-পথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয় এবং ইহা বিশেষ দুর্ভাগ্যজনক। (প্রবন্ধাবলী, ''গৌড়ীয়ের অষ্টত্রিংশ বর্ষ'')

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণ স্বীয় সম্প্রদায়ের উপকার সাধনের নিমিত্ত বৈষ্ণবগণের সদাচারাদি অক্ষুণ্ণ রাখিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছানুসারে শ্রীল সনাতন গোস্বামিকৃত ''শ্রীহরিভক্তিবিলাস'' ও শ্রীল গোপাল ভট্ট-কৃত ''সৎক্রিয়াসারদীপিকা''দি সংরক্ষণ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, বৈষ্ণবস্মৃতির অনুসরণ পরিত্যাগপূর্ব্বক আজকাল শ্রীমন্মহাপ্রভুর তথাকথিত ভক্তসম্প্রদায় তাঁহার বিরুদ্ধাচরণই করিতেছেন। (ঐ)

ভগবৎআবির্ভাব-সূচক তিথি পালনে সাত্বত স্মৃতিশাস্ত্র উপবাসাদির ব্যবস্থা দিয়াছেন ; কিন্তু **শক্তি বা জীবতত্ত্বের আবির্ভাবে কোনরূপ উপবাসের ব্যবস্থা প্রদত্ত হয় নাই**। রূপানুগ সারস্বত-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সমাজে ঐরূপ ক্ষেত্রে 'ব্রত' বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে। **যাঁহারা শক্তিতত্ত্বেও উপবাস প্রভৃতির পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে বিশুদ্ধ সারস্বতগণ 'অতিবাড়ী' সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন।** আমরা ঐরূপ অতিবাড়ী-সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত বিচার হইতে সর্ব্বতোভাবে নিরপেক্ষভাবে অবস্থান করিব। জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুকম্পিত ও তদাশ্রিতগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন, তাঁহারা যেন প্রাচীন গৌড়ীয়-গুরুবর্গের অনুসৃত পন্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক নবীন সহজিয়ামতের আবাহন না করেন। (প্রবন্ধাবলী, ''গৌড়ীয়ের ষট্‌ত্রিংশ বর্ষ'')

ব্রতোপবাস-পালনে ভগবদ্ভক্তিই একমাত্র কাম্য—লঙ্ঘন দেওয়া বা উপবাস করাই ব্রতপালন নহে। সুষ্ঠুভাবে হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন, শ্রীভাগবতাদি-সাত্বত-শাস্ত্র-আলোচনা, নির্ব্বন্ধ-সহকারে শ্রীনামগ্রহণ ও ভগবৎসেবাদি ভক্তি-অনুকূল কর্ম্মপ্রবর্ত্তনই ব্রতোদ্‌যাপনের একমাত্র লক্ষ্য ও কৃত্য। এইগুলির অনুশীলনদ্বারাই ব্রতাচরণের যথার্থ ফললাভ হয়। (পত্রাবলী, পত্র—১০)

শ্রীগৌরপূর্ণিমা, শ্রীজন্মাষ্টমী, শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশীতে অসমর্থ-পক্ষে পিত্তাধিক্য ব্যক্তির নিরম্বু উপবাস করিয়া ২/৪ দিন অসুস্থ থাকা অপেক্ষা কিছু সরবৎ বা দুগ্ধগ্রহণ করিলে উপবাস নষ্ট হইবে না। স্থান-কাল-পাত্র ও অবস্থা বিবেচনা করিয়াই শাস্ত্রাদিতে বিধি-নিষেধাদি ব্যবস্থা হইয়াছে। (পত্রামৃত, পত্র—৬২)

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত চারবর্ণাশ্রমী সকলেরই অবশ্য পালনীয়। কষ্টসাধ্য বলিয়া এই প্রাচীন শাস্ত্রীয় ব্রতবিধি ক্রমশঃ বিলাসপ্রিয় সমাজবক্ষ হইতে অন্তর্হিত হইয়া

যাইতেছে। আজকাল সকলেই অসমর্থ সাজিয়া নিয়মের অধীন হওয়া সুবিধাজনক মনে না করায় এইসকল ব্রতাদি-পালনে শিথিলতা প্রদর্শন করিতেছেন, ইহা বিশেষ দুঃখের বিষয়। সমর্থপক্ষেও হরিসেবায় আলস্যপরায়ণ হইয়া চাতুর্ম্মাস্যাদি হরিসেবানুকূল ব্রতের প্রতি অনাদর করিলে শ্রীহরির প্রীতিলাভ সম্ভব হয় না—ইহাই নিখিল সাত্বত স্মৃতির বিশেষ নির্দ্দেশ। (''চাতুর্ম্মাস্য ও কার্ত্তিক-ব্রতপালনের বিধি-নিষেধ'')

গৃহস্থের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন যে, চাতুর্ম্মাস্যের ন্যায় কষ্টসাধ্য ব্রত ত্যক্তাশ্রমীর জন্যই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, উহাতে তাহাদের কোন কিছু করণীয় নাই। কিন্তু এ ধারণা ভ্রমাত্মক। গৃহী ও ত্যাগী নির্ব্বিশেষে ভগবৎসেবার অনুকূল-বিচারে বা ভগবৎপ্রীত্যর্থে ভক্তগণ এইব্রত অবশ্যই পালন করিবেন। (ঐ)

অনেকে 'অসমর্থপক্ষে' কার্ত্তিক-ব্রত মাত্র পালন করেন দেখিয়া চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতপালনের আদৌ আবশ্যকতা নাই, কেহ যেন এইরূপ মনে না করেন। কেহ সমর্থবান্ হইয়াও অসমর্থের ভাণ করিলে ব্রতাদি-পালনের মূল উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া 'অকর্ম্ম'-দোষে দুষ্ট হইবেন। (ঐ)

(*চাতুর্ম্মাস্য-কালে বিশেষ বিধি—*) যে বিশেষ সাত্ত্বিক খাদ্যের উপর কাহারও জীবন নির্ভর করে, তাহা সাময়িকভাবে পরিত্যাগ না করিলেও চলে। (পত্রামৃত, পত্র—৯)

হরিভজনানুকূলে শরীর-স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ—

যতদিন পর্য্যন্ত দেহাধারে জীবাত্মা বসবাস করিবেন, ততদিন তাঁহাকে সময়মত আহার-বিশ্রামের বিষয়ে সাহায্য করিতে হইবে। যদিও জীবাত্মার ঐরূপ কোন ভোগ নাই, তথাপি স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উহার অনুষ্ঠান ও সংরক্ষণাদি প্রয়োজন। (পত্রামৃত, পত্র—১০)

ভগবদ্ভক্তের আহার, বিহার, জীবনধারণ, নিদ্রা, বেশভূষা-রচনা সবই শ্রীহরিসেবার তাৎপর্য্যমূলক। তাঁহার ঐ অনুষ্ঠানে ভগবান্ সন্তুষ্ট এবং তজ্জন্যই ভক্তের জীবনধারণের আকাঙ্ক্ষা। (ঐ)

''শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্''—এ বাক্য একদিকে সত্য, কারণ শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িলে কে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে? আবার শরীর-যত্নের দোহাই দিয়া

ভোগী হইয়া পড়িলেও বিপদ অনিবার্য্য। সুতরাং উভয় কুলের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলাই হরিভজন-পিপাসু বুদ্ধিমান্ মনুষ্যের বিশেষ কর্ত্তব্য। (পত্রাবলী, ১৬)

"যথাযোগ্য ভোগ, নাহি তথা রোগ"-বিচার বহুমানন করিতে গিয়া শরীর সুস্থ রাখার নামে আমি যদি দেহারামী, গেহারামী হইয়া পড়ি, তাহাতে ভজন-সাধন বা মঙ্গলের পথ কোথায় রহিল? অনেকেই "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্" বাক্যের ধূয়া ধরিয়া নাস্তিক চার্ব্বাকের অনুকরণে বা অনুসরণে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। **"আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ"**—ইহাই যুক্তাহার-বিহারের মাপকাঠি। যতটুকু স্বীকার বা গ্রহণ করিলে ভগবদ্ভজনোপযোগী শরীর সুস্থ থাকে, শাস্ত্র তাহাকেই 'যথাযোগ্য' বা 'যুক্ত'-শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। (পত্রাবলী, পত্র-১৭)

যথালাভে সন্তুষ্ট থাকা—ইহা একটী বিশেষ সদ্‌গুণ। এস্থলে যুক্তাহার, যুক্তবিহারের উপদেশ করিয়াছেন। অল্প ও অধিক হইলে অনেক সময়ে পরমার্থ হইতে দূরে চলিয়া যাইতে হয়। (পত্রামৃত, পত্র—১৪)

"Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise." and "Cock crows in the morn to tell us to rise; And he who rise late will never be wise"—ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। (পত্রামৃত, পত্র—১৮)

বায়ু-পিত্ত-কফাত্মক শরীরে যে-কোন ত্রুটীর অভাব হইলেই শারীরিক অসুস্থতা দেখা দেয়। তখন শাস্ত্রীয় ও মহাজনানুশাসন সর্ব্বতোভাবে মানিয়া চলা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। বাধ্য হইয়া সে-সময় বিকল্প ব্যবস্থার আশ্রয় লইতে হয়। সাধারণ আইন ও বিশেষ আইন এক নহে। তজ্জন্য সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্যে নির্দ্দেশ দেখিতে পাই—স্থান-কাল-পাত্র বিচার করিয়া চলিবে। (পত্রামৃত; ৭০)

বিশেষ প্রয়োজনে আহ্নিকের পরই (*অর্চ্চন-আরম্ভের পূর্ব্বে*) পিত্তরক্ষা করিলে (*অর্থাৎ কিছু ভোজন করিলে*) ক্ষতি হইবে না। তাহাতে শ্রীভগবান্ তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট বা বিরূপ হইবেন না। (পত্রামৃত; পত্র—৬২)

শরীর থাকিলে রোগ থাকিবেই—**"শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্।"** সুতরাং সুস্থশরীর পাইলে তবে সাধন-ভজন করিব—ইহা বুদ্ধিমান ব্যক্তির বিচার নহে।

দেহাধারে জীবাত্মার অধিষ্ঠানকালেই অর্থাৎ সুস্থাসুস্থ বিচারে না গিয়া আত্মকল্যাণ-চিন্তায় মনোনিবেশ করিতে হইবে। মহাসমুদ্র শুষ্ক হইলে আমি সমুদ্রপার হইব, ইহা বাতুলের বিচার বা উক্তি। এই সংসার-দুঃখ-সমুদ্রে কাম-ক্রোধাদি নক্র-মকরাদির আক্রমণ, বিষয়-বাসনা ইত্যাদি বহু বাধা-বিঘ্ন রহিয়াছে। ইহার মধ্যেই আমাদের সাধন-পথে অগ্রসর হইতে হইবে। (পত্রামৃত; পত্র—৭০)

অন্যান্য বিবিধ সদাচার উপদেশ—

শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবকে স্মরণপূর্ব্বক সকল কার্য্যের শুভারম্ভ ও সমাপ্তির প্রয়োজন। (পত্রামৃত, পত্র—৭)

একই সম্প্রদায়ভুক্ত, একই গুরুর শিষ্য, বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত সদাচার-পরায়ণ ব্যক্তির হস্ত-পাচিত অন্নাদিগ্রহণে কোন দোষ নাই। (ঐ)

অন্য মন্ত্রে দীক্ষিত, অবৈষ্ণব, পান-তামাক-চা-সেবী, অন্য দেব-দেবী-পূজকের হস্তে অন্নাদি-গ্রহণ করিলে স্পর্শদোষ আসে। (ঐ)

কখনও কোন নিকট আত্মীয়ের বাড়ী গেলে তাহাদের নিরামিষ বাসনপত্র ব্যবহার করিতে পার, কিন্তু এ-সম্বন্ধে পূর্ব্বেই নিঃসন্দেহ হওয়া প্রয়োজন। (ঐ)

পারমার্থিকতা বজায় রাখিতে গেলে কিছুটা প্রাকৃত সমালোচনার পাত্র হইতে হয়, তুমি ইহাতে কখনও সত্যপথ পরিত্যাগ করিবে না। (ঐ)

যিনি নিরন্তর শ্রীভগবানের নাম করেন, তিনি সর্ব্বদাই শুচি, তিনি পরম পবিত্র এবং নিত্যস্নাত। (ঐ)

ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিলে পবিত্রতা আসে না, কিন্তু ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ করিলে উহা লাভ হয়। (ঐ)

কিন্তু যিনি ঐ অবস্থায় উন্নীত হন নাই, তাহাকে (*শুচি-অশুচির*) সাধারণ বিধি-নিষেধ অবশ্যই পালন করিয়া চলিতে হইবে। (ঐ)

(*অশুচিকালে সাধারণ নিয়মে*) স্ত্রীলোকের শ্রীবিগ্রহের সেবা-পূজাদির অধিকার থাকে না, কিন্তু শ্রীভগবানের নাম করিতে কোন বাধা নাই। বিধি পরিত্যাগ করিয়া যখন রাগমার্গে প্রবেশলাভ হয়, তখন সাধারণ বিধি-পালনের আর ক্ষেত্র থাকে না। সে-অবস্থায় সমর্পিতাত্ম হওয়ায় সাধক-সাধিকার নিজের ভাল-মন্দের

কোন বিচার থাকে না। তখন কৃষ্ণসেবা-সুখ-তাৎপর্য্যই তাহার একমাত্র লক্ষ্যস্থল। শ্রীনারদের বাক্যে গোপীগণ তাঁহাদের প্রাণেশ্বর কৃষ্ণ সুস্থ হইয়া উঠিবেন জানিয়া পদধূলি প্রদান করিলেন। ইহা বিশুদ্ধ প্রেমের লক্ষণ, তথায় নিজের অকল্যাণ অপেক্ষা শ্রীভগবানের জন্য নিখিল চেষ্টা প্রযুক্ত হইয়াছে। (ঐ)

ভজন-সাধনে নিয়ম-নিষ্ঠা রাখিবে, কিন্তু 'শুচি-বাই' রাখিবে না। (ঐ)

যাঁহারা শ্রীনামাশ্রয়ী, বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত, ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ করেন, তাঁহাদের অন্য আধিকারিক দেবদেবীর কোনরূপ কবচ-মাদুলী-নির্ম্মাল্যাদি গ্রহণের কোন আবশ্যকতা নাই। উহাতে নামাপরাধকেই আবাহন করা হয়। (পত্রামৃত, পত্র-২০)

শ্রীনারায়ণ-কবচ বা শ্রীনৃসিংহ-কবচাদি ভক্তিসাধক-সাধিকার ভজনরাজ্যের যাবতীয় বিঘ্ন দূরীভূত করে। সুতরাং উহা নবগ্রহ-কবচের ন্যায় সাধারণ নহে। (পত্রামৃত, পত্র—৯)

আয়ুর্বেদাদি-শাস্ত্রে ঔষধি-বৃক্ষের নির্য্যাস রোগ-নিরাময়ের ঔষধি-রূপে নির্দ্দিষ্ট হইলেও একনিষ্ঠ ভগবদ্ভক্তগণ অনিবেদিত তুলসীর রস বা 'Ossimum Sanctum' কখনই গ্রহণ করেন না বা করিবেন না। শ্রীতুলসী—বৃক্ষরূপী অর্চ্চাবতার, তজ্জন্যই এই বিশেষ বিধান। (পত্রামৃত, পত্র—১৫)

বৈষ্ণবগণের পক্ষে তিন লহরী তুলসী মালা কণ্ঠে ধারণই সমীচিন। দুই কণ্ঠী অভাব পক্ষে, কিন্তু এককণ্ঠী কখনই নয়। (পত্রামৃত, পত্র—৩৩)

অতিবাড়ী সম্প্রদায় এককণ্ঠী মালা ধারণ করিয়া শাস্ত্র-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছেন। উহারা শুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ হইতে স্বতন্ত্র ও স্বেচ্ছাচারী। (ঐ)

স্নেহ-মমতা-কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে মানুষ বিশেষ বিধিও পালন করিয়া থাকে। তখন নির্দ্দিষ্ট সময়সীমা বা কালের হিসাব তাহাকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। তবে স্থান-কাল-পাত্রবিচারও সঙ্গে সঙ্গে রাখিতে হয়—সামঞ্জস্য বিধানের জন্য। (পত্রামৃত, পত্র—৭৪)

(*মৃত্যু-কালে*) ''দোষ পাওয়া''—কর্ম্মকাণ্ডীয় গৌণ বিচার। ভক্তের বেলায়—দীক্ষিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঐরূপ বিচার নাই। (পত্রামৃত, পত্র—২৭)

প্রয়োজন

''আমি কে? এই ব্রহ্মাণ্ডই বা কি? ভগবদ্বস্তুই বা কি? এবং আমাদের পরস্পর সম্বন্ধই বা কি?—এই চারিটী প্রশ্নের সদর্থ পাইলে সম্বন্ধ-জ্ঞান হয়।

সম্বন্ধ-জ্ঞান প্রাপ্ত পুরুষের কর্ত্তব্য কি? ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া সেই কর্ত্তব্যাবলম্বনকেই সর্ব্বশাস্ত্রের 'অভিধেয়' বলিয়া জানিতে হইবে।

কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের পর যে-রকম ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারই নাম—'প্রয়োজন'।''

—শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

''সর্ব্বতোভাবে নিজস্বার্থ বা নিজসুখ-বাঞ্ছা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবৎপ্রীতির অনুষ্ঠানই ভক্ত-জীবনের মূলমন্ত্র বা প্রয়োজন।''

—শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

রসতত্ত্ব

''**রসো বৈ সঃ**''—পরব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ—রসস্বরূপ। তিনি অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি—রস-স্বরূপত্বের পূর্ণতম অভিব্যক্তি। পরমানন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় রস-মাধুর্য্যের দ্বারা নিখিল জীবাত্মাকে আকর্ষণ করেন বলিয়া তাঁহার নাম ''শ্রীকৃষ্ণ''। (পত্রাবলী, পত্র—৩৩)

শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ও লীলা-পুরুষোত্তম—নরাকৃতি পরব্রহ্ম—নবকিশোর, নটবর। তিনি ''মধুরৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-কৃপাদি-ভাণ্ডার''। তিনি সমস্ত ভগবৎস্বরূপেরও চিত্ত আকর্ষণে সক্ষম। তজ্জন্য তাঁহাকে মাধুর্য্য-রসময় বিগ্রহ বলা হইয়াছে। (ঐ)

সর্ব্বশক্তিমান্ সেই পরতত্ত্ব নিখিল রসের আধার। তিনি পঞ্চরসের অধিদেবতা এবং বিভিন্ন ভক্তের অধিকারানুসারে আরাধিত হন। শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুরাদি পঞ্চরসে ভক্তগণ তাঁহার সেবা করেন। তিনি—পরমপতি—বিশ্বপতি—প্রাণপতি—প্রাণেশ্বর। গোপীগণ তাঁহাকেই স্বামীত্বে বরণ করিয়া জগতে উন্নতোজ্জ্বল রসের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের সংসার ছিল—থাকিলেও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকেই প্রাণপতি বলিয়া জানিতেন। অনূঢ়া ব্রজবালাগণ সেই পরতত্ত্বকে পতিরূপে পাইবার জন্য কাত্যায়নীর পূজার্চ্চনা করিয়া প্রার্থনা জানাইলেন—''**কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি। নন্দগোপ-সুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ॥**'' (পত্রামৃত, পত্র—১৩)

বিশুদ্ধ বাৎসল্যপ্রেমে শ্রীনন্দ-যশোমতী শ্রীবালগোপাল কৃষ্ণের আরাধনা বা সেবা করিয়া থাকেন। মাতা যশোদা বাৎসল্যরসের মূর্ত্তবিগ্রহ, তাঁহার অঙ্গকান্তি শ্যামলবর্ণ, পরিধানে ইন্দ্রধনু-বর্ণের বসন, নাতিস্থূল তনু, দীর্ঘ মেচকবর্ণের

কেশরাশি, রাধারাণীর জননী কীর্ত্তিদা তাঁহার প্রাণসখী, নন্দগৃহিণী—বসুদেবপত্নী দেবকীর সখী। যশোদানকারী মাতা যশোদা ব্রজজনের ঈশ্বরী, গোষ্ঠ-বৃন্দাবনের রাজ্ঞী এবং কৃষ্ণজননী। **''যাঁর যেই রস, সে-ই সর্ব্বোত্তম''**—ইহা জানিয়া স্বীয় অধিকারানুসারে আরাধ্য বা ইষ্টদেবের ভজনই সর্ব্বোত্তম। (পত্রাবলী, পত্র—৪২)

বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বাৎসল্য স্নেহে গোপীগণের পুত্ররূপেই সংস্থাপিত। তিনিই আবার সখ্যরসে পুলিনভোজন ও ক্রীড়ামোদে ব্যাপৃত। কখনও তিনি মধুর-রসের অধিদেবতা। মাতার বিশুদ্ধ বাৎসল্যভাব না থাকিলে তাঁহাকে পুত্ররূপে পাওয়া যায় না। আবার তাঁহার মধ্যে নিত্য পুত্রত্ব না থাকিলে তিনি 'মাতা' বলিয়া সম্বোধনও করিতে পারেন না। (পত্রামৃত; পত্র—১৯)

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা প্রাকৃত কামনা-বাসনার অন্তর্গত, আর কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিই 'প্রেম'-পদবাচ্য। ইহা শুদ্ধসত্ত্বের বৃত্তি-বিশেষ ও স্বরূপতঃ চিদ্বস্তু। নিত্যসিদ্ধগণের হৃদয়ে অনাদিকাল হইতেই প্রেম বিরাজিত। প্রেম হইতে মমতা-বুদ্ধির উদয় হয়—তখন শ্রীভগবান্‌কে পরমাত্মীয় জ্ঞান হয়। এইরূপ অধিকার-প্রাপ্ত ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিবার নিমিত্তই সর্ব্বদা লালায়িত ও ব্যাকুল হন। কৃষ্ণসম্বন্ধ ব্যতীত অন্য ইতর বস্তুতে তাঁহাদের আসক্তি থাকে না। প্রেম গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া মমত্ববুদ্ধি আনয়ন করে, তখন লোকধর্ম্ম-স্বজন-আর্য্যপথাদি-সম্বন্ধ তিরোহিত হয়। (পত্রাবলী, পত্র—৩৩)

প্রেম ঘনীভূত হইলে স্নেহ, মান প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব আখ্যাপ্রাপ্ত হয়। মহাভাবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্তর। যদিও কোন কোন স্থলে ভাব ও মহাভাবের একত্ব লক্ষ্য করা যায়। বাস্তব স্নেহ-মান-প্রণয়াদি জড়দেহে কখনই সম্ভব নহে; জাতরতি বা প্রেমপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রেই ইহার প্রকাশ সম্ভব। (ঐ)

শান্ত, দাস্য, গৌরব-সখ্যের অধিকারিগণ শ্রীকৃষ্ণের যে উপাসনা বা সেবা করেন, তাহা শ্রীনন্দনন্দনের সেবার আংশিক প্রকাশ মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহকে যাঁহারা পরমোপাস্য বিগ্রহরূপে প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, তাঁহাদের অপ্রাকৃত রসবিচারে ন্যূনতা বা অজ্ঞতা পরিলক্ষিত হয়। (''গৌড়ীয়ের দ্বিচত্বারিংশ বর্ষ'')

বৈধভক্তি-পথের পথিকগণ অনুরাগের সহিত ভগবৎসেবা করিবার অধিকারী নহেন ; তাঁহারা বিধি-নিষেধের অন্তর্গত বৈধভক্তিদ্বারা মর্য্যাদামার্গে সর্ব্বশক্তিমানের পূজার্চ্চন করিয়া থাকেন। ঐরূপ উপাসনা বা আরাধনায় উন্নতোজ্জ্বল-রসাদির প্রকাশ না থাকায় উহা অভীষ্ট চরমফল প্রদানে অসমর্থ। (ঐ)

'প্রভু'র সেবায় ঐশ্বর্য্য-মার্গীয় দাস্যপর বিচার এবং 'প্রিয়ে'র বা 'প্রেষ্ঠে'র সেবায় সখ্য-বাৎসল্য-মধুররতির বিচারের কথা সেবারূপে খ্যাতি লাভ করে। (পত্রামৃত; পত্র—৭২)

দাস্যাদি-রসাশ্রিত নিত্যমুক্তগণ পরব্যোমে শ্রীনারায়ণে সেবামগ্ন। মাধুর্য্যময় ভগবৎস্বরূপ দ্বিভুজরূপে বৈকুণ্ঠের উন্নততম প্রকোষ্ঠদ্বয়ে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররসে পরিসেবিত হন। গোলোকে মধুররস স্বকীয় এবং বৃন্দাবনে মধুররস পারকীয়। ঔদার্য্য-প্রকোষ্ঠে (নবদ্বীপ) শ্রীভগবান্ দ্বিভুজ ও ষড়্ভুজরূপে পরিকরসহ আচার্য্যরূপে নিত্য বিরাজিত আছেন। (প্রবন্ধাবলী, ''গৌড়ীয়ের চত্বারিংশ-বর্ষ'')

শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবতা ও আরাধনার কথাই জগজ্জীবকে জানাইয়াছেন। তিনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনকেই মধুররতির উপাস্য 'কান্ত'রূপে নির্ণয় করিয়াছেন। এইরূপ আরাধনায়ই উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। (প্রবন্ধাবলী, ''গৌড়ীয়ের দ্বিচত্বারিংশ বর্ষ'')

যাঁহারা ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে স্নাত, তাঁহারাই শ্রীরূপানুগত্যে ভবসিন্ধুতীরে সাক্ষীরূপে দণ্ডায়মান মহাপ্রভু শ্রীজগদ্বন্ধুর রথযাত্রা-মহোৎসবের বাস্তব তাৎপর্য্য অর্থাৎ শ্রীরাধার অনুগত সম্প্রদায় ব্রজরাজনন্দনকে প্রেমরজ্জুদ্বারা আকর্ষণপূর্ব্বক ঐশ্বর্য্য-লীলাক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্র-নীলাচল হইতে মাধুর্য্য-লীলাভূমি সুন্দরাচল-বৃন্দাবনে লইয়া যান, উপলব্ধি করিয়া থাকেন। (ঐ)

বার্ষভানবীর ভাবকান্তি-গ্রহণকারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত সম্প্রদায় প্রথম রথযাত্রার সময় তাঁহাদের নিজস্থানে লইয়া যাইবার জন্য যেরূপ যত্নবিশিষ্ট হন, উল্টারথের সময় তাঁহাদের সে যত্ন নাই। তাঁহারা ঘরের নিজস্ব ধনকে পরের দুয়ারে ঠেলিয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হন না।' (ঐ)

গোকুলের বিরহ-বিধুরা গোপীগণ কুরুক্ষেত্রের সূর্য্যোপরাগে তীর্থযাত্রাচ্ছলে গমন করিয়া তাঁহাদের প্রাণগোবিন্দের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণের পক্ষে এক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে। বিরহ বা বিপ্রলম্ভই তাঁহাদের ভজন। অনবসরকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আলালনাথে গমন বা বিশ্রাম—বিপ্রলম্ভ-ভজনেরই বিশেষ উদ্দীপক। শ্রীগৌরসুন্দর এইরূপ বিরহ-বিধুর গোপীগণের ভাব লইয়াই শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেন। শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে তাঁহার সম্ভোগস্পৃহার পরিবর্ত্তে বিরহানল বা শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে সুখপ্রদানের চেষ্টাই অধিকরতর উদ্দীপ্ত হইত। (ঐ)

আমরা শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়-গুরুবর্গের বাণীতে পাই,—"**জড়চিন্তা ও জড়ধর্ম্মকে দূর করিয়া ক্রমশঃ চিদ্ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিতে পারিলে ব্রজে গোপীজন্ম লাভ হইবে। গোপী হইতে না পারিলে কৃষ্ণভজন হইবে না।**" শ্রীগৌরসুন্দরের অনর্পিতচর মহাদান—শ্রীমাধব-ভজনরীতি যাহা সুদুর্ল্লভ হইলেও তিনি দান করিয়াছেন, তাঁহার কিঞ্চিৎও অনুশীলন ও আলোচনার সময় ও সুযোগ আমাদের হইল না। আমরা অনর্থ ও জড়ের বিক্রমে এতদূর অভিভূত যে, সেই অনর্থরাশি পরিমার্জ্জনপূর্ব্বক আত্মশোধন করিতে পারিতেছি না। আমরা কিরূপে তাঁহার নিজজনগণের একান্ত আশ্রয়ে তাঁহার বিপ্রলম্ভ-ভজনের—মহা অবদানের বিষয় উপলব্ধি করিতে পারিব? গুরু-বৈষ্ণবগণ ভূরিদ—পরম করুণাময়; আমরা আত্মঘাতী হইয়া সেই অহৈতুকী কৃপা কিরূপে অনুভব করিব? আমরা স্বরূপে পরতন্ত্র-স্বতন্ত্র হইয়াও, স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারক্রমে আত্মমঙ্গলের পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছি! এরূপ দুরাবস্থায় "**আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ**"—এই বেদান্ত-বাক্যই আমাদের একমাত্র আশাবন্ধ। বিরহ বা বিপ্রলম্ভদশায় বিষয় ও আশ্রয়-বিগ্রহের আদর্শ, শিক্ষা, আচার, প্রচারাদি অনুশীলনে একান্তভাবে প্রযত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। অপ্রাকৃত বিরহভাবোদ্দীপ্তা সর্ব্বশুভঙ্করী শ্রীনামকীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিমহাদেবী আমাদের হৃদয়ান্তঃপুর আলোকিত করুন্। আমরা যেন নব-উদ্দীপনায় শ্রীহরিকীর্ত্তন ও শ্রীনাম-দীক্ষায় উদ্বুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইতে পারি। (ঐ)

প্রেমভক্তি বা রাগানুগ-রাগাত্মিক-মার্গে বিধির কোন স্থান নাই, তথায় আত্মার স্বতঃসিদ্ধ স্বাভাবিক আকর্ষণই মূর্ত্ত ও প্রকটিত। এই অবস্থাই জীবের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়। ব্রজগোপীগণ যেভাবে কৃষ্ণের আরাধনা করিয়াছেন, তাহাই বিশুদ্ধ সেবা। (পত্রামৃত, পত্র—৩)

"শ্রীদামাদি সখাগণ কৃষ্ণের স্কন্ধে পদস্থাপন করিয়া তাল পাড়িয়া থাকেন, কৃষ্ণকে উচ্ছিষ্ট দেন। সমান ও শ্রেষ্ঠতা বিচার করিতে গিয়া সেবার বৈকল্য-সাধন কর্ত্তব্য নয়। সেবার সুষ্ঠুতা দেখা দরকার। সম্ভ্রম-বিচারে সেব্যকে ন্যূনাধিক বঞ্চনা করা হয়। মধুররস মুখ্যতম, বৎসলরস মুখ্যতর, আর সখ্যরস মুখ্য। এইগুলিতে বিপ্রলম্ভ বা বিরহ-বিচার প্রবল। আর শান্ত, দাস্য, গৌরব-সখ্যে গৌরব-ভাব মিশ্রিত। সেবক যদি সেবার্থে বেশী স্বতন্ত্রতা (lalitude) না পান, তবে সেব্যের পূর্ণসেবা করিতে অসমর্থ হন। বেশী ঘনিষ্ঠতা না থাকিলে সবরকম সেবার যোগ্যতা হয় না।" এসকল তত্ত্বসিদ্ধান্ত হৃদয়ে অনুভব করা প্রয়োজন।

সাধ্যতত্ত্ব

ভক্ত সারূপ্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তি অনায়াসে লাভ করেন, কিন্তু কখনই সাযুজ্য চাহেন না—যাহা আত্মবৃত্তির হানিকারক, suicidal policy। (পত্রামৃত, পত্র-১৩)

শ্রীভগবান্ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষোত্তম তত্ত্ব; ভক্তেরও সাধন-ভজনে উদ্ভাসিত দিব্য জ্যোতির্ম্ময় কান্তি লাভ হয়। (ঐ)

পঞ্চবিধ মুক্তির মধ্যে ঈশ্বরসাযুজ্য আকাশকুসুম হইলেও বাকি ৪টী—সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সার্ষ্টি আপনা হইতেই লাভ হয়; ভগবান্ দিতে চাহিলেও উহা ভক্ত গ্রহণ করেন না—তিনি ভক্তি-প্রেমেরই কাঙ্গাল। (পত্রামৃত,১৮)

'মুক্তি' শব্দে কোন কোন স্থলে ভক্তি বা সেবাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে; যেমন—"**মোক্ষং বিষ্ণুভক্তি-লাভম্।**" বিষ্ণুর পাদপদ্ম-সেবালাভই মোক্ষ বা মুক্তি নামে অভিহিত। (ঐ)

ব্রহ্মবাদীর মুক্তি—ব্রহ্মলোকে অজ্ঞান-অবস্থায় Interned হইয়া থাকা; আর পঞ্চ মুখ্যরসের অধিদেবতা শ্রীকৃষ্ণভজনের ফল—প্রীতি বা গোলোক-বৃন্দাবনে প্রেমলাভ। তুমি তাহারই জন্য যত্নশীল হইবে। (ঐ)

"**অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষবাঞ্ছা আদি সব॥ তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান। যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥**" সুতরাং পুরুষার্থ চতুষ্টয় একান্তী ভক্তগণের আদৌ কাম্য বিষয় নহে। শ্রীরাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত সারসিকী সেবা প্রাপ্তিই তাঁহাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়। (পত্রামৃত, ২৫)

আমরা সকলেই প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণ ও প্রাণেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকাদেবীর সেবায় যাহাতে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিতে পারি, তজ্জন্যই গুরুবৈষ্ণবের কৃপা প্রার্থনা করিব, তাহাতেই তাঁহাদের প্রীতিবিধান সম্ভব। (পত্রামৃত, ৭৫)

ভক্তের সহিত ভগবানের যে অপ্রাকৃত মিলন বা সংযোগ, তাহা সাধারণের বোধগম্য বিষয় নহে। জীবের সহিত ভগবানের যে প্রত্যক্ষ সংযোগ, তাহাই তাঁহার পরিণয়। (পত্রামৃত, পত্র—১১)

মধুর রসাশ্রিত জীবগণ চিদ্দেহ—গোপীদেহ লাভ করিয়া মাধুর্য্যময় শ্রীবৃন্দাবন-ধামের কৃষ্ণলীলার উপকরণরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। তখন তাহারা কৃষ্ণকীর্ত্তনকে জীবনস্বরূপ বলিয়া বরণ করেন। প্রেমদশাপ্রাপ্ত জীবের কৃষ্ণপাদপদ্ম ব্যতীত অন্য কোন কামনা নাই। ঐ অবস্থায় তিনি কৃষ্ণৈকজীবন হইয়া পড়েন। ইহাই জীব ও কৃষ্ণের মধ্যে স্বতঃসিদ্ধ অনুরাগ বা ধর্ম্ম। (প্রবন্ধাবলী, "গৌড়ীয়ের চত্বারিংশ বর্ষ")

ব্রজনবযুবদ্বন্দ্ব শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের প্রেষ্ঠালির আনুগত্যে সেবাপ্রাপ্তিই যাবতীয় লাভের পরাকাষ্ঠা-স্বরূপ। (পত্রাবলী, পত্র—২৭)

সাধুসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণনাম-অনুশীলনের চরমলাভই—অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি সশক্তিক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের রূপ-গুণ-লীলাদি শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি-ক্রমে অষ্টকালীয় নিত্যলীলায় প্রবেশাধিকার। পরম মুক্তগণই এই রসের অধিকারী। ("শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি"-গ্রন্থে 'নিবেদন')

গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দাসানুদাস হওয়াই আমাদের আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি। শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের অপ্রাকৃত চিল্লীলা-মিথুনের সার্ব্বকালিক সেবালাভই আমাদের ভজনক্ষেত্রে চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়। (পত্রামৃত, পত্র—৬২)

শ্রীরাধারাণীর গণে গণিত হইতে পারিলেই পরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণসেবা-লাভে সামর্থ্য আসে এবং তাহাই সেবা-সৌন্দর্য্য ও ঔদার্য্য-মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। ("শ্রীপত্রিকার নববর্ষে প্রবেশ, শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা, ৪৬শ বর্ষ)

সমাপ্ত